182. Hb. 84. 1

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥
জয়তি ॥

এই পুস্তকের মধ্যে।—
যে সমস্ত আইন আছে তাহার নির্ঘণ্ট।—

18.

সন।—	আইন।—
১৮৪৩ সাল —	১ প্রথম আইন।
,,	২ দ্বিতীয় আইন।
,,	৩ তৃতীয় আইন।
,,	৪ চতুর্থ আইন।
,,	৫ পঞ্চম আইন।
,,	৬ ষষ্ঠ আইন।
,,	১২ দ্বাদশ আইন।
,,	১৪ চতুর্দ্দশ আইন।
,,	১৫ পঞ্চদশ আইন।
,,	১৬ ষোড়শ আইন।
,,	১৭ সপ্তদশ আইন।
,,	১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।
,,	২০ বিংশতিতম আইন।
,,	২১ একবিংশতিতম আইন।
,,	২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।
,,	২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।
,,	২৪ চতুর্বিংশতিতম আইন।
,,	২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন।
১৮৪৪ সাল	২ দ্বিতীয় আইন।
,,	৩ তৃতীয় আইন।
,,	৪ চতুর্থ আইন।
,,	৫ পঞ্চম আইন।
,,	৮ অষ্টম আইন।
,,	৯ নবম আইন।
,,	১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

সন।—	আইন।—
১৮৪৫ সাল	১ প্রথম আইন।
,,	৩ তৃতীয় আইন।
,,	৪ চতুর্থ আইন।
,,	৫ পঞ্চম আইন।
,,	৯ নবম আইন।
,,	১০ দশম আইন।
,,	১৪ চতুর্দ্দশ আইন।
,,	১৫ পঞ্চদশ আইন।
,,	১৬ ষোড়শ আইন।
,,	১৭ সপ্তদশ আইন।
,,	১৮ অষ্টাদশ আইন।
,,	১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।
,,	২১ একবিংশতিতম আইন।
,,	২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।
,,	২৪ চতুর্বিংশতিতম আইন।
,,	২৬ ষড়বিংশতিতম আইন।
,,	২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।
১৮৪৬ সাল	১ প্রথম আইন।
,,	৪ চতুর্থ আইন।
,,	৬ ষষ্ঠ আইন।
,,	৭ সপ্তম আইন।
,,	৮ অষ্টম আইন।
,,	১০ দশম আইন।
১৮৪৭ সাল	১ প্রথম আইন।
,,	২ দ্বিতীয় আইন।
,,	৫ পঞ্চম আইন।
,,	৭ সপ্তম আইন।

(1072)

[illegible]

১৮৪৭ সাল.	১৩ ত্রয়োদশ আইন
,,	১৪ চতুর্দশ আইন।
,,	১৫ পঞ্চদশ আইন।
,,	১৬ ষোড়শ আইন।
,,	১৭ সপ্তদশ আইন।
,,	১৮ অষ্টাদশ আইন।
,,	২০ বিংশতিতম আইন।
,,	২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।
,,	২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।
১৮৪৮ সাল	১ প্রথম আইন।
,,	২ দ্বিতীয় আইন।
,,	৩ তৃতীয় আইন।
,,	৪ চতুর্থ আইন।
,,	৫ পঞ্চম আইন
,,	৬ ষষ্ঠ আইন
,,	৭ সপ্তম আইন।
,,	৮ অষ্টম আইন।
,,	১১ একাদশ আইন।
,,	১২ দ্বাদশ আইন
,,	১৩ ত্রয়োদশ আইন।
,,	১৪ চতুর্দশ আইন।
,,	১৫ পঞ্চদশ আইন।
,,	১৬ ষোড়শ আইন।
,,	১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।
,,	২০ বিংশতিতম আইন।
,,	২১ একবিংশতিতম আইন।
,,	২২ দ্বাবিংশতিতম আইন
,,	২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন
,,	২৪ চতুর্বিংশতিতম আইন
১৮৪৯ সাল	১ প্রথম আইন।
,,	২ দ্বিতীয় আইন।
,,	৩ তৃতীয় আইন
,,	৪ চতুর্থ আইন।
,,	৬ ষষ্ঠ আইন
,,	[illegible]

১৮৫০ সাল	৭ সপ্তম আইন
,,	৯ নবম আইন
,,	১০ দশম আইন
,,	১১ একাদশ আইন
,,	১২ দ্বাদশ আইন
,,	১৩ ত্রয়োদশ আইন
,,	১৫ পঞ্চদশ আইন
,,	১৬ ষোড়শ আইন
,,	১৮ অষ্টাদশ আইন
,,	১৯ ঊনবিংশতিতম আইন
,,	২০ বিংশতিতম আইন
,,	২১ একবিংশতিতম আইন
,,	২২ দ্বাবিংশতিতম আইন
,,	২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন
,,	২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন
,,	২৬ ষড়বিংশতিতম আইন
,,	২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন
,,	২৮ অষ্টাবিংশতিতম আইন
,,	২৯ ঊনত্রিংশতম আইন
,,	৩০ ত্রিংশতম আইন
,,	৩২ দ্বাত্রিংশতম আইন
,,	৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশতম আইন
,,	৩৪ চতুস্ত্রিংশতম আইন
,,	৩৬ ষট্‌ত্রিংশতম আইন
,,	৩৭ সপ্তত্রিংশতম আইন
,,	৩৮ অষ্টত্রিংশতম আইন
,,	৩৯ ঊনচত্বারিংশতম আইন
,,	৪২ দ্বিচত্বারিংশতম আইন
,,	৪৩ ত্রিচত্বারিংশতম আইন
,,	৪৪ চতুশ্চত্বারিংশতম আইন
,,	৪৫ পঞ্চচত্বারিংশতম আইন

LIBRARY.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ভূমির অধিকার এবং ভূমিবিষয়ক অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় লিখিত পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করণবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন মফঃসলে রেজিষ্টরীবিষয়ক যে আইন চলে তাহাতে হুকুম আছে যে ভূমির অধিকার ও ভূমি বিষয়ক অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হইলে যদি রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি জানিল যে রেজিষ্টরী না হওয়া সেই বিষয়ের পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি আছে তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী না হওয়া সেইরূপ পাট্টাপ্রভৃতির অপেক্ষা প্রবল হইবেক না। এবং যেহেতুক রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তিরদের সেইরূপ জ্ঞান থাকনের বিষয়ে এবং তাহারদের সেইং স্থলে পূর্ব্বে সম্বাদ পাওনের বিষয়ে যেং বিধি আছে তাহার অর্থ করণেতে আদালতের নিয়মের অত্যন্ত পেঁচ পড়িয়াছে। এবং যেহেতুক সেইরূপ সম্বাদ দেওন অথবা জ্ঞান থাকনের বিষয়ে যে তজবীজ হইয়াছে তাহাতে অনেক মিথ্যা শপথ হইয়াছে এবং ঐ তজবীজে আদালতের অনেক সময় লাগিয়াছে এবং যেহেতুক জাল কাগজপ্রযুক্ত এবং মিথ্যা শপথ এবং প্রবঞ্চনাক্রমে বিষয় ছাপানপ্রযুক্ত এবং অন্যান্য কুব্যবহার প্রযুক্ত যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে অথবা ভূমি বন্ধক লইয়া টাকা কর্জ্জ দেয় এইমত কোন ব্যক্তি ঐ ভূমির অধিকার অথবা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করিলেও তাহার উপর এমত নির্ভর করিতে পারে না যে অন্য দাওয়াদার রেজিষ্টরী না হওয়া কোন পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বের তারিখের বলিয়া উপস্থিত করিয়া তাহার স্বত্বাদি মিথ্যা করিবেক না।

অতএব ইহাতে হুকুক হইল যে বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের চলিত কোন আইনেতে ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া, পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বে ছিল ইহা জ্ঞাত থাকনের অথবা তাহার সম্বাদ

পাইবার বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি রদ হইবেক। এবং ভূমির অধিকার অথবা তাহার কোন লাভসম্পর্কীয় যে পাট্টা কি দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি ঐ২ রাজধানীর আইনানুসারে রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে তাহা যদি তৎপরের লিখিত সেই বিষয়ের পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে তৎপরের লিখিত যে পাট্টা কি দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় তাহার অনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাওয়া বলবৎ হইবেক এবং পূর্ব্বের হওয়া পাট্টা বা অন্য দলীলদস্তাবেজ থাকনের বিষয় সেই ব্যক্তি জানিয়াছিল বা তাহার সম্বাদ পাইয়াছিল এমত কথিত হইলেও তাহার পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজ অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে আগামি ১৮৪৩ সালের ১ মে তারিখের পূর্ব্বে যে কোন পাট্টা কি অন্য দলীলদস্তাবেজ হইয়াছিল তাহার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠকের সুনিয়ম করণের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের অথবা খাস আপীলের যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব বিচার করিয়া বোধ করেন যে ঐ আপীলহওয়া নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করা উচিত তবে তিনি সর্ব্বদাই ঐ আদালতের অন্য দুই জন জজ সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আহ্বান করিবেন এবং ঐ তিন জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া ঐ আপীল শুনিবেন এবং অধিক কোন জজের মত না লইয়া তাঁহারা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। এইমত গতিকে যদি তিন জন জজ সাহেবের এক মত হয় তবে তাঁহারা তিন জনই ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমনামায় দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জজের মত অন্য দুই জনের সঙ্গে ঐক্য না হয় তবে যে দুই জন জজ ঐক্য হন তাঁহারা ঐ ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবেন এবং অন্য জজ সাহেবের দস্তখৎকরা আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমের মধ্যে তাঁহার মত লিখিতে হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু উক্ত নিয়ম সরাসরী আপীলে অথবা মুৎফরক্কা মোকদ্দমার আপীলে খাটিবেক না এবং ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়াগিয়াছিল ইহার দ্বারা তাহার কিছু অন্যথা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

খাস আপীলের বিধি সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর কলিকাতার এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত ও মান্দ্রাজের সদর আদালত এবং বোম্বাইয়ের সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালতসকলে জাবেতামত আপীলের যে সকল নিষ্পত্তি কোন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের তুল্য প্রবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্তুরের বিপরীত দৃষ্ট হয় অথবা আইনের বা দস্তুরের কিম্বা ব্যবহারের যে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ হইতে পারে এইমত কোন নিয়মঘটিত হয় সেই আপীলের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল ঐ২ সদর আদালতে হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপীলের দরখাস্ত উপরের উক্তমতে নির্দ্ধারিত আদালতে দাখিল না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার সম্পর্কে খাস আপীল হয় তাহাতে পূর্ব্বে যে সকল ডিক্রী হইয়াছিল তাহার নকল খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত উপরের উক্তমতে

নির্দ্ধারিত আদালতে রীত্যনুসারে দাখিল হইলে তাহা খাসআপেলাণ্ট কি তাহার উকীল বা মোক্তারকারের সম্মুখে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব শুনিবেন এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ মোকদ্দমার মিসিলের সম্পর্কীয় কোন দলীলদস্তাবেজ তলব করিয়া পাঠ করিতে পারেন্ এবং ঐ দরখাস্তের জওয়াব দেওনের নিমিত্ত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তলব করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি এই মত বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে তিনি তদনুসারে হুকুম দিবেন এবং সেই সময়ে আপীলের যে মূল বিষয় বা বিষয়সকলের বিচার করিতে হইবেক তাহা সর্টিফিকটের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন পরে ঐ আদালতে যে দেশীয় ভাষা চলিত আছে তাহাতে তাহা তরজমা করা যাইবেক এবং তাহার পর ঐ খাস আপীল দাঁড়ামতে শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত আদালতের নথীর শামিল করা যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা আইনের মূল বিষয় বা বিষয়সকলের নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমার রোয়েদাদের যে অংশের আবশ্যকতা নাই সেই অংশ তলব করিয়া তাহাতে দৃষ্টি করণের প্রয়োজন নাই ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন এবং খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের বিষয়ে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্তমতে কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে উপরের উক্ত ধারামতে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল সর্টিফিকটে লেখাযায় সদর দেওয়ানী আদালত কেবল তাহার বিচার করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন বিষয় বা অংশের বিচার করিবেন না ইতি।

৮ ধারা।

কিন্তু আপীলের বিশেষ কারণ যদি অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণরূপে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখাগিয়া থাকে তবে ঐ সদর আদালত ঐ সর্টিফিকট শুদ্ধ করিতে পারেন্। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল আদৌ লেখা গিয়াছিল কেবল তাহাই একরূপে শুধরাণ যাইতে পারে এবং কোন নূতন বিষয় বা বিষয়সকল লইতে কিম্বা ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে তাহা লিখিতে ঐ আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের বিষয়ে বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর যে সকল আইন ও বিধি আছে তাহা যেপর্য্যন্ত এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া মুলতবী থাকে এই আইনের কোন হুকুমের দ্বারা তাহা শুননির ব্যতিক্রম হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে ঐ দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলের যে রূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইত সেই রূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৪ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

জুষ্টিস অফ দি পীসেরদের এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আক্ট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ানুসারে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কার্য্য করেন্ তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীলবিষয়ক আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক আইনের নির্দ্দিষ্ট নানা গতিকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে নিযুক্ত আছেন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে কোনং অপরাধের নালিশ হইতে পারে এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা আছে তদুপলক্ষে অথবা তাঁহারদের জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারা ঐ নালিশের বিচার করিতে পারেন্। এবং যেহেতুক মাজিষ্ট্রেটী পদের উপলক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের সমক্ষে যেং অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর এবং জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারদের সমক্ষে যেং দোষ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর আপীল করণবিষয়ের ভিন্নং বিধি আছে। এবং যেহেতুক ব্রিটনীয় প্রজারা চড়াউ করিলে বা কোন স্থানে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে অথবা বলপূর্ব্বক অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি করিলে তাহারদের ঐ দোষ মফঃসলে জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আক্ট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল করণের যে আইন আছে তাহা শুধরণের আবশ্যক।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সামান্য ক্ষমতার উপলক্ষে দণ্ডাজ্ঞা করিলে সরকারের আইনানুসারে যে কার্য্যকারকের নিকটে এবং যেং বিধির অনুসারে আপীল হইবার হুকুম আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন জুষ্টিস অপ দি পীস কোন অপরাধী

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

সাব্যস্ত হওয়াতে যে দণ্ডাজ্ঞা করেন তাহার উপর এবং উক্ত আক্ট অর্থাৎ আইনানুসারে যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য করেন তাঁহার দ্বারা কোন অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি যে দণ্ডাজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল সেই কার্য্যকারকের নিকটে এবং সেই২ বিধির অনুসারে হইবেক এবং এমত যে মোকদ্দমার উপর আপীল হয় তাহা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে সকল মোকদ্দমার উপর উক্ত প্রকারে আপীল হইয়াছে সেই সকল মোকদ্দমাছাড়া অন্য মোকদ্দমায় কোন দণ্ডাজ্ঞা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা রদ করণের যে ক্ষমতা এক্ষণে আছে তাহা এই আইনের কোন কথাতে রহিত হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসিডেন্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ১৮৪৩ সালের ৭ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এ আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে গোলামী অবস্থার বিষয়ি আইন নির্ণয় ও সংশোধন করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে আদালতের কোন ডিক্রী অথবা হুকুম জারী করণার্থ অথবা খাজানা বা মালগুজারীর কোন দাওয়ার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কোন সরকারী কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহাকে অথবা তাহাকে বলপূর্ব্বক খাটাওনের বা সেবা করাওনের অধিকার বিক্রয় করিতে বা করাইতে পারিবেন না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে কোন ব্যক্তি আমার গোলাম এবং সেই ব্যক্তি ও তাহার সেবা আমার সম্পত্তি বলিয়া যে কেহ অধিকার রাখে সেই অধিকার ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী আদালতের কি মাজিস্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বলবৎ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন ব্যক্তি আপন পরিশ্রমের দ্বারা অথবা কোন শিল্প কর্ম্ম বা উপজীবিকা কিম্বা ব্যবসায়ের দ্বারা কি উত্তরাধিকারিত্ব কি অর্পণ কিম্বা দান অথবা মুমূর্ষু দানক্রমে কোন সম্পত্তি পাইয়া থাকে সেই ব্যক্তি গোলাম অথবা যাহার স্থানে সেই সম্পত্তি পাইয়াছিল সেই ব্যক্তি গোলাম ছিল ইহা বলিয়া সেই সম্পত্তিহইতে বেদখল হইবেক না অথবা তাহার দখল করিতে নিবারণ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম্ম গোলামভিন্ন ব্যক্তির প্রতি করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ হইত সেই কর্ম্ম কেন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহার প্রতি করিলে সেইরূপ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

আমীনেরদের এবং মুনসেফেরদের আদালতের এলাকা ও কার্য্যবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনকে প্রথমত উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণেতে জিলা এবং শহরের জজ সাহেবদিগের আদালতের কার্য্য চালাওনের নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীনেরা কার্য্য করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকার মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আপীলের বিষয়ে ঐ ধারাতে যে২ বিধান আছে সেই২ বিধান ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচারকালীন ঐ বিচারকের করা সকল হুকুমের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের যে২ ভাগে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের প্রতি আসামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথবা তাঁহারদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর সম্পত্তি ক্রোককরণের অথবা জিলার জজ সাহেবের অনুমতিবিনা তাঁহারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করণের নিষেধ আছে সেই২ ভাগ রদ হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় তাহারা আসামীর স্থানে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ এবং ৫ ধারার বিধির অনুসারে জামিন চাহিতে পারেন এবং জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া আপনারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করিতে পারেন কিন্তু এই ধারার অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন সেই আদালতে তাহার প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেইই আদালতের করা ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে সেই আদালতের দ্বারা ঐ আপীল আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক। এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ঐ২ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর সর্টিফিকেটকরা নকলসমেত দিতে হইবেক। এই২ গতিকে মুনসেফ অথবা সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা বংশপ্রযুক্ত কোন প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমায় মুনসেফের আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইবেন না ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১।২ এবং ৩ প্রকরণে স্থানবিশেষের এলাকার ও সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যে নিষেধ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া মুনসেফেরা সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমা লইতে ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন। কিন্তু যে মোকদ্দমায় কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্বেরা কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিরা অথবা তাঁহার আদালতের কোন উকীল বা

আমলা এক পক্ষ হন সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার কোন মুনসেফ করিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারাপ্রযুক্ত যেং গতিকে কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্ব কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার আদালতের উকীল বা আমলা মোকদ্দমার এক পক্ষ হওয়াতে তিনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না সেইং গতিকে মুনসেফ তথাপি ঐ মোকদ্দমা লইতে পারেন এবং যে জিলার অধীন সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারেন পরে জজ সাহেব তাহা ঐ জিলার অন্য কোন মুনসেফের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৯ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইল।

ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের জজেরা যে সময়ে এবং যে ভাষাতে আপনং নিষ্পত্তি লিখিবেন তাহার বিষয়ি আইন।

যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি এবং সেই নিষ্পত্তির হেতু নিষ্পত্তি করণের সময়ে জজের স্বকীয় ভাষায় লেখা ও দস্তখৎ করা উচিত বোধ হইল।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেইং নিষ্পত্তির হেতু ডিক্রীর যেং ভাগে লেখা যায় সেইং ভাগ এবং জাবেতামত মোকদ্দমার ডিক্রী সংশোধনের যে হুকুম ও ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের যে হুকুম সদর আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলার অধীন জজ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবেরা করেন তাহা প্রথমে ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যাইবেক এবং সেই নিষ্পত্তি ও হুকুম করণের সময়ে ঐ জজ সাহেবের অথবা জজ সাহেবেরদের দ্বারা তাহাতে দস্তখৎ হইবেক এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা করা যাইবেক এবং সেই তরজমা ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশের চলিত যে কোন আইনে সদর আদালতের ডিক্রী ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার হুকুম আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না। এবং মান্দ্রাজ রাজধানীর চলিত যে কোন আইনে প্রবিন্সাল এবং জিলার আদালতের এবং আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবের অধীন সহকারি আদালতের ডিক্রী এবং সদর আদালত ও প্রবিন্সাল আদালতের নিকটে দরপেশ হওয়া দরখাস্তের বিষয়ি ঐং আদালতের হুকুম ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার বিধান আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন্ কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক যে ভাষা লইয়া ব্যবহার করিতে হইবেক সেই ভাষার বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে উপরিস্থ আদালতের উপদেশের নিমিত্ত এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারায় যে সকল নিয়ম আছে সেইং নিয়মানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরদের কার্য্য করা উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সকল রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেইং নিষ্পত্তির হেতু প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফের করা সকল ডিক্রীর যে ভাগে লেখা যায় সেই ভাগ ঐ প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ প্রথমে স্বকীয় ভাষাতে লিখিবেন এবং ঐ প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফেরা সেই নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং ডিক্রীসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের চলন ভাষা যদি ঐ প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির স্বকীয় ভাষা না হয় তবে ঐ ডিক্রী সেই আদালতের চলন ভাষায় তরজমা করিতে হইবেক এবং সেই তরজমা ঐ ডিক্রীর অনুগত করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৫ আগস্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের উপর মাসুল আদায়ের বিষয়ি এবং নিমক প্রস্তুতকরণের বিষয়ি নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮২৯ সালের ১৬ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২ আইন ও ১৮১০ সালের ৯ আইনের এবং অন্য কোন আইনের যে ভাগ বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের মাসুল আদায় করণের অথবা নিমক প্রস্তুত করণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা রাজ-ধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে আমদানীহওয়া এবং তথাহইতে রপ্তহওয়া জিনিসের উপর পশ্চাৎ লিখিত মাসুল লওয়া যাইবেক এবং আর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না। বিশেষতঃ

সকল প্রকার লবণের উপর আমদানীর মুখে মোন প্রতি দুই টাকা এবং ঐ লবণ আলাহাবাদের পূর্ব্ব দিগে প্রেরণ হইলে মোন প্রতি অধিক এক টাকা।

গরসাফ তূলার উপর আমদানীর মুখে মোন প্রতি চারি আনা এবং সাফ তূলার উপর মোন প্রতি আট আনা।

মিসরী ও কুন্দ ও চিনী ও সকল ভুরা ও দোবরা চিনীর উপর রপ্তানীর মুখে মোন প্রতি আট আনা। ও গুড় ও রাব ও শিরা ও ভুরা ও দোবরা ছাড়া সকল প্রকার চিনীর উপর মোন প্রতি তিন আনা।

উক্ত দেশের কোন ভাগে চিনী আমদানী করা নিষেধ হইল এবং নিষেধ থাকি-বেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা থাকিবেক যে

উক্ত মাসুল যেরূপে এবং যে পথ বা পথসকলে এবং ঐ পথ বা পথসকলের উপর অথবা তাহার নিকট যেং স্থানে আদায় করণের নিমিত্ত যেং হুকুম উচিত বোধ করেন সেইং হুকুম সময়ক্রমে দেন ও জারী করেন। এবং ঐ সকল হুকুম এই আইনের মধ্যে লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপে যে গেজেটে ঐ হুকুম প্রকাশ হয় সেই গেজেটের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি ঐ হুকুম বলবৎ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি এবং তাহার পর সরকারের বিশেষ অনুমতি বিনা বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম সকল দেশে ভক্ষণীয় নিমক প্রস্তুত করিতে নিষেধ হইল। এবং যেং ব্যক্তি ঐরূপ অনুমতি না পাইয়া ঐরূপ নিমক প্রস্তুত করে অথবা ঐরূপ নিমক প্রস্তুত করণার্থ খালাড়ী তৈয়ার করে বা করায় তাহারদের এবং যে সকল জমীদার কিম্বা অন্যান্য ভূম্যধিকারী কি তাহারদের গোমাশতা ঐরূপ বিনানুমতির লবণ প্রস্তুত করণের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে তাহারদের অপরাধ ঐ অপরাধ যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জিলার সীমার মধ্যে হইয়া থাকে তাঁহার নিকটে সাব্যস্ত হইলে তাহারদের ৫০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহারা কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট বা তাহা বিনা ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক। এবং যে সকল খালাড়ীতে ঐরূপ লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল অথবা তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বসান গিয়াছিল তাহা নষ্ট করা যাইবেক এবং তাহাতে যে সকল নিমক প্রস্তুত হইয়াছে অথবা সঞ্চয় করা থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে হাসিলের কালেক্টর সাহেবেরা এবং ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে লবণ প্রস্তুত করিবার সকল খালাড়ী নষ্ট করিতে পারেন এবং তাহাতে রাখা সকল নিমক ক্রোক করিতে পারেন এবং যেং ব্যক্তি ঐ লবণ প্রস্তুত করণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া যে জিলার সীমার মধ্যে অপরাধ হইয়াছিল সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে বিচারার্থ সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশে যে সকল চিনীর আমদানী করা যায় তাহা এবং এই আইনের নিরূপিত মাসুল না দিয়া অথবা এই আইনের বিধানানুসারে যে সকল হুকুম করা যায় ও জারী হয় তাহার বিরুদ্ধে যে সকল দ্রব্য আমদানী

অথবা রপ্তানী হয় তাহা এবং তাহা যে সকল নৌকা ও গাড়ি ও বাহন ও বলদ-প্রভৃতিতে বোঝাই থাকে ঐ নৌকাপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রোক ও জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের নিরূপিত মাসুল যে সকল ব্যক্তি না দেয় অথবা না দিবার উদ্যোগ করে এবং যে সকল ব্যক্তি মাসুল না দেওনের ও না দিবার উদ্যোগ করণের সহায়তা বা সাহায্য করে অথবা এই আইনের বিরুদ্ধে কিম্বা এই আইনের বিধানানুসারে করা ও জারী হওয়া কোন হুকুমের বিরুদ্ধে কার্য্য করে এবং যে সকল জমীদার এবং অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহারদের গোমাশ্তা ঐরূপ মাসুল না দেওন বা না দেওনের উদ্যোগের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে অথবা সেই কার্য্যের সহায়তা করে তাহারদের দোষ যে জিলার সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তাহারা ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত বা তাহা বিনা ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মাসুলের সিরিশ্তার সকল কর্ম্মকারকেরা কোন গাড়ি এবং বাহন কি বস্তাতে মাসুলের যোগ্য কোন দ্রব্য অথবা এই আইনের দ্বারা আমদানী করিতে নিষেধ হওয়া দ্রব্য থাকনের বিষয়ে শোবের উপযুক্ত হেতু পাইলে সেই গাড়ি ও বাহন ও বস্তার তালাশী লইতে পারে এবং এই আইনানুসারে যে সকল দ্রব্য জব্দের যোগ্য তাহা আটক করিতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে কোন জিনিস বা দ্রব্য ক্রোক কিম্বা আটক হইলে ভূমির মালগুজারীর অথবা হাসিলের যে কালেক্টর অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ জিনিস ধরা পড়ে অথবা আটক হয় তিনি যত শীঘ্র হইতে পারে সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাঁহার নিকটে করিবেন এবং ঐ কমিস্যনর সাহেব সেই দ্রব্য অথবা জিনিস জব্দ করিতে পারেন অথবা জব্দের পরিবর্ত্তে যে লঘু দণ্ড করিতে উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাসুলের সিরিশ্তার সকল কর্ম্মকারকেরা যদি

কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত উপযুক্ত শোবে করে যে ঐ ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের যোগ্য তবে তাহাকে গ্রেফ্তার করিয়া যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে বিচারার্থে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহাকে সোপর্দ্দ করিতে পারে ইতি।

১১ ধারা।

কিন্তু মামুলের সিরিশতার কোন কর্ম্মকারক যদি শোবের উপযুক্ত কারণ না পাইয়া কোন গাড়ি বা বাহন কি বস্তার তালাশী লয় তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে তাহার দোস সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তির ২৫০) টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং অপরাধি ব্যক্তি সেই জরীমানার টাকা না দিলে তিন মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবে। এবং কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের যোগ্য হওনের বিষয়ে মামুলের সিরিশতার কোন কর্ম্মকারক শোবের উপযুক্ত হেতু না পাইয়া যদি এই আইনের ছলে তাহাকে গ্রেফ্তার করে তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে তাহার সম্মুখে ঐ অপরাধির দোস সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং অপরাধি ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করণের নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি বিচার হওনার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগের হাতে অর্পণ হয় সেই ব্যক্তিরদের নামে নালিশসকল তাঁহারা গ্রহণ করিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং সামান্য মোকদ্দমার আপীলের বিচারের নিমিত্ত সময়েং যে সকল বিধি করা যায় এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীল সেই সকল বিধিক্রমে হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী করণের বিষয়ে মামুলের সিরিশতার কর্ম্মকারকদিগের সহকারিতা ও সহায়তা করিতে পোলীসের সকল কর্ম্মকারকেরদের এবং ভূমির মালগুজারী আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মকারকেরদের প্রতি ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথা সাগর ও নর্ম্মদা দেশ এবং আজমির প্রদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

• ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যে অচিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে নিযুক্ত করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক সরকারী কার্য্য উত্তম প্রকারে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে অচিহ্নিত কর্ম্মকারকদিগকে আদালতসম্পর্কীয় পোলীস ও ফৌজদারীর কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা বাহুল্য-রূপে নিযুক্ত করণের দ্বারা ঐ২ সিবিশতা পুষ্ট করণের আবশ্যক হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের উভয় ভাগের গবর্ণমেণ্ট কোন জিলা বা প্রদেশে অনেক বা জন কএক অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিতে এবং তাহারদিগকে পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি আপন২ পদের ভার গ্রহণ করণের পূর্ব্বে যে জিলাতে নিযুক্ত হন সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের নির্দ্দিষ্ট স্বীকৃতি করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনামতে বিচারসংক্রান্ত কার্য্যে কিম্বা পোলীসী কার্য্যে অথবা উভয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। বিচারসংক্রান্ত কার্য্যের উপলক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ক্রমে যেমত হুকুম করেন সেই মতে তিনি ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন কিম্বা ১৮০৭ সালের ৯ আইন বা ১৮২১ সালের ৩ আইনানুসারে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সাহেবের ক্ষমতার তুল্য অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতার তুল্য কার্য্য করিবেন এবং এই২ গতিকে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তি ও হুকুমের উপর আপীল উক্ত আইনানুসারে যে২ কার্য্যকারকের নিকটে হইতে

পারে ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তি ও বিচারসম্পর্কীয় হুকুমের উপর আপীল সেইং কার্য্যকারকের নিকটে হইবেক। এবং পোলীসী কার্য্যের উপলক্ষে তিনি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে নিযুক্ত হন সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অধীন সর্ব্বতোভাবে থাকিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট অথবা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার প্রতি যেং ক্ষমতার্পণ করেন সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি কার্য্য করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সকল হুকুম দেন তাহা মানিবেন এবং যে সকল কার্য্যের ভার দেন সেইং কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটহইতে যে সকল হুকুম পান তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতা বাড়াইতে কিম্বা তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে রাজস্ব এবং আদালত সম্পর্কীয় কর্ম্মকারক অন্য কোন পদ ধারণ করণের সময়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদ ধারণ করিতে পারেন না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা দুষ্কর্ম্মের জন্য তগীর হইবেন না। যখন কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শৈথিল্য কি অক্ষমতা কি ঘুষ লওনপ্রযুক্ত কর্ম্মে থাকনের অযোগ্য বোধ হন তখন তৎস্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার এক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা ও হুকুম পাইবার নিমিত্ত তথায় পাঠাইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়া তাঁহার আচারব্যবহারের অধিক তদারক করিতে হুকুম দিতে অথবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কর্ম্মহইতে তগীর করিতে পারেন ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এদেশীয় কোন ব্যক্তির কিম্বা ঐ দেশনিবাসি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজন্ম প্রজার আপন ধর্ম্ম বা জন্মস্থান কি বংশ কিম্বা বর্ণপ্রযুক্ত কি ইহার কোন এক কারণপ্রযুক্ত ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্ম করিতে নিষেধ হইল না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১২ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

অপরাধিরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত পুরস্কার অঙ্গীকার করণবিষয়ক আইন।

যেহেতুক উৎকটাপরাধের মোকদ্দমায় জ্ঞাত অপরাধিকে ধরিবার কিম্বা অজ্ঞাত অপরাধির অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুরস্কার অঙ্গীকার করা উপযুক্ত বোধ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে সদর নিজামৎ আদালত এবং দায়েরসায়েরী আদালত কিম্বা পূর্ব্বকার দায়েরসায়েরী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের অনুমতি লইতে চলিত আইনে যে হুকুম আছে তাহাতে ক্লেস বোধ হইয়াছে এবং যেহেতুক স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগকে সময়েং পুরস্কার দেওনের অনুমতি দিবার ক্ষমতা দেন তাহারদের নিকটে উক্ত প্রকার অনুমতির দরখাস্ত করা উচিত

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ২ ও ৩ ধারা এবং ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১৬ ও ১৭ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১১ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোনং গতিকে সুপ্রিম কোর্টের ট্রুষ্টী নিযুক্ত করণের আইন।

যেহেতুক ট্রুষ্টীরদের দেউলিয়া হওয়াপ্রযুক্ত কেবল নহে কিন্তু তাহারদের মরণ অথবা অনুপস্থান কিম্বা ট্রুষ্টীর কার্য্য করিতে অস্বীকার কি অপারগতাপ্রযুক্ত বারম্বার ক্লেশহওয়াতে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে নাবালক ও বিবাহিতা স্ত্রী এবং অন্যেরদের যে সম্পত্তি ট্রুষ্টীরদের জিম্মা হয় তাহাতে বিশেষ বিঘ্ন ও খরচ হইয়া থাকে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যেং গতিকে সম্পত্তি ট্রুষ্টীর হাতে সোপর্দ্দ করা বিহিত হয় এবং ট্রুষ্টীর কার্য্য করিতে সম্মত কি পারগ কোন ব্যক্তি উক্ত রাজ্যে সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকে সেইং গতিকে উক্ত রাজ্যের প্রত্যেক রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট দরখাস্ত পাইলে রেজিষ্ট্রার সাহেবকে অথবা ঐ কোর্টের অন্য যে কর্ম্মকারককে ঐ কোর্ট সময়েং মনোনীত করেন তাঁহাকে এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ সম্পত্তির ট্রুষ্টী হইবার নিমিত্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর মতে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তি সেইরূপে নিযুক্ত হইলে ঐ সম্পত্তি তাহার হাতে এবং তৎপরে তাহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে সোপর্দ্দ থাকিবেক এবং তাহার নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি যেং নিয়মানুসারে সোপর্দ্দ ছিল সেইং নিয়মক্রমে তাঁহার নিকটে গচ্ছিত থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে ঐ কর্ম্মকারক ঐ টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোট ক্রয় করিবেন অথবা অন্য যে রূপে সুপ্রিম কোর্ট হুকুম করেন সেইরূপে তাহার বিষয়ে কার্য্য করিবেন এবং তিনি ঐ টাকার উপর শতকরা এক টাকা করিয়া কমিস্যন পাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর হাতে উক্ত যে সম্পত্তি

সোপর্দ্দ হয় তাহার বিষয়ে কিম্বা তাহার সুদ কি উপস্বত্বের বিষয়ে ঐ সুপ্রিম কোর্ট কোন হুকুম করিতে পারেন এবং যদি ঐ কোর্ট মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হুকুম না দেন্ তবে দরখাস্ত দরপেশ হইলে সেইরূপ হুকুমনামা দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রথমকার ট্রুষ্টী অথবা তৎপরে নিযুক্ত কোন ট্রুষ্টার হাতে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার সোপর্দ্দ করিতে অথবা ঐ কোর্ট অন্য যেমত হুকুম করেন্ সেইমতে কার্য্য করিতে এই আইনের কোন বিধির দ্বারা নিষেধ নাহি ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নাবালক কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তি যদি কোন দান অথবা উইলের দ্বারা দত্ত বস্তু কি তাহার অবশিষ্ট ভাগ কি অংশ পাইবার অধিকার রাখে তবে যে একসেকিউটর অর্থাৎ অছি কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটরের দ্বারা ঐ উইলক্রমে দত্ত বস্তু কিম্বা তাহার অবশিষ্ট ভাগ দেয় বা অর্পণীয় হয় তিনি অথবা যে ব্যক্তি ঐ প্রকার দান করেন তিনি অথবা ঐ দানের কোন ট্রুষ্টী তাহা এই আইনক্রমে নিযুক্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর হাতে দিতে অথবা অর্পণ করিতে পারেন এবং ঐ কোর্টের ট্রুষ্টী যে রসীদ দেন্ তাহা ঐ সম্পত্তির খালাসপত্রের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ কোর্টের ট্রুষ্টীর হাতে সোপর্দ্দ হওয়া অন্যান্য সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনে যে২ হুকুম আছে সেই২ হুকুম উক্ত সম্পত্তির বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনে যে কমিস্যনের বিষয়ে অনুমতি হইয়াছে তাহাছাড়া এ আইনের অন্য সকল বিধি কোর্টের নিযুক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর-স্বরূপ উক্ত প্রত্যেক কোর্টের এক্লিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবের হাতে অর্পিত নাবালকেরদের কি উন্মত্তেরদের সম্পত্তির প্রতিও খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোন২ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণবিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৩ সালের ১ প্রথম আইনের প্রকৃত অর্থ ও অভিপ্রায়ের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয়। কেবল ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা এবং দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি আছে ইহা ঐ ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা এবং দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরীকরণীয়া ব্যক্তিরদের জ্ঞাত থাকনের বা এত্তেলা পাওনের বিষয়ি বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আইন বা আইনসকলের লিখিত বিধান সকল রদ করিতে ঐ ১ আইনে যে২ হুকুম আছে তাহা স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গত মে মাসের ১ তারিখের পর ভূমি কিম্বা বাটী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির যে প্রত্যেক বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্রের নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমত রেজিষ্টরী হইয়াছে অথবা রেজিষ্টরী হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে সাব্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা সেই সম্পত্তিবিষয়ক রেজিষ্টরী না হওয়া অন্য কোন বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্র অসিদ্ধ হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য দলীল রেজিষ্টরী হওয়া দলীলের পূর্ব্বে স্বাক্ষর হউক বা পরে স্বাক্ষর হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং উক্ত তারিখের পর ভূমির এবং বাটীর ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির যে বন্ধকপত্রের এবং ঐ বন্ধকী বিষয় উদ্ধার হওনের যে সর্টিফিকটের এক নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমতে রেজিষ্টরী হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে প্রমাণ হইলে তাহা রেজিষ্টরী না হওয়া সেই সম্পত্তির অন্য কোন বন্ধকপত্রের পূর্ব্বে পরিশোধ করিতে হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য বন্ধকপত্র রেজিষ্টরীহওয়া বন্ধকপত্রের পূর্ব্বে সহী হউক বা পরে সহী হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং ঐ বন্ধকপত্র অথবা সর্টিফিকটের রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি সেইরূপ রেজিষ্টরী না হওয়া বন্ধকপত্র

বা সর্টিফিকট থাকনের বিষয় জানিল অথবা সম্বাদ পাইল ইহা কথিত হইলেও তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে গত মে মাসের প্রথম তারিখের পূর্ব্বে করা কোন দলীলদস্তাবেজ অথবা সর্টিফিকটের সঙ্গে এই ধারার সম্পর্ক আছে এমত তাহার অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে উক্ত বিক্রয়পত্র বা দানপত্র কিম্বা বন্ধকপত্র কি সর্টিফিকটছাড়া ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি গত মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে সহী হইয়া থাকুক বা পরে সহী হইয়া থাকুক তাহা রেজিষ্টরী না হওয়াতে কোন প্রকারে বাতিল নহে অথবা বাতিল হইবেক না কোন আইন বা ব্যবস্থাতে ইহার বিপরীতে কিছু থাকিলে তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সৰ্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোনং ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তর পশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যং ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে আইন করণের ক্ষমতাভিন্ন যেং ক্ষমতা আছে সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১১ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে মজুরেরদের গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১ ধারা

যেহেতুক প্রকাশ হইয়াছে যে এই বৎসরের শেষে মরিচ উপদ্বীপে চাস কর্ম্মের নিমিত্ত মজুরেরদের তাদৃশ আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ উপদ্বীপে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যে অংশ স্ত্রীলোক গমন করিয়াছে তদপেক্ষা অধিকাংশ স্ত্রীলোকের তথায় গমন করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি ও তাহার পরে ১৮৪২ সালের ১৫ আইনের বিধির অনুসারে কেবল কলিকাতার বন্দরহইতে মজুরেরা আইনমতে মরিচে গমন করিতে পারিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে গমনকারি মজুরেরদের রক্ষকের কর্ম্মে উপযুক্ত এক জনকে কলিকাতায় নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং মরিচের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্তহওয়া একেণ্ট সাহেব গমনশীল ব্যক্তিকে যদি এইমত সর্টিফিকট না দেন্ যে উক্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ উপদ্বীপে গমন করিবার নিমিত্ত আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছি এবং সেই সর্টিফিকেট যদি রক্ষক সাহেবের সহী না থাকে তবে ঐ মজুর জাহাজে উঠিতে পারিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের এলাকার বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৭ ধারাতে অন্যান্য বিষয়ের হুকুমের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের সময়ে যদি আসামী শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যে বসতি রাখে কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর যদি আসামী ঐ শহরে গিয়া বসতি করে তবে এইমত মোকদ্দমা ঐ জিলার দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না।

এবং যেহেতুক ঐ জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর আসামীরা ঐ জিলার এলাকাহইতে পলায়ন করিয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত অনেক ক্লেশ হয় এবং সেই ক্লেশ নিবারণ করা উপযুক্ত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের যেং কথা উপরে লেখাগিয়াছে তাহা রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশে এবং অন্যান্য কোন স্থানে জিলার আদালতের এলাকাবিষয়ক আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৮০৩ সালের ২ আইনের ১২ ধারাতে অন্যান্য হুকুমের মধ্যে এই হুকুমও হইয়াছিল যে কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে স্থাবর সম্পত্তির কিম্বা সরকারী রাজস্বের বিষয়ি নালিশভিন্ন অন্য যে সকল নালিশ কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে বসতিকারক কি থাকা কোন ব্যক্তির নামে উপস্থিত হয় সেইং নালিশ কোম্পানি বাহাদুরকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশস্থ জিলার আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের যেং কথা উপরে লেখাগিয়াছে তাহা অন্যান্য আইনের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশে এবং জিলাতে ও পরগনায় চলন হইয়াছে

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের উপরের লিখিত কথার দ্বারা ক্লেশ জন্মে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশে এবং অন্যান্য যেং প্রদেশে কি জিলায় অথবা পরগনায় ঐ আইন চলন হইয়াছে সেইং স্থানে উক্ত আইনের উপরের লেখা কথাসকল রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ডাকাইতীর অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন।

যেহেতুক কোনং জাতির অন্তর্গত যে ব্যবসায়ি ডাকাইত দেশের নানা ভাগে আপনং ঐ বেআইনী কর্ম্ম নিয়মমতে করিতেছে তাহারদিগের দোস প্রমাণ করণের নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল উপায় করণের আবশ্যক বোধ হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত ঠগী নিবারণার্থ ১৮৩৬ সালের ৩০ আইন এবং ১৮৩৭ সালের ১৮ আইন ও ১৮৩৯ সালের ১৮ আইনের বিধি ডাকাইতী কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরদের বিষয়ে খাটাওনের আবশ্যক বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির বি[illegible] এমত সাবুদ হয় যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বা পরে সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কি তাহার বাহিরে কোন ডাকাইতের দলে ভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবেক কিম্বা সেই ব্যক্তি তদপেক্ষা কম[illegible]দে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তির নামে যদি এইমত নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি খুন সমেত বা খুনব্যতিরিক্ত ডাকাইতী করিয়াছে অথবা ডাকাইতের দলভুক্ত ছিল কি ডাকাইতের দ্বারা যে সম্পত্তি চুরী অথবা লুট হইয়াছিল তাহা বেআইনীমতে জানিয়া শুনিয়া লইল কি ক্রয় করিল তবে সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা আদালতে বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইতে পারে এবং যে জিলার মধ্যে কোন আদালত বৈঠক করেন সেই জিলার মধ্যে ঐ অপরাধ হইলে সেই আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন সেইরূপে কোন আদালত তাহার বিচার করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত অপরাধের বিচার করণের সময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৫ পঞ্চবিংশাত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীশ্রীমতী মাহারাণী বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষীয় আইনের ৪৭ ধারার ১১ প্রকরণ ভারতবর্ষে খাটিবার নিমিত্ত আইন।

যেহেতুক "জিনিসের মাসুলবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন" এই নামে বিখ্যাত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরের যে আইন জারী হয় তাহার যে ভাগে লেখে যে "১৮৪৩ সালের ৫ জানুআরি তারিখঅবধি এবং তাহার পরে ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত কোন দ্রব্য বা ঐ দ্রব্যের কোন বস্তা ইঙ্গলণ্ড দেশে কি ইঙ্গলণ্ড দেশের বাহিরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের কোন দেশে আমদানী হইলে এবং তাহার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম বা দাগ কি চিহ্ন বলিয়া কোন নাম কি দাগ বা চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক" সেই ভাগ ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ১৮৪৪ সালের ১ মে তারিখঅবধি এবং তাহার পর ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত কোন দ্রব্য কি ঐ দ্রব্যের কোন বস্তা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে আমদানী হইলে এবং তাহার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম অথবা দাগ কি চিহ্ন বলিয়া কোন নাম কি দাগ বা চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

আপীলের কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচপত্রের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রের যেং নকল ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করিতে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারায় এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫ ধারায় এবং বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ৪ আইনের C ধারার ৬ প্রকরণে হুকুম আছে সেইং নকল প্রস্তুত করণের খরচ আপীলকরণীয়া ব্যক্তিরদের দেওয়া উচিত ও যথার্থ।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের করা ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে যে সকল আপীল হয় তাহার সমস্ত রুবকারীর এবং আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে যে সকল ডিক্রী ও হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহার এবং সমস্ত সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের নকল প্রস্তুত করণের এবং উক্ত কাগজপত্রের যেং ভাগ প্রথমতঃ দেশীয় ভাষাতে লেখা গিয়াছিল তাহা ইঙ্গরেজী ভাষাতে তরজমা করণের খরচ আপীলকরণিয়া ব্যক্তিরা দিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে তাঁহারা উক্ত দুই নকল প্রস্তুত করণের খরচের উপযুক্ত টাকা আপীলের খরচের জামিনী দাখিল করণের মিয়াদের মধ্যে আমানৎ করিতে

আপেলাণ্টকে হুকুম দেন্ এবং সেই টাকা আমানৎ না হইলে আপীল মঞ্জুর না করেন্ এবং তাহা আমানৎ হইলে আপীল মঞ্জুর করেন্ এবং তাহার সম্বাদ আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

অশুদ্ধশোধন ।

১৮৪৪ সালের ২৭ ফেব্রুআরি তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রকাশিত আপীলের মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচের বিষয়ি ১৮৪৪ সালের ২ আইনের ১ ধারার অশুদ্ধ শোধন।

" ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত" এই কথার পরিবর্তে " ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালত" এই কথা পড়।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

সামান্যতঃ ক্ষুদ্র চুরীর অপরাধে এবং কোমলবয়স্ক ব্যক্তিরা সেই অপরাধ করিলে তাহারদের শারীরিক শাস্তি দেওন আইনসিদ্ধ হইবার বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কারাগারে উচিতমত উত্তম শাসন না হওয়াপর্য্যন্ত কোন২ অপরাধে কয়েদের পরিবর্ত্তে শারীরিক শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইয়াছে

অতএব ১৮৩৪ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ খণ্ডরিবাতে হুকুম হইল যে ৫০) টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধি ব্যক্তিকে ত্রিশ বেত্রাঘাতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক কোমলবয়স্ক অপরাধিদিগের সামান্যতঃ ফৌজদারী আদালতের রীতিমতে দণ্ড না করিয়া বরং পাঠশালার শাসনের ন্যায় দণ্ড করা উচিত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ৫০) টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিজ দৃষ্টির দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রমাণক্রমে অপরাধি ব্যক্তি এমত কোমল বয়সের বোধ হয় যে তাহার সামান্য ফৌজদারী আদালতের রীতিমত দণ্ড না করিয়া বরং পাঠশালার শাসনের মত দণ্ড করা বিহিত তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ব্যক্তিকে এক লঘু বেতের দ্বারা দশঘার অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন্ এবং সেইমত শাস্তি দিতে এই আইনের দ্বারা তাঁহার প্রতি হুকুম হইল ইতি

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে আরো নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে কোন স্ত্রীকে শারীরিক শাস্তি দিতে হইবেক না। এবং শারীরিক শাস্তি হইলে তাহার অতিরিক্ত আর কোন দণ্ড করিতে হইবেক না এবং ঐ শারীরিক শাস্তি নিয়ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইন রদ করণের আইন।

যেহেতুক "যেসকল লোকেরা ডাকাইতী করণের সঙ্গীহয় তাহারদিগকে এবং বিশেষতঃ ডাকাইতের সরদারেরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত" বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইনের বিধি অত্যন্ত কঠিন হওয়াপ্রযুক্ত প্রায় অব্যবহার হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয় ইতি।

সমাপ্ত।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল লূর্ত্তি নিবারণার্থ আইন।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে লূর্ত্তি হওয়াপ্রযুক্ত বড় অনিষ্ট হইতেছে

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল লূর্ত্তি ১৮৪৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখ-অবধি এবং তাহার পরে সর্ব্ব জনের ও সামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান হইবেক এবং ইহার দ্বারা সর্ব্ব জনের ও সামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ প্রকাশ করা গেল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পরে উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকাশরূপে বা গোপনে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির কোন লূর্ত্তির খেলার নিমিত্ত কোন দপ্তরখানা কি কোন স্থান রাখিবেক না অথবা সেইরূপ কোন লূর্ত্তির খেলা করিবেক না অথবা জানিয়াশুনিয়া আপনার ঘরে সেইরূপ কোন লূর্ত্তির খেলা করিতে দিবেক না। এবং যে কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস অথবা মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপ-রাধের নিমিত্ত তাহার ৫০০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন লূর্ত্তির কোন টিকিট কি লাট কিম্বা নম্বর অথবা অঙ্ক তুলিবার নিমিত্ত বা তৎসম্পর্কে কোন ঘটনা বা সংযোগ উপলক্ষে কোন ছল বা প্রতারণার দ্বারা কি কোন প্রকারে কিছু টাকা দিবেক না বা কোন দ্রব্য অর্পণ করিবেক না কিম্বা বেতন লইয়া বা বেতনবিনা কোন ব্যক্তির লাভের নিমিত্ত কোন কর্ম্ম করিবেক না বা করিতে

প্রবৃত্ত হইবেক না কিম্বা উক্ত কোন অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব ঘোষণা করিবেক না। এবং এই ধারার মধ্যের লিখিত বিষয়ে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিস অব দি পীস কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাহার ১০০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যে সকল জরীমানা হয় তাহার অর্দ্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক অপর অর্দ্ধেক গোয়েন্দাকে বা গোয়েন্দারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

এদেশীয় যে হুদ্দাদার এবং সিপাহী ও সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক কোর্ট মার্স্যলের হুকুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় লইয়া যাইবার হুকুম দিতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওনের বিষয়ি আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের অন্তঃপাতি এদেশীয় কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী কি সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক যখন কোর্ট মার্স্যলের হুকুমক্রমে উক্ত কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন সরকারী জেলখানায় অথবা অন্য কোন স্থানে কয়েদ থাকে তখন যে রাজধানীর এলাকার মধ্যে ঐ সরকারী জেলখানা অথবা অন্য কোন স্থান থাকে সেই রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ঐ জেলখানার রক্ষক অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায় ঐ জেলখানা থাকে তাঁহাকে এইমত একটা লিখিত হুকুম দিতে পারেন্ যে ঐ হুকুম যে ব্যক্তি দেখায় তাহার হস্তে ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে অর্পণ করেন এবং ঐ জেলরক্ষক অথবা অন্য ব্যক্তি ঐ কয়েদীর কয়েদ হওনের কোন সময়ে তাহার খালাস হওনের নিমিত্ত অথবা সৈন্যেরদের জিম্মায় তাহার দণ্ডের অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত অন্য যে কোন সরকারী জেলখানা অথবা অন্য যে কোন স্থান ঐ শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেই স্থানে কয়েদ থাকিবার নিমিত্ত ঐ হুকুমদেখানিয়া ব্যক্তির হাতে ঐ কয়েদীকে সমর্পণ করিবেন। পরন্তু আবশ্যক যে ঐ অন্য সরকারী জেলখানা অথবা অন্য স্থান যে শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে হুকুম দেন্ তাঁহার অধীন দেশের মধ্যে থাকে এবং আরো আবশ্যক যে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় স্থানান্তর করণের পর সেই ব্যক্তি যত কাল কয়েদ থাকে অথবা এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় উঠাইয়া লইয়া যাইতে যত কাল সৈন্যেরদের জিম্মায় থাকে তত কাল ঐ কয়েদী ব্যক্তির আদৌ যত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta — Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ক্রান্ত হইবেক না কিম্বা উক্ত কোন অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব ঘোষণা করিবেক না। এবং এই ধারার মধ্যের লিখিত বিষয়ে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিস অব দি পীস কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাহার ১০০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যে সকল জরীমানা হয় তাহার অর্দ্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক অপর অর্দ্ধেক গোয়েন্দাকে বা গোয়েন্দারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

এদেশীয় যে হুদ্দাদার এবং সিপাহী ও সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক কোর্ট মার্স্যলের হুকুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় লইয়া যাইবার হুকুম দিতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওনের বিষয়ি আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের অন্তঃপাতি এদেশীয় কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী কি সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক যখন কোর্ট মার্স্যলের হুকুমক্রমে উক্ত কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন সরকারী জেলখানায় অথবা অন্য কোন স্থানে কয়েদ থাকে তখন যে রাজধানীর এলাকার মধ্যে ঐ সরকারী জেলখানা অথবা অন্য কোন স্থান থাকে সেই রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ জেলখানার রক্ষক অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায় ঐ জেলখানা থাকে তাঁহাকে এইমত একটা লিখিত হুকুম দিতে পারেন্ যে ঐ হুকুম যে ব্যক্তি দেখায় তাহার হস্তে ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে অর্পণ করেন এবং ঐ জেলরক্ষক অথবা অন্য ব্যক্তি ঐ কয়েদীর কয়েদ হওনের কোন সময়ে তাহার খালাস হওনের নিমিত্ত অথবা সৈন্যেরদের জিম্মায় তাহার দণ্ডের অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত অন্য যে কোন সরকারী জেলখানা অথবা অন্য যে কোন স্থান ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেই স্থানে কয়েদ থাকিবার নিমিত্ত ঐ হুকুমদেখানিয়া ব্যক্তির হাতে ঐ কয়েদীকে সমর্পণ করিবেন। পরন্তু আবশ্যক যে ঐ অন্য সরকারী জেলখানা অথবা অন্য স্থান যে শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম দেন্ তাঁহার অধীন দেশের মধ্যে থাকে এবং আরো আবশ্যক যে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় স্থানান্তর করণের পর সেই ব্যক্তি যত কাল কয়েদ থাকে অথবা এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় উঠাইয়া লইয়া যাইতে যত কাল সৈন্যেরদের জিম্মায় থাকে তত কাল ঐ কয়েদী ব্যক্তির আদৌ যত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta — Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

প্রধান সদর আমীনেরদের এবং সদর আমীনেরদের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও মান্দ্রাজের এবং বোম্বাইয়ের অধীন দেশের মধ্যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন সেই সকল মোকদ্দমা সামান্যতঃ ঐ২ বিচারকের আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা কি শহরের জজ সাহেব উপযুক্ত হেতু দেখিলে যে আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতহইতে সেই মোকদ্দমা তলব করিয়া আপনিই তাহার বিচার করিতে পারেন অথবা মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া আপনার অধীন অন্য যে কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে সেই আদালতে বিচারার্থ তাহা সোপর্দ্দ করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতের সম্পর্কে যখন একের অধিক প্রধান সদর আমীন অথবা একের অধিক সদর আমীন নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহারদের কোন বিশেষ এলাকা নির্দ্দিষ্ট না থাকে তখন ঐ জজ সাহেবের উচিত যে যে কএক মুনসেফের এলাকার মধ্যে প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীনেরদের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব হইবেক তাহা সময়ক্রমে নিরূপন করেন। এবং যে ভূমি বা অন্য প্রকার স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে মোকদ্দমা হয় তাহা যদ্যপি ঐ বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে অথবা অন্যান্য গতিকে যদ্যপি নালিশের হেতু সেই এলাকার মধ্যে হইয়া থাকে অথবা মোকদ্দমা আরম্ভ হওনের সময় সেই এলাকার মধ্যে যদি আসামী বাস করে তবে ঐ প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট সকল প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ তাহা যদি অগ্রাহ্য করেন্ তবে তাহার অগ্রাহ্য করণের হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেব এক সরাসরী আপীল, লইতে পারেন এবং কোন প্রকার ত্রুটিপ্রযুক্ত প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করণের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইলে যে সকল বিধান খাটে সেই সকল বিধান এই আইনক্রমে নিরূপিত সরাসরী আপীলের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন যে মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ সেই সকল মোকদ্দমাতে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের ব্যবহার সদর আমীনের আদালতে হইত সেই মূল্যের ইষ্টাম্প অন্য আদালতেও ব্যবহার হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের বিষয়ে ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আগ্রার সদর আদালতের কার্য্যের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন সদর আদালত কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ড করেন তখন ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের হুকুম করিবেন কিন্তু যদ্যপি কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ আদালত বোধ করেন যে ঐ অপরাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এবং ঐ বিশেষ কারণ লিখিয়া রাখিতে ঐ আদালতের প্রতি হুকুম হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত শাসিত দেশের মধ্যে যখন প্রথমতঃ কোন দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব অথবা কোন সেশন জজ সাহেব কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের হুকুম করিয়া থাকেন্ কিম্বা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব কি সেশন জজ সাহেব কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদ করণের পরামর্শ দিয়া থাকেন তখন সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব সেই সময়ে ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ এক জন জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে তিনি সেই সময়ে ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠাইবার হুকুম দেন্ কিন্তু যদি বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ জজ সাহেব বোধ করেন যে সেই অপরাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এবং ঐ বিশেষ কারণ লিখিয়া রাখিতে ঐ জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষ ভাগে আমদানীহওয়া দ্রব্যের মাসুলের যে তফসীল আছে তাহা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ইঙ্গলণ্ড দেশ কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন যে কাপাসের ও রেশমের থান কাপড় বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের বন্দরে এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন বন্দরে আমদানী হয় তাহার মাসুল নিরূপিত হারানুসারে লইতে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষ ভাগের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের ১৭ দফাতে এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের শেষ ভাগের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের ১৮ দফাতে এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ১৯ দফাতে হুকুম আছে। এবং যেহেতুক ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন উক্ত প্রকার অন্যান্য দ্রব্যের উপর মাসুলের সেই হার নিরূপণ করা বিহিত বোধ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি ও তাহার পরে ইঙ্গলণ্ড দেশ কিম্বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত রেশম কি কাপাস কিম্বা যে দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে রেশম কি কাপাস দেওয়া যায় সেই দ্রব্য এবং ভিন্নাধিকারে উক্ত দ্রব্যেতে প্রস্তুত কোন পোশাখ অথবা যে পোশাখের কোন ভাগ উক্ত দ্রব্যেতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের বন্দরে এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন বন্দরে আমদানী হইলে তাহার উপর উক্ত নানা তফসীলে উক্ত দ্রব্যের উপর মাসুলের যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই হারের মাসুল লাগিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে জেলখানার কর্ত্তৃত্ব করণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের নানা জেলখানার ও তাহার মধ্যে থাকা কয়েদীদিগের এবং ঐ জেলখানার সম্পর্কীয় চাকরপ্রভৃতির এবং কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপান্তর যে স্থানে পাঠান যায় সেই স্থানের কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা বাঙ্গলা দেশের চলিত কোন আইনের যেং ভাগের দ্বারা কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কোন আক্টের যেং ভাগের দ্বারা দায়ের-সায়েরীর জজ সাহেবদিগকে কি দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগকে অথবা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগকে কিম্বা সদর নিজামৎ আদালতের সাহেব-দিগকে অর্পণ হইয়াছিল সেইং ভাগ রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সকল কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা মাজি-ষ্ট্রেট সাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং তাঁহারদের অধীন জেল-খানার এবং ঐ জেলখানার কয়েদীদিগের এবং তাহার সম্পর্কীয় চাকরপ্রভৃতির বিষয়ে ও কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপান্তর যে স্থানে পাঠান যায় সেই স্থানের বিষয়ে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকেন্ সেই গবর্ণমেণ্টের স্থানে যেং হুকুম পান্ তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশনিবাসি দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এবং তাহার দ্বারা যে সকল আইন রদ হইয়াছিল সেই২ আইন যেপর্য্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত রদ হইবেক। কিন্তু উপরের উক্ত তিন বন্দরছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষয়ে এবং জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদ ছাড়া অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পূর্ব্বোক্ত ১৪ আইন পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হওনের পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নিমিত্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে যাইতে এবং তথায় তাহারদিগকে লইয়া যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্তু অন্যমতে নহে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেং ব্যক্তিকে জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন্ উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর যে রাজধানীর মধ্যে থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই২ ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্ম করিতে এবং এই আইনের দ্বারা ঐ এজেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং ঐ দেশান্তরে গমনের কার্য্যের প্রত্যেক এজেণ্ট যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন্ সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই আইনানুসারে করা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের রিপোর্ট মাসে২ করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তিন বন্দরের যে বন্দর যে রাজধানীর অন্তঃপাতী থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই বন্দরে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের রক্ষা করিবার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে বন্দর থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পরওয়ানা না পাইলে সেই বন্দরহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে মজুরী করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে ঐ জাহাজে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। ঐ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে সময়েং গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করেন সেই নিয়মানুসারে অনধিক ১৲ টাকা করিয়া রসুমের দাওয়া হইতে পারিবেক এবং ঐ রসুমের টাকা উক্ত গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইবেক এবং গবর্ণমেণ্ট আপন বিবেচনাক্রমে ঐ প্রকার পরওয়ানা দিতে বা না দিতে পারেন্। এবং ঐ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে যে প্রত্যেক জাহাজ লইয়া যায় বা লইয়া যাওনার্থ ভাড়া হয় ঐ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ এক বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিবেন ও সেই বণ্ডে এইমত লেখা থাকিবেক যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার মালিক এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত নানা নিয়মের মতাচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাকা জরীমানা দিবেন। এবং যে স্থানে ঐ বণ্ডে দস্তখৎ হয় সেই স্থানে অথবা যে দেশে ঐ বিদেশ গমনকারিরদিগকে যাইতে হইবেক সেই দেশে ঐ বণ্ড দৃষ্টে নালিশ হইবার নিমিত্ত ঐ প্রকার দুইখান বণ্ডে দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং তাহার একখান ঐ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাঁহারা সেই বিষয়ে যাহা আবশ্যক বোধ করেন্ তাহাই করিবেন। এবং যে সকল জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বোক্তমতে পরওয়ানা না দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যদি জাহাজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যান্ তবে ঐ জাহাজ জব্দ হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে ঐরূপ বেআইনমতে লইয়া যান্ তাহারদের জনপ্রতি হাজার টাকা করিয়া জরীমানা দিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তরগমনকারি যেং মজুরের নিকটে ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া এবং রক্ষক সাহেবের দস্তখৎকরা একখান সর্টিফিকট কিম্বা পাস না থাকে এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখাইতে না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ানাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে লইতে পারিবেন না। ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে ঐ মজুরের নাম ও তাহার বাপের

নাম ও তাহার বয়ঃক্রম লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা যাইবেক যে ঐ মজুর ঐ এজেন্ট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ জাহাজ যে দেশে গমন করিতেছে সেই দেশে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার সম্মতি জানাইয়াছে এবং ঐ এজেন্ট সাহেব ঐ দেশে যাইতে তথাকার গবর্ণমেণ্টের তরফে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইতে যে জাহাজের বিষয়ে পরওয়ানা দেওয়া যায় সেই জাহাজ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরহইতে উক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে যাত্রা করণের পূর্ব্বে যদ্যপি সেই প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া থাকে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের আবশ্যক যে ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট প্রাপ্ত হন অর্থাৎ

১। যে পশ্চাৎ লিখিত তফসীলের ৩ দফায় ঐ এজেণ্টের প্রতি যাহা করিতে হুকুম আছে তাহা তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা করিয়াছেন। ঐ তফসীলে যে তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহা ঐ এজেণ্ট কোন খোলা আদালতে অথবা সরকারী যে দফ্তরে সকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দফ্তরে করিবেন।

২। যে উক্ত তফসীলের ৪।৫।৬। এবং ৭ দফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ করিয়াছেন।

৩। যে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও ঔষধাদি এবং উপযুক্ত প্রকার বস্ত্রাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এবং দেশের ব্যবহার বুঝিয়া উপযুক্ত প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের সঙ্গে যত স্ত্রীলোক যাইবেক তাহার সংখ্যার বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে সময়ে২ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে২ বিধি করেন তাহার প্রতিপালন হইয়াছে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ বন্দরহইতে জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে যাইতে অনুমান যত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরূপণ হইবেক।

কলিকাতা বন্দরহইতে কুড়ি সপ্তাহ।
মান্দ্রাজ বন্দরহইতে ঊনিশ সপ্তাহ।
বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে ঊনিশ সপ্তাহ।

এবং যে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কি ত্রিণিদাদে লইয়া যায় সেই জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখঅবধি তৎপর মার্চ মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত যে সময় তাহাছাড়া অন্য কোন সময়ে কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইহইতে গমন করিবেক না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নানা বন্দরহইতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে কোন জাহাজ রফ্তহওনের পূর্ব্বে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের উচিত যে উক্ত তফসীলের ১০ দফায় যে তালিকার বিষয় লেখা আছে তাহা ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবকে দেন। এবং ঐ ১০ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাঁহার স্থানে ঐ তালিকার এক নকল লন্ ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজ রফ্তহওনের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিতে এই আইনের পূর্ব্ব ভাগে হুকুম আছে তাহার সম্পূর্ণরূপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি মজুরকে ঐ জাহাজে লইয়া জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমন করেন্ তবে যে প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন্ তাহার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে তাঁহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২০০) টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জাহাজের অধ্যক্ষ যদি পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দর-হইতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমনার্থ জাহাজ রফ্তকরণের পর ঐ জাহাজে ঐ প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন মজুরকে লন্ এবং যদি জাহাজ রফ্ত হওনের পূর্ব্বে দেশান্তর গমনকারি ঐ মজুরের নাম পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে লেখা না গিয়া থাকে কিম্বা যদি ঐ অধ্যক্ষ ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার নকল পূর্ব্বোক্তমতে না লইয়া থাকেন্ তবে ঐ জাহাজাধ্যক্ষের ঐ অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে যত মজুরকে লন্ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০) টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে রফ্তহওয়া কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট পাইলে পর প্রবঞ্চনা করিয়া এমত কোন কর্ম্ম স্বয়ং করেন্ বা অন্যকে করিতে দেন্ যে তাহার দ্বারা ঐ জাহাজের বা চড়নদারের কি ঐ সর্টিফিকটসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ে অন্যাবস্থা হওয়াতে ঐ সর্টিফিকট আর তাহাতে খাটিতে না পারে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০০) টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ঐ জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট যে পরওয়ানা পাইয়া থাকেন্ তাহার সম্পর্কে যে বণ্ড লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যের লিখিত জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইবার যথাসাধ্য নিবারণ করিবার জন্য জাহাজে মাসুল না দিয়া জিনিস উঠাওনের নিবারণার্থে জাহাজের তালাশী লওন এবং আটক করণের বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকদিগকে আইনমতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণি-দাদে গমনশীল জাহাজের উপর উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিদিগকে বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারণজন্য এবং এই আইনের নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিবারণার্থ ঐ২ কার্য্যকারক সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং আরো হুকুম হইল যে এই বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকেরদের প্রতি যে কার্য্যের ভারাপণ হইল এবং তাহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল কোম্পানি বাহাদুরের সকল আড়কাটিরও সেইরূপ ক্ষমতা ও ভার হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দ্বারা অথবা বেআইনী কয়েদ করণের দ্বারা কি অন্যায়রূপে যুটিয়া দেওনের দ্বারা এই আইনের বিরুদ্ধে কোন এদেশীয় লোককে জাহাজে রফ্ত করিতে উদ্যোগ করে তবে তাহার প্রমান হইলে সেই অপরাধি ব্যক্তির মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০০) টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা করিতে পারেন্ অথবা ছয় মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক নাহি পরন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার কার্য্যের কেবল এক প্রকার কার্য্য হইতে পারে ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিমতে আরোহণহওয়া দেশান্তর গমনকারি

মজুরেরদিগকে লইয়া যদি কোন জাহাজ কলিকাতাহইতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিনিদাদে যাইতে রসু হয় তবে ঐ জাহাজে নিযুক্ত হাসিলের কার্য্যকারকের উচিত যে ঐ বিদেশ গমনকারি মজুর যে পাস অথবা সর্টিফিকট লইয়া জাহাজে আইসে তাহাতে দস্তখৎ করেন এবং ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি যত মজুর জাহাজে উঠে তাহারদের এক রেজিষ্টর রাখেন। এবং ঐ জাহাজ সাগরে না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ হাসিলের কার্য্যকারক জাহাজে থাকিবেন এবং আপনার সম্মুখে ও জাহাজের আড়কাটির সম্মুখে জাহাজের মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের ও বিদেশগমনকারি মজুরেরদের গণতি না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজহইতে চলিয়া আসিবেন না এবং হাসিলের কার্য্যকারক ঐ গণতি করিয়া জাহাজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আইনের ১৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। এবং তাঁহার এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বোধ করিলে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত মজুর থাকে তাহারদের এবং মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের গণতি করিতে জাহাজের অধ্যক্ষকে হুকুম করেন এবং ঐ গণতির তালিকায় দস্তখৎ করেন। এবং হাসিলের এইমত প্রত্যেক কার্য্যকারক ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া আসিবেন সেই সময়ে ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি যত মজুর ছিল তাহারদের বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ রিপোর্টে এমত কথা লিখিবেন যে আমার জ্ঞাতসারপর্য্যন্ত আমি কহিতে পারি যে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হওনের পর জাহাজে অতিরিক্ত কোন বিদেশ গমনশীল মজুর লওয়া যায় নাই এবং এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্য্য করা যায় নাই কিম্বা যাহা করিতে হুকুম আছে তাহার ক্রটি হয় নাই এবং এইমত রিপোর্ট এবং গণতি হইলে সেই গণতির তালিকা ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইতে হইবেক। এবং হাসিলের যে কোন কার্য্যকারক কিম্বা আড়কাটি জানিয়াশুনিয়া ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদের মিথ্যা বা অশুদ্ধ কিম্বা অসম্পূর্ণ রিপোর্ট করেন অথবা বেআইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন সেই কার্য্যকারক বা আড়কাটি কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ৫০০) টাকা জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন এবং হাসিলের রাজস্বের বিষয়ে অপরাধ হইলে যেরূপ দণ্ড নিরূপণ হয় সেইরূপে এই অপরাধের বিষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকরা কোন দলীলদস্তাবেজ জাল করে অথবা জাল হইয়াছে জানিয়া তাহা লইয়া ব্যবহার করে তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেব অথবা তৎস্থানের কি রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের অধ্যক্ষেরা এই আইনের দ্বারা যেং দণ্ডের যোগ্য হন সেইং দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক অথবা ঐ জাহাজাধ্যক্ষ যে বণ্ড লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহা যদি জাহাজকে দেওয়া পরওয়ানার নিমিত্ত লেখা গিয়া থাকে তবে সেই বণ্ড ধরিয়া নালিশ করণের দ্বারা এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি।

তফসীল।

১। জামেকা ও বৃটিশ গৈয়ানা ও ত্রিনিদাদের গবর্নর সাহেবেরা যে ব্যক্তিরদিগকে উচিত বোধ করেন তাঁহারদিগকে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্মে সময়েং নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

২। ভারতবর্ষের মধ্যে যেং ব্যক্তি এইরূপে এজেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারা গমনকারি ব্যক্তিরদের সংখ্যানুসারে মেহনতানা পাইবেন না কিন্তু সালিয়ানা বেতন পাইবেন ইতি।

৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রত্যেক এজেণ্ট সাহেব যে বন্দরে বা স্থানে নিযুক্ত হন সেই বন্দর বা স্থানহইতে গমনকারি প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে নিজে কথাবার্ত্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল চক্রান্তে কিম্বা মিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দেশান্তরে গমনের প্রবোধ দেওয়া যায় নাহি এবং ঐ পুরুষ বা স্ত্রী যে স্থানে গমন করিতে উদ্যত আছে সেই স্থান তাহারদের জাহাজারোহণ করিবার স্থানহইতে কত দূর ইহা নিতান্ত অবগত আছে। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদের ঐ দেশে গমনে যেং উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা ঐ এজেণ্ট সাহেব তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে অসঙ্গত এবং মিথ্যা প্রত্যাশা করিতে নিবারণ করিবেন। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ সুস্থ এবং বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কিম্বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য অথবা পীড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে ইহা তিনি নিশ্চয় অবগত হইবেন ইতি।

৪। এবং ভারতবর্ষহইতে উক্ত কোন দেশে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাড়া হয় ঐ জাহাজের রেজিষ্টরীহওয়া পরিমাণদৃষ্টে

দুই২ টনের হিসাবে এক২ ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। এবং গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবং যদি ঐ জাহাজের কেবল এক তালা থাকে তবে ঐ তালার নীচে এক কাষ্ঠের মেজ্যা করিতে হইবেক এবং ঐ মেজ্যাঅবধি তালাপর্য্যন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এবং ঐ মেজ্যা এমত তৈয়ার করিতে হইবেক না যে তাহার তালার কড়িকাষ্ঠ তাহার উপর রাখা যায়। এবং এইমত কোন জাহাজে শুইবার নিমিত্ত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না এবং জাহাজের নীচের তালা অথবা মেজ্যার উপর যে নীচস্থ থাক্ থাকে সেই থাক্ এবং ঐ মেজ্যা কিম্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়া ছয় বুরুল ব্যবধান না থাকিলে কোন জাহাজ চড়নদারেরদিগকে উক্ত কোন দেশে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং জাহাজের যত পরিমাণ হউক তাহার নীচের তালা অথবা মেজ্যার চতুরস্র বারো ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক এবং সেই স্থানের মধ্যে ঐ চড়নদার ব্যক্তির লওয়াজেমা দ্রব্যছাড়া কোন মাল কি দ্রব্যাদি থাকিবেক না এবং ঐ বারো ফুট হিসাব করিয়া যত চড়নদারের স্থান হয় তাহার অধিক চড়নদার সেই জাহাজে যাইবেক না ইতি।

৫। এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সংখ্যার হিসাব করণেতে দশ বৎসরের ন্যূন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য করা যাইবেক ইতি।

৬। যে জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কোন স্থানে লইয়া যায় যে বন্দর বা স্থানে ঐ মজুরেরা জাহাজে আরোহণ করে সেই বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজের রওয়ানা হওনের সময়ে জাহাজীয় ব্যক্তিরদের আহারের অতিরিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের কারণ নীচের লিখিত নিরিখ অনুসারে উত্তম এবং স্বাস্থ্যজনক আহারীয় দ্রব্য ঐ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ জাহাজের সমুদ্রপথে থাকনের আন্দাজী সময় হিসাব করিয়া ঐ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচ২ গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া জল এবং ঐ জল জলাশয়েতে অথবা উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এবং আন্দাজী সমুদ্রপথে থাকনের প্রত্যেক সপ্তাহের হিসাবে প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌণ্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন সেরের হিসাবে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গোম কিম্বা ওটমিল অথবা অন্য আহারীয় দ্রব্য জাহাজে লইতে হইবেক। কিন্তু যদি ঐ জাহাজের পথিমধ্যে কোন বন্দর বা স্থানে আপনার জলের পীপা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তবে ঐ বন্দর বা স্থানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক সপ্তাহের নিমিত্ত উপরের উক্ত নিরিখ অনুসারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত দর্শান যায় যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত

গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিশেষ অনুমতিক্রমে উপরের উক্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সেইং পরিমাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্য নিরূপণ হয় তবে আহারীয় দ্রব্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি।

৭। এইরূপ কোন জাহাজ বন্দরহইতে রফ্তহওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজ এইরূপে রফ্ত হয় সেই বন্দর বা স্থানে যে এজেণ্ট সাহেব নিযুক্ত হন তাঁহার উচিত যে ঐ জাহাজের চড়নদারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দফায় যে আহারীয় দ্রব্য এবং জল জাহাজে লইতে হুকুম আছে সেই দ্রব্য ও জলের তদারক আপনি করেন্ অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান এবং ঐ দ্রব্য যে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্ এবং চড়নদারেরদের ঐ দ্রব্যাদির অতিরিক্ত জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত যথোচিত জল ও আহারীয় দ্রব্য আছে এবং ঐ জাহাজ সামান্যতঃ সমুদ্রপথে যাইবার যোগ্য এবং চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্বিঘ্নে থাকনের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধানে যে সকল নিয়ম আছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানেন্ এবং তদ্বিষয়ে আপনার দস্তখৎকরা এক সর্টিফিকট ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্ ইতি।

৮। যে সকল জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের প্রতি হুকুম হইল যে যাত্রাকালে এবং লক্ষিত স্থানে জাহাজ পঁহুছিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ও সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিত্ত উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ভক্ষ্য দ্রব্য প্রচুরমতে যোগাইয়া দেন্ ইতি।

৯। যে বন্দর বা স্থানে ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা জাহাজারোহণ করে সেই স্থানের এজেণ্ট সাহেব এই বিধানের দুইখান নকলে দস্তখৎ করিয়া জাহাজ রফ্তহওনের সময়ে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাঁহাকে দিবেন এবং ঐ দুই নকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহাজে থাকিবেক এবং ঐ জাহাজের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সময়ে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে ঐ বিধির একখান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন ইতি।

১০। যে প্রত্যেক জাহাজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে পূর্ব্বোক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের উচিত যে ঐ জাহাজের রফ্তহওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে রফ্ত হয় সেই বন্দর বা স্থানের এজেণ্ট সাহেবকে ঐ জাহাজের উপর প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নাম ও

বয়স ও ব্যবসায়ের দুইখান তালিকা যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লিখিয়া দেন্। এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের উচিত যে তাহার এক তালিকাতে আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্। এবং ঐ জাহাজ লক্ষিত স্থানে পঁহুছিলে এবং ঐ জাহাজহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পূর্ব্বে ঐ জাহাজাধ্যক্ষ ঐ জাহাজের পঁহুছনের সংবাদ এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা পূর্ব্বোক্ত তালিকা জাহাজ যে স্থানে পঁহুছে সেই স্থানে আগত বিদেশীয়েরদের যে রক্ষক সাহেব নিযুক্ত আছেন কি হইবেন তাঁহাকে দিবেন ইতি।

১১। কিন্তু আদমিরালটির শ্রীযুক্ত লার্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীন নিযুক্ত কোন জাহাজ অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই বিধানের কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

[illegible] শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে টাকশালের তামার মুদ্রার নিয়ম করণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন টাকশালহইতে কেবল নীচের লিখিত তামার মুদ্রা বাহির হইয়া চলন হইবেক।

১। এক পয়সা ওজন .... ১০০ গ্রেন ট্রয়।

২। একটা দ্বিগুণ পয়সা ওজন .... ২০০ গ্রেন ট্রয়।

৩। এক ইঙ্গরেজী পাই অর্থাৎ এক আনা মুদ্রার বারো ভাগের এক ভাগ তাহার ওজন ... ... ৩৩ গ্রেন ট্রয় ও তিন ভাগের এক ভাগ।

এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং নকশা নিরূপণ করেন তাহাই সেই পয়সার উপর দেওয়া যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ঐ পয়সা কোম্পানির টাকার চৌষট্টি ভাগের এক ভাগের এবং ঐ দ্বিগুণ পয়সা কোম্পানির টাকার বত্রিশ ভাগের এক ভাগের এবং ঐ পাই কোম্পানির টাকার এক শত বিরানব্বই ভাগের এক ভাগের তুল্য দেনাপাওনার আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট ওজনের যে সকল তামার মুদ্রা ১৮৩৫ সালের ২১ আইন জারী হওনের পর বোম্বাই রাজধানীর অধীন

দেশের কোন টাকশালহইতে বাহির হইয়াছে তাহা ঐ রাজধানীর দেশের মধ্যে এই আইনের ২ ধারার লিখিত মূল্যে দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোন তামার মুদ্রা কেবল টাকার ভাঙ্গা হইলে আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন. ১৮৪৫ সালের ১১ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

"মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইন শুধরিবার আইন" এই নামে বিখ্যাত ১৮৪১ সালের ১২ আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্ত এক্ষণে যে আইন চলন আছে তাহা সংশোধন করিতে উচিত বোধ হইয়াছে

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের শেষ তারিখের পর ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এবং তৎপরের লিখিত ধারা সকল রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রকার সনে কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তীবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সেই সনের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ না দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের তাবে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া প্রত্যেক প্রদেশ কি জিলার মধ্যে সমস্ত বাকী মালগুজারী এবং যে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেইং দাওয়ার টাকা যেং তারিখে দাখিল করিতে হইবেক সেইং তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন। এবং ঐ টাকা না দেওয়া গেলে পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ছাড়া ঐং জিলায় বাকীপড়া জমীদারীর নীলাম হইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সরকারী নানা গেজেটে আপনারদের এইরূপে নিরূপিত তারিখের সম্বাদ দিবেন এবং প্রত্যেক

জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনের নির্দ্দিষ্ট নীলাম করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তাহার কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের কাছারীতে এবং প্রত্যেক থানায় ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই তারিখের সম্বাদ সেই জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যেং তারিখ উক্তরূপে নিরূপণ হয় সেইং তারিখ উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা উক্ত প্রকারে ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দেওনের দ্বারা যাবৎ পরিবর্ত্ত না করেন তাবৎ তাহার পরিবর্ত্ত হইবেক না এবং যে বৎসরে ঐ নূতন তারিখ বা তারিখসকল চলন হইবেক তাহার পূর্ব্ব সরকারী বৎসরের অন্যূন তিন মাস থাকিতে ঐ ইশ্‌তিহার ও এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যেং জিলাতে ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হয় নাহি সেইং জিলায় এবং সুবে বাঙ্গালার প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে না পাওয়া গেলে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্ত কোন নিলাম হইবেক না। কিন্তু উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা এমত নিলাম করিবার হুকুম দেওন সময়ে যে শেষ তারিখে উক্ত রাজস্বের বাকী অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার টাকা লওয়া যাইবেক সেই তারিখ প্রত্যেক গতিকে নিয়ত নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায় করণার্থ জমীদারীনীলাম করিতে হইলে এইংরূপে কার্য্য করিতে হইবেক বিশেষতঃ বিষয় বুঝিয়া এই আইনের ৩ অথবা ৪ ধারানুসারে টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনের পূর্ব্ব অন্যূন সম্পূর্ণ পনের দিনপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেবের অথবা এই আইনক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে এবং ইশ্‌তিহারহওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সেই জজ সাহেবের কাছারীতে এবং সেই জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের কাছারীতে এবং যে ভাগে এত্তেলাসম্পর্কীয় জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ থাকে সেই ভাগের মুনসেফের কাছারীতে ও পোলীসের থানায় সেই জিলার চলিত ভাষায় লিখিত এক এত্তেলানামা লট্‌কাইতে হইবেক। এবং যে কার্য্যকারকের কর্ম্মস্থানে ঐ এত্তেলানামা লট্‌কান যায় তিনি ঐ এত্তেলানামা পাওনের এক সর্টিফিকট দিবেন এবং আরো ঐ এত্তেলানামা ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক এবং যে পেয়াদা অথবা অন্য যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি তাহার বিষয়ের এক সর্টি-

ফিকট দিবেক এবং ঐ এস্তেলানামার মধ্যে ঐ বাকী টাকা অথবা দাওয়ার প্রকার এবং তাহার সংখ্যা এবং যে শেষ তারিখে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক তাহা লেখা থাকিবেক এবং এইরূপ এস্তেলা না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়ার নিমিত্ত কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না ইতি।

বিশেষতঃ প্রথম। সুবে বারাণসের জমীদারীর বাকী।

দ্বিতীয়। ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জমীদারীর বাকী।

তৃতীয়। হালের অথবা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ছাড়া অন্য বৎসরের বাকী।

চতুর্থ। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী।

পঞ্চম। আদালতের কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে জমীদারী ক্রোক হইয়াছে তাহার বাকী।

ষষ্ঠ। বাগানী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজস্বের বাকী আদায় করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনানুসারে নীলাম করিতে রীতি মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই আইনের ৩ কিম্বা ৪ ধারানুসারে টাকা দাখিল করিবার যে শেষ দিবস নিরূপিত হইয়াছে সেই দিবসের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই জিলার চলন ভাষায় লিখিত এস্তেলানামা প্রকাশ করিবেন এবং তাহা আপনার কাছারীতে এবং জিলার জজ সাহেবের কাছারীতে লটকাইবেন এবং ঐ এস্তেলানামা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাইবেন। এবং যে জমীদারী বা জমীদারীসকল পূর্ব্বোক্তমতে নীলাম হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং যে দিবসে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক তাহা ঐ এস্তেলানামার মধ্যে লেখা থাকিবেক। এবং যে তারিখে এস্তেলানামা কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে লটকান যায় সেই তারিখের পর সম্পূর্ণ পনের দিনের কম না হয় ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত কাল গত না হইলে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক না। এবং পশ্চাৎ লিখিত হুকুমছাড়া উক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সকল জমীদারী নীলামের নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপর দিবস বা দিবসসকলে কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা এবং তাঁহার সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং টাকা দেওনের উক্ত যে শেষ দিবস নিরূপণ আছে সেই শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পর টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলেও তাহাতে নীলামের সময়ে অথবা নীলাম হওনের পর ঐ নীলামের নিবারণ অথবা সেই নীলামের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারাক্রমে কোন জমীদারীর নীলামের এস্তেলা হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্ত প্রকার অন্য কোন কার্য্যকারক আপন দফ্তরখানায় এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফের কাছারী ও পোলীসের থানার সীমার মধ্যে ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে ও থানায় এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনামা লটকাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে মালগুজারী দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হইয়াছে সেই দিবসের পরঅবধি তাহারা বাকীদার জমীদার বা জমীদারদিগকে আর খাজানা না দেয় এবং ঐ তারিখের পর তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর খরীদারের হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফহওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন নিজ দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকী টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে বাকীদারের এত টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে জমা থাকে এবং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পরও কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের হিসাবে জমা করিতে ক্রুটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জমা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ জমীদারীর মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানৎস্বরূপ

লইতে পারেন্ এবং যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ জমীদারীর হিসাবে কালেক্টর সাহেব জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ঐ জমীদারীর দখল দেওয়াইবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারীতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে ব্যক্তি ঐ আমানতী টাকা সুদসমেত ঐ জমীদারীর মালিকেরদের স্থানে উসুল করিতে পারিবেক ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জমীদারী থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালকমাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার সরবরাহের ভার লন নাহি ঐ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ এক কি ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়াপর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্ তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর নীলাম স্থগিত করিতে পারেন্। এবং সেই প্রকারে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিস্যনর

সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন। এবং কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্তহওনের পর, যদি সেই জমীদারী নীলাম হয় তবে তাহা বেআইনী হইবেক। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব রীতিমত এক রুবকারীতে লিখিবেন। কিন্তু নীলাম ক্ষমাকরণের যে হুকুম কমিস্যনর সাহেব দেন্ তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে যদি নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে ক্ষমাকরণের ঐ হুকুমের দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারহইতে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে সামান্যতঃ নীলাম করিবেন কিন্তু যখন ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কাছারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত মতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্তপ্রকার অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন্ কিম্বা আরম্ভ করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন্ তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন। এবং ঐরূপ বিলম্বকরণের কারণ রুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশতিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লটকাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং সেইরূপে যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এ প্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এবং তাহার রিপোর্ট না করা যায় তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম অবশ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারানুসারে নিরূপিত নীলামের দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের পূর্ব্ব নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম, ধরা যাইবেক এবং ঐ মতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী

নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তপ্রকার কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি। কিন্তু ঐই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা দিবার ত্রুটি হওযাতে আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেব নম্বর ব্যতিক্রম করিয়া জমীদারী নীলামে ধরিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমীদারীর খরীদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা জমীদারীর নীলাম শেষহওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়না· স্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমিদারী আগৌণে নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদার যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খরীদের সমুদয় টাকা ঐ খরীদারের দিতে হইবেক এবং যে দিবসে নীলাম হইয়াছিল তাহা ঐ ত্রিংশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন হয তবে ত্রিংশত্তম দিবসের পর যে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হয় সেই দিবসে সমুদয টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত মিয়াদে টাকা দিতে ত্রুটি হয় তবে সেই সময়ে এবং তৎপরে যতবার ত্রুটি হয় ততবার বায়নার টাকা সরকারে দণ্ডস্বরূপ জব্দ হইবেক এবং ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক এবং ঐ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর ত্রুটিকারি খরীদারের কোন দাওয়া থাকিবেক না। এবং যে নীলাম শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্য ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এবং ঐ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হওয়া জমীদারীর বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক। এবং যদি একবারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ত্রুটি হয় তবে ত্রুটিকারি ডাকনিয়ারা প্রত্যেক জন যত ডাকিযাছিল তাহার হিসাবমতে ঐ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এবং একেং দায়ী হইবেক। কিন্তু এইরূপ প্রত্যেক পুনর্নীলাম এই আইনের ৬ ধারার লিখিত এস্তেলানামা দেওনের পর এবং ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট রীতিমতে করা যাইবেক এবং নিরূপিত যে দিনে টাকা দিতে ত্রুটি হয় সেই দিনের পর সম্পূর্ণ তিন দিন গত না হইলে ঐ এস্তেলানামা

ঘোষণা করা যাইবেক না। কিন্তু যে বাকী টাকার নিমিত্তে প্রথমে জমীদারী নীলাম হইয়াছিল তাহা এবং তৎপরে যাহা বাকী পড়িয়াছে সেই টাকা যদি পুনর্নীলামের এত্তেলা দেওনের দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এবং এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা বাকীদার খরীদারের দাখিলহওনের পর জমীদারীর সাবেক মালিকের দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে দাখিল হয় অথবা দাখিল হইবার প্রস্তাব হয় তবে পুনর্নীলাম নিবারণ হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন নতুবা লইতে পারেন্ না। এবং এইরূপে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন্ যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন্ এবং যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরী-দারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম করিতে পারেন। এবং কালেকটর সাহেবের কাছারীতে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা থাকনসময়ে তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের যে সুদ হয় সেই সুদ অপেক্ষা অধিক টাকা ঐ ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন্ যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে নীলামের উপর আপীল হইলে চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন্ এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন্ এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্ এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যেং নিয়ম তাঁহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মে ঐ জমীদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যেসকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের

১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব হয় নাহি সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবসে দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপাল হইয়াছে এবং ঐ আপাল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখ অবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে খরীদারকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন।

আমি জানাইতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪৫ সালের ১ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের. অমুক তারিখঅবধি আমলে আসিবেক।—(অর্থাৎ টাকা দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসের পর দিবসে।)

অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি বিক্রয়হওয়া জমীদারীতে নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত সর্টিফিকটের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর খারিজ দাখিলহওনের সম্বাদ এক লিখিত ইশ্তিহারের দ্বারা আপনকার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ থাকে তাঁহারদের কাছারিতে এবং জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং ঐ খরীদের টাকা লইয়া মালগুজারী দাখিল করিবার নিরূপিত শেষ দিবসে যে সকল জমা বাকী ছিল তাহা প্রথমে পরিশোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের খাতায় যে সকল পাওনা টাকা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমীদারীর রেজিষ্টরহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকদিগের নিমিত্ত আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রসীদ লইয়া নীচের লিখিতমতে ঐ টাকা তাহারদিগকে দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্নং লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ লিখিত অংশের হিসাবঅনুসারে তাহারদের মধ্যে টাকা বাঁটিয়া দিবেন কিন্তু যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অংশ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহারদের সকলের দস্তখৎকরা একি রসীদ লইয়া মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খরীদের

টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয় হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেণ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এবং ঐ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোক করিয়া তাহা ঐ ভূম্যধিকারির হাতছাড়া রাখা যাইবেক না। এবং যদ্যপি ঐ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের হুকুমক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথাকরণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারী যাবৎ সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় তাবৎ সে আপনার ঐ ভূমির দখল পুনরায় পাইবেক না ইতি।

২১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির খরীদারের নাম দেওয়া গেল তবে ঐ নালিশ খরচাসমেত ডিসমিস হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিসানর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন্ তবে এই আইনের ২০ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্তহওনের সংবাদ দিবার হুকুম আছে সেইরূপ কালেকটর সাহেব কি উক্তমত অন্য কার্য্যকারক অসিদ্ধহওনের সংবাদ সর্ব্বত্র দিবেন। এবং খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিলকরণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরিদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলামহওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকীয় সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি টাকা দেওনের পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত শেষ দিবসের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর

বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন দেওয়ানী আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে ঐ নীলাম এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ হইয়াছিল। এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৭ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ১৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকার কিছু গ্রহণ করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম ঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ত্রুটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে তাহার প্রতি নিষেধ আছে ইতি।

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে কোন নীলাম অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জিলার কোন জমীদারীর মালগুজারী বাকী আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী এই আইনক্রমে বিক্রয় হইলে যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল দায় রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক। এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জ্জিত ভূমিব্যতিরেকে ঐ জমীদারীর সমস্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের খাজানা বাড়াইতে পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না।

প্রথম। ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টাক্রমে নির্দ্ধারিত খাজানাতে ধার্য্য ছিল তাহা।

দ্বিতীয়। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে থাকা যে পাট্টার বিষয়ে এমত প্রমাণ

দেওয়া যায় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যেং খোদকস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনক্রমে নিশ্চিত নিয়মানুসারে নিরূপণীয় খাজানায় ভূমির ভোগদখল করণের অধিকার আছে তাহাদের ভূমি।

চতুর্থ। যেং ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্ম্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা-প্রভৃতি আকরের নিমিত্ত কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্যং সেইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতার্থে মিয়াদী বা চির কালের পাট্টাক্রমে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া গিয়াছে এবং পাট্টার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে এইপর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে সেইং ভূমি।

পঞ্চম। জমীদারীর সাবেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যেং ইজারা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেইং ইজারা। কিন্তু সেই সময়ে ইজারাদারেরা প্রত্যেক গতিকে কালেক্টর সাহেবকে এক লিখিত এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলানামাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে তাহার ঠিকানা ও সেই ভূমির খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার নিয়ম ও ইজারাদারের-দের নাম লেখা থাকিবেক। এবং যদ্যপি কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন। এবং কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি আপন কাছারীতে এক ইশ্তিহার-নামা লটকানের দ্বারা জানান্ সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা বর্জ্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টাক্রমে ধার্য্য হইলেও এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হওয়া কোন জমীদারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়া ঐং ইজারা অন্যথা করিতে পারে ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৬ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায়

তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এবং বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তি আদৌ বন্দোবস্তকারির স্থলাভিষিক্ত বা আসৈনি হইয়া যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছিল তাহা এবং শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই আদৌ বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রজাইত্যাদিরদিগকে যেং পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবং আদৌ বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরীদার রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী কিম্বা তৎসম্পর্কীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যেং পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ ঐ ভূমি ঐং কার্য্যে ব্যবহার হয় ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎ কখন সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে নীলামে যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে সে ব্যক্তি পাট্টাদারের পাট্টা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত করিলে সেই পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে পূর্ব্বের মালগুজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহার বেশী লইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদির নিমিত্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা প্রাচীন নিরূপিত জমার কিছু কমী করাতে পাট্টাদার প্রজারা ওযাজীবী জমা হইতে কম জমার বন্দোবস্তঅনুসারে ভূমি ভোগ করিয়াছে কিম্বা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজারদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী খাজানা তলব হইতে পারে কিম্বা আর কিছু দাওয়া করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝিলে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির দখীলকার অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমির যেং পাট্টা দিয়াছিল বা তাহার উপর যে বরাৎ দিয়াছিল কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়াছিল সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহাং উপযুক্ত বোধ হয় তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্। এমত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমিতে যেং নিয়ম রাখনের হুকুম করেন্ সেই ভূমির লাট নীলামে ধরিয়া দেওন সময়ে কালেক্টর সাহেব সেইং নিয়মের সম্বাদ সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর যেং হুকুম করেন্ তাহাও প্রচার করাইবেন। কিন্তু এইরূপে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া যে নীলাম হয় তাহাতে নীলামের সময়ের তুল্য বাকী টাকা যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি বোধ হয় যে ঐরূপ পাট্টাআদি বহাল রাখিলে সরকারী মালগুজারী আদায়

করিতে উত্তর কালে বিঘ্ন হইতে পারে তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নীলামেতে ঐ পাট্টা-আদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা এই আইনের ১৯ ধারার নিরূপিতমতে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে রদ করিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং এই আইনের ২৬ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত থাকার মধ্যে যেং নিষেধ আছে কেবল সেইং নিষেধ আমলে আনিয়া ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম করিতে পারেন্ এবং ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পর যে জমীদারী পূর্ব্বোক্তমতে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া খরীদ হইয়াছিল সেই জমীদারী যদি বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা এইমত হুকুম দিতে পারেন্ যে এই আইনের ২৬ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত থাকায় যে নিষেধ আছে কেবল সেই নিষেধ আমলে আনিয়া মহাল নীলাম হইবেক অথবা পূর্ব্বে যে পাট্টাআদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা আমলে আনিয়া নীলাম হইবেক এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে পাট্টাআদি রদ করিয়া যে নীলাম হইয়াছিল তাহাতে যে খরীদের টাকা পাওয়া গেল সেই টাকা যদি পাট্টাআদি বহাল রাখণের নীলামে প্রাপ্ত টাকাঅপেক্ষা অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের বিষয় বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন্ ইতি।

২৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাঁটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অংশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারানুসারে আপনং অংশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরিহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্ সেই জমীদারী আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন্ অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত জমীদারী নীলামহওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে পুনর্ব্বার তাহার দখল পান্ তবে সেই ভূম্যধিকারী এবং আরো জমীদারীর উপর যে বাকী পড়ে বা যে দাওয়া ঘটে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংযোগ ছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং নীলামের সময়ে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না এমত স্বত্ব ঐ খরীদার পাইবেন না ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারী দাখিল করণের শেষ তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে সেই জমীদারী নীলাম

হইলে সেই বাকী খাজানা যে কোন রীতিক্রমে শেষ দিবসে কি ঐ দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকীদার আদায় করিতে পারিতেন সেই রীতিক্রমে উক্ত শেষ দিবসের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন্ না ইতি।

৩১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয়ি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যে দফ্তরে কোন সময়ে কার্য্য করেন্ তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ কোন অবজ্ঞা হইলে তাহার ২০০/ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্ এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যে বায়না করণের দ্বারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবং দত্ত ও জয়বরা যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেইং দেশে এই আইন চলন হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা সিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ কি মালাকার বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৫ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আপীল আদালতে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করিবার কি না করিবার ক্ষমতাপণ করণের আইন।

যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যের সদর আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমার খরচার জামিন লওয়া আইনানুসারে আবশ্যক নাই এবং যেহেতুক মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে খরচার জামিন লওয়ার এক্ষণে আইনানুসারে হুকুম নাই এবং যেহেতুক এই বিষয়ে সকল আদালতের ডিক্রীর উপরে যে আপীল হয় তাহার একি রীতি করা উচিত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আপীল আদালতে খরচার জামিন লইতে আবশ্যক হইবেক না কিন্তু প্রত্যেক আপীল আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের বিবেচনায় যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে রেস্পাণ্ডেণ্টকে জওয়াব দিতে হুকুম হওনের পূর্ব্বে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করেন কি না করেন। ইহার বিপরীত কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

ফি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ১ মার্চ তারিখে জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণবিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন জিলায় রেজিষ্টরী দপ্তরে দলীল-দস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইতে পারে। ঐ দলীলসম্পর্কীয় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ সেই জিলার মধ্যে থাকুক বা না থাকুক সেই জিলায় রেজিষ্টরী হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে যে জিলাতে ঐ দলীলদস্তাবেজসম্পর্কীয় সম্পত্তি সমুদয় না থাকে এমত জিলার রেজিষ্টরী দপ্তরে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইলে ঐ দপ্তরের রেজিষ্টরের উচিত যে সেং জিলায় ঐ সম্পত্তির সমুদয় অথবা তাহার কতক অংশ থাকে সেই প্রত্যেক জিলার রেজিষ্টরী দপ্তরে আপনার দপ্তরে রেজিষ্টরী ও পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া দলীলদস্তাবেজের এক নকল পাঠান। ঐ নকল ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্টমতে দেওয়া যাইবেক এবং তাহাতে দস্তখৎ হইবেক। এবং যে রেজিষ্টরী দপ্তরে ঐ নকল পঁহুছে সেই দপ্তরের রেজিষ্টর আপনার নিকটে আদৌ রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি সেই দলীল-দস্তাবেজ দরপেশ করিলে যেরূপ কার্য্য করিতেন সেইরূপে রীতিমত তাহা রেজিষ্টরী করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন রেজিষ্টরী দপ্তরে পাঠাইবার নিমিত্ত যে নকলের আবশ্যক হয় এইমত প্রত্যেক নকল করণের রসুম রেজিষ্টরী-করণিয়া ব্যক্তি রীতিমতে দিবেক এবং যে রেজিষ্টর ঐ রসুম পান তিনি রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত নকল যেং রেজিষ্টরের দপ্তরে পাঠান যায় সেইং রেজিষ্টরকে ঐ রসুম বুঝাইয়া দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আসল দলীলদস্তাবেজ অথবা তাহার নকল পূর্ব্বোক্তমতে কোন জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে রেজিষ্টরী হইলে অন্য যে সকল বা যে কোন জিলায় ঐ দলীলদস্তাবেজসম্পর্কীয় সম্পত্তি থাকে সেই জিলায় তাহার নকল রীতিমতে রেজিষ্টরী হইলে বা না হইলে ঐ দলীলদস্তাবেজ কোন এক জিলার মধ্যস্থিত কোন সম্পত্তির বিষয়ে আইনমতে যথার্থরূপে রেজিষ্টরী হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

পণ্ডিত এবং মৌলবীবদের পরীক্ষা ও নিযুক্ত হওনের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধী এবং তাহার পর এই রাজধানীর অধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে প্রকার পরীক্ষা নিরূপণ করেন্ সেই পরীক্ষাতে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে উত্তীর্ণ হন্ তিনি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের কোন আদালতে পণ্ডিত কি মৌলবীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ১৪ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইন এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষের লিখিত আমদানীর মাসুলের তফসীল সংশোধনের এবং ১৮৪৪ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জুন তারিখঅবধি এবং তাহার পর ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট জিনিসের উপর মাসুলের হারের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইবেক ইতি।

ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন অথবা নির্ম্মিত মারিন ষ্টোর অর্থাৎ জাহাজের সরঞ্জাম।

ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন মারিন ষ্টোর।

ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন ধাতু বা নির্ম্মিত ধাতু।

রাঙ্গব্যতিরিক্ত ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন কি নির্ম্মিত ধাতু।

ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা প্রস্তুতকরা পশমী কাপড়।

ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের প্রস্তুতকরা পশমী কাপড়।

ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের প্রস্তুতকরা কাপাসী ও রেশমী কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা ও পশমী সূতা।

ভিন্নাধিকার স্থানের প্রস্তুতকরা রেশমী এবং কাপাসী কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা ও পশমী সূতা।

ওয়াইন এবং অন্যান্য প্রকার শরাব।

উগ্র শরাব।

এবং উক্ত তফসীলের মধ্যে অন্য যে সকল নির্ম্মিত দ্রব্য লেখা যায় নাহি তাহা ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত তফসীল উক্ত তিন আইনের A চিহ্নিত প্রত্যেক তফসীলের ভাগ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে পূর্ব্বোক্ত তিন আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ এই আইনের দ্বারা রদ হইল সেই ভাগের সঙ্গে উক্ত তিন আইনের যে সকল বিধি সম্পর্ক রাখে সেই সকল বিধি ১৮৪৫ সালের ১ জুন তারিখঅবধি ও তাহার পর এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষ ভাগের লিখিত আমদানীর মাসুলের তফসীল শুধরিবার আইন এই নামে খ্যাত ১৮৪৪ সালের ১৫ আইন রদ হইল ইতি।

তফসীল।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম কি বোম্বাই কিম্বা মান্দ্রাজ রাজধানীর কোন বন্দরে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া নীচের লিখিত দ্রব্যের মাসুলের হার।

জিনিসের তফসীল।	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
ইঙ্গলণ্ড দেশের বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা নির্ম্মিত মারিন ষ্টোর।	শতকরা ৫	শতকরা ১০
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নঐ ঐ।	শতকরা ১০	শতকরা ২০
ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন কি নির্ম্মিত ধাতু।	শতকরা ৫	শতকরা ১০
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নঐ ঐ।	শতকরা ১০	শতকরা ২০
ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন পশমী কাপড়।	শতকরা ৫	শতকরা ১০
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নঐ ঐ।	শতকরা ১০	শতকরা ২০

জিনিসের তফসীল।	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন দেশের নির্ম্মিত কাপাসী ও রেশমী কাপড়ের থান এবং সূতা কিম্বা কাটা সূতা কি পশমী সূতাছাড়া কাপাস কিম্বা রেশমনির্ম্মিত দ্রব্য অথবা অন্য দ্রব্যেতে মিশ্রিত কাপাস ও রেশমনির্ম্মিত দ্রব্য। ...	শতকরা ৫ ৷	শতকরা ১০ ৷
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ১০ ৷	শতকরা ২০ ৷
ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন কাপাসের সূতা কি কাটা সূতা কিম্বা পশমী সূতা।	শতকরা ৩৷৷০	শতকরা ৭ ৷
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ৭ ৷	শতকরা ১৪ ৷
পোর্টর ও এল বিয়র ও সৈডর এবং ঐ প্রকার গাঁজাণ্ডরা শরাব।	শতকরা ৫ ৷	শতকরা ১০ ৷
ওয়াইন এবং অন্যান্য প্রকার শরাব।	ফি গালনের প্রতি ১ ৷	ফি গালনের প্রতি ২ ৷
উগ্র শরাব।	ফি গালনের প্রতি ১৷৷০	ফি গালনের প্রতি ৩ ৷
এবং উগ্র শরাব লণ্ডন প্রূফের শক্তিঅপেক্ষা যেমন অধিক তেজ হয় তেমনতাহার মাসুল বৃদ্ধি হইবেক। শরাব বোতলে আমদানী হইলে ৫ কুআর্ট বোতল এক ইম্পেরিয়ল গালনের তুল্য জ্ঞান হইবেক।		
এই তফসীলের লিখিত জিনিসব্যতিরিক্ত অন্য সকল নির্ম্মিত দ্রব্য।	শতকরা ৫ ৷	শতকরা ১০ ৷

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যেং গতিকে তলবচিঠী জারী হইতে না পারে সেইং গতিকে ওয়ারণ্ট জারী করিবার ক্ষমতা আদালতকে অর্পণ করণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকাভিন্ন ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন ফৌজদারী মোকদ্দমাতে আইনানুসারে আসামীর নামে প্রথমে তলবচিঠী জারী করিতে হয় তখন যদি এমত প্রমাণ হয় যে আসামীর উপর ঐ তলবচিঠী জারী করিতে উপযুক্তমতে উদ্যোগ করা গিয়াছে কিন্তু আসামীর উপর ঐ তলবচিঠী জারী করণের ভার যে কার্য্যকারকের কিম্বা যে লোকের প্রতি ছিল তিনি তাহা জারী করিতে পারিলেন না তবে যে আদালতহইতে ঐ তলবচিঠী বাহির হয় সেই আদালত ঐ আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারেন। ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১১ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মুনসেফের আদালতে নাজিরদিগকে নিযুক্ত করণের হুকুম করিবার বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জজ সাহেবের আদালতে যে কতক কর্ম্ম নাজিরের প্রতি অর্পণ আছে সেইং কর্ম্ম মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা আপনারা করিবেন এবং জজ সাহেবের আদালতে যে তলবানা লওয়া যায় মুনসেফের আদালতে সেই তলবানার চারি ভাগের কেবল তিন ভাগ লওয়া যাইবেক তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পরে মুনসেফেরা আপনং সিরিশ্তায় নাজির নিযুক্ত করিবেন। ঐ নাজিরেরদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের বিধান খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আদালতের এবং রাজস্বের কার্য্যের বিষয়ে তিন রাজধানীর সৈন্যেরদের এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের অধিকার নির্দ্দিষ্ট এবং ধার্য্য করণবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ১৫ আইন অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে কি না অথবা তাহার কোন বিধান এবং কত বিধান অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে

অতএব ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে উক্ত আইন এবং তাহার প্রত্যেক বিধান এখনও বলবৎ আছে ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক যে আইন বাঙ্গলা দেশের সৈন্যের নিমিত্তে উপরে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল সেই আইন মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৭ সালের ৮ আইনের দ্বারা মান্দ্রা-জের সৈন্যের আইন নির্দ্দিষ্ট আছে এবং যেহেতুক সেই আইন বোম্বাইয়ের সৈন্যের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করা বিহিত ও যথার্থ বোধ হইতেছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত উক্ত আইন বোম্বাইয়ের সৈন্যের প্রতি বিস্তারিত হইল কেবল ঐ আইনের যে কোন বিধি স্বভাবতঃ বোম্বাইয়ের সৈন্যের বিষয়ে খাটিতে পারে না তাহা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের দ্বারা এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদিগকে যে অধিকার দেওয়া গিয়াছে তাহা আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যে ইষ্টাম্পের মাসুল ক্ষমা করণের দ্বারা বিস্তার করা যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ হইতেছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ফরিয়াদী যদি ফোর্ট উলিয়ম অথবা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন সৈন্যের সিরিশতায়

এদেশীয় হুদ্দাদার বা সিপাহী হয় তবে পাওনা দাওয়ার কি তেজারতের কারবারের দেনাপাওনার মোকদ্দমা ছাড়া অন্য সকল প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমার নালিশ কোম্পানি বাহাদুরের সকল আদালতে ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত ৩ ধারার দ্বারা যে ইষ্টাম্প ফরিয়াদীর প্রতি ক্ষমা হইল সেই ইষ্টাম্পের মূল্য যে অংশ যথার্থ বোধ হয় সেই অংশ পরাজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সরকারকে দিতে ডিক্রীর মধ্যে হুকুম লেখা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহীর যে মোকদ্দমায় প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন সম্পর্ক না থাকে অথবা নালিশের দরখাস্তে লিখিতপর্য্যন্ত সম্পর্ক না থাকে এইমত কোন মোকদ্দমায় যদি ঐ এদেশীয় কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী এই আইনে দত্ত উপকারের দ্বারা চাতুরীক্রমে অন্য কোন ব্যক্তির উপকার করণের নিমিত্তে এই আইনক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে এই আইনছাড়া অন্য প্রকারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তির যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ লাগিত ঐ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী তাহার পাঁচগুণের অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা ডিক্রী জারী করিবার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উসুল হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারায় হুকুম আছে যে যদি কেহ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে এমত নালিশ করে যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে আমি আইনবিরুদ্ধ কোন ভূমি বা বাটীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য ধরিবার জলাশয় কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যহইতে বলক্রমে বেদখল হইয়াছি ঐ নালিশকরনিয়া যদ্যপি ভূম্যধিকারী বা মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার বা দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদিস্বরূপ ঐ ভূমির দখীলকার ছিল তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এবং ঐ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং কিম্বা মোখ্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম করিবেন। এবং আবশ্যক সাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এবং দলীলদস্তাবেজ বিবেচনা করিলে পর যদ্যপি তাহার ঐ দাওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন তবে তিনি এক রুবকারী লিখিয়া দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তুর পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের স্বত্বের বিষয়ের নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি বেদখল হওন বিষয়ের নালিশ করে সে যদি বেদখল হওনের পর এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া না করে তবে এমত হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

এবং যেহেতুক যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী হইলে তাহাকে বেদখল হওনের সময়অবধি এক মাসের অধিক কাল আপনার দাওয়া করিবার নিমিত্তে অনুমতি দেওয়া যথার্থ বোধ হয়

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পুর্ব্বোক্ত ধারার যে ভাগে লেখে যে তাহার মধ্যে লিখিত প্রকারে বেদখলহওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি নালিশকরে সেই ব্যক্তি বেদখলহওনের সময়অবধি এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া উপস্থিত না করিলে ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট সেইরূপ কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না সেই ভাগ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহীরদের করা নালিশের বিষয়ে রদ হইল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বেদখলহওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি যদি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী হয় তবে তাহার বাসস্থানের দূরত্ব এবং লিখনপঠনের দুষ্করতা বুঝিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে মিয়াদ ওয়াজিবী বোধ করেন্ সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ ব্যক্তি আপনার দাওয়া উত্থাপিত না করে তবে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পুর্ব্ব কথিত ধারায় যে প্রকার হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে এমত কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আপীল ডিসমিস হইলে পর তাহা পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিবার নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক আপীলের বিষয়ি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধি অত্যন্ত ক্লেশ-জনক ও কঠিন এবং তাহার কাঠিন্যের লাঘবকরা উপযুক্ত বোধ হইল।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা কি মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে এই আইন জারী হওনের পরে কোন আপীল ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিসমিস হইলে ঐ আপীল সদর আদালতে ডিসমিস হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর তিন মাসের মধ্যে এবং অন্য কোন আদালতে ডিসমিস হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি আপেলাণ্ট ঐ আপীল পুনরায় গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত মুৎফরক্কা দর-খাস্তের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া এই বিষয়ে আদালতের খাতিরজমা করায় যে ঐ আপীলী মোকদ্দমা উকীলের ত্রুটিপ্রযুক্ত কিম্বা অনিবার্য্য কোন ঘটনাপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছে তবে যে আদালত ঐ আপীলী মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছিলেন সেই আদালত তাহা পুনরায় গ্রাহ্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর তিন মাসের মধ্যে যদি আপেলাণ্ট আপন আপীল পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে মুৎফরক্কা দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করে এবং ঐ মোকদ্দমা উকীলের ত্রুটিপ্রযুক্ত কি অনিবার্য্য কোন ঘটনাপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছিল এই বিষয়ে আদালতের খাতির-জমা করায় তবে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে যে কোন আপীল ডিসমিস হইয়াছিল তাহা উক্ত কোন আদালতে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন আপীল পুনরায় গ্রাহ্য হইয়াছে তাহা যদি পুনর্ব্বার ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিসমিস হয় তবে তাহা আর গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে মুনসেফেরদের আদা- লতে সাক্ষিরদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমমতে হাজির করাওণের আইন।

১ ধারা

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৩১ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ এবং ৩২ ধারার ১ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যদি কোন মুনসেফ আপনার বিশেষ এলাকায় না থাকা ব্যক্তির সাক্ষ্য চাহেন এবং যদি সেই ব্যক্তি বাদিপ্রতিবাদির তলবকরাতে হাজির না হয় তবে ঐ ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত মুনসেফ যথোচিত পরওয়ানা দিবেন এবং যে মুনসেফের বিশেষ এলাকার মধ্যে সেই ব্যক্তি থাকে সেই মুনসেফের নিকটে তাহা পাঠাইবেন এবং ঐ মুনসেফ সেই পরওয়ানার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা রীতিমত জারী ও সম্পন্ন করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষিস্বরূপ জিলার আদালতে হাজির হইতে সমন হইয়াছে এবং সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে হাজির হইতে ক্রটি করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত জিলার জজ সাহেবের এক্ষণে যে সকল ক্ষমতা আছে এই আইন জারীহওনঅবধি এবং তাহার পর মুনসেফের আদালতে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে কোন ব্যক্তির উপর সমন জারী হইলে পর সেই ব্যক্তি হাজির হইতে ক্রটি করিলে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে মুনসেফেরদের সেই সকল ক্ষমতা থাকিবেক। কিন্তু এই

আইনানুসারে মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন্ তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা যে অপরাধ করে তাহার দণ্ড করণের আইন।

যেহেতুক অন্যান্য ব্যক্তির অপরাধের যে দণ্ড নিরূপণ আছে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা সেই২ অপরাধ করিলে তাহারদিগের তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডকরা উচিত বোধ হয়।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকা এবং মলাকার মোহনার বসতিসকল ছাড়া কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে কোন কয়েদীর যাবজ্জীবন কয়েদ হওনের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইয়াছে সেই ব্যক্তি অন্য লোককে খুন করিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন কর্ম্ম করে অথবা যাহাতে অন্য লোক খুন হইবার সম্ভাবনা আছে এমত কর্ম্ম যদি জানিয়াশুনিয়া করে তবে ঐ কয়েদীর সেই কর্ম্মের দ্বারা অন্য ব্যক্তির মৃত্যু হউক বা না হউক তাহার অপরাধ সেশন আদালতে সাব্যস্ত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের অথবা ৩৯ বেত্রাঘাতের অনধিক দণ্ড হইবেক কিন্তু এই দণ্ডের বিষয়ে সদর আদালতের মঞ্জুর করণের আবশ্যক থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারার লিখিত অপরাধভিন্ন যদি উক্ত প্রকার কোন কয়েদী অন্য কোন অপরাধ করে অথবা যে জেলখানাতে কয়েদ থাকে সেই জেলখানার অধ্যক্ষের হুকুমক্রমে শাস্তি পাইলে পর কোন অত্যাচার কি হঙ্গামা করে তবে সেশন আদালতে সেই অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

প্রেরণের দণ্ড হইবেক অথবা ৩৯ বেত্রাঘাতের অনধিক শাস্তি হইবেক যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম হয় তবে সেই দণ্ডের বিষয়ে সদর আদালতের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে, ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আসাম কোম্পানিকে চার্টর দেওনের আইন।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে আসাম দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপুর্ব্বের অন্যান্য ভাগে যাহাতে আসল চা উৎপন্ন হয় এমত অনেকং ও প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আছে এবং ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে সেখানকার ভূমি এবং আবহাওয়া চার বৃক্ষের কৃষি বাহুল্যমতে করণের সর্ব্ব প্রকারে উপযুক্ত।

এবং যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে চার কৃষিকরা ও চা প্রস্তুত করাতে যেমন ইঙ্গলণ্ড দেশের উপকার ও লাভ তেমনি ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারে মহোপকার ও লাভ হইবেক এবং বিশেষং মহাজনেরদের সংস্থান ও উদ্যোগের দ্বারা যেপর্য্যন্ত তাহার কৃষি হইতে পারে তদপেক্ষা বাহুল্যমতে ঐ চার ব্যবসা করিলে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে এবং যেহেতুক ঐ বৃক্ষের চাস ও তাহা প্রস্তুত করিবার এবং তাহা বাড়াইবার নিমিত্তে সম্প্রতি এক সোসৈটি অর্থাৎ কোম্পানি স্থাপন হইয়াছে এবং ঐ কোম্পানির মূল ধন ৫০,০০,০০০) লক্ষ টাকা এবং তাহা ৫০০) টাকা করিয়া ১০,০০০ স্যারেতে বিভক্ত হইয়াছে এবং ঐ কোম্পানিকে আসাম দেশে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপুর্ব্ব দিগে কএক খণ্ড ভূমি ইহার পুর্ব্বে দেওয়া গিয়াছিল এবং ঐ বৃক্ষের কৃষি করিবার ও তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে উক্ত কোম্পানি নানা কুঠী স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐং কুঠীর কর্ম্ম এক্ষণে চলিতেছে।

এবং যেহেতুক ঐ সমুদয় ১০,০০০ স্যার সহী হইয়াছে ও বণ্টন হইয়াছে এবং তাহার অধিকারিরা ঐ কোম্পানির ৫০,০০,০০০) লক্ষ কোম্পানির টাকা মূল ধনের মধ্যে কোম্পানির ২০,০০,০০০) লক্ষ টাকা দাখিল করিয়াছেন এবং ঐ নানা স্বাক্ষরকারী আপনং খরচে উক্ত বৃক্ষের চাস ও তাহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত আছেন এবং ঐ স্বাক্ষরকারীরা যদি পশ্চাৎ লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট মতে চার্টরপ্রাপ্ত হন্ তবে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারির এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের অনেক সুগম ও উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

এবং যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে আসাম দেশে তদ্দেশজ অন্যান্য দ্রব্য আছে অথবা সেই দেশের ভূমি এবং আবহাওয়াপ্রযুক্ত উত্তমরূপে জন্মিতে পারে এবং সেইং দ্রব্য ঐ কোম্পানির চার চাসের এবং কুঠীর সম্পর্কে অথবা সমভিব্যাহারে চাস ও প্রস্তুত করিলে উক্ত কোম্পানির বড় উপকার ও লাভ হইবেক এবং যেহেতুক সেইং দ্রব্য উৎপন্ন করিতে ঐ কোম্পানি উপযুক্ত বোধ করিলে তাঁহারদিগকে সেই বিষয়ের ক্ষমতা দিবার এবং তাঁহারদের মূল ধন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওনের নিয়মকরা বিহিত বোধ হয়।

এবং যেহেতুক যেং ব্যক্তিরদের নাম পশ্চাৎ লেখা আছে তাঁহারদের মধ্যে কএক জন উক্ত কোম্পানি নিযুক্ত ও সংস্থাপন করিবার এবং তাহার ব্যবসা আরম্ভ করিবার নিমিত্তে ক্ষণেক কালের জন্যে কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সেইরূপে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে ১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরি তারিখের সম্বন্ধ-পত্রের নিয়মানুসারে উক্ত কোম্পানি স্থাপন হইয়াছিল এবং ঐ পত্রের (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের ব্যক্তিছাড়া) প্রথম ভাগে ঐ সম্বন্ধপত্রের নিম্নে যে ব্যক্তিরদের নাম ও মোহর আছে সেই নানা ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ঐ দ্বিতীয় ভাগে যাঁহারদের নাম লেখা আছে তাঁহারা এইং সর উলিয়ম বেন্স বারনেট ও রিচার্ড টুআইনিং ও তামস উইডিং ও জান আলিষ্টন ও আন্দ্রু হেণ্ডর্সন ও ফ্রান্সিস ফক্স ও উলিয়ম ক্রেক্রপ্ট এবং তৃতীয় ভাগে যাঁহারদের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহারা এই ২ সর জর্জ জেরার্ড ডি হক্পিএ লারপেণ্ট বারনেট ও জান স্মাল ও আলেকজাণ্ডর রজর্স ও ফষ্টর রেণাল্ডস ও জান টুবর্স ও উলিয়ম মানিং ও উলিয়ম আর রাবিন্সন এবং রস ডনেলি মাঙ্গল্স সাহেব। এবং ঐ সম্বন্ধপত্রের অনুসারে ঐ কোম্পানির কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে এবং চলিতেছে এবং যেহেতুক উক্ত পত্রে এইমত নিয়ম ছিল যে ঐ ক্ষণেক কালীন কমিটি সেই পদোপলক্ষে যে সকল কর্ম্ম ও কার্য্য ও বিষয় ও ব্যাপার করেন এবং সম্পন্ন করেন তাহা মঞ্জুর হইবেক।

এবং যেহেতুক উক্তপ্রকার নিয়ম এই চার্টরের মধ্যে করা উচিত বোধ হইয়াছে এবং উক্ত সোসৈটির অথবা কোম্পানির যে সকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত ও দায় আছে এবং এইরূপ চার্টর না পাইলে ঐ কোম্পানির থাকিত কিম্বা ঐ কোম্পানি দাওয়া করিতে পারিতেন অথবা ঐ কোম্পানির উপর দাওয়া হইতে পারিত সেই সকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত এবং দায় এই আইনের দ্বারা পশ্চাৎ সংস্থাপিত চার্টর-প্রাপ্ত সমাজে এবং তাঁহারদের পক্ষে ও তাঁহারদের বিরুদ্ধে অর্পণ করিবার ও বজায় রাখিবার এবং সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে নিয়মকরা উচিত বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জেম্স পাটল সাহেব ও চার্লস হে কেমরন

সাহেব ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও উলিয়ম প্রিন্সেপ সাহেব ও আলেকজাণ্ডর রজর্স সাহেব ও হেনরি বারক্লে হেণ্ডর্সন সাহেব ও জেম্স প্রিন্সেপ সাহেব ও এডবার্ড হার্ডিংগ সাহেব ও জেম্স কোহুন সাহেব ও জেম্স চর্চ সাহেব ও হেনরি চাপমান সাহেব ও জান লৌইস সাহেব ও জান ফেরলি লীথ সাহেব ও তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও বাবু মতিলাল শীল ও উলিয়ম রিচার্ড ইয়ংগ সাহেব ও জেম্স ইয়ংগ সাহেব ও আর্চিবল্ড স্কন্স সাহেব ও রিচার্ড ওয়াকর সাহেব ও হেনরি মেরিডিথ পার্কর সাহেব ও এডবার্ড কোবর্ণ রেবন্সা সাহেব ও চার্লস রেক্স সাহেব ও জান ষ্টর্ম্ম সাহেব ও জর্জ সেরউড সাহেব ও জেম্স চার্লস কোলব্রুক সথরলেণ্ড সাহেব ও শামুএল স্মিথ সাহেব ও জান ডিন্স কাম্বেল সাহেব ও জান কারিংটন পামর সাহেব ও উলিয়ম সলটান পিলান্স সাহেব ও বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বাবু রমানাথ ঠাকুর ও কথবর্ট বেন্সলি থর্নহিল সাহেব ও তামস স্কট সাহেব ও তামস সিউএল সাহেব ও ফ্রান্সিস ডাগুড সাহেব ও চার্লস ডগ্লাস মিচেল সাহেব ও আলেক-জাণ্ডর গারক মাকেঞ্জি সাহেব ও হেনরি আগষ্টস উলষ্টন সাহেব ও ফ্রান্সিস পি মেন্দিস সাহেব ও উলিয়ম হেনরি জোন্স সাহেব ও পিটর ইনিস সাহেব ও রাবর্ট জান লাটি সাহেব ও জেনকিন্স লুএলিন সাহেব ও জান জেনকিন্স সাহেব ও আর্থর পিটার লাটি সাহেব ও আন্দ্রু হেণ্ডর্সন সাহেব ও জান গ্রাণ্ট সাহেব ও আলেক-জাণ্ডর গার্ডন সাহেব ও উলিয়ম কব হরি সাহেব ও হেনরি হলরয়ড সাহেব ও রাবর্ট বিচর সাহেব ও ডানিএল এলিয়ট সাহেব ও এডবার্ড গাষ্টিন সাহেব ও জান বিচর সাহেব ও জেম্স কলেন সাহেব ও তামস হাইড গার্ডিনর সাহেব ও ডনাল্ড মাক্লৌড গর্ডন সাহেব ও উলিয়ম হেনরি হার্টন সাহেব ও তামস হেনরি হক্লি সাহেব ও জে এম হিল সাহেব ও তামস ব্রাকেন সাহেব ও জান কার সাহেব ও থিয়োডোর ডিকিন্স সাহেব ও চার্লস ডেবরিন সাহেব ও উলিয়ম প্রিঙ্গল ডৌনিং সাহেব ও জান কলডর সাহেব ও হেনরি বর্কিন্যাং সাহেব ও চার্লস জান বর্কিন্যাং সাহেব ও রড্রিক মাকেঞ্জি সাহেব ও জান উলিয়মসন মাক্লৌড সাহেব ও জান মলর সাহেব ও ই এলফিনিষ্টন সাহেব ও জে ডি মলিন্স সাহেব ও রিচার্ড বর্ড সাহেব ও আলফ্রেড পার্কর সাহেব ও সি জে পিটার সাহেব ও হেনরি পিডিংটন সাহেব ও জর্জ রজর্স সাহেব ও উলিয়ম রষ্টন সাহেব ও জেম্স সিডনি ষ্টপফোর্ড সাহেব ও রাবর্ট স্কট তামসন সাহেব ও সি এ বর্টানেস সাহেব ও উলিয়ম গ্রিনওএ সাহেব ও আর এস হম্ফ্রি সাহেব ও ফ্রান্সিস আগষ্টিন সাহেব ও রিচার্ড জে চেম্বর্স সাহেব ও আগা মহম্মদ ইব্রাহিম ও বিশ্বনাথ মতিলাল ও ব্রজনাথ ধর ও দুর্গাচরণ ধর ও অদ্বৈতচাঁদ দত্ত ও গুরুপ্রসাদ বসু ও গৌরমোহন গোস্বামী ও হাজি মীরজা মেহদি ইস্পাহানি ও লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ও মেঘনারায়ণ রায় ও মদনমোহন চাটুয্যা ও নবকৃষ্ণ সিংহ ও নীলকমল ঘোষ ও প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও প্রাণকৃষ্ণ বাগচি ও রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাধামাধব দত্ত ও রামচাঁদ ধর ও রাজচন্দ্র মুখুয্যা ও রাজবল্লভ শীল ও রাধাকান্ত মিত্র ও সেখ আলম উল্লা ও শ্রীকান্ত বাঁডুয্যা ও সীতানাথ বসু

ও উমাচরণ বসু এবং অন্য যে সকল ব্যক্তিরা এবং চার্টরযুক্ত সমাজ এই কর্ম্মের নিমিত্তে সহী করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে সহী করেন্ এবং তাঁহারদের নানা ও বিশেষং উত্তরাধিকারী ও টর্নি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং আসৈন এই আইনের নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে এক কোম্পানিতে সংযুক্ত হইবেন এবং এই আইনের দ্বারা তাঁহারা সংযুক্ত হইলেন এবং "আসাম কোম্পানি" নামে বিখ্যাত চার্টরপ্রাপ্ত সমাজস্বরূপ সংস্থাপিত হইবেন এবং থাকিবেন এবং সেই নামেতে তাঁহারদের অনবরত পর্য্যায় থাকিবেক এবং তাঁহারদের এক সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং সেই নামেতে তাঁহারা নালিশ করিবেন ও সেই নামেতে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আসাম দেশে এবং পূর্ব্বোক্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে ঐ কোম্পানিকে যে সকল ভূমি দেওয়া গিয়াছে সেইং ভূমিতে উক্ত কোম্পানি চার বৃক্ষের কৃষি করিতে এবং তাহা বাড়াইতে পারিবেন এবং তাহার উৎপন্ন চা প্রস্তুত করিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং সামান্যতঃ চার বৃক্ষের কৃষিকরণের ব্যবসা চালাইতে পারিবেন এবং তাহা বিক্রয় করণের এবং বিদেশে প্রেরণের নিমিত্তে তাহা প্রস্তুত অথবা তৈয়ার করিতে পারিবেন এবং সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে মৌরুসীরূপে অথবা কতকং বৎসরের মিয়াদে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যাহাতে সম্মত হন্ সেইমতে ভূমি লইতে ও পাট্টাক্রমে ধার্য্য করিতে অথবা ক্রয় করিতে কি অন্য কোন প্রকারে হস্তগত করিতে পারেন্ এবং শ্রীযুতের ঐ সম্মতি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর মধ্যে কোন এক জন সেক্রেটারীর দস্তখৎক্রমে জ্ঞাত করা যাইবেক। এবং উক্ত কোম্পানি আবশ্যকমতে ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে ও দান করিতে এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্ এবং ঐ কোম্পানি যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমত সিরিশ্তা নিযুক্ত করিতে ও এমারৎ ও কারখানা গাঁথিতে ও যে কোন বিষয় সুগম হয় তাহা করিতেও পারেন্ এবং সামান্যতঃ পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির বিবেচনায় অন্য যে কোন কর্ম্ম বা উপায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্। এবং আরো যদি ঐ কোম্পানির উচিত বোধ হয় তবে চা উৎপন্ন করিতে যাহা ঔপায়িক বা তদ্ঘটিত কি উপকারক বোধ হয় এইমত অন্যান্য বৃক্ষ বা দ্রব্যের কৃষি করিতে কিম্বা প্রস্তুত করিতে বা তৈয়ার করিতে পারেন্। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানি আফীন কি কাওয়া বা চিনির কৃষি করিতে বা তাহা প্রস্তুত করিতে কি তৈয়ার করিতে পারিবেন না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির মূল ধন কোং ৫০,০০,০০০) লক্ষ

টাকা হইবেক এবং তাহা কোং ৫০০) টাকা করিয়া ১০,০০০) স্যারে বিভক্ত হইবেক এবং তাহা ঐ কোম্পানির আসল মূল ধন জ্ঞান হইবেক এবং পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে নূতন স্যার সৃষ্টিকরণ ও বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহাও ঐ কোম্পানির মূল ধনের মধ্যে গণ্য হইবেক। জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানি কোন সময়ে এবং সময়ক্রমে যেং নিয়ম তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মক্রমে কোং ৫০০) টাকা করিয়া নূতন স্যার সৃষ্টি করিয়া আপনার মূল ধন সমসুদ্ধ কোং এক কোটি টাকাপর্য্যন্ত বাড়াইতে পারেন্‌ ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির যে মূল ধন থাকে তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগের অধিক কর্জ্জ করিতে পারিবেন না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সোসৈটি অথবা কোম্পানি আপনার অধ্যক্ষেরদের অথবা অধ্যক্ষের নামে অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে যে সকল ভূমি পাইয়াছেন অথবা হস্তগত করিয়াছেন অথবা যে ভূমির নিমিত্তে তাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা এবং তাহার উপর যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন এবং যে সকল কারখানা করিয়াছেন এবং তাহার উৎপন্ন দ্রব্য এবং সেই ভূমির উপর অথবা তৎসম্পর্কে কি তাহার সঙ্গে ব্যবহারকরা সকল দফ্তরখানা এবং গুদাম ও এমারৎ ও দ্রব্য এবং ঐ কোম্পানির অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও যে সকল জিনিস ও দ্রব্য ও সামগ্রী ক্রয় হইয়াছিল বা লওয়া গিয়াছিল কি খরীদ হইয়াছিল বা জন্মিয়াছিল কিম্বা সৃষ্টি হইয়াছিল কি প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং সেই সকল বিষয়ে আইনানুসারে ও একুটীপক্ষে উক্ত কোম্পানির যে ইষ্টেট ও হক ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা সর্ব্ব প্রকারে উক্ত আসাম কোম্পানি এবং তাঁহারদের সামাজিক উত্তরাধিকারিরদিগকে এই কালঅবধি অপণ হইবেক এবং তাঁহারদেরি থাকিবেক। এবং কোন বিশেষ স্বাক্ষরকারির অথবা অধিকারির তাহাতে কোন ইষ্টেট বা স্বমিত্ব কি সম্পত্তির অধিকার থাকিবেক না ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কোম্পানির কার্য্য ও কর্ত্তৃত্ব নির্ব্বাহের নিমিত্তে এবং ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষের ও আমলারদের কার্য্য চালাইবার ও উপদেশের নিমিত্ত যে কোন বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়া সাধারণ আইনের অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় তাহা স্থাপন করিতে এবং সময়ক্রমে তাহা রদ ও মতান্তর ও ফেরফার করিতে ঐ কোম্পানির সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক। •এবং উক্ত সমাজের সম্বন্ধপত্রের

বিধান যাবৎ রীতিমতে মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ উক্ত কোম্পানির প্রথম বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়া হইবেক এবং যেপর্য্যন্ত ও যেং বিষয়ে ঐং বিধান সাধারণ আইন অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত এবং সেইং বিষয়ে তাহা বলবৎ থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির অথবা তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বকারিরদের কোন সাধারণ কিম্বা অন্য বৈঠক অথবা সেই বৈঠকে ব্যক্তিকে মনোনীত করণ কার্য্য কিম্বা নির্দ্ধার্য্যহওয়া কোন কার্য্য কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম উক্ত সমাজের সম্বন্ধপত্রের লিখিত বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়ানুসারে হইয়াছে বলিয়া এই আইনের লিখিত কোন বিষয়প্রযুক্ত বেআইনী অথবা অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতায় উক্ত কোম্পানির প্রধান দপ্তরখানায় অথবা কর্ম্মস্থানে প্রতিবৎসরে অন্যূন দুইবার এবং আবশ্যক হইলে অধিকবার উক্ত কোম্পানির সাধারণ বৈঠক হইবেক এবং ঐ সাময়িক বৈঠকের সময় নিরূপণ এবং বিশেষ অথবা উপরি বৈঠক আহ্বান করণের নিয়ম এবং তাহার ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দেওনের প্রকার উক্ত কোম্পানির বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা নিরূপণ এবং ধার্য্য হইবেক। এবং ঐ সকল সাধারণ বৈঠকে তাহা সাময়িক হউক বা বিশেষ হউক যে প্রত্যেক অধিকারির ৫ স্যার অবধি ২০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহার এক বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ২০ স্যারঅবধি ৫০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহারদের ২ বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ৫০ স্যারঅবধি ১০০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহারদের ৩ বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ১০০ অথবা তদপেক্ষা অধিক স্যার থাকে তাঁহারদের ৪ বোট হইবেক কিন্তু যে অধিকারির ৫ স্যারের ন্যূন থাকে তাঁহার কোন বোট হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানির বর্ত্তমান অধিকারিরা এবং তাঁহারদের এক্ষণে যে স্যার আছে তাহা বর্জিত হইয়া যে মিয়াদ উক্ত কোম্পানির বিধানে নিরূপণ আছে বা নিরূপণ হইবেক কেবল সেই মিয়াদ ব্যাপিয়া যে অধিকারী আপনস্যার রাখিয়া থাকেন্ তিনি কোন বোট দিতে পারিবেন। এবং আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির কোন বিধান বা দাঁড়া কি নিয়মানুসারে যে বোট কোন প্রতিনিধির দ্বারা দেওয়া যায় তাহা অধিকারী স্বয়ং দিলে যেরূপ বলবৎ ও সিদ্ধ হইত সেইরূপ বলবৎ হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত সাময়িক বৈঠকে উক্ত কোম্পানির বহী এবং হিসাব সাধারণ স্বাক্ষরকারি অথবা স্যারধারিরদের দেখন এবং বিবেচনা করণ

ও মঞ্জুর করণের নিমিত্তে দরপেশ হইবেক এবং দর্শান যাইবেক। এবং উক্ত প্রত্যেক সাময়িক বৈঠকে তৎকালীন উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষ অথবা অন্য আমলারা হিসাবের যথার্থ চুম্বক এবং জমাওআসীল বাকীর ফর্দ্দ উপস্থিত করিবেন এবং দরপেশ করিবেন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের সাময়িক বৈঠকের তারিখঅবধি যে সাময়িক বৈঠকে ঐ হিসাব দাখিল হয় সেই বৈঠকের তারিখপর্য্যন্ত অথবা অক্লেশে তাহার যত নিকট হইতে পারে সেইপর্য্যন্তের উক্ত কোম্পানির সমুদয় জমা ও খরচ ও কার্য্যের বিবরণ ঐ জমাওআসীলবাকীর ফর্দ্দেতে লেখা থাকিবেক। এবং ঐ চুম্বক হিসাব এবং জমাওআসীল বাকীর ফর্দ্দ সেই বৈঠকে অথবা তাহার পর কোন বৈঠকে তজবীজ এবং মঞ্জুর অথবা স্বীকার হইলে তাহা অগৌণে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং কলিকাতার যে দুই সম্বাদপত্রের অধিক গ্রাহক আছে তাহাতে প্রকাশ হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির স্যারের নিমিত্তে যে টাকা ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা বলবৎ ও সিদ্ধ হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাহা স্বীকার ও বহাল হইল ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির তিন জন অধ্যক্ষের সহীকরা এক সর্টিফিকট উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক অধিকারিকে অথবা স্যারধারিকে দেওয়া যাইবেক এবং সেই স্যার বা স্যারসকলের সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে ঐ সর্টিফিকটের মালিকের দস্তখতের দ্বারা উক্ত কোম্পানির কোন স্যার হস্তান্তর হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তিকে ঐ সর্টিফিকট হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল তাঁহার নাম বিশেষরূপে পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক। কিন্তু উক্ত কোম্পানির কলিকাতার প্রধান দফ্তরখানায় স্যারের হস্তান্তর করিবার যে রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইবেক যাবৎ সেই বহীতে ঐ হস্তান্তর করণ লেখা না যায় এবং যাবৎ ঐ কোম্পানির তৎকালীন সেক্রেটারী অথবা তন্নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির নিযুক্ত অন্য আমলা ঐ রেজিষ্টরী হওন এবং তাহার তারিখ ঐ পৃষ্ঠে দস্তখৎকরা সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে না লেখেন্ তাবৎ ঐ দস্তখতের দ্বারা কোন স্যার বা স্যারসকলের হস্তান্তর করা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির নানা অধিকারির এবং তাঁহারদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির টর্ণিরদের এবং অন্যান্য যে ব্যক্তি ঐ অধিকারির সম্বন্ধে দাওয়া রাখেন্ তাঁহারদের মধ্যে পরস্পর ঐ কোম্পানির স্যার সর্ব্বপ্রকারে এবং সকল কার্য্যের নিমিত্তে অস্থাবর ইষ্টেট অর্থাৎ সম্পত্তি জ্ঞান হইবেক এবং

তাহা হস্তান্তর হইবেক এবং হস্তান্তর হওনের যোগ্য হইবেক এবং তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ক্রয়বিক্রয় হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির উপর যে কোন দাওয়া ঘটে তাহা সংসোধনের নিমিত্তে অথবা পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সম্পন্ন করণার্থ অধিক যে মূল ধনের আবশ্যক হয় তাহা পাইবার নিমিত্তে নানা স্বাক্ষরকারি অথবা স্যারধারিরা কিস্তিবন্দী করিয়া আপন২ স্যারের অবশিষ্ট টাকার সমুদয় অথবা কোন ভাগ দিবেন। এবং উক্ত কোম্পানির কোন বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা যেরূপে নিরূপণ হয় সেইরূপে নিরূপিত ব্যক্তি ঐ কিস্তি তলব করিবেন এবং ঐ নিরূপিত প্রকারে ও নিরূপিত সময়ে ও নিরূপিত স্থানে ঐ কিস্তি দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানি এইমত কোন বিধান অথবা নিয়ম করিতে পারেন যে ঐ কিস্তি দেওনের নিমিত্তে যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে কি তাহার পূর্ব্বে যদি সেই কিস্তি না দেওয়া যায় তবে ঐ বিধান অথবা নিয়মে নিরূপণকরা আইনের হারানুসারে সুদ ঐ কিস্তির উপর তলবের দিবসঅবধি দাখিলের দিবসপর্য্যন্ত চলিবেক এবং যে টাকা এইরূপে সুদসমেত তলব হয় তাহা উক্ত কোম্পানির পাওনা টাকার ন্যায় গণ্য হইবেক। এবং উক্ত কোম্পানি ঐ প্রকার কোন কিস্তি এবং সুদ না দেওয়াপ্রযুক্ত কোন এক বা ততোধিক স্যার জব্দ করিতে পারেন অথবা সেই জব্দকরা স্যার বা স্যারসকল ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে নিয়ম করিতে পারেন। কিন্তু অন্যূন তিন মাসপর্য্যন্ত যদি টাকা দেওনের ত্রুটি না হইয়া থাকে তবে ঐ স্যার জব্দ হইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ক্ষণেক কালের কমিটি অথবা যে অধিকারির সমাজ ১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরি তারিখের উক্ত সম্বন্ধপত্রানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন এবং এইপর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানি স্থাপন ও নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আসাম কোম্পানি নামে বিখ্যাত আছেন সেই অধিকারির সমাজ যে সকল বন্দোবস্ত বা কর্ম্ম বা ক্রিয়া কি কার্য্য অথবা ব্যাপার এই আইন জারী না হওয়াপর্য্যন্ত করিয়াছিলেন অথবা সম্পন্ন করিয়াছিলেন কি শেষ করিয়াছিলেন অথবা উক্ত অধিকারির সমাজের হুকুম বা আজ্ঞা অথবা অনুমতির দ্বারা সেই বিষয়ে অথবা ঐ কোম্পানির কার্য্য বা টাকা অথবা সম্পত্তির বিষয়ে বা কোন প্রকারে তৎসম্পর্কে যে বন্দোবস্ত কর্ম্মপ্রভৃতি হইয়াছিল এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আসাম কোম্পানি সেই বন্দোবস্ত কর্ম্মপ্রভৃতির উপকার প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহার দায়ী হইবেন। এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট

এবং তন্নিমিত্ত নিরূপিতমতে উক্ত কোম্পানি সেই বিষয়ে এবং তৎসম্পর্কে নালিশ করিতে পারেন্ এবং তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এবং অধিকারির সমাজের অথবা তাহার অন্তঃপাতির সেই বিষয়ে যেরূপ স্বত্ব ও দায় হইত আসাম কোম্পানির সেইরূপ স্বত্ব ও দায় হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির আসল সম্বন্ধপত্রের এক নকল এবং উক্ত কোম্পানির সকল বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম অথবা কার্য্যের বিবরণের নকল অথবা অন্য যে কোন দলীলদস্তাবেজের দ্বারা উক্ত কোম্পানির হুকুমে কোন কালে উক্ত বন্দোবস্তের আসল পত্রের নিয়মেতে কোন ফেরফার হয় এই সকল কলিকাতায় উক্ত কোম্পানির দফ্তরখানাতে রাখা যাইবেক এবং উক্ত দফ্তরখানার কার্য্যের নিযমিত সময়ের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে তাহা খোলা থাকিবেক। এবং ঐ বন্দোবস্তের আসল পত্রের এক নকল এবং ঐরূপ প্রত্যেক বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম ও কার্য্যের বিবরণ অথবা দলীলদস্তাবেজের এক নকল এই আইন জারীহওনের পর অথবা বিধি বা হুকুম বা বিধান কি নিয়ম অথবা কার্য্যের বিবরণ কি দলীলদস্তাবেজ হওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র উক্ত কোম্পানির দ্বারা ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী সাহেবের দফ্তরখানায় দাখিল হইবেক এবং সেইখানে নথীর শামিল করাযাইবেক এবং সেই দফ্তরের কার্য্যের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক। এবং সেইরূপ নথীতে গাঁথাহওয়া কাগজপত্রের মোকাবিলাহওয়া নকলে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রথনটেরী সাহেবের দস্তখৎ ও সর্টিফিকট হইলে যে দেশের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইন করিতে পারেন্ সেই সকল দেশ ব্যাপিয়া আদালতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করণ সময়ে অথবা আদালতের বিচারের পুর্ব্বে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণ সময়ে কোন আদালতে অথবা কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অথবা অন্য কোন কর্ম্মকারকের সম্মুখে হওয়া কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী নালিশ ও মোকদ্দমা ও কার্য্যে সেই নকল সেই বন্দোবস্তের পত্র এবং বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়মিত কার্য্যে বিবরণ ও দলীলদস্তাবেজ থাকনের উত্তম ও মাতবর প্রমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক অধ্যক্ষের নাম এবং উক্ত কোম্পানি আপনার প্রত্যেক কর্ম্মকারকের নাম ও তাঁহার উপযুক্ত পদের খ্যাতির নিদর্শন এবং যে কোন ব্যক্তি কিছু কালের নিমিত্ত ঐ কর্ম্মকারকের এওজে কর্ম্ম করেন্

তাঁহার নাম একটা বহীর মধ্যে লিখিবেন এবং ঐ বহী উক্ত কোম্পানির কলিকাতাস্থ প্রধান দফ্তুরখানাতে থাকিবেক এবং ঐ দফ্তুরখানার কার্য্যের নিরূপিত সময় ব্যাপিয়া তথায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে তাহা খোলা থাকিবেক। এবং এই আইন জারী হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কোম্পানি উক্ত ব্যক্তিরদের নাম ও পদের এক ফিরিস্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী সাহেবের দফ্তুরখানাতে দাখিল করিবেন এবং উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষেরদের মধ্যে অথবা তাহার কোন কর্ম্মকারকেরদের মধ্যে যদি কোন ফেরফার হয় তবে সময়েং তাহার এক নূতন ফিরিস্তি ঐ দফ্তুরখানায় দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির মূল ধনের স্যারের অধ্যক্ষেরদের নাম ও বাসস্থান এবং তাঁহারদের কার্য্য ও ব্যবসা ও ব্যাপারের বিবরণ এবং প্রত্যেক অধিকারির যত স্যার আছে তাহা এক বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী করিবেন এবং তাহা ১ নম্বরে আরম্ভ হইয়া একাদিক্রমে নম্বর বিলি হইবেক। এবং ঐ বহী উক্ত কোম্পানির কলিকাতার দফ্তুরখানাতে রাখা যাইবেক এবং কর্ম্মের নিরূপিত ঘণ্টা ব্যাপিয়া সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক। এবং তৎপরে ঐ স্যার বা স্যারসকলের হস্তান্তর বা বদল হইলে তাহা পূর্ব্বোক্তমতে এবং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমেত উক্ত বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক। এবং ঐ স্যার বা স্যার সকল আদৌ যে স্থানে লেখা হইয়াছিল সেই স্থানের সম্মুখে তাহার স্বামিত্বের প্রত্যেক বদল ও হস্তান্তর করণের বিবরণ লেখা যাইবেক। এবং যে অধিকারী বা অধিকারিসকলকে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ স্যার সময়ক্রমে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গিয়াছিল অথবা যাঁহার পক্ষে স্বামিত্ব বদল হইল তাঁহার নাম বা নামসকল এবং তাঁহার বাসস্থান বা স্থানসকল এবং তাঁহার বিবরণ কি বৃত্তান্ত বহীর যে স্থান বা স্থানসকলে লেখা থাকে সেই স্থান অনায়াসে পাওয়া যাইবার নিমিত্তে নিদর্শন লিখিতে হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানী বা ফৌজদারী সকল ব্যাপারে তাহা কোন আদালতের কার্য্য হউক কি মোকদ্দমার পূর্ব্বের তহকীক বা আদালতের তজবীজ সম্পর্ক মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা অন্য কর্ম্মকারকের কার্য্য হউক সেই কার্য্য ঐ কোম্পানি আপন সামাজিক নামে নালিশ করিবেন এবং ঐ নামে তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক এবং ঐ নামে ঐ কোম্পানি বিখ্যাত হইবেন এবং আদালতের এলাকা সম্পর্কে যে সকল দেশে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইনকরণের ক্ষমতা রাখেন্ সেই সকল দেশের মধ্যে যে সকল বিষয় ও কার্য্যের উপর কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথবা কর্ম্মকারকের এলাকা থাকে এবং তাঁহারদের এলাকার সীমাপর্য্যন্ত সেইং বিষয়ে ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথবা

কর্ম্মকারকের সম্মুখে ঐ কোম্পানি আপনার সামাজিক নাম ও খ্যাতি ও ক্ষমতায় নালিশ করিতে পারেন্ ও কার্য্য করিতে পারেন্ ও সেই নামেতে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ ও কার্য্য হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন ব্রিটনীয় প্রজা বা প্রজাসকল যেরূপে নালিশ করিতে পারেন্ ও তাঁহারদের নামে যেরূপে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে এই কোম্পানির বিষয়েও ধার্য্য হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন মোকদ্দমা অথবা কার্য্যের এত্তেলা দেওনের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দমা বা কার্য্যে হাজির করাওনের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির কোন দেনা আদায় করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা প্রাপণের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির নামে হওয়া কোন জরীমানা বা গুনাহগারী উসুল করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে হওয়া কোন নিষ্পত্তির বা ডিক্রীর কি ফয়সলার অথবা হুকুমের কি নির্ব্বাহ্যের টাকা পাইবার নিমিত্তে বা উক্ত প্রকার কোন কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির বিশেষ অন্তঃপাতি বা স্যারধারি কি স্বাক্ষরকারির বিরুদ্ধে বা তাঁহারদের সম্পত্তির উপর মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে বা পরে কোন হুকুম বা কার্য্য জারী হইবেক না কিন্তু যে কোন প্রকার হউক ঐরূপ সকল হুকুম বা কার্য্য কেবল ঐ কোম্পানির সামাজিক সংস্থান ও বিষয় ও সম্পত্তির উপর জারী হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন আদালতে উক্ত কোম্পানি নালিশ করেন্ বা যে আদালতে তাঁহারদের নামে নালিশ হয় সেই আদালতের ব্যবহার কিম্বা সাধারণ আইনানুসারে কোন মোকদ্দমায় হাজির করাওনের নিমিত্তে অথবা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তির অনুপস্থানপ্রযুক্ত কিম্বা মোকদ্দমা বা কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে একতরফা কার্য্য করণের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দমা অনবরত চালাওন অথবা নির্ব্বাহ করণ বা পুনরুত্থাপন সম্পর্কীয় কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যে সকল এত্তেলা মোকদ্দমা আরম্ভের পূর্ব্বে দিতে হয় তাহা এবং সর্ব্বপ্রকার ইশ্তিহার অথবা আদালতে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে সকল এত্তেলা উক্ত কোম্পানিকে দিতে উক্ত আদালতের হুকুম হয় সেই এত্তেলা আইনমতে যে সকল প্রকারে ও উপায়েতে দেওয়া যাইতে পারে সেই প্রকারে ও সেই উপায়ে দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত তাহা কলিকাতানিবাসি উক্ত কোম্পানির সেক্রেটারী সাহেবকে অথবা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তৎসময়ে সেক্রেটারীর এওজে কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে অথবা উক্ত কোম্পানির কলিকাতার প্রধান কুঠীতে উক্ত সেক্রেটারী অথবা তাঁহার এওজে যিনি কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহার নামে ঐ এত্তেলায় শিরনামা দিয়া উক্ত কোম্পানির দফ্তরখানায় দিয়া আইলেই হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৫৪ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখপর্য্যন্ত চলন থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

উড়িষ্যার পর্ব্বতীয় দেশে মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট সাহেবেরদিগকে নিযুক্ত করণের এবং তাঁহারদের ক্ষমতা ধার্য্য করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন পেশকসী মহাল কটক দেশের পেশকসী মহালের কমিস্যনর ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বহইতে পৃথক্ করিয়া এমত কোন মহাল যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত সময়েং নিযুক্ত করেন তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন। ঐ কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বহইতে ঐ এজেণ্ট সাহেবের অধীন দেশের কোন ভাগ পৃথক্ করিয়া যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়েং নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ দেশের ভাগ অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৯ সালের ২৪ আইনানুসারে মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের এজেণ্টের উপলক্ষে গাঞ্জাম ও বিজয়গপটম জিলার কালেক্টর সাহেবের অধীন উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট দেশের কোন ভাগে যে এলাকা ও কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা ছাড়া করিয়া দেশের সেই ভাগ যে কর্ম্মকারক ও তাঁহার

অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্নিমিত্তে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট সময়ক্রমে নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন্ এবং সেই কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে জিলা রাজমহেন্দ্রির কোন ভাগে সাধারণ আইন ও ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব নিবর্ত্ত করিতে পারেন্ এবং সেই ভাগ যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকদিগকে তন্নিমিত্তে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে রাখিতে পারেন্ এবং সেই কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে সকল এজেণ্ট ও অধীন ব্যক্তি নিযুক্ত হন্ তাঁহারা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থানে আপন২ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে সকল হুকুম পান্ তদনুসারে আপন২ এলাকার ও আপনারদের হাতে অর্পিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ঐ২ এজেণ্ট ও তাঁহারদের অধীন কর্ম্মকারিরদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সকল নিয়ম উচিত বোধ করেন্ তাহা পুর্ব্বোক্ত রাজধানীর বিশেষ২ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্টেরদের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক এবং যে২ নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্ট সাহেবেরদের যে২ ক্ষমতা থাকিবেক এবং যে২ মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে তাঁহারা সদর আদালতে অর্পণ করিবেন তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২০ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোনং ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যং ভাগে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে যেং ক্ষমতা আছে সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতা এবং আইন করণের ক্ষমতা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

২ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশত্তিতম আইন।

কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২২ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ঐ সম্মতিপত্র পাট হইয়া রোয়দাদের মধ্যে লেখা গিয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটির নালিশগ্রস্ত আড়কাটিরদের বিচারের নিমিত্তে আদালত সংস্থাপনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের আড়কাটির সিরিশ্‌তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে যদি এমত অপবাদ হয় যে তিনি ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের সময়ে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি করিয়াছেন এবং যদ্যপি জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বোধ করেন্ যে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটিপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তিকে আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ্দকরা বিহিত তবে ঐ ব্যক্তির অপরাধের বিচার এক আদালতে হইবেক এবং এক জন সভাধ্যক্ষ এবং কলিকাতানিবাসি দুই জন মহাজন ও ব্রিটনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এবং কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত দুই জন প্রথম শ্রেণীর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়কাটি লইয়া ঐ আদালত সংস্থাপন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সময়েং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্ তিনি ঐ আদালতে সভাধ্যক্ষ হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যখন এমত বোধ হয় যে উক্ত আড়কাটির সিরিশ্‌তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই প্রকার আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ্দকরা উচিত তখন ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ প্রকার এক আদালত সংস্থাপন করিবেন অর্থাৎ উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার নিমিত্তে যে স্থান ও সময় আদালতের কার্য্যের নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত জজ আড্‌বোকেট

সাহেব তৎপরে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেই সময়ে ও সেই স্থানে হাজির হইতে উক্ত সভাধ্যক্ষকে এত্তেলা দিবেন এবং আপনার দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা কলিকাতানিবাসি দুই জন মহাজন ও ব্রিটনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এবং কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন দুই জন প্রথম শ্রেণীর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়কাটিকে তলব করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহাতে সভাধ্যক্ষ সাহেব এবং অন্যূন চারি জন অন্তঃপাতী থাকিবেন এবং তাঁহারদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে ফয়সলা হইবেক এবং যদি দুই জন এক পক্ষে ও অন্য পক্ষে দুই জন হন্ তবে সভাধ্যক্ষ যে পক্ষে থাকেন্ সেই পক্ষের মত প্রবল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আদালত স্থাপন হইলে পর যদি সভাধ্যক্ষ সাহেব পীড়া বা কারণান্তরপ্রযুক্ত ঐ আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন্ তবে ঐ আদালতের অন্তঃপাতি অন্যূন পাঁচ জনের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদের মধ্যে এক জনকে মনোনীত করেন্ এবং তিনি মোকদ্দমার শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ আদালতের সভাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে তলবহওয়া কোন ব্যক্তি যদি মাতবর কারণ বিনা ঐ তলবঅনুসারে হাজির হইতে অথবা ঐ মোকদ্দমার শেষ পর্য্যন্ত হাজির থাকিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে ঐ জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রত্যেক ত্রুটির বিষয়ে ২০০৲ টাকার অনধিক যে জরীমানা তাঁহার উচিত বোধ হয় সেই ব্যক্তির সেই জরীমানা করিতে পারেন্। এবং কলিকাতা শহরের প্রত্যেক জুষ্টিস অফ দি পীসকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহীকরা লিপী পাইলে আপনি সেইরূপ জরীমানা হুকুম দিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে সেই জরীমানার টাকা উসুল করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সময়েং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যে ব্যক্তিকে উক্ত আদালতে জজ আডবোকেটী কর্ম্মকরণার্থ নিযুক্ত করেন্ তিনি সরকারের তরফে ঐ আদালতে উপস্থিতহওয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জজ আডবোকেট সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে নালিশগ্রস্ত

ব্যক্তির অথবা যে ব্যক্তি নালিশ করে তাহার কিম্বা ঐ আদালতের দরখাস্তক্রমে কোন ব্যক্তিকে সমনে নির্দ্দিষ্ট স্থান ও সময়ে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে এবং উক্ত মতে স্থাপিত আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় জোবানবন্দী দিতে আপনার দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা সমন করেন্। যদ্যপি সেই ব্যক্তি কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিতে এমত উদ্যত আছে যে তাহার ঐ মোকদ্দমায় হাজির হইলে অতি-ভারি ক্লেশ হইবেক তবে উক্ত আদালতের সভাধ্যক্ষ সাহেবের এবং অন্তঃপাতি কোন দুই জন সাহেবের সমক্ষে ঐ ব্যক্তির জোবানবন্দী লওয়া জাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইবেক সেই ব্যক্তিকে ঐ জোবানবন্দী লওনের সময় ও স্থানের উপযুক্ত সম্বাদ দিতে হইবেক এবং আরো জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সাক্ষী যদ্যপি বিচারের সময়ে উপস্থিত হইতে পারে তবে বিচারের সময়ে ও তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে এবং এমত হইলে তাহার প্রথম জোবান-বন্দী মোকদ্দমার সময়ে পাঠ করা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক সাক্ষী এই প্রকার কোন আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে হাজির হইতে রীতিমতে সমন পায় সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে আবশ্যকমতে হাজির থাকন সময়ে এবং তথায় গমন করণ সময়ে এবং তথাহইতে প্রত্যাগমনের সময়ে গ্রেস্তার হইতে পারিবেক না। এবং যদ্যপি এই হুকুমের উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সেই ব্যক্তি গ্রেস্তার হয় তবে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত উক্ত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেব অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসকে সরাসরীমতে সুকৃতিপত্রানুসারে যদি ইহা জ্ঞাত করা যায় যে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির নিকটে যাওন সময়ে অথবা তথাহইতে প্রত্যাগমন সময়ে অথবা তথায় হাজির থাকন সময়ে ঐ সাক্ষী গ্রেস্তার হইয়াছিল তবে বিষয় বুঝিয়া ঐ আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেব অথবা কলিকাতা শহরের কোন জুষ্টিস অফ দি পীস তাহাকে খালাস করিবেন। এবং উপরের উক্তমতে হাজির হইতে যে প্রত্যেক সাক্ষির তলব হয় সেই সাক্ষী যদি উক্ত আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া যদ্যপি শপথ কি সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে অথবা উক্ত আদালত কি সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী আইনমতে যেং বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন্ তাহার উত্তর যদি না দেয় তবে ঐ সাক্ষী উক্ত সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকদ্দমায় হাজির হইতে ত্রুটি করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তথায় নালিশ হওনপূর্ব্বক সেই ব্যক্তি ঐ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা গ্রেস্তার হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতের অন্তঃপাতি প্রত্যেক জন ঐ আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে বাইবল লইয়া পশ্চাৎ লিখিত শপথ করিবেন। এবং ঐ আদালতের সভাধ্যক্ষ তাঁহার অন্যান্য অন্তঃপাতিরদিগকে সেই শপথ করাইবেন এবং জজ আডবোকেট সাহেব সভাধ্যক্ষকে শপথ করাইবেন বিশেষতঃ

আমি অমুক শপথ করিতেছি যে এই বিষয়ে আমার সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদনুসারে আমি নিষ্পত্তি করিব এবং যথার্থ বিচার করিব এবং উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা ফয়সলা মঞ্জুর না হওয়াপর্য্যন্ত আমি ঐ ফয়সলা প্রকাশ করিব না এবং সভাধ্যক্ষ সাহেবের অথবা আমার নিজের কি ঐ আদালতের অন্য কোন অন্তঃপাতির যে বোট কিম্বা মত সেই মোকদ্দমায় ছিল তাহার বিষয়ে আইনের রীতির অনুসারে কোন আদালতে সাক্ষিস্বরূপ সাক্ষ্য দেওনের হুকুম হওন বিনা তাহা কোন সময়ে প্রকাশ করিব না। ইহাতে ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ আদালতের কার্য্য যে জজ আডবোকেট সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক তিনি নীচের লিখিত শপথ করিবেন এবং ঐ শপথ সভাধ্যক্ষ ঐ আডবোকেট জেনরল সাহেবকে করাইবেন।

আমি অমুক শপথ করিতেছি যে এই আদালতের সভাধ্যক্ষ সাহেব অথবা বিশেষ অন্তঃপাতি সাহেবের বোট অথবা মতের বিষয়ে আইনের রীতিমতে কোন আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ সাক্ষ্য দিতে হুকুম পাওন বিনা আমি ঐ প্রকার কোন বোট বা মত কোন প্রকারে প্রকাশ করিব না অথবা জানাইব না। ইহাতে ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে উপস্থিতহওয়া প্রত্যেক সাক্ষী শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক এবং উক্ত আদালত এবং সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতিকে সেইরূপ শপথ করাইতে ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল গতিকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি দিবার অনুমতি হইত সেই সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যেং বিষয়ে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতি করিবার হুকুম আছে সেইং বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি খামখা এবং জানিয়াশুনিয়া শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতিক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সেই ব্যক্তি খামখা এবং দূষণীয় মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার দোষ রীতিমত সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথকরণের দণ্ড ও শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হয় সেই ব্যক্তি যদি হাজির হয় অথবা যদি আদালতের এমত হৃদ্বোধ না করে যে তাহার হাজির না হওনের উপযুক্ত কারণ ছিল তবে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে আড়কাটির সিরিশতায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে যেং নালিশ করেন সেইং নালিশ উক্ত আদালতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের নামে কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে ক্রটির নালিশ হয় সেই ক্রটির বিষয়ে যদি সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে দোষী জ্ঞান হয় তবে ঐ আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে হুকুম করা গেল যে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে আড়কাটির সিরিশ্তাহইতে তগীর করেন অথবা পদ কি মাহিয়ানার কমকরণের দ্বারা অন্য যে কোন দণ্ড ঐ আদালতের উচিত বোধ হয় সেই দণ্ডের হুকুম করেন। আড়কাটির সিরিশতায় নিযুক্ত ব্যক্তিরদের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমমতে নিয়ম ও শাসন করিবার নিমিত্ত "দণ্ডকারি আইন" নামে বিখ্যাত যে আইন ১৮২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুত রাইট অনরবিল বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন সেই আইনে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটি দণ্ডনীয় হইলে বা না হইলে এই আইনের দ্বারা তাহার দণ্ড হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল গতিকে উক্ত "দণ্ড-কারি আইনে" লিখিত দণ্ডনীয় ক্রটির নালিশ উক্ত আদালতে হয় সেই সকল গতিকে উক্ত আদালত কর্ত্তব্য কর্ম্মের সেই ক্রটির বিষয়ে উক্ত "দণ্ডকারি আইনে" যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের হুকুম করিবেন এবং অন্য কোন দণ্ডের হুকুম করিবেন না ইতি।

১৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত আইনে যে নানা কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটির দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্বিষয়ে উক্ত আইন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক কিন্তু জাহাজী ব্যাপারের উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এই ক্ষমতা হইবেক

এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে ক্রুটি উক্ত আইনে নির্দ্দিষ্ট নাই সেই প্রকার ক্রুটি হইলে সেই অপরাধের বৃত্তান্তদৃষ্টে যে প্রকার নালিশ সম্ভব হয় সেই প্রকার নালিশপত্র লিখিয়া উক্ত আদালতে দরপেশ করিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

কিন্তু নিয়ত জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যেং বিষয় উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল সেইং বিষয়ে সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা নিষেধ হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমা সমাপ্ত হইলে পর ঐ আদালতের রুবকারী জাহাজী ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং উক্ত জাহাজী ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ফয়সলা অথবা দণ্ডাজ্ঞা সংশোধনের নিমিত্তে ঐ রুবকারী আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন্ ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত আদালতের করা প্রত্যেক ফয়সলা ও দণ্ডাজ্ঞাতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের মঞ্জুরের অপেক্ষা থাকিবেক। এবং ঐ ফয়সলা অথবা দণ্ডাজ্ঞা যাবৎ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের নিকটে দরপেশ না হয় এবং যাবৎ তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর না হয় তাবৎ তাহা চূড়ান্ত অথবা সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না। এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের বিবেচনায় যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে ঐ দণ্ডাজ্ঞার কতক অংশ অথবা সমুদয় রহিত করিতে পারেন্। এবং কর্ম্মহইতে তগীর হওনের অথবা পদ কি বেতন কমাওনের এইরূপ প্রত্যেক দণ্ড উক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইলে কি কমান গেলে তাহা ঐরূপ মঞ্জুর অথবা কমহওনের তারিখঅবধি সিদ্ধ ও বলবৎ জ্ঞান হইবেক এবং তাহা তৎক্ষণাৎ জারী হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে এবং তাহার রীতির নিয়ম করিবার নিমিত্তে এবং এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যেং বিধান উক্ত জাহাজী ব্যাপেরের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উচিত বোধ করেন্ সেই সকল বিধান ঐ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব করিতে পারেন্ এবং ঐ সকল

বিধান বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে দরপেশ হইবেক এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের মঞ্জুর হওনের পর তাহা সম্পূর্ণরূপে বলবৎ হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৬ ষড়্‌বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপর্ণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতা শহরের মধ্যে শরাব বিক্রয় করণার্থ পাট্টা দেওন এবং না দেওনের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে আরাক অথবা অন্য কোন মদিরা কিম্বা গাঁজাধরা শরাব বিক্রয় করণার্থ পাট্টা দেওন এবং না দেওনের বিষয়ে যে সকল ক্ষমতা ও কর্ম্ম এক্ষণে আইনক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীসের প্রতি অর্পিত আছে এই আইন জারী হওনঅবধি ও তাহার পর বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি সেই সকল ক্ষমতা ও কর্ম্ম অর্পণ হইবেক এবং তিনি সেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কলিকাতা শহরে আরাক অথবা অন্য শরাব বিক্রয় করণার্থ যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং তাহার নিয়ম ও করার মতান্তর করণের এবং নূতন নিয়ম ও করার করিবার ক্ষমতা নিয়ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যখন পূর্ব্বোক্ত-মতে আরাক কি অন্য শরাব বিক্রয় করণের পাট্টা দেওয়া যায় তখন শরাব বিক্রয় করণের অনুমতির বাবতে যে রসুম অথবা টাক্স কি মাসুল সময়ক্রমে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা ঐ পাট্টাদেওনিয়া কর্ম্মকারক দাওয়া করিতে পারিবেন। এবং ঐ রসুম অথবা টাক্স কি মাসুল আগাম দেওনের হুকুম হইতে পারে অথবা পাট্টাদেওনিয়া কর্ম্মকারক যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে দেওয়া যাইবার হুকুম হইতে পারে ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পাট্টা যেং নিয়মক্রমে দেওয়া যায় যদি রীতি-মত সেইং নিয়মানুসারে পূর্ব্বোক্ত রসুম অথবা টাক্স কি মাসুল না দেওয়া যায় তবে পাট্টাদেওনিয়া কর্ম্মকারক ঐ পাট্টা দিতে অস্বীকার করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন্। এবং যে কোন ব্যক্তিকে পাট্টা না দেওয়া গিয়াছে অথবা যাহার স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে ফিরিয়া লওয়া গিয়া থাকে সেই ব্যক্তি যদি পূর্ব্বোক্ত আরাক অথবা অন্য শরাব কলিকাতা শহরের মধ্যে বিক্রয় করে তবে পাট্টা বিনা আরাক অথবা অন্য শরাব বিক্রয় করণের দণ্ডসকলের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে থাকেন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮৪০ সালের ৪ আইনসম্পর্কীয় মোকদ্দমা তাঁহারদের প্রতি অর্পণ করিলে তাঁহারা সেই আইনের বিধির অনুসারে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। এবং উক্ত আইনক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যেরূপে সেই মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতা আছে সেইরূপে ঐ আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং এই আইনানুসারে যেং মোকদ্দমা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটেরদের প্রতি অর্পণ হইয়া মুলতবী থাকে এমত মোকদ্দমা অধিক শীঘ্র নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে অথবা কারণান্তরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথমতঃ স্বয়ং ফয়সলা করিতে উচিত বোধ করিলে সেইং মোকদ্দমা নিয়ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানহইতে ফিরিয়া লইতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1846:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৭ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উকীলদিগকে নিযুক্তকরণ ও মেহনতানা দেওনের বিষয়ি আইন শুধরিবার আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণ এবং ৩ ধারার ১১ প্রকরণ এবং ৮ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণ ও ৭ ধারা ও ১৫ ধারার ১ প্রকরণ ও ২৩।২৪।২৮।২৯।৩২।৩৩।৩৪। ৩৫ ধারা এবং ৩৯ ধারার ১ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৩০ ধারা ও ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১১ ধারা এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ১৩ আইন রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের ১৪ ধারার ২ এবং ৩ প্রকরণ এবং ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ৭ ধারা এবং ১৫ ধারার ১ প্রকরণ ও ২৩।২৪।২৮। ২৯।৩২।৩৩।৩৪।৩৫ ধারা এবং ১৮১৬ সালের ১৫ আইনের ৪ ধারার ৭ প্রকরণ এবং ৫ ধারার ১১ প্রকরণ এবং ৮ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ১৮২৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৭ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৮ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা রদ হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ প্রথম আইন।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ২ আইনের ৪৭ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ৪৮ ধারার ২ প্রকরণ এবং ৫৫ ধারা এবং ১৮২৭ সালের ২ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের যে নিয়মানুসারে উকীলেরদের ইমতিহান লওন এবং জিলার আদালতে তাঁহারদিগকে সওয়াল জওয়াবকরণের যোগ্যতার সর্টিফিকট দিবার ক্ষমতা দক্ষিণ দেশের ও খান দেশের জিলার জজ্ সাহেবদিগকে দেওয়াগিয়াছে তাহা রদ হয় ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উকীলের পদ সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিরদের প্রতি মুক্ত হয়। কিন্তু সদর আদালতের নির্দ্দিষ্টমতে যে ব্যক্তি এরূপে সর্টিফিকট না পাইয়া থাকেন্ যে তিনি সদাচারি ব্যক্তি এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে রীতিমতে যোগ্য আছেন্ এমত কোন ব্যক্তি ঐ২ আদালতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। এই বিধির বিপরীত কোন আইন থাকিলেও তাহাতে কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের কোন কৌন্সেলী সাহেব কৌন্সেলী হওনের উপলক্ষে কোম্পানি বাহাদুরের কোন সদর আদালতে সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে ভাষাতে আদালতে কোন বিষয়ের দরপেশ করিতে হয় তদ্বিষয়ে অথবা বিষয়ান্তরে উকীলের সম্পর্কে উক্ত সদর আদালতে যে সকল বিধি চলন আছে সেই২ বিধি ঐ কৌন্সেলী সাহেবেরদের প্রতি খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২৫ ধারা এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ২৫ ধারা এবং বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ২ আইনের ৫২ ধারা এই আইনের ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় বর্জ্জিয়া আর চলন হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতে যে২ ব্যক্তিরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলেরদিগকে আপন২ মোকদ্দমার ভারার্পণ করেন্ তাঁহারা উকীলেরদের ওকালতী কর্ম্মের মেহনতানার বিষয়ি টাকার বন্দোবস্ত আপোসে করিতে পারেন্ এবং ঐ টাকার বন্দোবস্ত ওকালৎনামাতে বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবেক না।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রথমত উপস্থিত বা আপীল হওয়া জাবেতামত কোন মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইলে যখন এক জনের বিপক্ষে অন্য জনের পক্ষে মোকদ্দমার খরচা দিতে হুকুম হয় তখন উকীলেরদের রসুমের বাবৎ টাকা এই আইনের ৬ ধারার লিখিত আইনের ধারার নিয়মানুসারে হিসাব করা যাইবেক। এবং অন্য প্রকার মোকদ্দমায় যখন খরচা দিতে হুকুম হয় তখন জাবেতামত যে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি হয় সেই মোকদ্দমার রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উকীলেরদের মেহনতানার বিষয়ে মওক্কেলের সঙ্গে উকীলের কোন আপোসী বন্দোবস্তের বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২০ ধারার এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার যে ভাগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীরলেরদের মত দেওনের বিষয়ে রসুমের হার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রদ হইল এবং যাঁহারা এ প্রকার মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলের স্থানে লন্ তাঁহারদের ঐ মতের নিমিত্তে যে মেহনতানা দিতে হইবেক তাহার বন্দোবস্ত তাঁহারা আপনারা আপসে করিতে পারিবেন ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল্ যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনেরদের আদালতে যখন উকীল জরীমানার যোগ্য কোন কর্ম্ম করেন্ তখন সেই প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন তাঁহার জরীমানা করিতে পারেন্। কিন্তু এই প্রকার জরীমানার হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের আদালতের উকীলের বিষয়ে যে বিধি খাটে তাহা যেপর্য্যন্ত মুনসেফের আদালতের উকীলের বিষয়ে খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত উত্তর কালে খাটিবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মুনসেফের আদালতের কোন উকীল যখন এমত

আচরণ করেন্ যে সেইরূপ আচরণ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের আদালতে হইলে সেই উকীল জরীমানার যোগ্য হইতেন তখন ঐ মুনসেফ সেই জরীমানার হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু সেই জরীমানার হুকুমসকলের উপর আপীল জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৪।৫।৭।১২ আইনের বিধির অনুক্রমে যে উকীলেরা গ্রাম্য মুনসেফের আদালতে অথবা গ্রামের বা প্রদেশের পঞ্চাইতের নিকটে অথবা জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে নিযুক্ত হন্ সেই উকীলেরদের বিষয়ে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৭ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমি নীলামের বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ এবং ১১ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ৩৭ এবং ৩৮ ধারা ও ১৮০৫ সালের ৯ আইনের ২৭ এবং ২৮ ধারার যেং ভাগে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীকরণার্থ নীলামহওয়া ভূমির সরকারী জমা বিলি করণের বিষয় লেখে তাহা এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ২০ আইন এবং ১৭৯৬ সালের ১২ আইন এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ১৫ অবধি ২৬ ধারাপর্য্যন্ত (ঐ দুই ধারা সমেত) এবং ঐ আইনের ২৭ এবং ২৮ ধারার যে ভাগে ডিক্রী জারীর বিষয় লেখে তাহা এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ২ এবং ৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হকুম হইল যে যে সকল আইন অথবা আইনের ভাগ উপরের উক্ত রদহওয়া কোন আইন বা আইনের ভাগের দ্বারা বিস্তারিত হইল তাহাও রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশছাড়া বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী অথবা ঐং আদালতের অন্য হকুম জারী করণার্থ ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভ ক্রোক এবং

বিক্রয় করিতে হইলে তাহা ঐ২ আদালতের দ্বারা অথবা ঐ২ আদালতের হুকুমক্রমে করা যাইবেক। এবং যে প্রকার স্থাবরসম্পত্তি দেওয়ানী আদালত ডিক্রী জারী করণা[illegible]ক্ষণে রেবিনিউর কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া আপনারাই বিক্রয় করিতে পারেন্ সেই২ স্থাবরসম্পত্তির ক্রোক ও নীলামের বিষয়ি চলিত বিধি-সকল এই আইনের হুকুমানুসারে করা ক্রোক ও নীলামের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং উক্ত বিধানসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ-ছাড়া ঐ২ দেশের মধ্যে যখন কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীদার ঐ ডিক্রী জারী করণার্থ কোন খেরাজী মহাল অথবা ঐ মহালের কোন অংশ নীলাম করিতে ঐ আদালতে দরখাস্ত করে তখন ঐ ডিক্রীদার দরখাস্ত করণের সময়ে কালেক্টর সাহেবের কাছারীর রেজিষ্টরের দস্তখৎকরা এক চুম্বক দাখিল করিবেক ও তাহাতে ঐ মহালের জমা বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক এবং ঐ চুম্বক নীলামের ইশ্‌তিহারের মধ্যে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং উক্ত বিধিসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশছাড়া উক্ত দেশের মধ্যে এমত কোন নীলামে যে ব্যক্তি সম্পত্তি খরীদ করে তাহার প্রতি হুকুম হইবেক যে সেই ব্যক্তি আপনার ডাকের টাকার শতকরা ১৫/ টাকার হিসাবে নগদ অথবা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট কি পোষ্ট বিল কিম্বা রীতিমত দস্তখৎহওয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ তৎক্ষণাৎ দাখিল করে। এবং সেইরূপে বায়নার টাকা দাখিল না করিলে সেই ভূমি বা তৎসম্পর্কীয় লাভ তৎক্ষণাৎ নীলামে ধরাগিয়া পুনরায় বিক্রয় হইবেক। এবং যদি খরীদার বায়নার টাকা আমানৎ করণের পর নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে খরীদের টাকা দিতে ক্রটি অথবা অস্বীকার করে তবে সেই বায়নার টাকা জব্দ হইবেক এবং খরীদের টাকায় যাহা করা যায় তাহা ঐ বায়নার টাকা লইয়া করা যাইবেক এবং সেই ভূমি অথবা তৎসম্পর্কীয় লাভ কিম্বা অবশিষ্ট দেনা পরিশোধ করণার্থ সেই ভূমির যে অংশ আবশ্যক বোধ হয় তাহা পুনরায় নীলামে ধরা যাইবেক কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রীতিমতে পুনর্ব্বার এস্তেলা দিতে হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী অথবা অন্য কোন হুকুম জারী করণার্থ ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভ ক্রোক এবং বিক্রয় করিতে হইলে ঐ২ আদালতের আজ্ঞানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা অথবা তাঁহার হুকুমক্রমে

তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা তাহা নীলাম হইবেক কেবল যে ভূমি দেওয়ানী আদালত এক্ষণে আইনানুসারে আপনারা ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারেন্ তাহা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ঐ প্রকার ভূমি বিক্রয় করণের আজ্ঞাপত্রের মধ্যে মোকদ্দমার নম্বর এবং যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী হইল তাহার নাম এবং যে টাকা উসুল করিতে হইবেক তাহার সংখ্যা এবং উভয় বিবাদির নাম বিশেষ করিয়া লেখা থাকিবেক এবং যাহারদের ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ বিক্রয় করিতে কল্প আছে তাহারা যদি একেং দায়ী থাকে তবে প্রত্যেকের নাম এবং প্রত্যেক জন যত টাকার নিমিত্তে দায়ী তাহার সংখ্যা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং ডিক্রী জারীর দরখাস্তকারি ব্যক্তি প্রত্যেক জনের যে ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ থাকনের বিষয় তফসীলের মধ্যে লেখে সেই ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ আজ্ঞাপত্রে লিখিতে হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ বিক্রয় করিতে কল্প হইলে নীলাম করণের নিরূপিত দিবসের অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব তাহার এক ইশ্‌তিহার দেশের চলিত ভাষায় প্রকাশ করিবেন অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং যে দিবসে ইশ্‌তিহার জারী হয় তাহাছাড়া ত্রিশ দিন। এবং যে ব্যক্তির ভূমি অথবা যে ব্যক্তির কতক ভূমির স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় করিতে হইবেক তাহার নাম এবং যে জমীদারী লইয়া ঐ ভূমিসম্পত্তি হয় অথবা যে জমীদারীর মধ্যে ঐ ভূমিসম্পত্তি থাকে তাহার জমা এবং যে ভূমি বিক্রয় হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং নীলামের সময় ও স্থান এবং যে টাকা উসুল করণার্থ নীলাম করণের হুকুম হইয়াছে তাহার সংখ্যা ঐ ইশ্‌তিহারের মধ্যে লিখিতে হইবেক। এবং যে গ্রাম বা নগরের মধ্যে উক্ত ভূমি থাকে অথবা উক্ত ভূমির সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেইগ্রাম অথবা নগরে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এবং তৎস্থানীয় মুনসেফেরদের কাছারীতে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবের কাছারীতে এবং যে আদালতহইতে নীলামের আজ্ঞা হয় সেই আদালতের কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ অথবা আদালতের অন্য হুকুমক্রমে ভূমি অথবা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভের নীলাম হইলে এই আইনের ৫ ধারার বিধান খাটিবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে আদালতের ডিক্রী অথবা আদালতের অন্য কোন হুকুম জারী করণার্থ ভূমি অথবা ভূমির কোন লাভ নীলাম হইলে তাহা খোশখরীদের মত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে অথবা ঐ আদালতের অন্য হুকুমক্রমে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করণার্থ যেং বিধি উভয় সদর দেওয়ানী আদালতের উচিত বোধ হয় এবং এই আইনের লিখিত কোন কথার বিরুদ্ধ না হয় এমত বিধি ঐ সদর আদালত সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন। এবং ঐং বিধি ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি হইলে পর যাবৎ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতিক্রমে উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অন্যথা না হয় অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে অন্যথা না হয় তাবৎ এই আইনের অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রবল হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালত আপনার করা ডিক্রী বা অন্য হুকুম জারী করণার্থ যেং ভূমি বা ভূমির লাভ নীলাম করণের বিষয়ে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন সেই দরখাস্তের বিষয়ে এই আইন জারী না হইলে যেরূপ কর্ম্ম হইত সেইরূপ কর্ম্ম হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন বিধি শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার কোর্ট রিক্বেষ্টের অর্থাৎ ছোট আদালতের অথবা মলাকার মোহনাতে বসতির কোন আদালতের হুকুমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1846:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ভট্টি প্রদেশনামে বিখ্যাত দেশের রাজশাসনের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক হিসার জিলার সীমাঅবধি যানা অর্থাৎ শতদ্রু নদপর্য্যন্ত ভট্টিনামে প্রসিদ্ধ অতিবিস্তারিত অথচ অল্প প্রজাবিশিষ্ট প্রদেশ দিল্লীর এলাকাভুক্ত থাকাতে অনেক ক্লেশ জন্মিয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৫ আইনের বিধি উক্ত ভট্টি প্রদেশে আর চলন হইবেক না। ঐ ভট্টি প্রদেশের মধ্যে এই২ পরগনা আছে।

দরবা
শেরসা
রানিয়া
গুদা
মলৌট
উঅট্টু

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে এজেন্টকে নিযুক্ত করেন্ সেই এজেন্টের প্রতি উক্ত প্রদেশের মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কর্ম্ম এবং পোলীসের তত্ত্বাবধারণ এবং সর্ব্বপ্রকার রাজস্বের তহসীলদারী ও কর্তৃত্ব কর্ম্ম অর্পণ হইবেক এবং যেং আসিষ্টান্টকে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহা-

দুর হজুর কৌন্সেলে নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের সহকারিতাতে সেইং কার্য্য ঐ এজেণ্ট সাহেব নির্ব্বাহ্ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত এজেণ্ট সাহেবের এবং তাঁহার হুকুমের ও কর্ত্তৃত্বের অধীন কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে সমস্ত আদালত ও রাজস্ব কার্য্যের বিষয়ে যেং নিয়ম উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করেন্ সেইং নিয়ম ঐ শ্রীযুত নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্ট সাহেবের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক এবং যেং মোকদ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারিবেক তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্ট সাহেবের যেপর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকিবেক তাহা এবং যেং মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে তথায় অর্পণ করিতে হইবেক তাহা উক্ত শ্রীযুত নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং বিধান উত্তরকালে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেইং বিধানানুসারে যখন উক্ত এজেণ্ট সাহেবের অর্পণকরা কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে পঁহুছে তখন ঐ আদালতের সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন অথবা উত্তম বিবেচনার পর অন্য যে হুকুম আবশ্যক ও বিহিত বোধ হয় এবং শ্রীযুতের নিয়মিত বিধানের সঙ্গে ঐক্য হয় সেই হুকুম দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে নির্দ্দিষ্টহওয়া বিধানানুসারে এজেণ্ট সাহেবের ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিলে ঐ আদালতের সাহেবেরদের যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমতে এবং নির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে তাঁহারা সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট্‌ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের খোরাকী আমানৎ করণের বিষয়ি আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ মতান্তর হইয়া বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে মাজিস্ট্রেট সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের অনুমান কত দিন হাজির থাকিতে হইবেক তদনুসারে ঐ সাক্ষিরদের খোরাকীর যে টাকার আবশ্যক হয় তাহা নিরূপণ করেন্ এবং যদি ঐ সাক্ষিরদের তদপেক্ষা অধিক কাল হাজির থাকিতে হয় তবে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব আর যত অধিক টাকার আবশ্যক বোধ হয় তাহা আমানৎ করিতে হুকুম করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠহইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ য়হ্।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বর্ত্তমান বন্দোবস্তের মিয়াদ নির্ণয় করণের আইন।

যেহেতুক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা জিলার বন্দোবস্ত বিবিধ মিয়াদের নিমিত্তে হইয়াছে এবং যেহেতুক নানা কারণপ্রযুক্ত মালগুজারেরদের একরারের মধ্যে বন্দোবস্তের যে মিয়াদ লিখিত আছে তাহা নিয়ত গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরকরা মিয়াদের সঙ্গে ঐক্য নাই এবং যেহেতুক ইহাতে যে গোলমাল ও বিরোধ হইতে পারে তাহা নিবারণকরা উচিত এবং যাবৎ বন্দোবস্ত পুনরায় সংশোধিত না হয় তাবৎ এক্ষণকার বন্দোবস্ত বহাল রাখণের নিয়ম করা উচিত।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ প্রদেশের নীচের লিখিত জিলার সীমার মধ্যে সকল গ্রামের ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখে যে জমা ধার্য্য আছে তাহা প্রত্যেক জিলার পার্শ্বে লিখিত তারিখপর্য্যন্ত এমত স্থিরতর জ্ঞান হইবেক যে বন্দোবস্তের সময়ে যে জমা ধার্য্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাহা মতান্তর করিয়া যে জমা ধার্য্য করিয়াছিলেন সেই জমার অধিক গবর্ণমেণ্ট দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি।

পানীপত। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
হিসার। ১৮৬০ এক হাজার আট শত ষাইট সাল ১ জুলাই।
দিল্লী। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
রোটক। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
গুরগাঁও। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
সাহারণপুর। ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন সাল ১ জুলাই।

মুজঃফরনগর। ১৮৬১ এক হাজার আট শত একষট্টি সাল ১ জুলাই।
মীরট। ১৮৬৫ এক হাজার আট শত পঁয়ষট্টি সাল ১ জুলাই।
বুলন্দশহর। ১৮৫৯ এক হাজার আট শত উনষাইট সাল ১ জুলাই।
আলীগড়। ১৮৬৮ এক হাজার আট শত আটষট্টি সাল ১ জুলাই।
বীজনুর। ১৮৬৬ এক হাজার আট শত ছেষট্টি সাল ১ জুলাই।
মুরাদাবাদ। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
বদাউন। ১৮৬৬ এক হাজার আট শত ছেষট্টি সাল ১ জুলাই।
বরেলী। ১৮৬৭ এক হাজার আট শত সাতষট্টি সাল ১ জুলাই।
শাহজাহানপুর। ১৮৬৮ এক হাজার আট শত আটষট্টি সাল ১ জুলাই।
মথুরা। ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্তর সাল ১ জুলাই।
আগরা। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
ফরক্কাবাদ। ১৮৬৫ এক হাজার আট শত পঁয়ষট্টি সাল ১ জুলাই।
মৈনপুরী। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
ইটাবা। ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্তর সাল ১ জুলাই।
কানপুর। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
ফত্তেপুর। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
হমিরপুর। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
বান্দা। ১৮৭৪ এক হাজার আট শত চহাত্তর সাল ১ জুলাই।
আলাহাবাদ। ১৮৬৯ এক হাজার আট শত উনসত্তর সাল ১ জুলাই।
গোরক্ষপুর। ১৮৫৯ এক হাজার আট শত উনষাইট সাল ১ জুলাই।
আজিমগড়। ১৮৬৭ এক হাজার আট শত সাতষট্টি সাল ১ জুলাই।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রদেশে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখে যে মৌজা ইস্তমরারী বন্দোবস্ত না হওয়া জিলা অথবা পরগনাহইতে খারিজ হইয়া ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হওয়া জিলা অথবা পরগনাতে দাখিল হইয়াছিল সেইং মৌজার কোন অধিক খাজানা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দাওয়া হইবেক না কিন্তু বন্দোবস্তের সময়ে যে ঊর্দ্ধ জমা ধার্য্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাহা যেরূপে মতান্তর করিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন সেইরূপে তাহা চিরকাল স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বিশেষ কারণক্রমে কি ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অপেক্ষা অধিক মিয়াদের পাট্টাক্রমে যাহারা ভূমি ভোগদখল করিতেছে

তাহারা আপনারদের দানা দানপত্র অথবা পাট্টায় নিয়মানুসারে সেই ভূমি ভোগদখল করিতে থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মালগুজার আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইলে যদি আপনার পাট্টা ত্যাগ করিতে চাহে তবে তাহার বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বের ১ জুলাই তারিখের পূর্ব্বে এক বৎসরের মধ্যে ঐ ত্যাগকরণের এত্তেলা লিখিয়া খোলা আদালতে কালেক্টর সাহেবকে এবং সেই প্রদেশের কমিস্যনর সাহেবকে দিলে সেই ব্যক্তি সেই পাট্টা ত্যাগ করিতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন পূর্ব্বোক্ত এত্তেলা না দেওয়া গিয়া থাকে তখন বন্দোবস্তের সময়েতে যে জমা ধার্য্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যেরূপে তাহা মতান্তর করিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন সেইরূপ জমা ঐ মালগুজার ১ ধারানুসারে তাহার বিষয়ে যে মিয়াদ খাটে সেই মিয়াদপর্য্যন্ত এবং তৎপরে যাবৎ বন্দোবস্ত সংশোধিত না হয় অথবা ২ ধারানুসারে ইস্তমরারীমতে ধার্য্য না হয় তাবৎ বৎসরেং দিবেক ইতি।

৬ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাজেয়াপ্তী নিষ্কর ভূমি বা চরের তৌফের অথবা অন্য যে ভূমির উপর বন্দোবস্তের সময়ে কর ধার্য্য হয় নাই এই সকল প্রকার ভূমির রাজস্বের দাওয়া করিতে সরকারের যে স্বত্ব আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে কোন২ গতিকে দ্রব্যাদি ক্রোক করণের নিয়ম করিবার আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৫ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারার ২ প্রকরণ মতান্তর হইল। ঐ আইনে বাকীদার বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে সেই ব্যক্তিছাড়া অথবা ঐ বাকীদারের জামিনছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত বাকীদারের স্থানে পাওনা বাকী খাজানার নিমিত্ত যে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহা যদি আপনার বলিয়া দাওয়া করে এবং যদি ক্রোকের দিবসের পর ৫ দিবসের মধ্যে জিলার কালেক্টর সাহেব অথবা ১৮৩১ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত কমিস্যনরের সমক্ষে মাতবর জামিন দিয়া এমত একরারনামা লিখিয়া দেয় যে ঐ একরারনামার তারিখঅবধি ১৫ দিবসের মধ্যে আমি আপনার হকের বিচার হওনের নিমিত্তে ক্রোককরণিয়া এবং বাকীদারের নামে সরাসরী নালিশ করিব এবং আমার দাওয়া মঞ্জুর না হইলে আমি সম্পত্তি ফিরিয়া দিব অথবা তাহার মূল্য পোষাইয়া দিব এবং ঐ মোকদ্দমার সকল খরচা ও ক্ষতি দিব তবে ঐ ক্রোককরণিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোক উঠাইয়া দিবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু আরো কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ দাওয়াদার যদি ১৫ দিবসের মধ্যে উক্ত সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত না করে এবং যদ্যপি ঐ দাওয়াদার সম্পত্তি ফিরিয়া না দেয় অথবা ক্রোককরণিয়া ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে তাহার মূল্য পোষাইয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি ক্রোকহওয়া সম্পত্তির মূল্য ক্রোকের খরচাসমেত

দাওয়াদারের অথবা তাহার জামিনের কি উভয়ের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা উসুল করিতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে সরাসরী ফয়সলা করেন সেই ফয়সলার তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর তাহা অন্যথা করণার্থ কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৩০ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সীমাস্থ চিহ্ন স্থাপনের এবং রক্ষা করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক ভূমি সম্পত্তির পুর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিশ্চয় করণের এবং তাহার নির্ব্বিঘ্নতার নিমিত্তে এবং আক্রমণ ও বিরোধ নিবারণের এবং সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমি চিনিবার অভিপ্রায়ে ক্ষেত্র অথবা মহালের সীমা নির্দ্দিষ্ট করণার্থ চিরস্থায়ি চিহ্ন স্থাপন করিতে এবং রক্ষা করিতে নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের মধ্যে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা রাজস্বের যে কর্ম্মকারকদিগকে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব ক্ষমতার্পণ করেন তাঁহারা ক্ষেত্র অথবা মহালের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন এবং যখন ঐ কর্ম্মকারকেরা বোধ করেন যে বিরোধ নিবারণ অথবা নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে চিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক তখন ঐ ক্ষেত্র কিম্বা মহালের সীমা চিনিবার নিমিত্তে যে সরঞ্জামেতে চিহ্ন প্রস্তুত করা এবং যত ও যেরূপে চিহ্ন স্থাপনকরা ঐ কর্ম্মকারকেরা উচিত বোধ করেন সেই সরঞ্জামেতে তত সংখ্যক এবং সেইরূপ চিহ্ন স্থাপন করিতে এবং রক্ষা করিতে সীমাস্থ ভূমির মালিক কি দখীলকারকে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সীমার পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র অথবা মহালের মালিক কি দখীলকার ব্যক্তির উপর এজেলা জারী হইবেক তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক যে

এত্তেলার তারিখের পর দশ দিবসের মধ্যে তাহারা উক্ত সীমান্থ চিহ্ন স্থাপন কি মেরামৎ করে এবং যদি ঐ ব্যক্তিরদিগকে গ্রামের মধ্যে না পাওয়া যায় তবে ঐ এত্তেলানামা গ্রামের চৌরী অথবা চণ্ডালে কি গ্রামের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টি-গোচর অন্য কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক এবং যদ্যপি তৎপরে দৃষ্ট হয় যে ঐ এত্তেলার মধ্যে ঐ মালিক অথবা দখীলকারেরদের নাম বা খ্যাতি ঠিকরূপে না লেখা গিয়া থাকে তথাপি ঐ এত্তেলানামা লট্‌কানের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে জারী হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ক্ষেত্র অথবা মহালের মালিক কি দখীলকার ব্যক্তি যদি ঐ হুকুম প্রতিপালন না করে তবে ঐ রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা ঐ প্রকার সীমান্থ চিহ্ন স্থাপন এবং মেরামৎ করিতে হুকুম দিবেন এবং যে ক্ষেত্র কি মহাল ঐ চিহ্নের দ্বারা প্রভেদ হয় সেই ক্ষেত্র বা মহালের উপর যথার্থমতে তাহার খরচের বিলি হইবেক এবং ঐ ক্ষেত্র অথবা মহালেতে যাহারদের মালিকী কি দখীলকারী স্বত্ব থাকে তাহারদের উপর ঐ খরচ পড়িবেক এবং বাকী মালগুজারী যেরূপে আদায় হয় সেইরূপে ঐ টাকা উসুল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার সীমান্থ চিহ্ন জানিয়া শুনিয়া লোপ করণের বা তাহা স্থানান্তর করণের কি ক্ষতি করণের অপরাধ যে ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি সেইরূপে লোপ করা কি স্থানান্তর করা অথবা ক্ষতি করা প্রত্যেক চিহ্নের বাবতে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং অপরাধ সাব্যস্ত হইলে জরীমানার অর্দ্ধেক টাকা গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক অপর অর্দ্ধেক ঐ চিহ্ন পুনঃস্থাপনের খরচে ব্যয় হইবেক। এবং যে ব্যক্তি ঐ সীমান্থ চিহ্ন পূর্ব্বোক্তমতে লোপ কি স্থানান্তর বা ক্ষতি করিয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে যদি ধরা যাইতে না পারে তবে কালেক্টর সাহেব অথবা চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট করিতে অন্য যে কর্ম্মকারকের ক্ষমতা আছে তিনি ঐ চিহ্ন পুনর্ব্বার স্থাপন অথবা মেরামৎ করিয়া যেমতে যথার্থ ও উচিত বোধ করেন সেইমতে তাহার খরচ এক পক্ষের কি উভয় পক্ষের স্থানে লইবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সীমার বিষয়ে বিরোধ হয় সেই সীমা ১৮২২ সালের ৭ আইনের এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ক্ষমতানুসারে এবং ঐ২ আইনের নিরূপিতমতে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সেইরূপে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রকার সীমার বিরোধের বিষয়ে এই আইনে হুকুম হইয়াছে সেই প্রকার বিরোধের নালিশ ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে লইতে মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদের প্রতি নিষেধ হইল। কিন্তু যখন তাঁহারা বোধ করেন্ যে সীমার বিরোধপ্রযুক্ত শান্তির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা আছে তখন তাঁহারা সেই বিষয় ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং তাঁহার উচিত হইবেক যে এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সীমার চিহ্ন তৎক্ষণাৎ করিয়া দেন্ এবং ঐ সীমার চিহ্নানুসারে ব্যক্তিরদের দখল বজায় রাখেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৪০ সালের ৫ আইনের কোনং কথার অর্থ ও অভিপ্রায়ের সীমা প্রকাশ করণের আইন।

যেহেতুক ১৮৪০ সালের ৫ আইনের ৪ ধারার দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে করা সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞার বিষয়ে ঐ আইন খাটিবেক না এবং যেহেতুক "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত" এই কথাতে জুষ্টিস অফ দি পীসের আদালত বুঝায় কি না ইহার সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে প্রকাশ ও হুকুম হইল যে "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত" উক্ত আইনের এই কথা জুষ্টিস অফ দি পীসের আদালত বুঝিবার এবং তাহার বিষয়ে খাটিবার অভিপ্রায় ছিল না এবং ঐ আদালত বুঝিবার ও তাহার বিষয়ে খাটিবার অভিপ্রায় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 — Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১০ আপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের ক্ষমতানুসারে যে কর্ম্মকারকেরা কার্য্য করেন্ তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশে অথবা প্রদেশে ফৌজদারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ্ করণার্থ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে স্থাপিত আদালতের দণ্ডাজ্ঞা জারীর সুগম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের ক্ষমতানুসারে যে কর্ম্মকারকেরা কার্য্য করেন্ তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশ বা প্রদেশের মধ্যে সেই দেশ বা প্রদেশ বাঙ্গালাস্থ ফোর্ট উলিয়ম অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর অধীন না থাকিলেও অথবা সাধারণ আইনের অধীন না হইলেও সেই দেশ অথবা প্রদেশের মধ্যে ফৌজদারী কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে যে কোন আদালত স্থাপন হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় সেই আদালতের করা দণ্ডাজ্ঞা জেলখানার ভারপ্রাপ্ত নানা কার্য্যকারক জারী করিতে পারিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত দেশ বা প্রদেশের মধ্যে যে কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরা ফৌজদারী কার্য্য নির্ব্বাহ্ করিতেছেন তাঁহারদের পদোপলক্ষে মোহর ও সহী করা ওয়ারণ্ট হইলে তাহাই কোন আসামীকে কয়েদে রাখণের অথবা কোন আসামীকে দ্বীপান্তরে প্রেরণের কি তাহার মধ্যে লিখিত অন্য কোন দণ্ড করণের প্রচুর ক্ষমতা হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারকের নিকটে এই আইনক্রমে জারীকরণার্থ যে কোন ওয়ারণ্ট পাঠান গিয়াছে তাহা আইন সিদ্ধ কি না এই বিষয়ে অথবা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের পদোপলক্ষে মোহর বা সহী তাহাতে দেওয়া গিয়া থাকে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সেই দণ্ডাজ্ঞা দিবার এবং সেই প্রকার ওয়ারণ্ট বাহির করিবার ক্ষমতা আছে কি না এই বিষয়ে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত ঐ কর্ম্মকারকের সন্দেহ হইলে সেই কর্ম্মকারক যে গবর্ণমেণ্টের অধীন তাঁহার প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিবেন এবং আসামীকে লইয়া উত্তর কালে যাহা করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে সেই কর্ম্মকারক এবং অন্য সকল সরকারী কর্ম্মকারক সেই গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন। এবং সেই বিষয় অর্পণ থাকন সময়ে ঐ ওয়ারণ্টে যেরূপ লেখা থাকে এবং তাহাতে যে নিষেধের বা ক্ষমার হুকুম থাকে তদনুসারে সেই আসামীকে কয়েদে রাখা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জেলখানায় কয়েদথাকা আসামীরদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে চলিত আইনে যেং বিধান আছে এবং যে সকল নিয়ম চলন আছে সেইং বিধান এবং নিয়ম যেরূপে ঐ জেলখানায় কয়েদহওয়া অন্য আসামীর বিষয়ে খাটে সেইরূপে এই আইনক্রমে তথায় কয়েদহওয়া আসামীরদের বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে খাটিবেক এবং তত্তুল্য প্রবল ও চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ি নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে যে কোর্ট কমিস্যনর * স্থাপন আছে সেই আদালতের কমিস্যনরেরা এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে চারি বা ততোধিক ব্যক্তিকে বেইলিফ অর্থাৎ সারজন এবং যাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ কর্ম্মকারকেরদের মেহনতের নিমিত্তে যে মেহনতানা ঐ কমিস্যনরেরদের উচিত বোধ হয় তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ঐ২ ব্যক্তি ঐ কমিস্যনরেরদের সম্মুখে রীতিমত শপথ করিবেক এবং আপন২ পদের কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে ঐ২ কমিস্যনরের মঞ্জুরহওয়া জামিন দিবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা এইরূপে নিযুক্ত ঐ ব্যক্তিরদিগকে স্থগিত করিতে অথবা তগীর করিতে পারিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ আদালতে সময়ক্রমে যে২ বেইলিফ নিযুক্ত থাকে তাহারদিগকে ঐ কমিস্যনরেরা এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ক্রোককারি বেইলিফ ও যাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ২ কর্ম্মকারক ঐ আদালতে এক্ষণে যে মাহিয়ানা পাইতেছে তাহার অতিরিক্ত যে মেহনতানা ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করেন তাহা তাঁহারা নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি শহর কলিকাতার মধ্যস্থিত কোন বাটী বা ভূমিপ্রভৃতির ভাড়ার ১০০৲ টাকার অনধিক বাকীর দাওয়া করে সেই ব্যক্তি কিম্বা সেই ব্যক্তি শহর কলিকাতাতে অনুপস্থিত থাকিলে কি সেই ব্যক্তি

---

* এই কোর্ট কমিস্যনর সামান্যতঃ ছোট আদালত নামে বিখ্যাত আছে।

পর্দ্দানসী স্ত্রী হইলে তাহার নিযুক্ত মোখ্তার যদি ঐ বাকীর সংখ্যা এবং তাহা কত দিনের বাকী এবং কি হারে ভাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল এই সকল এই আইনের শেষের লিখিত D চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে একটা সুকৃতিপত্র লিখিয়া দাখিল করে তবে ঐ আদালতের কোন কমিস্যনর এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে ঐ২ কর্ম্মকারকের কোন এক জনকে আপনার দস্তখৎ ও মোহরকরা এক ওয়ারণ্ট দিতে পারেন্ এবং ঐ ওয়ারণ্টের নির্দ্দিষ্টমতে ঐ ভাড়ার টাকা উক্ত ক্রোকের মায় সকল খরচা আদায় করিবার হুকুম ঐ ওয়ারণ্টে থাকিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন ঐ ওয়ারণ্টের দরখাস্তকারি ব্যক্তির জোবানবন্দী স্বয়ং লইয়া আপন বিবেচনামতে তাহা দিতে স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ ওয়ারণ্টের শক্তিক্রমে ঐ ভাড়ার টাকা এবং উক্ত ক্রোকের মায় খরচা শোধ করণের উপযুক্ত উক্ত বাটীপ্রভৃতিতে পাওয়া জিনিস ও সম্পত্তির সমুদয় বা কতক অংশ ঐ কর্ম্মকারক ক্রোক করিতে পারে এবং তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঐরূপ ক্রোককরা জিনিস ও সম্পত্তির এক তালিকা প্রস্তুত করিবেক এবং যে ব্যক্তির স্থানে ঐ ভাড়ার দাওয়া হইয়াছে তাহাকে অথবা ঐ বাটীপ্রভৃতিতে তাহার পক্ষে অন্য যে কোন ব্যক্তি থাকে তাহাকে এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে লিখিত এই এত্তেলা দিবেক যে ঐ এত্তেলার মধ্যে লিখিত মতে ঐ জিনিস এবং সম্পত্তি যাচাই ও বিক্রয় হইবেক। এবং ঐ কর্ম্মকারক ঐ তালিকা এবং এত্তেলার যথার্থ নকল ঐ আদালতে দাখিল করিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির স্থানে ঐ ভাড়ার দাওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি ক্রোকহওনের পর ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে কোন সময়ে ঐ আদালতের কোন এক জন কমিস্যনরের নিকটে ঐ ওয়ারণ্ট রহিত অথবা স্থগিত করণের দরখাস্ত করিতে পারে এবং তদনুসারে ঐ কমিস্যনর ঐ ওয়ারণ্ট মায় খরচা বা খরচা বিনা রহিত বা স্থগিত করিতে পারেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কমিস্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন আপন বিবেচনাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে ঐ ভাড়ার টাকা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ দরখাস্ত যদি না করা যায় তবে ঐ কর্ম্মকারকেরদের মধ্যে কোন দুই জন ক্রোক করণঅবধি ৫ পাঁচ দিন অতীত হইলে পর ঐ ক্রোকহওয়া জিনিস ও সম্পত্তি যাচাই করিতে পারে এবং তৎপরে অন্যূন দুই দিন অতীত হইলে পর যে সময় ও যে স্থান তাহারা নিরূপণ করে সেই সময় ও স্থানে নীলাম হওনের এত্তেলা এই আইনের শেষের লিখিত E চিহ্নিত তফসীলের

পাঠানুসারে লিখিয়া দিতে পারে এবং তাহারা ঐ এস্তেলার যথার্থ নকল ঐ আদালতে দাখিল করিবেক এবং ঐ জিনিস তদনুসারে বিক্রয় হইবেক এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা আদায় করণের পর ঐ কর্ম্মকারকেরা তৎক্ষণাৎ তাহা ঐ আদালতের চিফ ক্লার্ককে অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মকারককে দিবেক এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া দাবীর টাকা এবং ঐ ক্রোকের খরচা পরিশোধ হইবেক এবং যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে যে ব্যক্তির স্থানে ভাড়ার দাওয়া হইয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক। কিন্তু তাঁনা কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে ঐ নীলাম হওনের হুকুম দিতে পারে কিন্তু এমত হইলে ঐ অন্য প্রকার নীলামে যে উপরি খরচ লাগে তাহার নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির জামিন দিতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত C চিহ্নিত তফসীলে যে খরচা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ছাড়া ঐ ক্রোকের নিমিত্তে আর কোন খরচা লওয়া যাইবেক না ও দাওয়া হইবেক না এবং খরচার বাবতে এইরূপে যে টাকা আদায় হয় তাহা ঐ কমিস্যনরেরদের যেরূপ উচিত বোধ হয় সেইরূপে তাঁহারা ঐ বেইলিফ এবং যাচনদারের উপরি খরচ এবং মেহনতানাতে ব্যয় করিতে পারেন্ এবং ঐ আদালতের চিফ ক্লার্ক এক বহী রাখিবেন এবং এই আইনের বিধির অনুসারে ক্রোকী খরচার যে সকল টাকা আদায় হয় তাহা এবং ঐ বেইলিফ এবং যাচনদারেরদের মেহনতানার নিমিত্তে যে সকল টাকা দেওয়া যায় তাহা এবং ঐ ক্রোকপ্রযুক্ত যে সকল উপরি খরচ লাগিয়াছে তাহা ঐ বহীর মধ্যে রীতিমত লেখা যাইবেক এবং ক্রোকহওয়া জিনিস ও সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা যে সকল টাকা আদায় হয় এবং এই আইনের বিধির অনুসারে বাটীপ্রভৃতির মালিককে দেওয়া যায় তাহাও ঐ বহীর মধ্যে ঐ চিফ ক্লার্ক লিখিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ভাড়ার বাকী ১০০) টাকার কিম্বা তাহার কম টাকার বিষয়ে ক্রোক কেবল এই আইনের বিধির অনুসারে হইবেক এবং এই আইনক্রমে নিযুক্ত কর্ম্মকারকছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি ঐরূপ জিনিস ক্রোক করে বা ক্রোক করিতে উদ্যত হয় তবে সে অপরাধ করিয়াছে বোধ হইবেক এবং ঐরূপ বেআইনমতে বাটীতে প্রবেশ করণের নিমিত্ত তাহার অন্য যে কোন দায় পড়ে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি জরীমানা ও কয়েদের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভাড়ার ১০০) টাকার ঊর্দ্ধ বাকীর বিষয়ে এবং

কলিকাতার মধ্যস্থিত কোন বাটী বা ভূমিছাড়া অন্য কোন বাটীর বিষয়ে অথবা সরকারের পাওনা কোন ভাড়ার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না এবং যে বাটী-প্রভৃতির ভাড়ার বিষয়ে দাওয়া হয় সেই বাটীতে ক্রোককরা জিনিসভিন্ন আর কোন ক্রোকের বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর মধ্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

ওয়ারণ্টের পাঠ।

আমি তোমাকে ইহার দ্বারা হুকুম দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক ব্যক্তির এত মাসের যে ভাড়া পাওনা ছিল অর্থাৎ এত টাকা তাহার নিমিত্ত শহর কলিকাতায় অমুক রাস্তায় স্থিত অমুক ব্যক্তির বাটীতে যে জিনিস ও সম্পত্তি আছে তাহা ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে ক্রোক কর তারিখ ১ মে।

(সহী ও মোহর।)

অমুক শপথকরা বেইলিফ ও যাচনদার প্রতি আগে।

B চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর মধ্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

তালিকা ও এত্তেলার পাঠ।

(ক্রোকহওয়া জিনিসের বেওরা এই স্থানে লিখিতে হইবেক।)

তোমাকে জানান যাইতেছে যে গত অমুক দিবসে অমুক ব্যক্তির যে এত মাসের ভাড়া পাওনা ছিল তাহার সংখ্যা এত টাকার নিমিত্ত আমি অদ্য উক্ত তালিকাতে লিখিত জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছি এবং ইহার তারিখের পর ৫ পাঁচ দিবসের মধ্যে যদি তুমি ঐ টাকা এবং এই ক্রোকের মায় খরচা না দেও অথবা না দিবার কোন হুকুম কোর্ট রিক্বেষ্টের কোন এক জন কমিস্যনরের স্থানহইতে না আন তবে তাহা ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে যাচাই ও বিক্রয় হইবেক।

অমুক।
শপথকরা বেইলিফ ও যাচনদার।

অমুক প্রতি আগে।

C চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

বাটীর ভাড়ার জন্যে জিনিস ক্রোক করিলে যে রসুম লাগিবেক তাহার হার।

যত টাকার জন্যে নালিশ	ক্রোক করিবার সুকৃতিপত্র ও ওয়ারণ্ট	নীলাম করিবার হুকুম	কমিস্যন	মোট	[illegible]
১) টাকাঅবধি ৫) টাকাপর্য্যন্ত	।০	॥০	॥০	১।০	
৫) ঐ ১০) ঐ	॥০	॥০	১)	২)	
১০) ঐ ১৫) ঐ	॥০	॥০	১॥০	২॥০	
১৫) ঐ ২০) ঐ	॥০	১)	২)	৩॥০	
২০) ঐ ২৫) ঐ	৷৷৹	১)	২॥০	৪।০	
২৫) ঐ ৩০) ঐ	১)	১)	৩)	৫)	
৩০) ঐ ৩৫) ঐ	১)	১)	৩॥০	৫॥০	
৩৫) ঐ ৪০) ঐ	১)	১॥০	৪)	৬॥০	
৪০) ঐ ৪৫) ঐ	১।০	২)	৪॥০	৭৷৷৹	
৪৫) ঐ ৫০) ঐ	১॥০	২)	৫)	৮॥০	
৫০) ঐ ৬০) ঐ	২)	২)	৬)	১০)	
৬০) ঐ ৮০) ঐ	২॥০	২॥০	৬॥০	১১॥০	
৮০) ঐ ১০০) ঐ	৩)	৩)	৭)	১৩)	

উক্ত তফসীলে যে টাকা লেখা আছে তাহার অতিরিক্ত কোন মোকদ্দমার আর কোন খরচা লওয়া যাইবেক না কেবল যে মোকদ্দমার রাইয়ত আপনার বাটীর মালিকের দাওয়া স্বীকার না করে এবং সাক্ষিরদিগের নামে সফীনা করিতে হয় সেই মোকদ্দমায় ৪০) টাকার ন্যূন সংখ্যার টাকার নিমিত্তে প্রত্যেক সফীনার ।০ আনা করিয়া দিতে হইবেক এবং ৪০) টাকার ঊর্দ্ধ টাকার সফীনার নিমিত্তে ৷৷৹ আনা করিয়া দিতে হইবেক এবং যখন ক্রোকহওয়া সম্পত্তি পেয়াদার জিম্মা করিয়া দিতে হয় তখন পেয়াদাকে দিন প্রতি ।০ আনা করিয়া দিতে হইবেক।

D চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

অমুক ফরিয়াদী।

অমুক আসামী।

কলিকাতা নগরের অমুক স্থাননিবাসি আমি অমুক শপথ করিয়া কহিতেছি যে

কলিকাতা নগরনিবাসি অমুকের স্থানে কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তায় স্থিত অমুক নম্বরী বাটী ও ভূমির এত মাসের ভাড়ার বাবৎ আমার এত টাকা যথার্থ পাওনা আছে বিশেষতঃ মাস প্রতি এত টাকার হারে অমুক মাসঅবধি অমুক মাসপর্য্যন্ত।

অমুক সালের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে শপথ করা গেল।

কমিস্যনর।

E চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

তোমাকে জানান যাইতেছে যে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে যে জিনিস ও সম্পত্তি অমুক স্থানে ক্রোক হইয়াছিল তাহা আমরা যাচাই করিয়াছি এবং তাহার একেলা ও তালিকা অমুক তারিখে রীতিমত তোমার প্রতি জারী হইয়াছিল এবং ঐ আইনের বিধির অনুসারে ঐ জিনিস ও সম্পত্তি অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক স্থানে বিক্রয় হইবেক।

অমুক।
অমুক।
শপথকরা বেইলিফ ও যাচনদার।

অমুক প্রতি আগে।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৮ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে সমুদ্র অথবা নদী সিকস্ত অথবা পৈবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে সমুদ্র কিম্বা নদী সিকস্ত কি পৈবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্বের যোগ্যতার বিষয়ের কিম্বা সেই ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্বের বিষয়ের বিচার করিবার জন্যে বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের যে২ ভাগের দ্বারা আদালত স্থাপন হইয়াছে এবং কার্য্যের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই২ ভাগ এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশে রহিত হইবেক এবং উক্ত তারিখে ঐ২ দেশের মধ্যে কালেক্টর সাহেবেরদের ও ডেপুটী কালেক্টরেরদের নিকটে উপস্থিত উক্ত বিষয়ের সমস্ত মোকদ্দমা অগৌণে রহিত হইবেক। এবং উক্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণের কিম্বা তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণের জন্যে কেবল এই আইনের বিধানমতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে "উড়িষ্যা দেশ" এই কথাতে কেবল উড়িষ্যা দেশের যে অংশ বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন আছে সেই অংশই বুঝাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের যে সকল জিলাতে কি জিলার অংশে রাজস্ব সম্পর্কীয় জরীপ সম্পন্ন হইয়া গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর হইয়াছে কি উত্তর কালে সম্পন্ন হয় এবং মঞ্জুর হয় সেই জরীপ মঞ্জুর হওনের পর দশ বৎসর অতীত হইলে

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুক্ত গবর্নর্ সাহেব ঐ সকল দেশে পূর্ব্ব জরীপ হওনের তারিখের পর নদীর তীরস্থ ও সমুদ্রের তটস্থ ভূমির যেং মতান্তর হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করণার্থ সময়েং নূতন জরীপ করিতে এবং উক্ত নূতন জরীপ অনুসারে নূতন নক্শা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত জিলার ও জিলার অংশের রাজস্বসম্বন্ধীয় জরীপ নীচের লিখিত তারিখে মঞ্জুর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক অর্থাৎ।

জিলা চাটির্গা ১৮৪২ সালের ৬ সেপ্টম্বর তারিখ।
জিলা বেহার ১৮৪৪ সালের ৯ নবেম্বর তারিখ।
জিলা পাটনা ১৮৪৪ সালের ২২ জুন তারিখ।
জিলা শাহাবাদ ১৮৪৬ সালের ২৮ নবেম্বর তারিখ।
জিলা সারণ ১৮৪৭ সালের ১৮ ফেব্রুআরি তারিখ।
জিলা মুঙ্গেরের পরগনা ফরকায়া ১৮৩৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখ।
কটক প্রদেশের উত্তর অংশ ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখ।
কটক প্রদেশের মধ্যম অংশ ১৮৪৩ সালের ২২ ফেব্রুআরি তারিখ।
কটক প্রদেশের দক্ষিণাংশ ১৮৪২ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখ।
হিজলী ও তমলুক ভিন্ন জিলা মেদিনীপুর ১৮৪৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখ।
জিলা মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক ১৮৪২ সালের ৫ অক্টোবর তারিখ।
জিলা কাছাড় ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখ।
জৈন্টিয়া এবং জিলা ছিলটের পরগনা চাপঘাট ও ইছামতী ও ইতিশামনগর ও ভরুণ ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখ।
জিলা গোআলপাড়া ১৮৪২ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখ।
জিলা লক্ষ্মীপুর ১৮৪৫ সালের ১০ নবেম্বর তারিখ।
জিলা শিবপুর ১৮৪৩ সালের ৮ মে তারিখ।

এবং উত্তর কালে যে সকল জিলার কি জিলার অংশের রাজস্বসম্বন্ধীয় জরীপ হয় তাহার জরীপ মঞ্জুর হওনের যেং তারিখ কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় সেই তারিখ তাহার মঞ্জুর হওনের তারিখ বোধ হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত নূতন নক্শা দেখিয়া যখন স্থানীয় রাজস্বের কার্য্যকারকদিগের এমত বোধ হয় যে যে মহালের রাজস্ব একেবারে সরকারে দাখিল হয় এমত মহালের ভূমিসিকস্ত হইয়াছে অথবা লুপ্ত হইয়াছে তখন তাঁহারা অগৌণে সমস্ত মহালের মফঃসল জমাঅনুসারে সিকস্ত ভূমির মফঃসল জমা যত হয়

তাহার হিসাব করিয়া সমুদয় মহালের সদর জমাঅনুসারে সিকস্ত ভূমির সদর জমা যত হয় তাহা মিনাহ দিবেন কিন্তু সমুদয় মহালের কিম্বা লুপ্ত ভূমির মফঃসল জমা যদি ঐ স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা সুবোধমতে নিরূপণ করিতে না পারেন্ তবে ঐ স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা সমুদয় মহালের মোট ভূমির যত ভূমি সিকস্ত হইয়াছে তাহার হিসাব করিয়া সেই হিসাবঅনুসারে সদর জমাহইতে জমা মিনাহ দিবেন। এবং এইরূপে জমা মিনাহ দেওন এবং তাহার কারণের এক রিপোর্ট সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও হুকুমের নিমিত্তে স্থানীয় রাজস্বের কার্য্যকারকেরা অগৌণে তথায় পাঠাইবেন এবং তদ্বিষয়ে সদর বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নূতন নক্শা দেখিয়া যখন নানা স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকদিগের এমত বোধ হয় যে সরকারে একেবারে রাজস্ব দেওনিয়া মহালের কোন ভূমি পৈবস্ত হইয়াছে তখন চরের রাজস্ব ধার্য্যকরণার্থ যে বিধি চলন আছে তদনুসারে তাঁহারা সরকারের নিমিত্তে সেই পৈবস্ত হওয়া ভূমির উপর অগৌণে কর বসাইবেন এবং তাঁহারা আপনারদের কার্য্যের রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ সদর বোর্ড রেবিনিউর নিকটে পাঠাইবেন এবং তদ্বিষয়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নূতন নক্শাদৃষ্টে যখন নানা স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের এমত বোধ হয় যে কোন বৃহৎ এবং নৌকাগমনাগমনের যোগ্য নদনদীর মধ্যে যেপ্রকার চর কি দ্বীপ ১৮২৫ সালের ১১ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে সরকারের দখল করণের উপযুক্ত সেই প্রকার কোন চর কি দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে তখন তৎস্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা সরকারের তরফে সেই চর বা দ্বীপ তৎক্ষণাৎ দখল করিবেন এবং কর নিরূপণের বিষয়ে যেং বিধি চলন আছে তদনুসারে তাহার উপর কর ধার্য্য ও বন্দোবস্ত করিবেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের কার্য্যের রিপোর্ট সদর বোর্ড রেবিনিউর মঞ্জুর হওনার্থ তথায় পাঠাইবেন এবং করের বিষয়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে হুকুম দেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা কোন দ্বীপ দখল করিলে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে সেই ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা তদ্বিষয়ের নালিশ করিতে পারে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে চরের ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণ বিষয়ে কিম্বা

তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণের বিষয়ে যে মোকদ্দমা স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে আপীল হইয়া আছে অথবা সেইপ্রকার যেং মোকদ্দমা অধস্থ বাজেয়াপ্তী আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া এই আইন জারী হওনের তারিখের সময়ে পূর্ব্বের চলিত আইনানুসারে স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের আদালতে আপীলহওনের যোগ্য আছে সেইং প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা কিছু অন্যথা হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ সকল মোকদ্দমা চলিবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দ্বীপের মালিকী স্বত্ব বিষয় ছাড়া এই আইনের দ্বারা দত্ত ক্ষমতানুসারে যথার্থমতে যে কোন কার্য্য করা যায় তাহার বিষয়ে সরকারের কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে কোন আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে এই আইন ১৮৪৭ সালের ১২ জুন তারিখে জারী করেন।

১৮৩৬ সালের ৩০ আইন সংশোধনের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন ১৮৪৪ সালের ১৪ আইনের বিধানের অসম্পর্কীয় কোন আদালত ১৮৩৬ সালের ৩০ আইনের বিধিক্রমে কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডের হুকুম দেন তখন ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে দ্বীপান্তর প্রেরণের উপযুক্ত পাত্র বোধ না করিবার বিশেষ কারণ না থাকিলে ঐ আদালত ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম দিবেন এবং ঐ বিশেষ কারণ রোয়দাদের মধ্যে লিখিতে ঐ আদালতকে ইহার দ্বারা হুকুম দেওয়া গেল।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

যে আইনের দ্বারা মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের জরীমানা করণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রদ করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে " মুনসেফেরদিগহইতে আপনং ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের মধ্যে কর্ম্মহইতে তগীর কি সস্পেণ্ড না হইতে পারিবার মত আরং প্রকার বিরুদ্ধাচরণ ও শৈথিল্য হইলে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ২০) কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা তাঁহারদিগের স্থানে লন্ ও এমতং গতিকের বিষয়েতে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক।"

এবং যেহেতুক ঐ আইনের ৬৭ ধারানুসারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে ঐ বিধান যেমন মুনসেফের বিষয়ে খাটে তেমনি সদর আমীনের বিষয়েও খাটান যায়।

এবং যেহেতুক মুনসেফেরদের ও সদর আমীনেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা বিচারকরণ-সম্পর্কীয় যে উচ্চ পদ এক্ষণে হইয়াছে তদৃষ্টে ঐ বিধান তাঁহারদের বিষয়ে উপযুক্তমতে আর খাটে না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ঐ আইনের ৬৭ ধারার যে ভাগে লেখে যে ঐ প্রকরণ সদর আমীনের বিষয়ে খাটে সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৩৯ সালের ১৪ আইন যেপর্য্যন্ত সিংহল দ্বীপে ভারতবর্ষনিবাসি ব্যক্তিরদের গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত তাহা রদ করণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনে এমত হুকুম হইল যে ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের বাহিরে কোন ইঙ্গলণ্ডীয় কি ভিন্নাধিকারির বসতিতে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির সহিত যে কেহ চুক্তি করিবেক কি মজুরের ন্যায় খাটিবার নিমিত্তে ঐ রাজ্যহইতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে গমনার্থে জানিয়া শুনিয়া প্রবৃত্তি দিবেক বা তাহার সাহায্য করিবেক সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সমীপে সাব্যস্ত হইলে এদেশীয় যে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করা গিয়াছে কি যাহার সাহায্য করা গিয়াছে বা যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া গিয়াছে সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ অপরাধি ব্যক্তি ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কিন্তু এদেশীয় যে কোন নাবিক স্বেচ্ছাক্রমে কোন জাহাজের কর্ম্ম করিতে চুক্তি করে কি সেই চুক্তির অনুসারে সেই জাহাজে আরোহণ করে কিম্বা যে কেহ কেবল দাস্য কর্ম্ম করিতে চুক্তি করে অথবা সেই প্রকার দাসের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করে সেইং ব্যক্তির বিষয়ে এই আইনের লেখা কোন কথা যে খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না।

এবং যেহেতুক সিংহল দ্বীপ ভূগোলসম্পর্কে ও পুরাবৃত্তসম্পর্কে এবং জাতিসম্পর্কে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের সদৃশ।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ দ্বীপে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি কোন চুক্তি করে কি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত

দেশহইতে উক্ত দ্বীপে গমনার্থ কোন ব্যক্তিকে জানিয়া শুনিয়া প্রবৃত্তি দেয় বা তাহার সাহায্য করে সেই ব্যক্তি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের যে ভাগের দ্বারা দণ্ডের যোগ্য হয় সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু যেহেতুক উক্ত দ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ব্যবস্থাপক ক্ষমতার অধীন নহে এবং ভারতবর্ষের যে লোকেরা ঐ দ্বীপে গমন করে তাহারা ঐ দ্বীপ ছাড়িয়া কোন ইঙ্গলণ্ডীর বা ভিন্নাধিকার দেশীয় বসতিতে গমন করিলে যে অনিষ্ট হইতে পারে সেই অনিষ্টহইতে তাহারদিগকে রক্ষা করণার্থ উক্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইন করিতে পারেন না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যাবৎ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে এইমত জ্ঞাত না করা যায় যে ঐ দ্বীপে গমনশীল ভারতবর্ষের ঐ লোকেরদের পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টহইতে রক্ষার জন্যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং আইন উচিত বোধ করেন সেইং আইন ঐ দ্বীপের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং সেইরূপ সম্বাদ পাইবার বিষয় গেজেটে এত্তেলা না দেন তাবৎ এই আইন আমলে আসিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার কতক ভাগ রদ করণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার এবং তদনুযায়ি ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার যে ভাগে নালিশী আরজী নকল বহীতে লেখা যাইবার হুকুম আছে তাহা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১১ সেপ্টম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে কলিকাতা শহরের ভূমির জরিপকরণের আইন।

যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে কলিকাতা শহরের সকল ভূমির যথার্থ জরিপ করা উচিত বোধ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব এক জন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ কর্ম্মকারক ঐ ভূমি জরিপ করিবেন এবং যেপর্য্যন্ত জানা যাইতে পারে সেইপর্য্যন্ত ঐ ভূমির মালিকেরদের ও দখীলকারেরদের নাম রেজিষ্টরী করিবেন এবং ঐ কর্ম্মকারক ঘোষণার দ্বারা ঐ বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত ভূমি ও বাটীর মালিক ও দখীলকার সকল ব্যক্তিকে উক্ত সীমার মধ্যে যে কোন স্থানে তাঁহার দফ্তরখানা স্থাপন হয় সেই স্থানে তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইতে কিম্বা উপস্থিতহওনার্থ রীতিমতে কোন মোখ্তারকে নিযুক্ত করিতে এবং উক্ত জমীর পূর্ব্বাকার ও বর্ত্তমান সীমানা নিশ্চয় করণের জন্যে যে সকল পাট্টা ও ভূমির খাজানার বিল এবং বিক্রয়পত্র কিম্বা অন্য যে কোন দলীলের আবশ্যক হয় তাহা আপনারদের সঙ্গে আনিতে তলব করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কর্ম্মকারকের এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক যে উক্ত বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত কোন ভূমি অথবা বাটীতে এবং যে ভূমিতে কোন ঘর বা বাটী কি অন্য এমারৎ গাঁথা হইয়াছে বা গাঁথা যাইতেছে কি গাঁথিবার কল্পনা আছে তাহার মধ্যে এবং কোন এমারতে কি এমারতের কোন ভাগে দিবাভাগে সকল উপযুক্ত ঘণ্টায় প্রবেশ

করেন অথবা তাঁহার তাবেদার কর্ম্মকারককে প্রবেশ করিবার হুকুম দেন এবং সেইরূপে প্রবেশ করণের জন্যে বা নিমিত্তে অথবা সেই স্থানের কোন ভাগে এই আইনানুসারে যে কোন কর্ম্ম করেন্ বা করিতে উদ্যত হন্ তাহার জন্যে আইনক্রমে অথবা একুটিক্রমে তাঁহার নামে কোন নালিশ হইতে পারে না অথবা তাঁহার প্রতিকূলে আইনসম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্য বা ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ঐ ভূমি বা বাটীতে তৎসময়ে কোন ব্যক্তি থাকে তবে সেই ব্যক্তির অনুমতি না পাইলে অথবা তাঁহার বা তাঁহারদের প্রবেশ করণের মানসের উপযুক্ত এত্তেলা উক্ত ব্যক্তিকে না দিলে ঐ কর্ম্মকারক কি তাঁহার তাবেদার আমলারা ঐ ভূমি অথবা বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আরো জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এই আইনের হুকুমমতে কোন স্থানে প্রবেশ করণ কিম্বা অন্য কোন কার্য্য করণপ্রযুক্ত উক্ত কোন কর্ম্মকারক কিম্বা অধীন কর্ম্মকারকের নামে যদি সুপ্রিম কোর্টে নালিশ আরম্ভ হয় তবে সেই কর্ম্মকারক কিম্বা তাবেদার কর্ম্মকারক তাহার "জেনরল ইসু" নামক জওয়াব দিতে পারেন এবং বিশেষ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কর্ম্মকারক অথবা তাঁহার তাবেদার কোন আমলারদের কর্ত্তব্য কার্য্য করণের সময়ে অথবা এই আইনক্রমে অথবা তাহার শক্তিক্রমে কি এই আইনপ্রযুক্ত তাঁহারদের যে কোন কার্য্য করিতে হয় তাহা করণ এবং নির্ব্বাহকরণ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মকারককে অথবা তাঁহার তাবেদার আমলারদিগকে অবরোধ করে কি উত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার দোষ শহর কলিকাতার কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে সেই ব্যক্তি ২০০) টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং যেহেতুক এমত হইতে পারে যে এই আইনের ১ ধারার নিরূপিত এত্তেলা প্রত্যেক গতিকে সফল হয় না অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারক উক্ত বিশেষ সীমার মধ্যস্থিত ভূমি বা বাটীর মালিক কি দখীলকার ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার মোক্তার কি প্রতিনিধিকে আপনার পদোপলক্ষে মোহর ও দস্তখৎযুক্ত এক বিশেষ এত্তেলা দিতে পারেন্ এবং যে নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির হাজির হওনের আবশ্যক আছে তাহা এবং এই আইনের কার্য্য সিদ্ধ হওনের জন্যে যে কোন দলীল ঐ ব্যক্তির আপনার সঙ্গে আনিতে প্রয়োজন হইবেক তাহা এবং যে মিয়াদের মধ্যে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ এত্তেলানামাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকিবেক এবং যদি সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় তবে তাহার সামান্য বাসস্থান উক্ত বিশেষ সীমার মধ্যে থাকিলে সেই বাসস্থানে তাহা লটকান যাইবেক

কিম্বা যদি তাহার বাসস্থান সেই সীমার মধ্যে না থাকে তবে যে ভূমির জরিপ হইবেক তাহাতে এস্তেলা লট্‌কান যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তির কোন দলীল দেখাইতে যদি কোন ওজর থাকে তবে তাহা দেখাইতে তাহাকে হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়সম্পর্কীয় কোন তজবীজ করণের জন্যে জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ তাঁহার নিকটে হাজির হইতে আপনার দস্তখৎকরা এক লিপির দ্বারা তলব করিতে পারেন্ এবং যে সময়ে ও যে স্থানে হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ তলবচিঠীতে লেখা থাকিবেক এবং যে প্রত্যেক সাক্ষী সেইমতে রীত্যনুসারে তলবচিঠী পাইয়া হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া শপথ অথবা সুকৃতি কি প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষ্য দিতে অথবা জরিপ-করণিয়া কর্ম্মকারক আইনমতে যে সকল জিজ্ঞাসা করিতে পারেন্ তাহার উত্তর দিতে স্বীকার না করে সেই প্রত্যেক সাক্ষী সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকদ্দমায় হাজির হইতে ক্রটি করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তদ্বিষয়ের নালিশ হইলে সুপ্রিম কোর্টে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন সাক্ষির ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকা-রকের সম্মুখে জোবানবন্দী দিতে হয় সেই সাক্ষির জোবানবন্দী শপথপূর্ব্বক লওয়া যাইবেক এবং ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারকের সেইরূপ শপথ করাওনের ক্ষমতা ইহার দ্বারা দেওয়া গেল। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল গতিকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করণের অনুমতি হইতে পারে এইমত সকল গতিকে ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারক শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করাইবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন সাক্ষী যদি ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারকের সম্মুখে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতিক্রমে খামখা ও জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই সাক্ষী খামখা ও দূষণীয় মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিয়োগের দ্বারা কতক ও ঘরের টাক্সদেওনিয়ারদের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর সংস্থাপন করণের আইন।

যেহেতুক তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরীয় আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার দ্বারা ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে এবং তন্নিমিত্ত নিযুক্ত জুষ্টিস অফ দি পীস ঘরের যে টাক্স বসাইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই টাক্স আদায় এবং ব্যয় করণের বিষয়ি কতক২ ক্ষমতা ঐ২ জুষ্টিস অফ দি পীসের প্রতি অর্পণ হইয়াছিল এবং কতক কর্ত্তব্য কার্য্যের ভার তাঁহারদের প্রতি দেওয়া গিয়াছিল। এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ২৪ আইনের দ্বারা উক্ত ঘরের টাক্সবিষয়ি আইনের কতক ফেরফার হইয়াছিল।

এবং যেহেতুক দৃষ্ট হইতেছে যে শহর কলিকাতার মোরী ও নরদমা ও ঐ শহর নিবাসিরদের গৃহের ব্যবহারার্থ এবং ঐ নরদমা উপযুক্তরূপে পরিষ্কার করণার্থ জল অতি অপ্রচুর আছে এবং শহরের মধ্যে উপযুক্তরূপে বায়ু বহনের এবং পথ ও রাস্তা মেরামৎ ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে আলো দেওনের এবং প্রশস্ত রাস্তার দ্বারা গমনাগমনের সুগম করণের এবং অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ ও উঠাইয়া দেওনের এবং উক্ত শহরের দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ উপযুক্ত উপায় অত্যন্ত অপ্রচুর আছে এবং এই সকল কারণপ্রযুক্ত শহরে অত্যন্ত পীড়া ও বড় মারী হইতেছে। এবং যেহেতুক যে আইন ও বিধান এক্ষণে চলন আছে এবং ঐ২ কার্য্যের নিমিত্তে যে অর্থ নিযুক্ত আছে তাহা এইমত ভারি অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকার করণের নিতান্ত অপ্রচুর এবং যেহেতুক এই২ বিষয়ের প্রতিকার করা অত্যাবশক।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে নগরীয় কার্য্যের নিমিত্তে টাক্স অর্থাৎ করের বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন এই নামযুক্ত ১৮৪০ সালের ২৪ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ঘরের টাক্স আদায় ও ব্যয় করণের বিষয়ি উক্ত সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কার্য্য ১৮৪৮ সালের ১ জানুআরি তারিখ অবধি ও তাহার পর শহর কলিকাতার উক্ত জুষ্টিস সাহেবেরদের প্রতি আর অর্পণ থাকিবেক না এবং তাঁহারদের দ্বারা আর নির্ব্বাহ হইবেক না এবং ঐ ক্ষমতা ও কার্য্য এক বোর্ডের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং তাহাতে সাত জন কমিস্যনর থাকিবেন এবং তাঁহারদের নাম কলিকাতা শহরের উত্তমতা করণের কমিস্যনর হইবেক এবং তাঁহারদের মধ্যে তিন জন বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন আর চারি জন কলিকাতা শহরের ঘরের টাক্সদেওনিয়া ব্যক্তিরদের দ্বারা মনোনীত হইবেন অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিত প্রত্যেক পল্লির টাক্সদেওনিয়ারদের দ্বারা একং জন।

প্রথম অর্থাৎ উত্তর পল্লির উত্তর অংশ তাহার সীমা এই.

A উত্তর। মহারাষ্ট্রীয় নরদমা।
দক্ষিণ। কটন ষ্ট্রিট ও মীরবহরের ঘাটের রাস্তা।
পূর্ব্ব। চিতপুরের রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।

B উত্তর। মহারাষ্ট্রীয় নরদমা।
দক্ষিণ। মাছুআ বাজার।
পশ্চিম। চিতপুরের রাস্তা।
পূর্ব্ব। মধ্যম রাস্তা।

C উত্তর ও পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
দক্ষিণ। মাছুআ বাজারের রাস্তা।
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা।

দ্বিতীয় অর্থাৎ উত্তর পল্লির দক্ষিণ অংশ। তাহার সীমা।

A উত্তর। কটন ষ্ট্রিট ও মীরবহরের ঘাটের রাস্তা।
দক্ষিণ। পোলীসঘাট ও হের ষ্ট্রিট ও লালদীঘির উত্তর দিগ ও লালবাজার।
পূর্ব্ব। চিতপুরের রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।

B উত্তর। মাছুআ বাজার।
দক্ষিণ। বহুবাজারের রাস্তা।
পূর্ব্ব। মধ্যম রাস্তা।
পশ্চিম। চিতপুরের রাস্তা।

C উত্তর। মাছুআ বাজার।
দক্ষিণ। বহুবাজারের রাস্তা।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা।

তৃতীয় অর্থাৎ দক্ষিণ পল্লির উত্তর অংশ। তাহার সীমা।

A উত্তর। পোলীসঘাট ও হের স্ট্রিট ও লালদীঘির উত্তর দিগ ও লাল-
বাজার।
দক্ষিণ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম এস্প্লানেড রো।
পূর্ব্ব। কসাইটোলার রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।
B উত্তর। বহুবাজারের রাস্তা।
দক্ষিণ। ধর্ম্মতলা।
পশ্চিম। কসাইটোলা।
পূর্ব্ব। মধ্যম রাস্তা।
C উত্তর। বৈঠকখানার রাস্তা।
দক্ষিণ। ধর্ম্মতলার রাস্তা।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা।

চতুর্থ অর্থাৎ দক্ষিণ পল্লির দক্ষিণ অংশ। তাহার সীমা।

A উত্তর। ধর্ম্মতলার রাস্তা।
দক্ষিণ। পার্ক স্ট্রিট।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। চৌরঙ্গীর রাস্তা।
B দক্ষিণ ও পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
উত্তর। পার্ক স্ট্রিট।
পশ্চিম। চৌরঙ্গীর রাস্তা।

অথবা অন্য যে পল্লী বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব সময়ে ২ নিরূপণ করেন। কিন্তু ঐ টাক্সদেওনিয়ারা ঐ কমিস্যনরদিগকে মনোনীত করিতে যদি ত্রুটি করে তবে বাঙ্গলা দেশের উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন। এবং যে কমিস্যনরদিগকে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব নিযুক্ত করেন তাঁহারদের কোন

কাহার পদ কোন সময়ে শূন্য হইলে উক্ত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব সেই পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে২ মাহিয়ানা সময়ে২ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতিক্রমে ধার্য্য করেন তাহা ঐ২ কমিস্যনর একে২ পাইবেন এবং ঐ২ কমিস্যনরের প্রতি পূর্ব্ব অথবা পশ্চাৎ লিখিত যে ক্ষমতা অর্পণ হইল এবং যে কার্য্যের ভার দেওয়াগেল তাহা নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তি করণার্থ পাঁচ জন বৈঠক করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের ১৫৮ ধারা অথবা এই আইনক্রমে ধার্য্য ঘরের টাক্স বা করের বাকী আদায়ের নিমিত্তে ঐ২ কমিস্যনরের কোন এক জন ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রত্যেক পল্লিতে উক্ত মনোনীত কমিস্যনরেরদের মনোনীত করণের সময় ও স্থান ও রীতি যে পাণ্ডুলেখ্যে ঐ শহরের টাক্স ধার্য্যহওয়া বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক এবং দখীলকার ব্যক্তিরদের অন্যূন এক শত জনের সাধারণ বৈঠকে সম্মত হয় এবং ঐ বৈঠকের পক্ষে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের নিকটে প্রস্তাব হয় ও তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর হয় সেই পাণ্ডুলেখ্যঅনুসারে ঐ সময়প্রভৃতি নিরূপণ হইবেক। কিন্তু এইরূপ মনোনীত করণ কার্য্য প্রতিবৎসরে হইবেক ইতি।

এবং জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যদি এক মাসের মধ্যে সেইরূপ কোন সাধারণ বৈঠক না হয় অথবা ঐ বৈঠক হওনের পর যদি এক মাসের মধ্যে ঐরূপ কোন পাণ্ডুলেখ্য ঐ বৈঠকের পক্ষে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের নিকটে দরপেশ না হয় তবে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব উক্ত সকল কমিস্যনরকে আপনি নিযুক্ত করিতে পারেন।

এবং জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ পাণ্ডুলেখ্য বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতির নিমিত্তে তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন এবং যাবৎ ঐ সম্মতি লিখনের দ্বারা জ্ঞাপন করা না যায় তাবৎ ঐ পাণ্ডুলেখ্য বলবৎ হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর এই

আইনের শেষে লেখা তফসীলের নির্দ্দিষ্ট নানাপ্রকার "কারেজ" এবং কার্ট অর্থাৎ ব্যক্তি এবং জিনিস বহনের গাড়ি এবং ঘোড়ার মালিক অথবা ব্যবহারকারিরদের উপর ঐ তফসীলের লিখিত হারানুসারে উক্ত শহরের মধ্যে কর বসাইতে ঐ২ কমিস্যনরের ক্ষমতা থাকিবেক। এবং আড়গাড়ারাখণিয়া এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা ভাড়ার নিমিত্তে গাড়ি ও ঘোড়া রাখে তাহারদের সঙ্গে ঐ২ কমিস্যনরের এমত বন্দোবস্ত করণের ক্ষমতা ও বিবেচনার শক্তি থাকিবেক যে উক্ত তফসীলের লিখিত হারানুসারে তাহারদের যে কর দেয় হইত তাহার পরিবর্ত্তে তাহারদের আড়গড়ার গাড়ি ও ঘোড়ার উপর বার্ষিক করের বিশেষ হারের বন্দোবস্ত করেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তফসীলের লিখিত হারানুসারে ঐ২ কর তিন২ মাস অন্তরে আদায় হইবেক। এবং যে ব্যক্তি ত্রৈমাসিক সময়ের মধ্যে ত্রিশ দিনপর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে কোন গাড়ি বা ঘোড়ার মালিক ছিল বা তাহা ব্যবহার করিয়াছে সেই ব্যক্তি সেই সম্পূর্ণ তিন মাসের করের দায়ী হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি কোন এক ত্রৈমাসিক সময়ের মধ্যে ত্রিশ দিনপর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে কোন গাড়ি বা ঘোড়ার মালিক ছিল না বা তাহা ব্যবহার করে নাই সেই ব্যক্তি কোন গাড়ি বা ঘোড়ার বাবৎ করের দায়ী হইবেক না। আরো জানা কর্ত্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ঘোড়া বা চড়িবার কি জিনিসের গাড়ির বাবতে এই প্রকার কোন কর লওয়া যাইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ঘরের টাক্স তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরীয় আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার এবং এই আইনের ২ ধারার হুকুমক্রমে নির্দ্দিষ্ট করা যায় তাহার সংখ্যা এত হইবেক যে এই আইনের ৫ ধারার অনুসারে কমিস্যনরের দ্বারা যে২ কর বসান যায় তাহা লইয়া এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত কমিস্যনরকে যে২ টাকা অর্পণ করেন্ তাহা লইয়া এই আইনের নিরূপিত অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করণার্থে ঐ২ কমিস্যনরের বোধে প্রচুর হয় এবং উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের ১৫৮ ধারাতে ইহার বিপরীত কিছু লেখা থাকিলেও তাহাতে হানি হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতি বিনা কোন স্থাবর সম্পত্তির নিরূপিত মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক টাক্স বসান যাইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ কমিস্যনরের যে২ ঘরের টাক্স ও কর

বসাইতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণ এবং আদায় করণার্থ ঐ২ কমিস্যনর যেমত উচিত বোধ করেন্ সেই মতে এক বা ততোধিক নিরূপণকর্ত্তা এবং এক বা ততোধিক কালেক্টর নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ নিরূপণকর্ত্তা ও কালেক্টরের পদ সংযোগ করিতে পারেন্ এবং নিরূপণকর্ত্তা ও কালেক্টরেরদের প্রতি অর্পিত কার্য্যের উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থ যেমত ঐ২ কমিস্যনরের উচিত বোধ হয়, সেইমত নিয়ম করিতে পারেন্ এবং জামিন লইতে পারেন্ এবং যে২ মাহিয়ানা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিতে উচিত বোধ করেন্ সেই২ মাহিয়ানা ঐ নিরূপণকর্ত্তা ও কালেক্টরেরা পাইবেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের এবং এই আইনের অনুসারে যে কোন কর বা বাটীর টাক্স বসান যায় বা ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হয় তাহার মধ্যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক বা দখীলকারেরদের নাম বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যে ভূমি সম্পত্তির উপর টাক্স বসান যায় তাহা যদি চেনা যাইতে পারে তবে প্রচুর হইবেক এবং কোন রাস্তায় নম্বরকরা বাটীর বিষয়ে হইলে যদি ঐ টাক্সদায়ি বাটী যে রাস্তায় থাকে তাহার নাম ও ঘরের নম্বর বিশেষ করিয়া লেখা থাকে তাহাতে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টক্রমে এবং এই আইনানুসারে যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির উপর টাক্স বসান যায় সেই টাক্স যদি না দেওয়া যায় তবে সেই বাটীপ্রভৃতির মালিকের জিনিস ও সম্পত্তি যেখানে থাকে ক্রোক হইতে পারে (কেবল পশ্চাৎ লিখিত লুকান জিনিস ও সম্পত্তি বর্জ্জিত থাকিল।) এবং যে বাটীপ্রভৃতির টাক্স নিরূপণ হইয়াছে তাহার মধ্যে যে সকল জিনিস ও সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ক্রোক করণের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক বৎসরের যে টাক্স বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারে। এবং যদি এইমত গতিকে যে ব্যক্তি ঘর ভাড়া করিয়া তাহাতে থাকে তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক হয় তবে ঐ ভাড়াটিয়ার তৎপরে যে ভাড়া দিতে হইবেক তাহাহইতে ঐ টাক্সের টাকা বাদ দিতে পারে ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন এইমত শোবে হয় যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্ট এবং এই আইনানুসারে ক্রোক হওনের যোগ্য জিনিস ও সম্পত্তি কোন অন্তঃপুরের মধ্যে লুক্কায়িত আছে তখন পরওয়ানা জারী করণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক যে কমিস্যনর ঐ পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে তদ্বিষয়ের বিশেষ

রিপোর্ট করিবেন এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টে সেই প্রকার গতিকে জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করণার্থ যেং নিয়ম চলনী আছে সাধ্যপর্য্যন্ত তিনি তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐং কমিস্যনর পশ্চাৎ লিখিত বিষয়ের নিমিত্তে বিধি করিতে পারেন এবং তাঁহারদের প্রতি বিধি করিতে ইহার দ্বারা হুকুম হইতেছে এবং যেমন আবশ্যক বোধ হয় তেমন নূতন বিধি করিতে পারেন অথবা পুরাতন বিধি অন্যথা কি মতান্তর করিতে পারেন অর্থাৎ উক্ত টাক্স নিরূপণ ও আদায় করণের সময় ও প্রকারের বিষয়ি এবং তন্নিমিত্ত যে সম্বাদের আবশ্যক হয় তাহা ব্যক্তিরদিগকে জোর করিয়া দেওয়াওনের বিষয়ি এবং তন্নিমিত্ত উক্ত বিধির দ্বারা যে কর্ত্তব্য কার্য্য কাহারু প্রতি অর্পণ হয় তাহা না করণেতে ঐ ব্যক্তিরদের জরীমানা নিরূপণ করণের বিষয়ি এবং সেই নিমিত্তে ঐং কমিস্যনরের তাবে কর্ম্মকারি ব্যক্তিরদের বাধা জন্মাওনের অপরাধিরদের জরীমানা করণের বিষয়ি নিয়ম কিন্তু কোন গতিকে ঐ জরীমানা ১০০৲ টাকার অধিক হইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বিধিসকল বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব হইবেক এবং তিনি ঐ বিধি মঞ্জুর করিলে পর তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দরপেশ করিবেন এবং তাহা সেইখানে মঞ্জুর হইলে ঐ সকল বিধান আইনের মত বলবৎ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যাবৎ ঐ বিধান এইরূপে প্রস্তুত না হয় এবং মঞ্জুর না হয় তাবৎ কোন টাক্স আদায় হইবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির পূর্ব্বোক্ত টাক্স আদায় করিবার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত যে ক্রোকের পরওয়ানা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রকার ক্রোকী পরওয়ানার দ্বারা ঐং কমিস্যনর উক্ত টাক্সের বকেয়া আদায় করিতে পারেন এবং উক্ত নিয়মানুসারে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা আদায় করিতে পারেন ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত টাক্স ও কর লইয়া প্রথমে ঐ কমিস্যনরের-দের সকল মাহিয়ানা ও সিরিশ্‌তার খরচ এবং বাজেখরচ দেওয়া যাইবেক এবং তৎপরে তাহার সমুদয় টাকা এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল

বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে যেং টাকা ঐং কমিস্যনরকে অর্পণ করিতে হুকুম দেন্ তাহা পশ্চাৎ লিখিত কার্য্যে ব্যয় হইবেক ইতি।

১। শহরের সকল স্থানেতে জল দেওনার্থ পুষ্করিণী ও জলপথ খননকরণ।

২। শহরের যেং স্থানে ঘর অতিঘন আছে সেইং স্থানে রাস্তা এবং চক প্রস্তুত করণ।

৩। অপ্রবাহ জলাশয় পূর্ণকরণ এবং বায়ুর স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের অবরোধ উঠাইয়া দেওন।

৪। পথ ও রাস্তাতে আলো দেওন ও জল দেওন।

৫। পথ ও রাস্তা এবং শহরের নরদমা পরিষ্কার করণ ও মেরামৎ করণ।

৬। এবং সামান্যতঃ শহরের উত্তমতা করণ ও শোভাকরণ।

তফসীল।

	টাকা।
দুই ঘোড়া যোতা স্প্রিঙ্গের উপরে বসান চারি চাকার গাড়ি বৎসরে ...	৩২/
এক ঘোড়ার ঐ ঐ	৭/
এক কি দুই ঘোড়া যোতা স্প্রিঙ্গের উপর দুই চাকার গাড়ি ...	১৬/
কেরাচি গাড়ি ... ... ছকড়া গাড়ি ... . বলদ গাড়ি	৫/
সওয়ারী বড় বা ছোট ঘোড়া	১৮/
গাড়ি টানিবার প্রত্যেক বড় ঘোড়া	২/
ঐ ঐ প্রত্যেক ছোট ঘোড়া কি টাটু	১/
গাড়ি টানিবার কি বোঝা বহিবার প্রত্যেক বলদ	।।০

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৬ নবেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের সময়ে প্রকাশ না হওয়া ত্রুটির বিষয়ে আইনে যে দোষ আছে তাহা শুধরাইবার আইন।

যেহেতুক এমত বিধান আছে যে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার কিম্বা আপালের বিষয়ে যদি এমত দৃষ্ট হয় যে তাহা নির্ব্বাহ করণেতে ত্রুটি হইয়াছিল তবে ঐ ত্রুটি হওনের পরে ঐ মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের যে সকল কার্য্য হয় তাহা অসিদ্ধ এবং যেহেতুক এই বিধানেতে অনেক ক্লেশ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতে যে সকল মোকদ্দমা কিম্বা আপীল এক্ষণে উপস্থিত আছে কিম্বা উত্তর কালে উপস্থিত করা যায় এবং যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর আপীল হইতে পারে সেই সকল মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট কোন ত্রুটি করিলে যদি অন্য পক্ষ সেই ত্রুটি না ধরিয়া মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের কোন কার্য্য করে অথবা সেই অন্য পক্ষ সেইমত কোন কার্য্য করিলে বা না করিলে যদি সেই মোকদ্দমায় কিম্বা আপীলে আদালত ডিক্রী করিয়াছেন তবে ঐ ত্রুটি খণ্ডন হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা কিম্বা আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হওনপ্রযুক্ত অসিদ্ধতার যে দোষ হইয়াছে তাহা খণ্ডনের আইন।

যেহেতুক কোন২ ব্যক্তি রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং যেহেতুক কোন২ গতিকে আদালতের দিবসভিন্ন অর্থাৎ যে২ দিবসে জিলা কিম্বা শহরের আদালত কর্ম্মের নিমিত্ত খোলা ছিল এমত দিবসভিন্ন অন্য২ দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া ঐ কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা রেজিষ্টরীহওয়া কিম্বা আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে রেজিষ্টরীহওয়া কোন দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী আইনমতে সিদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে যাঁহারা রীতিমতে রেজিষ্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা রেজিষ্টরস্বরূপ যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন সেই২ কর্ম্ম তাঁহারা রীতিমতে সেই পদে নিযুক্ত হইলে যেরূপ আইনানুসারে সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক এবং নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের দ্বারা কিম্বা রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়া যাঁহারা ঐ কর্ম্মের ভার পাইয়াছেন তাঁহারদের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম

হইয়াছে সেই সকল কর্ম্ম আদালতের দিবসে করা গেলে যেমন আইনমতে সিদ্ধ হইত তেমনি সিদ্ধ হইবেক ও নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রন্থস্বত্বনামক স্বত্ব নির্ণয় ও প্রবল করণের দ্বারা ঐ দেশের মধ্যে বিদ্যার সাহায্য করণের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যেং ভাগে ইঙ্গলণ্ড দেশের "কামন লা" নামক আইন চলন হইয়াছে সেইং ভাগে গ্রন্থস্বত্ব নামক স্বত্ব ইঙ্গলণ্ড দেশের "ঐ কামন লা" আইনের দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

এবং যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য ভাগে ন্যায় ও যথার্থতার নিয়মের শক্তিক্রমে ঐ স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

এবং যেহেতুক বিদ্যার সাহায্য করণার্থ ইহা বাঞ্ছনীয় যে ঐ স্বত্ব থাকনের বিষয়ে কিছু সন্দেহ না থাকে এবং ঐং দেশের প্রত্যেক ভাগে উক্ত স্বত্ব অনায়াসে প্রবল করা যাইতে পারে।

এবং যেহেতুক "গ্রন্থস্বত্বের আইন সংশোধনের আইন" এই নামবিশিষ্ট বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরীয় আক্ট পার্লিমেণ্টের ৪৫ অধ্যায় যদ্যপি ব্রিটনীয় রাজ্যের সকল ভাগে বিস্তারিত আছে তথাপি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের প্রত্যেক ভাগে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারিরদিগের ঐ স্বত্ব প্রবল করণার্থ উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের দ্বারা উপযুক্ত ও প্রচুর উপায় হইয়াছে কি না এবং যেং ব্যক্তিরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতের এলাকার অনধীন তাঁহারদের দ্বারা বা তাঁহারদের বিরুদ্ধ উক্ত স্বত্ব প্রবল করণার্থ উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টে কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে কি না এইং বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে "১৮৫৪ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখপর্য্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করণের এবং ভারতবর্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর

রাজ্যের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম শাসন করণের আইন” এই নামবিশিষ্ট চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আক্‌ট পার্লিমেন্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর যে প্রত্যেক পুস্তক উক্ত দেশের মধ্যে লেখকের জীবিত সময়ে প্রকাশ হইয়াছে এমত প্রত্যেক পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ব ঐ লেখকের যাবজ্জীবন বজায় থাকিবেক এবং তাঁহার মরণের সময়অবধি গণ্য করিয়া তৎপর সাত বৎসরপর্য্যন্ত থাকিবেক এবং ঐ স্বত্ব সেই লেখক এবং তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সাত বৎসর মিয়াদ যদি ঐ পুস্তক প্রকাশ হওনঅবধি বেয়াল্লিশ বৎসর সমাপ্ত হওনের পুর্ব্বে শেষ হয় তবে সেই গতিকে ঐ গ্রন্থস্বত্ব ঐ বেয়াল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত থাকিবেক। এবং যে প্রত্যেক পুস্তক লেখকের মরণের পর ও শেষোক্ত আক্‌ট পার্লিমেন্ট জারী হওনের পর প্রকাশ হয় তাহাতে গ্রন্থস্বত্ব ঐ পুস্তক প্রথমবার প্রকাশহওনঅবধি বেয়াল্লিশ বৎসর-পর্য্যন্ত থাকিবেক এবং লেখকের যে লিপিহইতে ঐ পুস্তক প্রথমবার মুদ্রিত হয় সেই লিপির অধিকারির সম্পত্তি এবং তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক সর্ব্ব সাধারণ লোকের আবশ্যক গ্রন্থ প্রকাশ হওনের পর তাহা নিবৃত্ত না হয় এতদর্থে উপায় করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যদি এইমত নালিশ করেন যে ঐ দেশের মধ্যে এই আইন জারীহওনের পর প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী ঐ পুস্তকলেখকের মরণানন্তর তাহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে বা প্রকাশ করণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং সেই অস্বীকারের দ্বারা ঐ গ্রন্থ সাধারণ লোকেরা আর পাইতে পারেন না তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে প্রকার এবং যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে এবং সেই নিয়মের অনুসারে ঐ নালিশকারি ব্যক্তিকে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পর-ওয়ানা দিতে পারেন এবং ঐ পরওয়ানাক্রমে ঐ নালিশকারি ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তরে এক রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইবেক এবং তাহার মধ্যে পুস্তকের গ্রন্থ স্বত্বের অধিকারিত্ব এবং তাহা অন্যকে দেওনের নিদর্শন এবং ঐ গ্রন্থ-স্বত্ব সম্পর্কীয় পরওয়ানা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে রেজিষ্টরী হইবেক এবং সকল উপযুক্ত সময়ে কোন ব্যক্তি ঐ রেজিষ্টরী বহীতে যে প্রত্যেক রেজিষ্টর অন্বেষণ করিতে বা দেখিতে চাহেন তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ।।০ আনা দিলে ঐ বহী দেখিতে পারিবেন এবং ঐ কর্ম্মকারকের নিকটে উপযুক্তমতে দরখাস্ত হইলে যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ২) টাকা দেন সেই ব্যক্তিকে আপনার দস্তখৎকরা ঐ বহীর রেজিষ্টরীর এক নকল

দিবেন এবং ঐরূপ দস্তখৎহওয়া নকল সকল আদালতে এবং সকল সরাসরী কার্য্যে প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইবেক এবং ঐ নকল তাহার মধ্যে লিখিত গ্রন্থস্বত্বের অধিকারিত্ব অথবা তাহা অন্যকে দেওনের কিম্বা ঐ পরওয়ানার আদৌ প্রমাণ জ্ঞান হইবেক কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা তাহা খণ্ডন হইতে পারেইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি যদি পূর্ব্বোক্ত রেজিষ্টরী বহীতে জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা রেজিষ্টরী করে বা করায় অথবা যে কোন কাগজ উক্ত বহীর রেজিষ্টরীর নকল নহে তাহা ঐ বহীর নকলস্বরূপ জানিয়া শুনিয়া সাক্ষ্যের ন্যায় উপস্থিত করে বা করায় সেই ব্যক্তি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারীহওনের পর প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী উক্ত সেক্রেটারী সাহেবকে ২) টাকা দিলে ঐ পুস্তকের অনুষ্ঠান এবং তাহা প্রথমবার প্রকাশ করণের সময় এবং প্রকাশকের নাম ও নিবাস এবং উক্ত পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের কিম্বা ঐ স্বত্বের কোন অংশের অধিকারির নাম ও নিবাস এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে ঐ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে লিখিতে পারেন। এবং এইরূপ রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক অধিকারী ঐ গ্রন্থে আপনার লাভ বা আপনার লাভের কোন অংশের দান এবং যাহাকে দান করেন তাঁহার নাম ও নিবাস উক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে তত্তুল্য টাকা দেওনপূর্ব্বক ঐ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী করণের দ্বারা তাঁহার ঐ স্বত্ব কিম্বা ঐ স্বত্বের কোন অংশ দান করিতে পারেন। এবং ঐরূপ রেজিষ্টরীহওয়া দান সকল কার্য্যের ও অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আইনমতে প্রবল হইবেক এবং তাহার কোন ইষ্টাম্প বা মাসুল লাগিবেক না এবং ঐ দান দলীলের দ্বারা করা গেলে যেরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইত সেইরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ছলে উক্ত রেজিষ্টরী বহীতে যে কোন রেজিষ্টরী হয় তাহার দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করেন তবে সেই ব্যক্তি কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টে "মোসন" অর্থাৎ প্রস্তাবের দ্বারা এই দরখাস্ত করিতে পারেন অথবা টরম ছাড়া অন্য সময়ে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের "চেম্বরে" উপবিষ্ট কোন জজ সাহেবের নিকটে এই দরখাস্ত দিতে পারেন যে ঐ রেজিষ্টরী উঠান যায় অথবা মতান্তর হয়। এবং উক্ত আদালতে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত জজ

সাহেবের নিকটে সেইরূপ দরখাস্ত হইলে ঐ আদালত অথবা জজ সাহেব ঐ রেজিষ্টরী উঠাইয়া দেওন বা মতান্তর করণ বা মঞ্জুর করণের বিষয়ে যেরূপ যথার্থ বোধ করেন সেইরূপ খরচা সমেত বা খরচা বিনা হুকুম করিবেন এবং উক্ত সেক্রেটারী সাহেব সেই রেজিষ্টরী উঠাইয়া দেওন অথবা মতান্তর করণের সেই হুকুম দেখিলে সেই হুকুমের বিধানমতে ঐ রেজিষ্টরী উঠাইয়া দিবেন বা মতান্তর করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যে পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ব বর্ত্তমান আছে সেই পুস্তকের অধিকারির লিখিত অনুমতি বিনা যদি কোন ব্যক্তি বিক্রয় অথবা দেশান্তরে প্রেরণের নিমিত্তে সেই পুস্তক মুদ্রিত করেন্ বা মুদ্রিত করান্ অথবা পূর্ব্বোক্ত অনুমতি বিনা বেআইনীমতে মুদ্রিতহওয়া সেইরূপ কোন গ্রন্থ বিক্রয়ার্থে অথবা ভাড়ার নিমিত্তে আপন নিকটে রাখেন তবে সেই অপরাধী যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতের বিশেষ সীমার মধ্যে সেইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে সেই আদালতে সেই বিষয়ে বিশেষ নালিশের যোগ্য হইবেন এবং যদি সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্য কোন ভাগে সেইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে যে জিলার আদালতের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইল সেই জিলার আদালতে তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে এবং ঐ২ আদালতে যেরূপে অন্য কোন ক্ষতির নালিশ উপস্থিত ও নির্ব্বাহ হইতে পারে সেইরূপে এই নালিশের ও নির্ব্বাহ হইবেক। এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের শেষোক্ত যে ভাগে কোন জিলার আদালত না থাকে এমত ভাগে যদি এইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে উক্ত দেশের সেই ভাগে সর্ব্বাপেক্ষা যে উচ্চ আদালতের দেওয়ানীবিষয়ক কর্ত্তৃত্ব থাকে সেই আদালতে তাঁহার নামে নালিশ হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর সেইরূপ কোন পুস্তক নীলাম করণার্থ বা ভাড়া দেওনার্থ কি দেশান্তর প্রেরণার্থ মুদ্রিত করণের বিষয়ে অথবা সেইরূপে বেআইনীমতে মুদ্রিতহওয়া কোন পুস্তক বিক্রয় করণ বা প্রকাশকরণ কি বিক্রয় বা ভাড়া দেওনের উদ্যোগ করণের বিষয়ে অথবা বিক্রয় করাওনের বা প্রকাশ করাওনের অথবা বিক্রয় বা ভাড়া দেওনের উদ্যোগ করাওনের বিষয়ে কিম্বা বিক্রয় বা ভাড়ার নিমিত্তে আপন দখলে রাখণের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে এই আইনের বিধির অনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা হইলে আসামী তাহার জওয়াব দেওনসময়ে ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে যে আপত্তির উপরে নির্ভর করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার এত্তেলা লিখনের দ্বারা ফরিয়াদীকে দিবেন এবং যদি তাঁহার জওয়াবের এই ভাব হয় যে ঐ মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই নালিশের দ্বারা যে পুস্তকে গ্রন্থস্বত্বের

দাওয়া করেন সেই পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রকাশক নহেন অথবা সেই পুস্তকের গুপ্তস্বত্বের অধিকারী নহেন কি ফরিয়াদীছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সেই পুস্তকের লেখক কিম্বা আদিপ্রকাশক ছিলেন অথবা তাহাতে গুপ্তস্বত্বের অধিকারী আছেন তবে আসামী যে ব্যক্তি ঐ পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রকাশক অথবা গুপ্তস্বত্বের অধিকারী বলেন সেই ব্যক্তির নাম এবং সেই গ্রন্থের অনুষ্ঠান এবং যে সময়ে ও যে স্থানে ঐ পুস্তক প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল তাহা ঐ এত্তেলার মধ্যে বিশেষ করিয়া লিখিবেন। এবং যদি সেই মোকদ্দমার আসামী এইরূপ না করেন তবে সেই মোকদ্দমার বিচার অথবা শুনানির সময়ে সেই ব্যক্তি এইমত কোন প্রমাণ দিতে পারিবেন না যে ঐ মোকদ্দমার ফরিয়াদী যে পুস্তকে পূর্ব্বোক্তমতে গুপ্তস্বত্বের দাওয়া করেন সেই পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রকাশক ছিলেন না কিম্বা তাহাতে গুপ্তস্বত্বের অধিকারী নহেন। এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার অথবা শুনানির সময়ে আসামী উক্ত এত্তেলাতে যেং আপত্তি করিয়াছিলেন তাহা ছাড়া অন্য কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না এবং তিনি এই আপত্তি করিতে পারিবেন না যে ঐ এত্তেলার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সেই পুস্তকের লেখক কি আদিপ্রকাশক কি গুপ্তস্বত্বের অধিকারী অথবা যে বহীর অনুষ্ঠান ও প্রকাশ করণের সময় ও স্থান তাহার এত্তেলার নির্দ্দিষ্ট বহীর অনুষ্ঠান ও প্রকাশ করণের সময় ও স্থানের সঙ্গে বাস্তবিক না মিলে এমত কোন পুস্তক আপনার জওয়াব সাব্যস্ত করণার্থ প্রমাণস্বরূপ দিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা পূর্ব্বোক্ত কোন জিলার আদালতে বা স্থানীয় আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে আসামী যে আপত্তির উপর নির্ভর করিতে স্থির করিয়াছেন তাহা এবং উক্ত ৮ ধারার বিধানক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে উপস্থিত নালিশ বা মোকদ্দমায় যে সকল বিষয় আপনার এত্তেলানামাতে লিখিয়া দিতে হয় সেই সকল বিষয় আপনার জওয়াবে লিখিবেন। এবং যদি আসামী তাহা না করেন তবে উক্ত ৮ ধারামতে আপন এত্তেলানামার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন কথা না লিখিলে যেং বিষয়ে অপারক হইতেন ঐ জওয়াবে নির্দ্দিষ্ট কোন কথা লিখিতে ক্রুটি করিলে সেইং বিষয়ে অপারক হইবেন ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন গুপ্তপ্রকাশক অথবা অন্য ব্যক্তি উক্ত রাজ্যের মধ্যে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বা তাহার সময়ে কিম্বা চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আক্ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পরে যদি কোন

এনসাইক্লোপিডিয়া অথবা রিবিউ কি মাগাজিন বা কোন সাময়িক গ্রন্থ অথবা বিশেষ খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিতব্য কোন পুস্তক অথবা কোন প্রকার পুস্তক কল্পনা করিয়াছেন বা সম্পাদন করিয়াছেন কি চালাইয়াছেন অথবা ইহার পর কল্পনা কিম্বা সম্পাদন করেন্ বা চালান্ অথবা উক্ত প্রকার কোন পুস্তকের মালিক হন্ এবং তাহা রচিবার জন্যে কি তাহার মধ্যে অথবা তাহার অংশের ন্যায় প্রকাশ হওনের নিমিত্তে কোন বালম অথবা ভাগ কি এসে বা আর্টিকেল অথবা তাহার খণ্ড রচিবার জন্যে কোন ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন বা নিযুক্ত করেন্ এবং সেই গ্রন্থ বা বালম কি ভাগ বা এসে অথবা আর্টিকেল কিম্বা তাহার খণ্ড সেই বন্দোবস্তঅনুসারে এই নিয়মক্রমে রচনা হইয়াছে বা উত্তর কালে রচনা হয় যে তাহার মধ্যে গ্রন্থস্বত্ব সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্পাদকের থাকিবেক এবং সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্পাদক তাহার মূল্য দিবেন তবে ঐরূপ প্রত্যেক এনসাইক্লোপিডিয়া ও রিবিউ ও মাগাজিন ও সাময়িক গ্রন্থের এবং খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত পুস্তকের এবং সেইরূপ রচিত ও মূল্যদেওয়া প্রত্যেক বালম ও ভাগ ও এসে ও আর্টিকেল ও অংশের গ্রন্থস্বত্ব ঐ অধিকারি ও কল্পনাকারক ও প্রকাশক ও সম্পাদকের সম্পত্তি হইবেক এবং সেই ব্যক্তি ঐ২ গ্রন্থের রচক হইলে যে২ স্বত্ব পাইতেন সেই২ স্বত্ব ভোগ করিবেন এবং এই আইনের দ্বারা পুস্তকরচকদিগকে গ্রন্থস্বত্বের যে মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে সেই মিয়াদ তাঁহার থাকিবেক। কিন্তু রিবিউ ও মাগাজিন ও সেই প্রকার অন্যান্য সাময়িক গ্রন্থের অন্তঃপাতি ও তাহার মধ্যে প্রথমবার প্রকাশিত এসে ও আর্টিকেল অথবা ভাগের বিষয়ে এই হুকুম হইল যে তাহা প্রথমবার প্রকাশহওনঅবধি আটাইশ বৎসর মিয়াদের পর তাহা স্বতন্ত্ররূপ প্রকাশ করণের স্বত্ব এই আইনের নিরূপিত মিয়াদের অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত রচকের প্রতি পুনর্ব্বার অর্পণ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ আটাইশ বৎসর মিয়াদের মধ্যে ঐ পুস্তকের অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক কি প্রকাশক বা সম্পাদক রচক কিম্বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি না পাইয়া ঐ এসে অথবা আর্টিকেল কি ভাগ আলাহিদা বা একং করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি পুর্ব্বোক্তমতে কোন বিষয় রচনা করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছেন বা উত্তর কালে নিযুক্ত হন্ সেই ব্যক্তি যদি কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বন্দোবস্তের দ্বারা আপনার রচিত বিষয় আলাহিদারূপে প্রকাশ করিতে আপনার সেইরূপ অধিকার রক্ষা করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে রক্ষা করেন সেই ব্যক্তির আলাহিদারূপে তাহা প্রকাশ করিতে যে অধিকার আছে সেই অধিকার এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা মতান্তর কি লোপ হইবেক না। কিন্তু যে প্রত্যেক রচক সেইরূপ অধিকার রক্ষা করিয়াছেন বা স্বহস্তে রাখিয়াছেন বা যে রচকের সেই অধিকার থাকে সেই ব্যক্তি আলাহিদারূপে প্রকাশিত সেই রচনাতে এই আইনের বিধির অনুসারে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী হইবেন এবং সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্পাদকের কিছু স্বত্ব হানি হইবেক না ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন এনসাইক্লোপিডিয়া কি রিবিউ অথবা মাগাজিন অথবা কোন সাময়িক পুস্তকে বা খণ্ড কি ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী যদি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের দপ্তরের রেজিষ্টরী বহীতে ঐ এনসাইক্লোপিডিয়া অথবা রিবিউ কি সাময়িক পুস্তক অথবা খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত পুস্তকের অনুষ্ঠান এবং প্রথম বালম কি ভাগ কি নম্বর প্রথমবার প্রকাশকরণের সময় অথবা সেইরূপ যে কোন গ্রন্থ ইহার পুর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে এবং চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আক্ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারীহওনের পর প্রকাশ হইয়াছে সেইরূপ কোন পুস্তকের যে প্রথম বালম অথবা নম্বর কি ভাগ এই আইন জারীহওনের পর প্রথম প্রকাশ হয় তাহা প্রকাশ করণের সময় এবং ঐ পুস্তকের মালিকের নাম ও বাসস্থান এবং ঐ গ্রন্থের প্রকাশক তাহার মালিক না হইলে সেই প্রকাশকের নাম ও নিবাস লেখেন তবে এই আইনানুসারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরে রেজিষ্টরী করণে যে সকল উপকার হয় সেই ব্যক্তি সেই সকল উপকার পাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সকল পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ব আছে এবং যে স্বত্ব উক্ত রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী হইয়াছিল তাহার যত নকল ঐ গ্রন্থস্বত্বের রেজিষ্টরীহওয়া মালিকের লিখিত ও দস্তখৎকরা অনুমতিব্যতিরেকে বেআইনীমতে মুদ্রিত হয় সেই সকল নকল ঐ গ্রন্থস্বত্বের যে মালিক তদ্রূপে রেজিষ্টরী হইয়াছিলেন তাঁহারি সম্পত্তি হইবেক এবং ঐ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক লিখনের দ্বারা তাহার দাওয়া করণের পর তাহার বাবৎ নালিশ করিতে পারেন এবং তাহা পাইতে পারেন অথবা তাহা আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ মোকদ্দমা যদ্যপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে হয় তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক যে ব্যক্তি ঐ পুস্তক আটক করেন তাঁহার নামে আটকের বিষয়ি মোকদ্দমার দ্বারা ঐ সকল পুস্তক পাইবার বিষয়ে অথবা তাহা আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন এবং তাহা পাইতে পারেন অথবা ট্রোবরনামক মোকদ্দমায় আপনার ন্যায় ব্যবহার করণের ক্ষতি পাইবার জন্যে নালিশ করিতে পারেন এবং যদি সেই মোকদ্দমা জিলার আদালতের অথবা পুর্ব্ববৎ স্থানীয় কোন আদালতের এলাকার মধ্যে হয় তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক ঐ জিলা অথবা অন্য স্থানীয় আদালতে বিশেষ অস্থাবর সম্পত্তি পাইবার বিষয়ে বা তাহা আটক কিম্বা আপনার ন্যায় ব্যবহার

করণের ক্ষতির বিষয়ে যে প্রকার নালিশ করণের রীতি আছে সেইরূপে ঐ পুস্তকের বিষয়ে অথবা তাহা আটক কি আপনার ন্যায় ব্যবহার করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আক্ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর যে পুস্তক প্রথমবার প্রকাশ হয় তাহার গ্রন্থস্বত্বের মালিক যদি নালিশ বা মোকদ্দমা কি কার্য্যের আরম্ভ করণের পূর্ব্বে এই আইনের বিধির অনুসারে উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে সে গ্রন্থ রেজিষ্টরী না করিয়া থাকেন তবে ঐ গ্রন্থস্বত্বের লঙ্ঘনের বিষয়ে আইনমতে অথবা একুটি পক্ষে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা বা কোন সরাসরী কার্য্য এই আইনের বিধির অনুসারে করিতে পারিবেন না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐরূপ রেজিষ্টরী বহীতে রেজিষ্টরী করণের ত্রুটিপ্রযুক্ত কোন বহীর গ্রন্থস্বত্বের কিছু হানি হইবেক না এবং ঐ স্বত্ব উল্লঙ্ঘন করণের বিষয়ে নালিশ বা কার্য্য করণের হকের কিছু হানি হইবেক না কেবল ঐ স্বত্ব উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে এই আইনের বিধির অনুসারে নালিশ বা কার্য্য করণের অধিকার রেজিষ্টরী না করিলে থাকিবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এই আইনানুসারে কোন কার্য্যকরণের বিষয়ে বা করাওনের বিষয়ে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা আরম্ভ হয় বা করা যায় তবে আসামী বা আসামীরা সেই নালিশে "জেনরল ইস্যুর" জওয়াব দিতে পারেন্ এবং বিশেষ বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারেন্ এবং যদি এইমত কোন নালিশে আসামীর পক্ষে ডিক্রী হয় এবং যদি ফরিয়াদী ননসুট হন অথবা আপনার নালিশহইতে ক্ষান্ত হন তবে আসামী আপনার সম্পূর্ণ খরচা ফিরিয়া পাইতে পারেন্ এবং শেষোক্ত আদালতে কোন মোকদ্দমার আইনের দ্বারা আসামী যে প্রতিকার পাইতে পারেন সেইরূপ প্রতিকার পাইতে পারিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে যে অপরাধ হয় তাঁহার নিমিত্তে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা এবং বিল ও ইণ্ডাইটমেণ্ট ও এজহার ও অন্য ফৌজদারী কার্য্য হয় তাহা অপরাধ করণের পর বারো মাসের মধ্যে করিতে হইবেক ও নালিশ আরম্ভ করিতে হইবেক নতুবা তাহা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওন সময়ে

বিশেষ যে কোন স্বত্ব বর্ত্তমান থাকে এবং বিশেষরূপে এই আইনের দ্বারা তাহার বিষয়ে কোন হুকুম না হইয়া থাকে সেই স্বত্ব এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা হানি বা মতান্তর হইবেক না। এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল চুক্তি বা বন্দোবস্ত কি নির্ব্বন্ধ এবং তৎসম্পর্কীয় সকল প্রতিকার হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক এবং এই আইনের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

তফসীল।

১ নম্বর।

গ্রন্থের বা গ্রন্থস্বত্বের অধিকারিত্বের প্রথমতঃ লিখনের পাঠ।

লিখিবার সময়	পুস্তকের নাম	প্রকাশকের নাম ও প্রকাশ করণেরস্থান	গ্রন্থস্বত্বের অধিকারির নাম ও নিবাস	প্রথমবার প্রকাশ হওনের তারিখ

২ নম্বর।

পূর্ব্বে রেজিষ্টরী হওয়া পুস্তকের স্বত্বের দানকরণের নিদর্শনের পাঠ।

লিখিবার তারিখ	পুস্তকের নাম	গ্রন্থস্বত্বের দান কর্ত্তা	যাহাকে গ্রন্থস্বত্ব দান করাযায়
	পুস্তকের নাম লেখ এবং ঐ গ্রন্থস্বত্ব রেজিষ্টরীবহীর যে পৃষ্ঠায় প্রথম লেখাগেল তাহা লেখ		

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবিংশত্তিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে কলিকাতা শহরের পারিপাট্য করণার্থ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ধার্য্য করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক শহর কলিকাতা পরিপাটী করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিয়োগের দ্বারা কতক এবং করদেওনিয়ারদের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর সংস্থাপন করণের এই নামবিশিষ্ট ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের দ্বারা ঐ২ কমিস্যনর নিযুক্ত এবং মনোনীত করণের বিধান হইয়াছিল অথবা মনোনীত করণের ত্রুটি হইলে উক্ত সকল কমিস্যনরের নিযুক্ত করণের বিধান হইয়াছিল।

এবং যেহেতুক ঐ২ কমিস্যনরকে উক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে খরীদ করিতে এবং ধার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওনের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে।

এবং যেহেতুক এমত সম্ভাবনা আছে যে পরোপকারী এবং উৎসাহান্বিত ব্যক্তিরা উক্ত শহরের পারিপাট্য ও শোভা করণের সাহার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে দানপত্র অথবা উইলের দ্বারা ঐ২ কমিস্যনরকে স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের এবং কলিকাতানিবাসিরদের নিমিত্তে ও তাঁহারদের পক্ষে ট্রুষ্টি হইবেন এবং "শহর কলিকাতার পারিপাট্য করণার্থ কমিস্যনর" এই নামে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে আইন পক্ষে এবং একুটি পক্ষে নালিশ করিবেন এবং সেই নামে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক এবং তাঁহারদের এক সাধারণ মোহর হইবেক এবং উক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ট্রুষ্টিস্বরূপ তাঁহারা ভূমি ও বাটী ও অধিকৃত বিষয় ও জিনিস ও দ্রব্য ও অন্য সম্পত্তি লইতে ও খরীদ করিতে ও ধার্য্য করিতে ক্ষমতা পাইবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন ঐ২ কমিস্যনরের অথবা তাঁহারদের অধিকাংশের বোধ হয় যে উক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে কোন বাটী অথবা এমারৎ কি ভূমি খরিদ করা আবশ্যক তখন ঐ২ কমিস্যনর সেই বিষয় বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের নিকটে জ্ঞাত করিবেন এবং যদি তিনি তাহাতে সম্মত হন্ তবে ঐ বাটী অথবা এমারৎ কি ভূমির মালিকেরদের সঙ্গে তাহা খরীদের জন্যে কথোপকথন করিতে পারেন্ কিন্তু ঐ শ্রীযুত গবরনর সাহেবের অনুমতি বিনা তাহা করিতে পারেন্ না এবং যদি ঐ মালিকেরদের সঙ্গে তাঁহারা ঐক্য হইতে না পারেন্ অথবা পশ্চাৎ লিখিত বিধিমতে যদি ঐ মালিকের ক্ষতিপুরণের টাকার সংখ্যা সালিসের দ্বারা স্থির করা না যায় তবে ঐ২ কমিস্যনর জুরি আহ্বান করিতে কলিকাতার সরিফ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ সরিফ সাহেব অগৌণে ঐ বাটী এবং এমারৎ ও ভূমি এবং তৎসম্পর্কীয় সকল বিষয় খরীদ করণার্থ তাহার মালিক বা মালিকেরদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে মূল্য দিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণার্থ পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে এক জুরি তলব করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক যে২ গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারৎ বন্দোবস্তক্রমে খরীদ করিতে পারেন্ সেই২ গতিকের বিষয়ে নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারৎ এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক এবং এই আইনের দ্বারা লইতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ভূমিপ্রভৃতির মালিকেরদের সঙ্গে এবং সেই ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারতে যে২ ব্যক্তির কোন স্বত্ব অথবা লাভ থাকে তাঁহারদের সঙ্গে অথবা যে২ ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা কি অন্য কোন ক্ষমতা বা শক্তির দ্বারা ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্ সেই২ ব্যক্তির সঙ্গে ঐ ভূমি কিম্বা বাটী অথবা এমারৎ অথবা তাহার যে অংশ তাঁহারদের উচিত বোধ হয় তাহা এবং ঐ২ ভূমিতে সকল প্রকার স্বত্ব ও লাভ চূড়ান্তরূপে খরীদ করণার্থ বন্দোবস্ত করিতে ঐ২ কমিস্যনরকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বাটী কি এমারৎ অথবা ভূমি অথবা তাহার কোন স্বত্ব অথবা লাভ যে ব্যক্তিরদের থাকে অথবা যে ব্যক্তিরদের দখলে থাকে কি তাহাতে যে২ ব্যক্তিরদের অধিকার থাকে সেই ব্যক্তিরা ঐ২ কমিস্যনরকে তাহা বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে এবং খালাস করিতে পারেন্ এবং তন্নিমিত্তে যে সকল বন্দোবস্তের আবশ্যক হয় তাহা করিতে পারেন্ এবং বিশেষতঃ পশ্চাৎ লিখিত যে সকল বা যে কোন এক ব্যক্তি পুর্ব্বোক্তমতে সেই প্রকার ভূমিপ্রভৃতির স্বত্ব বা দখল

কি অধিকার রাখেন তাঁহারদিগের তাহা বিক্রয় করিতে এবং অর্পণ করিতে কি খালাস করিতে ক্ষমতা থাকিবেক বিশেষতঃ চার্টরপ্রাপ্ত সকল সমাজ এবং মৌরুশী অথবা যাবজ্জীবন রাইয়ত অথবা যে বিবাহিতা স্ত্রী আপন হকে অথবা স্ত্রীধনের হকে কোন সম্পত্তির ধার্য্য করিতেছে তাহারা এবং সংসারাধ্যক্ষ এবং বাতুল ও উন্মাদের কমিটি এবং পরোপকারার্থ বা অন্য অভিপ্রায়ে যেং ট্রুষ্টি অথবা "ফিয়ফি" ট্রুষ্ট-স্বরূপ কোন সম্পত্তি ধার্য্য করেন্ এবং অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং এই প্রকার যে ভূমি দখলে থাকে অথবা স্ত্রীধনের স্বত্বের দায়ী কি এক আয়ুঃ অথবা অনেক আয়ুঃ অথবা কতক বৎসরের নিমিত্তে বা তাহাহইতে কম সময়ের নিমিত্তে কোন পাট্টার দায়ী সেই প্রকার ভূমির খাজানা এবং প্রাপ্তি পাইবার যেং ব্যক্তির কোন মিয়াদী হক আছে সেইং ব্যক্তি। এবং পুর্ব্বোক্তমতে বিক্রয় করণের এবং হস্তান্তর করণের অথবা খালাস করণের শক্তি ঐং ব্যক্তি কেবল আপনারদের নিমিত্তে এবং তাঁহারদের উত্তরাধিকারি ও অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং তৎস্থলাভিষিক্তেরদের নিমিত্তে করিতে পারেন্ এমত নহে কিন্তু তাঁহারদের পর যে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই ভূমিতে স্বত্ব হইবেক বা হইবার সম্ভাবনা আছে সেই ব্যক্তিরদের নিমিত্তে করিতে পারেন্ এবং সেই বিবাহিতা স্ত্রী ও নাবালগ ও বাতুল ও উন্মাদ অক্ষম না হইলে এই আইনের ক্ষমতা-নুসারে যেরূপে ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিতেন সেইরূপে বয়ঃপ্রাপ্তা বা অপ্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা স্ত্রী অবিবাহিতা এবং বয়ঃপ্রাপ্তার ক্ষমতানুসারে এবং নাবালগেরদের পক্ষে তাঁহারদের সংসারাধ্যক্ষ এবং বাতুল ও উন্মাদেরদের যাহার যে কমিটি তাহার পক্ষে সেই কমিটি ভূমি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন্ এবং যাঁহারদের নিমিত্তে ট্রুষ্টি হইতেছে তাঁহারা নাবালগ হইলে বা অজাতসন্তান হইলে বা বাতুল কি বিবাহিতা স্ত্রী বা অন্য ব্যক্তি হইলে এবং অপারক না হইলে এই আইনের ক্ষমতানুসারে যেং কর্ম্ম করিতে পারিতেন সেইং কর্ম্ম তাঁহারদের ট্রুষ্টি ও একসেকিউটর এবং আডমিনিষ্ট্রেটর করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির কোন প্রকার অক্ষমতা বা অপারকতা থাকে এবং কেবল এই আইনের বিধানানুসারে ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিবার শক্তি আছে সেই ব্যক্তির স্থানে খরীদ করা অথবা লওয়া কোন ভূমি কি বাটী বা এমারতের বাবতে খরীদের যে টাকা বা মূল্য কি ক্ষতি পূরণ দিতে হইবেক তাহা এবং ঐ প্রকার কোন ভূমির কি বাটীর বা এমারতের যে কোন চিরস্থায়ি ক্ষতি বা লোকসান হইয়াছে তাহা পূরণার্থ যে টাকা দিতে হইবেক তাহা পশ্চাৎ নির্দিষ্টমতে তলবহওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা প্রত্যেক গতিকে ধার্য্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে যে ভূমি বা

বাটী কি এমারৎ খরীদ করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ভূমিপ্রভৃতিতে যে কোন ব্যক্তির রাইয়তী স্বত্ব বা মালিকী স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের সঙ্গে সেই ভূমির বার্ষিক ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার কোন অংশ উক্ত কমিস্যনরেরদের নিকটে বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্। কিন্তু এমত গতিকছাড়া ঐ প্রকার ভূমি বা বাটী কি এমারৎ খরীদের নিমিত্তে অথবা তাহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তন্নিমিত্তে যাহা দিতে হইবেক তাহা একেবারে মোট টাকায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরীদকরা ভূমি বা বাটী কি এমারৎ হস্তান্তর করণের সময়ে যে বার্ষিক ভাড়া ধার্য্য হয় তাহা যে কর আদায় ও উসুল করিতে এই আইনে পশ্চাতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই করের শিরে পড়িবেক এবং সেই ভাড়া দিবার সময় হইলে উক্ত কমিস্যনরেরা তাহা দিবেন এবং যদি কোন সময়ে ঐ ভাড়া দেয় হইলে এবং তাহার বিষয়ে লিখিত দাওয়া হইলে পর তাহা ত্রিশ দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে ঐ ভাড়াপাওনিয়া ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে উক্ত কমিস্যনরেরদের নামে ঐ পাওনা টাকার বাবতে নালিশ করিয়া তাহা খরচা সমেত আদায় করিতে পারিবেন ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা ঐ কমিস্যনরেরা যে ভূমি বা বাটী কি এমারৎ খরীদ করিতে বা লইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন সেই ভূমিপ্রভৃতি খরীদ করিতে বা লইতে তাঁহারদের আবশ্যক হইলে তাঁহারা ঐ ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির লাভ আছে তাঁহারদিগকে অথবা যেং ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় এবং হস্তান্তর কি খালাস করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহারদিগকে অথবা ঐ ব্যক্তিরদের মধ্যে যাঁহারা যথোচিত অনুসন্ধানের পর উক্ত কমিস্যনরেরদের জ্ঞাতসার হন্ তাঁহারদিগকে এক এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলার দ্বারা সেইং ব্যক্তির স্থানে সেই ভূমিতে তাঁহারদের যে সত্ত্ব ও লাভ থাকে তাহার এবং সেই ভূমির সম্পর্কে তাঁহারা যে দাওয়া রাখেন তাহার বিবরণ তলব করিবেন এবং যে ভূমির আবশ্যক থাকে তাহার সকল বেওরা সেই এত্তেলাতে থাকিবেক এবং তাহাতে এই লেখা থাকিবেক যে ঐ ভূমিপ্রভৃতি খরীদ করিবার নিমিত্তে এবং সরকারী এমারৎ স্থাপনে যে সকল ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় তাহা পূর্ণ করিয়া দেওনার্থ বন্দোবস্ত করিতে ঐং কমিস্যনর ইচ্ছুক আছেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার ভূমি বা বাটী কি এমারতে যে ব্যক্তির

লাভ থাকে অথবা যে ব্যক্তি তাহা বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখেন সেই ব্যক্তিরদের উপর উক্ত কমিস্যনরেরদের যে সকল এত্তেলা জারী করিতে হয় তাহা হয় সেইং ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবেক নতুবা তাঁহারা শেষে যে স্থানে সামান্যতঃ বাস করিতেন তাহা উত্তম অনুসন্ধানের পর জানা যাইতে পারিলে সেই স্থানে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং যদি সেই প্রকার কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে না থাকেন অথবা বিলক্ষণ অনুসন্ধানের পর তাঁহার খোজ না পাওয়া যায় তবে সেই এত্তেলা ঐ ভূমির দখীলকারের হাতে দেওয়া যাইবেক অথবা যদি সেই প্রকার কোন দখীলকার না থাকেন তবে সেই ভূমিতে দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইতে হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি কোন ক্ষতিপুরণের বিষয়ে দাওয়া করেন সেই ব্যক্তি যদি তাহা সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে চাহেন এবং কমিস্যনরেরা পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে ঐ ভূমির বিষয়ে জুরি তলব করিতে সরিফ সাহেবকে আপনারদের পরওয়ানা দিবার পুর্ব্বে যদি লিখনের দ্বারা আপনার সেই ইচ্ছার এত্তেলা ঐ কমিস্যনরদিগকে দেন এবং যদি সেই এত্তেলার মধ্যে যে ভূমির বাবতে ঐ ব্যক্তি ক্ষতিপুরণের দাওয়া করেন সেই ভূমিতে তাঁহার যেং প্রকার লাভ থাকে তাহা এবং ক্ষতিপুরণের টাকার সংখ্যা লেখা থাকে তবে সেই বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু ক্ষতিপুরণের দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তি যদি পুর্ব্বোক্তমতে ঐ ক্ষতিপুরণের বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে পুর্ব্বোক্তমতে আপনার ইচ্ছা না জানান অথবা সেই বিষয় সালিসীতে অর্পণ হইলে যদি সালিসেরা অথবা মধ্যস্থ ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে তাহারদের বা তাহার ফয়সলা দাখিল না করেন অথবা যদি কোন চূড়ান্ত ফয়সলা না করেন্ তবে ঐ ক্ষতিপুরণের বিষয় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে বিরোধি ক্ষতিপুরণের বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে এই আইনক্রমে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এইমত কোন বিষয় উত্থিত হইলে যদি উভয় পক্ষ ব্যক্তি এক জন সালিসকে নিযুক্ত করণের বিষয়ে ঐক্য না হন্ তবে একং পক্ষ ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রার্থনাক্রমে একং জন সালিস মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন এবং সেই বিরোধ ঐ দুই সালিসের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরদের পক্ষে সালিস নিযুক্ত করিতে হইলে উক্ত কমিস্যনরেরদের দুই জনের অথবা উক্ত দুই কমিস্যনরের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুহুরীরের দস্তখৎক্রমে নিযুক্ত হইবেন। এবং অন্য পক্ষের দ্বারা সালিস নিযুক্ত হইলে সেই ব্যক্তির দস্তখৎক্রমে তিনি নিযুক্ত হইবেন অথবা যদি সেই ব্যক্তিরা চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ হন তবে ঐ সমাজের সাধারণ মোহরক্রমে সালিস নিযুক্ত হইবেন। এবং ঐ নিয়োগপত্র

ঐ সালিস বা সালিসদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং যে ব্যক্তি সেই নিয়োগপত্রে দস্তখৎ করেন তিনি ঐ সালিস মানন স্বীকার করিয়াছেন ইহা ঐ পত্রের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। এবং এইরূপে নিযুক্ত হইলে কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি বিনা ঐ সালিস রহিত করিতে পারিবেন না এবং উভয় পক্ষের কোন এক জন মরিলেও সালিস রহিত হইবেক না। এবং এমত বিরোধ উত্থিত হইলে পর এবং যে বিষয় সালিসীতে অর্পণ হওনের মানস আছে তাহার বেওরাযুক্ত এক লিপির দ্বারা এক পক্ষের ব্যক্তি অন্য পক্ষের উপর সালিস নিযুক্ত করণের দাওয়া জারী করিলে যদি শেষোক্ত ব্যক্তি দাওয়া জারী হইলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে সালিস নিযুক্ত না করেন্ তবে সেই ত্রুটি হইলে পর যে ব্যক্তি সালিসের দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং আপনার নিমিত্তে এক সালিস নিযুক্ত করিয়াছেন সেই ব্যক্তি সেই সালিসকে উভয় পক্ষের তরফে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং সেই সালিস তৎপরে বিরোধি বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং এইরূপ হইলে ঐ এক জন সালিসের নিষ্পত্তি অথবা ফয়সলা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ অর্পিত বিষয় নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে যদি উভয় পক্ষের এক জনের নিযুক্ত সালিস মরেন অথবা কার্য্যাক্ষম হন্ তবে যে ব্যক্তি ঐ সালিসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি তাঁহার এওজে অন্য কোন ব্যক্তিকে লিখনের দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং অপর পক্ষ তন্নিমিত্তে লিখনের দ্বারা তাঁহাকে যে এত্তেলা দেন্ তাহার পর যদি সাত দিনপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি সালিস নিযুক্ত না করেন্ তবে ঐ অবশিষ্ট অর্থাৎ অপর পক্ষের সালিস বিরোধি বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং যে প্রত্যেক সালিস পূর্ব্বোক্তমতে অন্যের এওজে নিযুক্ত হন্ সাবেক সালিসের মরণ অথবা অক্ষম হওনের সময়ে তাঁহার যে শক্তি ও ক্ষমতা ছিল তিনি সেই শক্তি ও ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হন্ সেই স্থলে ঐ সালিসেরা অর্পিত বিষয়ের বিচার আরম্ভ করণের পূর্ব্বে লিখনের দ্বারা আপনারদের দস্তখৎক্রমে এক জন মধ্যস্থ মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন এবং যেং বিষয়ে তাঁহারদের ঐক্য না হইতে পারে অথবা যেং বিষয় এই আইনের বিধানানুসারে ঐ মধ্যস্থের প্রতি অর্পণ হয় সেইং বিষয় তিনি নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদি ঐ মধ্যস্থ মরেন অথবা কর্ম্মাক্ষম হন্ তবে তাঁহার সেই মরণ অথবা অক্ষমতার পর তাঁহারা অগৌণে আর এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ মধ্যস্থের প্রতি অর্পিত সকল বিষয়েতে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত উভয়ের কোন এক গতিকে যদি ঐ সালিসেরা এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করেন্ অথবা ঐ সালিসসম্পর্কীয় কোন পক্ষের দাওয়ার পর সাত দিনের মধ্যে যদি তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে ত্রুটি করেন তবে শহর কলিকাতার কোন দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সালিসের সম্পর্কীয় উভয় পক্ষের কোন এক জনের দরখাস্তক্রমে এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন এবং যে২ বিষয়ে সালিসেরদের ঐক্য না হয় সেই২ বিষয়ে অথবা ঐ মধ্যস্থের নিকটে এই আইনক্রমে যে২ বিষয় অর্পণ হয় সেই২ বিষয়ে ঐ মধ্যস্থের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্টমতে যদি কেবল এক জন সালিস নিযুক্ত হন এবং তিনি আপনার ফয়সলা করণের পুর্ব্বে মরেন্ অথবা অক্ষম হন্ তবে ঐ সালিস নিযুক্ত না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাঁহার প্রতি অর্পিত বিষয় এই আইনের নিয়মানুসারে নিযুক্ত সালিসেরদের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হইলে যদি সালিসেরদের মধ্যে কোন এক জন কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন্ অথবা নিযুক্ত হওনের পর সাত দিনপর্য্যন্ত কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন তবে অপর সালিস বিরোধি বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ এবং ঐ অপর সালিস উভয় পক্ষের দ্বারা একই সালিসরূপে নিযুক্ত হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাঁহার নিষ্পত্তি প্রবল হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহারদের মধ্যে কেহ পুর্ব্বোক্তমতে কার্য্য করিতে অস্বীকৃত না হন্ অথবা ত্রুটি না করেন্ তথাপি ঐ সালিসেরদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার নিযুক্ত হওনের পর যদি একুশ দিনপর্য্যন্ত ঐ সালিসেরা আপনারদের ফয়সলা না করেন্ অথবা ঐ উভয় সালিস আপনারদের দস্তখৎক্রমে ফয়সলার নিমিত্তে যদি অধিক মিয়াদ নিরূপণ করেন আর সেই অধিক মিয়াদের মধ্যে যদি তাঁহারা ফয়সলা না করেন্ তবে তাঁহারদের প্রতি অর্পিত বিষয় পুর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত মধ্যস্থের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সালিসেরা অথবা তাঁহারদের মধ্যস্থ উভয়

পক্ষের কোন এক জনের দখলে অথবা অধীনে থাকা যে কোন দলীলদস্তাবেজ বিরোধি বিষয় নিষ্পত্তি করণার্থে আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা ঐ২ সালিস বা ঐ মধ্যস্থ তলব করিতে পারেন্ এবং উভয় পক্ষ ব্যক্তির অথবা তাঁহারদের সাক্ষিরদের শপথ বা প্রতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লইতে পারেন্ এবং তন্নিমিত্তে যে শপথ বা প্রতিজ্ঞার আবশ্যক হয় তাহা করাইতে পারেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার পুর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কোন সালিস বা মধ্যস্থ তাঁহার প্রতি অর্পিত বিষয় বিবেচনা করণের পুর্ব্বে কলিকাতার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে পশ্চাৎ লিখিত প্রতিজ্ঞা করিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

আমি অমুক ধর্ম্মতঃ এবং সরলতাপুর্ব্বক জানাইতেছি যে ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের বিধির অনুসারে আমার প্রতি অর্পিত বিষয় আমার বুদ্ধি ও সাধ্যপর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ও যথার্থরূপে শুনিব ও নিষ্পত্তি করিব।

শ্রী অমুক।

আমার সম্মুখে করা গেল
ও দস্তখৎ হইল। শ্রী অমুক

এবং ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র ঐ ফয়সলার শেষে সংযুক্ত হইবেক এবং যদি কোন সালিস অথবা মধ্যস্থ ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করণের পর জানিয়া শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন্ তবে তিনি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেন।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ সালিসীর সকল খরচা এবং তৎসম্পর্কে যে ব্যয় হয় তাহা ঐ সালিসেরা স্থির করিবেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরা তাহা দিবেন। কিন্তু ঐ কমিস্যনরেরা যে টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যদি সালিসেরা তত্তুল্য টাকা অথবা তাহাহইতে কম টাকা ধার্য্য করেন্ তবে ঐ সালিসীসম্পর্কীয় উভয় পক্ষ আপন২ খরচা দিবেন এবং ঐ সালিসেরদের খরচা উভয় পক্ষ সমান অংশে দিবেন ইতি।

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ সালিসেরা অথবা বিষয়বিশেষে ঐ মধ্যস্থ আপনারদের ফয়সলা লিখিয়া ঐ কমিস্যনরেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা তাহা নিজে রাখিবেন এবং সালিসের অন্য পক্ষ ব্যক্তি তাহার এক নকল পাইবার নিমিত্তে তাঁহাদের মুহুরীরের দফ্তরে দরখাস্ত করিলে তাঁহারা আপনারদের নিজ খরচে তাহা তাঁহাকে দিবেন এবং সকল উপযুক্ত সময়ে তাঁহারদের

নিকটে দরখাস্ত হইলে তাঁহারা সেই ফয়সলা দেখাইবেন এবং সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি সেই নিমিত্ত যাঁহাকে নিযুক্ত করেন্ তাঁহাকে আপনারদের মুহুরীরের দপ্তরে ঐ ফয়সলা দেখিতে অথবা মোকাবিলা করিতে অনুমতি দিবেন ইতি।

২২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে ঐ সালিসী মাননের স্বীকার ঐ সালিসীসম্পর্কীয় উভয় পক্ষের কোন এক জন বা অন্য ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের বিধানের ন্যায় ধার্য্য হইতে পারে এবং ঐ উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদের মধ্যে কোন জন বা কোন এক জন অন্য প্রকারে ঐ আদালতের এলাকার অধীন না থাকিলেও উক্ত আদালত আবশ্যক হইলে সকল ব্যক্তিকে ঐ সালিসের ফয়সলা মানিতে নিয়ম কি হুকুম অথবা ডিক্রী করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে সালিসীতে অর্পণ-হওয়া কোন বিষয়ে যে ফয়সলা হয় তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অথবা দাঁড়ার বিষয়ে চুক আছে বলিয়া অন্যথা করা যাইবেক না ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক গতিকে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে যে সম্পত্তি ঐ কমিস্যনরেরা খরীদ করিতে মানস অথবা ইচ্ছা করেন সেই সম্পত্তির মালিক কি মালিকেরদের এবং ঐ২ কমিস্যনরের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যদি কোন বিবাদ অথবা অনৈক্য হয় এবং যদি উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষ ঐ বিবাদ বা অনৈক্য সালিসীর দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে স্বীকার না করেন তবে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের কোন এক জনের দ্বারা দস্তখৎহওয়া এবং তাঁহার-দের সাধারণ মোহরকরা এক লিখিত ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের উপর জারী করিবেন এবং তাহাতে ঐ বিবাদ অথবা অনৈক্য নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে জুরি তলব করিতে ঐ সরিফের প্রতি হুকুম হইবেক। এবং যদি বিরোধি বিষয়ে ঐ সরিফ সাহেবের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে ঐ ওয়ারণ্ট কলিকাতার করণর সাহেবের নামে লেখা যাইবেক এবং তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক এবং যদি ঐ সরিফ সাহেব এবং ঐ করণর সাহেব এই উভয়ের সেই বিষয়ে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে যে ব্যক্তি কলিকাতার সরিফী কর্ম্মে শেষে নিযুক্ত ছিলেন এবং বিবাদি বিষয়ে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এবং ওয়ারণ্ট বাহির হওনসময়ে কলিকাতানিবাসী থাকেন তাঁহার নামে ঐ ওয়ারণ্ট বাহির হইবেক এবং তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইবেক। এবং ঐ সরিফ সাহেব অথবা করণর কি অপদস্থ সরিফ উচিত বোধ করিলে এক জন নায়েব অথবা সহকারী নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জুরির নিকটে বিবাদ অর্পণ করণের বিষয়ে এই আইনের যেং স্থানে "সরিফ" এই কথার ব্যবহার আছে সেই স্থানের সকল নিয়ম প্রত্যেক করণর সাহেব অথবা অন্য যে ব্যক্তি আইনমতে সরিফের এওজে কর্ম্ম করেন তাঁহার বিষয়ে খাটিবেক। এবং যে প্রত্যেক গতিকে পুর্ব্বোক্ত ওয়ারণ্ট কলিকাতার ঐ সরিফছাড়া অন্য ব্যক্তির নামে দেওয়া যায় সেই গতিকে ঐ সরিফ সাহেব ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের বিষয়ে এত্তেলা পাইলে এবং তাঁহার নিকটে দরখাস্ত হইলে যে ব্যক্তির নামে ঐ ওয়ারণ্ট বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি তাহা লইবার জন্যে যে উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করেন তাঁহাকে জুরির বহী এবং শহর কলিকাতার বিশেষ জুরির তালিকার ফর্দ্দ দিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরিফ সাহেব পুর্ব্বোক্ত ওয়ারণ্ট পাইলে যে ব্যক্তিরা উক্ত শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে সাধারণ জুরির কর্ম্ম করণের যোগ্য তাঁহারদের মধ্যহইতে বিবাদি বিষয়ে অলিপ্ত দশ জনকে জুরি হওনার্থ তলব করিবেন এবং তন্নিমিত্তে যে উপযুক্ত সময় ও স্থান তিনি নির্দ্দিষ্ট করেন সেই সময়ে ও স্থানে তাঁহারা একত্র হইবেন কিন্তু আবশ্যক যে সেই সময় ঐ ওয়ারণ্ট পাইবার পর চৌদ্দ দিনের কম ও একুশ দিনের অধিক না হয় এবং সেই স্থান যে ভূমি বা বাটী কি এমারতের বিষয়ে এবং সম্পর্কে ঐ অনৈক্য অথবা বিরোধ হইয়াছে সেই স্থানহইতে দুই মাইলের অধিক না হয়। কিন্তু তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের সম্মতিক্রমে অন্য কোন সময় ও অন্য স্থান নিরূপণ এবং স্থির হইতে পারে। এবং ঐ সরিফ সাহেব যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার সম্বাদ ঐ কমিস্যনরদিগকে তৎক্ষণাৎ দিবেন ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত সমনক্রমে যে সকল জুরি ব্যক্তি উপস্থিত হন তাঁহারদের মধ্যে ঐ সরিফ সাহেব যত জন ও যে প্রকারে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম ও হুকুমানুসারে ঐ আদালতে অপরাধের বিচার করণার্থ জুরি মনোনীত হন সেইরূপে ঐ সরিফ সাহেব পাঁচ জনকে জুরির ন্যায় নিরূপণ করিবেন এবং পুর্ব্বোক্ত সমনক্রমে যদি সেইরূপে তলবহওয়া জুরিরদের প্রচুরসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত না হন তবে ঐ সরিফ সাহেব জুরির পাঁচ ব্যক্তির সংখ্যা পুর্ণ করণার্থ সেই স্থানে উপস্থিতথাকা ব্যক্তিরদের অথবা অন্য যে ব্যক্তিরদিগকে শীঘ্র আনা যাইতে পারে এইমত যোগ্য এবং সেই বিবাদি বিষয়ে অলিপ্ত ব্যক্তিরদিগকে জুরির মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতে অন্য যে ব্যক্তিরদের লাভ নোকসান থাকে তাঁহারা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রীতি ও ব্যবহারানুসারে উক্ত

জুরিরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন কিন্তু ঐ কমিস্যনরেরা অথবা সেই বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তির লাভ নোকসান থাকে তাঁহারা ঐ সমুদয় জুরির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন না ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত প্রত্যেক সুরতহালে উক্ত সরিফ সাহেব সভাপতি হইবেন এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত কমিস্যনরেরদের স্থানে ক্ষতি-পুরণের দাওয়া করেন তাঁহারা ফরিয়াদী বা ফরিয়াদীসকলের ন্যায় জ্ঞান হইবেন এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ওএষ্টমিনষ্টর শহরের আদালতে আইনসম্পর্কীয় নালিশের বিচারে ফরিয়াদীর যে সকল হক ও ক্ষমতা আছে এই সুরতহালে ফরিয়াদির সেই সকল হক ও ক্ষমতা থাকিবেক এবং যদি ঐ কমিস্যনরেরা অথবা ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতের লাভনোকসানযুক্ত কোন ব্যক্তি লিখনের দ্বারা ঐ সরিফ সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করেন তবে বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির সাক্ষিস্বরূপ জোবানবন্দী লইতে ঐ কমিস্যনরেরা অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঐ ক্ষতিবৃদ্ধিযুক্ত কোন ব্যক্তি উচিত বোধ করেন তাঁহাকে সরিফ সাহেব তলব করিবেন এবং সেইরূপ প্রার্থনাক্রমে যেরূপ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ওএষ্টমিনষ্টর শহরের আদালতে আইনের পক্ষে নালি-শের বিচারের সময়ে সরেজমীনে দর্শন হইতে পারে সেইরূপে ঐ সরিফ সাহেব ঐ জুরিরদিগকে বিরোধি স্থান অথবা বিষয়ের সরেজমীনে দর্শন করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

২৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কোন মোকদ্দমার অথবা তদারকের সম্পর্কে পূর্ব্ব লিখিত কোন বিষয়ে উক্ত সরিফ সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য সেই বিষয়ে যদি তিনি ক্রটি করেন্ তবে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তিনি ৫০০৲ টাকা জরীমানা দিবেন এবং ঐ জরীমানার টাকা উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত সুপ্রিম কোর্টে কর্জের নালিশ অথবা সেই বিশেষবিষয়ে নালিশক্রমে আদায় করিবেন। এবং এই আইনক্রমে সাধারণ অথবা বিশেষ জুরিতে যে কোন ব্যক্তির তলব কিম্বা নিযুক্ত হন্ সেই ব্যক্তি যদি উপস্থিত না হন্ অথবা উপস্থিত হইলে যদি সরিফ সাহেব আইনক্রমে যে শপথ কি সুকৃতি করাইতে পারেন্ তাহা করিতে অস্বীকৃত হন্ অথবা অন্য প্রকারে জানিয়া শুনিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটি করেন্ তবে সেই কসুর অথবা ক্রটির বিষয়ে উক্ত সরিফ সাহেবের সন্তোষজনক যুক্তিসিদ্ধ কারণ না দর্শাইলে সেই ব্যক্তির ১০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং সরিফ সাহেব অথবা জুরির অন্তঃ-পাতি ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে যে জরীমানা দেন্ তাহা সেই টাকার সংখ্যাপর্য্যন্ত ঐ তদারকের খরচাতে অর্পণ হইবেক এবং ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে যে জরীমানার হুকুম হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত এইরূপ প্রত্যেক জুরি ব্যক্তির উক্ত সুপ্রিম কোর্টের

মোকদ্দমার বিচার করণার্থ তলব হইলে যে নিয়মের অধীন ও যে দণ্ড ও গুনাহগারীর যোগ্য হইতেন সর্ব্বতোভাবে সেই নিয়মের অধীন হইবেন ও সেই দণ্ড এবং গুনাহগারীর যোগ্য হইবেন ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইরূপ কোন তদারকে সাক্ষ্য দেওনার্থ কোন ব্যক্তির রীতিমতে তলব হইলে এবং তাহাকে তাহার ওয়াজিবী খরচ দেওয়ার প্রস্তাব হইলে সেই সাক্ষী যদি উপযুক্ত কারণবিনা সমনে নির্দ্দিষ্ট সময় ও স্থানে হাজির হইতে ত্রুটি করে অথবা যদি কোন ব্যক্তি সমন হইলে কি না হইলে এমত কোন তদারকে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হয় এবং বিরোধি বিষয়ে শপথ অথবা সুকৃতিপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিতে স্বীকার না করে তবে সেই অস্বীকারের দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাঁহাকে ঐ অপরাধি ব্যক্তি ১০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক। এবং বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি শপথ কিম্বা সুকৃতিপূর্ব্বক জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া এমত কিছু মিথ্যা কহে যে কোন আদালতে উপস্থিত থাকা সেইপ্রকার বিরোধি বিষয়ে সেইরূপ মিথ্যা এজহার দিলে তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা শপথের অপরাধ হইত তবে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা শপথের অপরাধী হইবেক ইতি।

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূমি বা বাটী কিম্বা এমারতের বিষয়ে উক্ত সরিফ সাহেব তদারকের নিরূপণ করিয়াছেন সেই ভূমিপ্রভৃতিতে যে সকল ব্যক্তির স্বত্তিবৃদ্ধি আছে তাঁহারদিগকে ঐ কমিস্যনরেরা ঐ তদারকের সময় ও স্থানের এত্তেলা তাহার অনূ্যন দশ দিবশ থাকিতে দিবেন। এবংউক্ত এত্তেলা লিখনের দ্বারা দেওয়া যাইবেক এবং তাহা উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইবেক অথবা উক্ত শহরে তাহার যে শেষ বাসস্থান জ্ঞাত হওয়া যায় সেই স্থানে ঐ এত্তেলা দেওয়া যাইবেক অথবা যদি তাহার এইরূপ কোন বাসস্থান না থাকে তবে এমত প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে ঐ এত্তেলা ঐ শহরের মধ্যে প্রকাশিত এক বা ততোধিক সম্বাদপত্রে দুইবার প্রকাশ হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন্ সেই ব্যক্তি যদি স্বয়ং সেই তদারকেতে উপস্থিত না হন্ অথবা কোন উকীল কি মোক্তার নিযুক্ত না করেন্ তবে ঐ অবর্ত্তমান ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের দাওয়ার সম্পর্কে ঐ তদারক নির্ব্বাহ হইবেক না। কিন্তু ঐ অবর্ত্তমান ব্যক্তিকে যে ক্ষতিপূরণের টাকা উক্ত কমিস্যনরদিগের দিতে হয় তাহা শহর কলিকাতার কোন দুই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

মনোনীত ও নিযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা ধার্য্য ও নিরূপণ হইবেক। এবং সেই ভূমি-প্রভৃতির বাবতে ঐ ক্ষতিপূরণের বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা লিপ্ত থাকেন এবং উপস্থিত হন তাঁহারদের ক্ষতিপূরণের দাওয়ার সম্পর্কে সরিফ সাহেবের সম্মুখে তৎস্থানে ও সময়ে যে তদারক হইতেছে সেই তদারকের বিঘ্ন তৎপ্রযুক্ত হইবেক না ইতি'।

৩৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ক্ষতিপূরণ অথবা নোকসানের বিষয়ে কোন জুরিরদের ফয়সলা করিতে হয় সেই ক্ষতিপূরণ কি নোকসানের বিষয়ে তদারক ও ধার্য্য করিবার নিমিত্তে তাঁহারদের পূর্ব্বোক্তপ্রকার তদারককরণের পূর্ব্বে তাঁহারা সেই ক্ষতিপূরণ বা নোকসানের বিষয়ে যথার্থমতে এবং বিশ্বস্তরূপে তদারক ও ধার্য্য করিতে শপথ করিবেন অথবা শপথ করণের বিষয়ে তাঁহারদের কোন আপত্তি থাকিলে তাঁহারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিবেন এবং সেই শপথ ও সুকৃতি সরিফ সাহেব করাইবেন এবং যে সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য দেওনার্থে তলব হয় তাহারদিগকেও ঐ শপথ ও সুকৃতি করাইবেন ইতি।

৩৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদ করিবার যোগ্য কোন ভূমি কি বাটী অথবা এমারতের মূল্যের বিষয়ে এবং তাহার সঙ্গে ধার্য্যহওয়া কোন ভূমি কি বাটী অথবা এমারতে যে অপচয় হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার দাওয়াহওয়া ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যদি উক্ত প্রকার তদারক হয় তবে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ক্ষতি-পূরণের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন অথবা যে ব্যক্তি এই আইনের বিধিক্রমে সেই ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন্ সেই ব্যক্তির যে ভূমি বা বাটী কি এমারৎ উক্ত কমিস্যনরেরদের আবশ্যক হয় তাহার খরীদের বা তাহার কোন লাভের খরীদের যে টাকা দিতে হইবেক তাহার বিষয়ে জুরিরা এক স্বতন্ত্র ফয়সলা করিবেন এবং ঐ ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের অন্য ভূমি বা বাটী কি এমারৎহইতে ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারৎ স্বতন্ত্র করণপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের যে কোন ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা আছে কিম্বা এই আইনের দত্ত ক্ষমতানুসারে করা কোন কার্য্য-প্রযুক্ত তাঁহারদের ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতের যে কোন ক্ষতি হয় তাহা পূরণকরণার্থ যে টাকা দিতে হইবেক তাহারও এক স্বতন্ত্র ফয়সলা জুরিরা করিবেন ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সরিফ সাহেবের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত প্রকার তদারক হয় তিনি পূর্ব্বোক্ত মতে জুরির দ্বারা ধার্য্যহওয়া খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐ ফয়সলা ও নিষ্পত্তিপত্রে ঐ সরিফ সাহেব

দস্তখৎ করিবেন এবং সেইরূপে দস্তখৎ হইলে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডরাখণিয়া সাহেবের নিকটে তাহা দাখিল হইবেক এবং ঐ সাহেব তাহা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডের মধ্যে রাখিবে এবং ঐ ফয়সলা ও নিষ্পত্তি রিকার্ডের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ঐ রিকার্ড অথবা তাহার যথার্থ নকল কিম্বা নিদর্শন সকল আদালতে এবং সর্ব্বত্র উত্তম প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং সকল ব্যক্তি ঐ ফয়সলা এবং নিষ্পত্তিপত্র দেখিতে পারিবেন এবং তাহার নকল অথবা নিদর্শন কি চুম্বক পাইতে পারিবেন কিন্তু ঐরূপ ফয়সলা ও নিষ্পত্তি দর্শনের নিমিত্তে তাঁহারা ।।০ আনা করিয়া দিবেন এবং তাহাহইতে নকল করা অথবা চুম্বক লওয়া একং শত কথার নিমিত্তে ।০ আনা করিয়া দিবেন এবং ঐ নকল অথবা নিদর্শন কি চুম্বক প্রস্তুত করিতে ও তাহাতে সহী করিতে ও তাহা যথার্থ ইহা জ্ঞাপন করিতে ঐ রিকার্ডরাখণিয়া সাহেবের প্রতি ইহার দ্বারা হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

৩৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে জুরির সম্মুখে এইরূপ প্রত্যেক তদারক হইলে যে টাকা উক্ত কমিস্যনরেরা তাহার পুর্ব্বে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাহইতে অধিক টাকা যদি জুরিরা ধার্য্য করেন্ তবে ঐ তদারকের সকল খরচা ঐ কমিস্যনরেরা দিবেন কিন্তু ঐ কমিস্যনরেরা যে টাকা পুর্ব্বে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যদি জুরিরা তত্তুল্য অথবা তদপেক্ষা অল্প টাকা ধার্য্য করেন তবে জুরির তলব করণ এবং ধার্য্য করণ ও নিরূপণ করণের এবং তদারক করণের এবং ফয়সলা ও নিষ্পত্তি রিকার্ড করণের যে খরচা লাগে তাহার অর্দ্ধেক উক্ত ক্ষতিপুরণ অথবা খরীদের টাকার দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তিরা দিবেন এবং অপর অর্দ্ধেক উক্ত কমিস্যনরেরা দিবেন। এবং ঐ তদারকের পুর্ব্বোক্ত খরচাব্যতিরেকে যদি অন্য খরচা লাগে তবে উভয় পক্ষ সেইরূপ আপনং খরচা দিবেন ইতি।

৩৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত প্রকার তদারকের খরচার বিষয়ে যদি কিছু বিবাদ হয় তবে উভয় পক্ষের কোন এক ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের "টাক্সিং আফিসর" নামক কর্ম্মকারক তাহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং তদারক-কারি জুরির তলব ও নিরূপণ ও নিযুক্ত করণের এবং সাক্ষিরদিগকে হাজির করণের ও কৌন্সেলী ও উকীল রাখণের এবং ফয়সলা ও নিষ্পত্তি রিকার্ড করণের এবং প্রকারান্তরে ঐ তদারক সম্পর্কীয় যে সকল ওয়াজিবী খরচ ও টাকা লাগে তাহা ঐ খরচার মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি সেই প্রকার কোন খরচা উক্ত কমিস্যনরেরদের

দেয় হয় এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দস্তুরে তাহার রীতি মত দাওয়া হইলে পর যদি সাত দিবসেরমধ্যে তাহা ঐ খরচাপাওনিয়া ব্যক্তিকে না দেওয়া যায় তবে তাহা ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ও হইবেক এবং কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত হইলে তিনি তদনুসারে ওয়ারণ্ট বাহির করিবেন। এবং যদি সেইরূপ খরচা কোন ভূমি বা বাটী কি এমারতের মালিকের অথবা সেই ভূমিপ্রভৃতির লাভের মালিকের দেয় হয় তবে ঐ মালিককে যে টাকা দিতে জুরিরা স্থির করিয়াছিলেন অথবা পশ্চাৎ লিখিত বিধির অনুসারে সরবেয়র যে মূল্য ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহাহইতে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই খরচা বাদ দিতে পারেন্ ও আপন হাতে রাখিতে পারেন্। তৎপরে যদি কোন টাকা দেয় থাকে তবে সেই টাকা দেওয়া গেলে অথবা আমানৎ হইলে তাহা সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে টাকা জুরি অথবা সরবেয়র ধার্য্য করিয়াছিলেন যদি খরচা তদপেক্ষা অধিক হয় তবে সেই অধিক টাকা ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ও হইবেক এবং কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত হইলে তিনি সেই বিষয়ে আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যদি কোন বিরোধ হয় এবং যদি উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষ বিশেষ জুরির দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইবার ইচ্ছা করেন্ তবে সেই বিষয় ঐ প্রকার জুরির দ্বারা বিচার হইবেক। কিন্তু যদি অন্য পক্ষ ব্যক্তির সেইরূপ ইচ্ছা থাকে তবে ঐ কমিস্যনরেরদের পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের ওয়ারণ্ট সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠাওনের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ের এত্তেলা ঐ কমিস্যনরদিগকে দিতে হইবেক। এবং উক্ত কমিস্যনরেরা তন্নিমিত্তে ঐ বিচার করণার্থ পাঁচ জন জুরির বিশেষ জুরি মনোনীত করিতে সরিফ সাহেবের নিকটে আপনারদের ওয়ারণ্ট দিবেন এবং ঐ ওয়ারণ্ট পাইবার পর যথাসাধ্য শাঘ্র সরিফ সাহেব বিশেষ জুরি মনোনীত করণের নিমিত্তে যে উপযুক্ত সময় ও স্থান নিরূপণ করেন্ সেই সময় ও স্থানে ঐ কমিস্যনরেরদিগকে এবং ঐ অন্য পক্ষকে আপনার সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইতে অথবা উকীল কি মোখ্তার নিযুক্ত করিতে সমন করিবেন কিন্তু ঐ সময় সমন জারী করণের পর পাঁচ দিনের কম এবং আট দিনের অধিক হইবেক না। এবং সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে ঐ কোর্টের নিয়মের যে অংশ এই আইনানুসারে নিযুক্ত জুরির সংখ্যা বিষয়ে না মিলে সেই অংশছাড়া ঐ কোর্টের নিয়ম ও বিধানক্রমে যে রূপে জুরি নিযুক্ত করিবার হুকুম আছে সেইরূপে এবং ঐ নিরূপিত সময় ও স্থানে সরিফ সাহেব এক বিশেষ জুরি মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিবেন। এবং উক্ত সরিফ সাহেব ঐ জুরি নিযুক্ত করণের পর আট দিনের অধিক না হয় এইমত কোন দিবস ঐ জুরির সংখ্যা ন্যূন করণার্থ ঐ ব্যক্তিরদিগকে অথবা তাঁহারদের মোখ্তারদিগকে আপনার সম্মুখে হাজির হইতে হুকুম দিবেন

এবং তাহার বিষয়ে ঐ কমিস্যনরদিগকে এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরদিগকে চারি দিবস থাকিতে সম্বাদ দিবেন এবং ঐ নিরূপিত দিবসে সরিফ সাহেব ঐ সুপ্রিম কোর্টের ব্যবহারানুসারে ঐ বিশেষ জুরির সংখ্যা ন্যূন করিয়া আট জন জুরি নিরূপণ করিবেন ইতি।

৪০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তলবহওয়া আট জন জুরির নাম ডাক হইলে যে পাঁচ জন প্রথম উপস্থিত হন তাঁহারা তদারক করণার্থ বিশেষ জুরিস্বরূপ নিযুক্ত হইবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরা ঐ জুরিরদের কোন জনের বিষয়ে আইনমতে আপত্তি করিতে পারেন্ এবং যদ্যপি জুরির সম্পূর্ণ পাঁচ ব্যক্তি উপস্থিত না হন অথবা ঐরূপ আপত্তির পর যদি জুরির সম্পূর্ণ পাঁচ ব্যক্তি না থাকেন তবে ঐ কমিস্যনরেরদের বা ঐ অন্য ব্যক্তিরদের দরখাস্তক্রমে ঐ বিশেষ জুরির সংখ্যা পূর্ণ করণার্থ অন্য যে ব্যক্তিরা বিরোধি বিষয়ে লিপ্ত নহেন ও উক্ত সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অথবা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করণের যোগ্য এবং পূর্ব্বোক্ত তালিকাহইতে ইহার পূর্ব্বে নাম উঠান যায় নাই এবং সেই সময়ে উক্ত সরিফ সাহেবের নিকটে থাকেন অথবা শীঘ্র আনীত হইতে পারেন্ এইমত ব্যক্তিরদের নাম সরিফ সাহেব ঐ জুরির তালিকাতে লিখিবেন। এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরা শেষোক্ত জুরি ব্যক্তিরদের বিষয়েও আইনমতে আপত্তি করিতে পারেন্ এবং সরিফ সাহেব ঐ জুরির দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং সাধারণ জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে যেরূপ ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে সর্ব্বতোভাবে এই বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হওয়া মোকদ্দমার কার্য্য ও ফল হইবেক এবং তাহাতে তত্তুল্য গুনাহগারী হইবেক ইতি।

৪১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার নিমিত্তে ঐ বিশেষ জুরি পূর্ব্বোক্ত-মতে মনোনীত ও নিযুক্ত হন্ তাহাছাড়া অন্য কোন তদারকের আবশ্যক হইলে যদি ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ অন্য যত ব্যক্তির তাহাতে লাভনোকসান থাকে তাঁহারা তাহাতে সম্মত হন্ তবে সেই তদারক ঐ বিশেষ জুরির দ্বারাও হইবেক ইতি।

৪২ ধারা।

এবংইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা খরীদ বা ব্যবহার কর-ণের যোগ্য কোন ভূমি বা বাটী অথবা এমারতের নিমিত্তে তাঁহারদের যে খরীদের অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হয় যে ব্যক্তি কলিকাতা রাজধানীতে না থাকাপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতে অক্ষম অথবা যে ব্যক্তিকে যথোচিত অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় কি উপযুক্ত এত্তেলা পাইলে পর তদারকের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট সময়ে

পশ্চাৎ লিখিতমতে ধার্য্যহওয়া জুরির সম্মুখে উপস্থিত না হন এই প্রকার কোন ব্যক্তিকে যদি সেই টাকা দেয় হয় তবে ঐ খরীদের যে টাকা অথবা ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতের কোন চিরস্থায়ি ক্ষতিপুরণের যে টাকা দিতে হইবেক তাহা পুর্ব্বোক্ত কলিকাতার দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ইহার পরে নির্দ্দিষ্টমতে মনোনীত করা দক্ষ ও কর্ম্মনিপুণ সরবেয়র ধার্য্য করিবেন ইতি।

৪৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা কলিকাতার পুর্ব্বোক্ত দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে যদি ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এইমত হৃদ্বোধজনক প্রমাণ করেন যে ঐ ব্যক্তি অবর্ত্তমান থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইতে পারে না অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর পাওয়া না যায় অথবা তাঁহাকে তন্নিমিত্তে উপযুক্ত এত্তেলা দিলে পর সেই ব্যক্তি ঐ তদারকের জন্যে পুর্ব্বোক্ত জুরির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা স্বহস্তে লিখনের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত খরীদ বা ক্ষতিপুরণের টাকার সংখ্যা নির্ণয় করণার্থ উক্ত কমিস্যনরেরদের মঞ্জুরহওয়া এক দক্ষ ও কর্ম্মনিপুণ সরবেয়র মনোনীত করিবেন এবং ঐ সরবেয়র ঐ মূল্য নিরূপণ করিবেন এবং ঐ মূল্য নিরূপণের কৈফিয়তের শেষে লিখিবেন যে তাহা যথার্থ হইয়াছে এবং তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৪৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সরবেয়র ঐরূপ মূল্য নিরূপণের কার্য্য আরম্ভের পুর্ব্বে ঐ দুই জন মাজিষ্ট্রেট অথবা তাঁহারদের এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিয়োগপত্রের নিম্ন ভাগে পশ্চাৎ লিখিত প্রতিজ্ঞা করিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

আমি অমুক ধর্ম্মতঃ ও সরলতাপুর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে মূল্য নিরূপণের যে কার্য্য আমার প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাহা আমি বিশ্বস্ত ও অপক্ষপাত এবং যথার্থরূপে বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিব।

শ্রী অমুক।

শ্রী অমুকের সম্মুখে দস্তখৎ করা গেল।

এবং যদি এমত কোন সরবেয়র রেশবৎ লইয়া সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন অথবা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করণের পর জানিয়া শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন তবে সেই ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন এইমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ নিয়োগপত্র এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ঐ সরবেয়রের করা মূল্য নিরূপণের কৈফিয়তের শেষে দেওয়া যাইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরদের মুহুরীর তাহা তাহার সঙ্গে রাখিবেন এবং ঐরূপ মূল্য নিরূপণ করা ভূমি কি বাটী অথবা এমারতের মালিক অথবা তাহাতে অন্য যে সকল ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তাঁহারা দাওয়া করিলে ঐ মুহুরীর সকল উপযুক্ত সময়ে ঐ মূল্য নিরূপণের কৈফিয়ৎ এবং অন্যান্য দলীলদস্তাবেজ তাঁহারদিগকে আপনার দপ্তরখানায় দেখাইবেন ইতি।

৪৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কোন গতিকে ঐ কমিস্যনরেরদের খরীদ অথবা ক্ষতিপূরণের যে টাকা দিতে হয় তাহা নিরূপণ করণের সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা সালিস কি সরবেয়র বিষয়বিশেষে ঐ কমিস্যনরেরা যে ভূমি কি বাটী বা এমারৎ খরীদ করিতে উদ্যত কেবল তাহার মূল্যের বিষয় বিবেচনা করিবেন এমত নহে কিন্তু যদি উক্ত ভূমি কি বাটী বা এমারতের মালিকের অন্য ভূমি বা বাটী কি এমারৎ হইতে তাহা পৃথক করণের দ্বারা ঐ বাটী বা ভূমি কি এমারতের মালিকের কোন ক্ষতি হয় অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণের দ্বারা সেই অন্য ভূমি বা বাটী কি এমারতের অন্য প্রকার অপচয় হয় তবে তাহাও ঐ মাজিষ্ট্রেট-প্রভৃতি বিবেচনা করিবেন ইতি।

৪৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাহাতে কোন লাভ হস্তান্তর করিতে যে মালিক অথবা অন্য ব্যক্তির অধিকার আছে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান না পাওয়া অথবা সেই ব্যক্তি বর্ত্তমান না হওয়াপ্রযুক্ত সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার মধ্যে কোন লাভের নিমিত্তে দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা পূর্ব্বোক্তমতে সরবেয়রের দ্বারা নিরূপণ হইলে এবং ইহার পরে নির্দ্দিষ্টমতে আমানৎ হইলে যদি সেই মালিক বা অন্য ব্যক্তি তাহাতে সম্মত না হন্ তবে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত বিধানক্রমে আমানৎ হওয়া টাকা পাওনের বিষয়ে অথবা অর্পণের বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিতমতে দরখাস্তকরণের পূর্ব্বে উক্ত কমিস্যনরদিগকে এমত লিখিত এত্তেলা দিতে পারেন যে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয় সালিসীতে অর্পণ হয় এবং তাহা হইলে বিরোধি অন্যান্য ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে যেরূপে ইহার পূর্ব্বে লিখিতমতে সালিসীতে অর্পণ করণের ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গিয়াছে সেইরূপে এই বিষয়ও সালিসীতে অর্পণ হইবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা যে টাকা

পূর্ব্বোক্তমতে আমানৎ করিয়াছেন তাহা প্রচুর কি তাঁহারদের আরেকোন টাকা দিতে হইবেক এবং কত টাকা দিতে বা আমানৎ করিতে হইবেক এইং বিষয়ে ঐ সালিসেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক ইতি।

৪৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি ঐ সালিসেরা উক্ত কমিস্যনরদিগের আরো অধিক টাকা দিবার কি আমানৎ করিবার ফয়সলা করেন তবে ঐ ফয়সলা হওনের পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ কমিস্যনরেরা বিষয়বিশেষে ঐ অধিক টাকা দিবেন বা আমানৎ করিবেন এবং যদ্যপি ঐ কমিস্যনরেরা তাহা না করেন তবে তাঁহারদের নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশের দ্বারা ঐ টাকা খরচাসমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৫০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি ঐ সালিসেরা এই নিষ্পত্তি করেন যে যে টাকা পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছিল অথবা আমানৎ হইয়াছিল তাহা প্রচুর ছিল তবে ঐ সালিসীর খরচা সালিসেরা নিরূপণ করিবেন এবং যাঁহার শিরে পড়িবেক তাহা তাঁহারা আপনং বিবেচনামতে ধার্য্য করিবেন। কিন্তু যদি ঐ সালিসেরা এই নিষ্পত্তি করেন যে ঐ কমিস্যনরেরদের অধিক টাকা দেওয়া বা আমানৎ করা উচিত তবে ঐ সালিসীতে যত খরচা লাগিয়াছে তাহা ঐ কমিস্যনরেরা দিবেন ইতি।

৫১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরেরদের কার্য্য নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তন্মধ্যে কোন লাভ লওয়া যায় অথবা তাহার কোন ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার অধিকার থাকে এবং যদি ঐ কমিস্যনরেরা এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ টাকা না দিয়া থাকেন তবে ঐ ব্যক্তি যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে তাহা সালিসের দ্বারা অথবা জুরির ফয়সলার দ্বারা নির্ণয় করিয়া লইতে পারেন্। এবং যদি সেই ব্যক্তি তাহা সালিসের দ্বারা নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি আপনার ঐ ইচ্ছা লিখিত এত্তেলার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে জানাইবেন এবং যে ভূমি বা বাটী কি এমারতের বিষয়ে তিনি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন সেই ভূমিপ্রভৃতিতে তাঁহার যে প্রকার লাভ থাকে তাহা এবং যত টাকার দাওয়া করেন তাহার সংখ্যা ঐ এত্তেলাতে লেখা থাকিবেক এবং যে টাকার এইরূপ দাওয়া হয় তাহা যদি ঐ কমিস্যনরেরা দিতে স্বীকার না করেন এবং যে ব্যক্তি তাহা পাওনের অধিকার রাখেন সেই ব্যক্তির স্থানে উক্ত এত্তেলা পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাহা দিবার বিষয়ে একটা লিখিত বন্দোবস্ত না করেন তবে সেই বিষয় এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। অথবা যে ব্যক্তির সেই টাকা

পূর্ব্বোক্তমতে পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তি যদি সেই ক্ষতিপূরণের সংখ্যা জুরির দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছা করেন্ তবে তিনি আপনার ঐ ইচ্ছা লিখিত এত্তেলার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে জানাইবেন এবং তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সকল বিবরণ লেখা থাকিবেক এবং ক্ষতিপূরণের যে টাকার এইরূপ দাওয়া হয় তাহা যদি ঐ কমিস্যনরেরা দিতে স্বীকার না করেন এবং তন্নিমিত্তে লিখিত বন্দোবস্ত না করেন তবে ঐ এত্তেলা পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাঁহারা এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সেই বিষয়ে নিষ্পত্তি করণার্থ জুরি তলব করিতে সরিফ সাহেবের নিকটে আপনারদের ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন এবং যদি তাহা না করেন তবে যে ব্যক্তির সেই টাকা পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের দাওয়ার টাকা তাঁহারা দিবেন এবং সেই টাকা সুপ্রিম কোর্টে দেনার নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৫২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ কিম্বা অধিকারিত্ব বা তাহার মধ্যে কোন লাভের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হইবেক তাহার সংখ্যা এই আইনের অনুমতিদেওয়া এবং নিরূপিত পূর্ব্বোক্ত কোন এক প্রকারে নিশ্চিত ও ধার্য্য ও ফয়সলা অথবা বন্দোবস্ত হইলে যদি এইমত হয় যে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা যাবজ্জীবন অথবা মৌরুশী রাইয়ত বা বিবাহিতা স্ত্রী কি সংসারধ্যক্ষ বা কমিটি কি ট্রুষ্টি বা অছি বা আডমিনিষ্ট্রেটর হওয়াপ্রযুক্ত অথবা ঐ ভূমিপ্রভৃতিতে অসম্পূর্ণ ও অল্প লাভ থাকাপ্রযুক্ত কেবল এই আইনের বিধানানুসারে সেই ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারেন্ এমত ব্যক্তির স্থানে ঐ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ কিম্বা অধিকারিত্ব খরীদ করিয়া থাকেন অথবা ভূমির স্বামী যদ্যপি খরীদের কিম্বা ক্ষতিপূরণের টাকা লইতে স্বীকার না করেন অথবা সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ অথবা অধিকারিত্বের অথবা তাহাতে সেই ব্যক্তি যে লাভের দাওয়া করেন তাঁহার এইমত স্বত্ব সাব্যস্ত না করেন বা করিতে ক্রটী করেন যে তাহাতে ঐ কমিস্যনরেরদের হৃদ্বোধ জন্মে অথবা সেই ব্যক্তি যদি তাহা হস্তান্তর বা খালাস করিতে স্বীকার না করেন অথবা বাঙ্গলা দেশের রাজধানীতে বর্ত্তমান না থাকেন কিম্বা বিলক্ষণ অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় তবে ঐ কমিস্যনরদিগকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে তাঁহারা অগৌণে ঐ খরীদের কি ক্ষতিপূরণের টাকা লইয়া কোম্পানির কাগজ নামে খ্যাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট তৎকালের বাজার ভাওমতে খরীদ করেন ও ঐ সুপ্রিম কোর্টের আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের নামে এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে উক্ত ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে গবর্ণমেণ্ট এজেণ্টের নিকটে আমানৎ করেন এবং ঐ গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট সাহেব যে ব্যক্তিরদের ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতে বা অধিকারিত্বে লাভনোকসান থাকে বা উত্তর কালে হইতে পারে সেই ব্যক্তিরদের নামে ঐ কাগজ জমা করিয়া ঐ

আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের হিসাবে লিখিবেন এবং সুপ্রিম কোর্টের একুটী পক্ষে যে সকল বিষয় ও মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই বিষয়ে উক্ত কোর্টের নিয়ম ও হুকুম ও বিধানক্রমে যেরূপ ব্যবহার আছে সেই ব্যবহারানুসারে উক্ত কমিস্যনরেরা সাধ্য পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তিরদের পরিচয় এবং ভূমির বিবরণ লিখিবেন এবং ঐ কোম্পানির কাগজ সেইরূপ আমানৎ থাকিবেক এবং তাহার সুদ ঐ গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট রীতিমতে আদায় করিবেন এবং সেই হিসাবে জমা করিবেন এবং যখন ও যতবার ঐ গবর্ণমেণ্ট এজেণ্টের আদায় করা সুদের সংখ্যা প্রচুর হয় তখন তিনি সেই সুদ লইয়া সময়ক্রমে সেই প্রকার কোম্পানির অন্য কাগজ খরীদ করিবেন এবং যে ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ টাকা আমানৎ হইয়াছে সেই ভূমিপ্রভৃতির ভাড়া এবং প্রাপ্তি পাইবার যে ব্যক্তির অধিকার আছে সেই ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে যাবৎ ঐ টাকা ঐ আদালতের হুকুমক্রমে নীচের লিখিত এক বা ততোধিক অভিপ্রায়ে ব্যয় না হয় তাবৎ সেই সকল আসল টাকা ও সুদ সেইরূপে আমানৎ থাকিবেক। বিশেষতঃ যে ভূমি বা বাটী অথবা অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছে সেই ভূমিপ্রভৃতির কোন দেনা বা দায় পরিশোধ করণার্থ অথবা অন্য যে ভূমির সেই প্রকার ব্যবহার বা ট্রুষ্ট কি অভিপ্রায়ের নিমিত্তে বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই ভূমির সম্পর্কীয় কোন দেনা বা দায় পরিশোধ করণার্থ অথবা যে ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই ভূমিপ্রভৃতি যে ব্যবহার বা ট্রুষ্ট বা অভিপ্রায়ের নিমিত্ত ধার্য্য হইয়াছিল সেই ব্যবহারপ্রভৃতিতে অর্পণ ও ধার্য্য করিবার নিমিত্তে অন্য ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের খরীদ করণার্থ কিম্বা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে এমারৎ লওয়া যায় তাহার বিষয়ে অথবা কমিস্যনরেরদের কার্য্যের নৈকট্যপ্রযুক্ত যে ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে যদি ঐ টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেই এমারৎ উঠাইয়া লওনার্থ কি পুনরায় স্থাপন করণার্থ অথবা তাহার পরিবর্ত্তে নূতন এমারৎ গাঁথনার্থ অথবা সেই টাকাতে যে ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার হইবেক সেই ব্যক্তিকে দেওনার্থ। এবং যাবৎ ঐ টাকা এইরূপে ব্যয় হইতে না পারে বা না হয় তাবৎ ঐ কোম্পানির কাগজের সুদ ও ডিবিডেণ্ড ও বার্ষিক উৎপন্ন যে ব্যক্তির ঐ ভূমি বা এমারৎ বা অধিকারিত্বের ভাড়া ও লাভ তৎসময়েতে পাইবার অধিকার হইত সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দরখাস্ত হইলে এবং তাঁহার পক্ষে হুকুম হইলে তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক ও দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৫৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন খরীদের বা ক্ষতিপূরণের টাকা এক বা ততোধিক আয়ুর বা বৎসরের পাট্টার সম্পর্কে অথবা কোন ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের সম্পূর্ণ সত্ত্বঅপেক্ষা কম স্বত্বের নিমিত্তে অথবা সেইরূপ কোন পাট্টা বা স্বত্বের সম্পর্কীয় কোন ঔপাধিক অধিকারের বিষয়ে দেওয়া গিয়া থাকে সেই টাকাতে যাঁহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে এমত

ব্যক্তিরদের দরখাস্তক্রমে ঐ সুপ্রিম কোর্ট ঐ টাকা এইরূপে ব্যয় ও অর্পণ ও জমা করিতে ও দিতে হুকুম করিতে পারেন যে ঐ টাকার লাভযুক্ত ব্যক্তির যে পাট্টা বা স্বত্ব কি উপাধিক অধিকারের বিষয়ে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই পাট্টাপ্রভৃতিতে যথার্থমতে যে উপকার হইত তাঁহার সেই উপকার অথবা প্রায়ই সেই উপকার হইতে পারে ইতি।

৫৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরীদ করা অথবা লওয়া কোন ভূমি কি এমারৎ অথবা অধিকারিত্বের বাবতে যে খরীদ বা ক্ষতিপুরণের টাকা দিতে স্বীকার অথবা নিরূপণ হইয়াছে তাহা পুর্ব্বোক্তমতে দেওয়া গেলে অথবা আমানৎ হইলে পর সেই ভূমি ও এমারৎ ও অধিকারিত্বের মালিককে এবং যে সকল ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা তাহা বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারেন তাঁহারদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরা হুকুম করিলে তাঁহারা রীতিমতে ঐ ভূমি উক্ত কমিস্যনরদিগের নিকটে অথবা তাঁহারা যেমতে হুকুম করেন সেইমতে হস্তান্তর করিবেন। এবং যদি তাঁহারা তাহা না করেন অথবা যদি সেই২ ব্যক্তি সেই ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের ঐ কমিস্যনরেরদের হ্রবোধজনক উত্তম স্বত্ব না দেখাইতে পারেন তবে ঐ কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে আপনারদের সাধারণ মোহরযুক্ত একটা বিক্রয়পত্র করিতে পারেন এবং ঐ বিক্রয়পত্রে যে ভূমি এবং এমারৎ ও অধিকারিত্বের বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছিল তাহার বিবরণ থাকিবেক এবং সেই ভূমিপ্রভৃতির খরীদ অথবা লওনের বিবরণ এবং যে ব্যক্তিরদের স্থানে তাহা ক্রয় করা অথবা লওয়া গিয়াছিল তাঁহারদের নাম এবং তাহার বাবতে যে টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা ঐ বিক্রয়পত্রে লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা থাকিবেক যে এই প্রকার ত্রুটি হইয়াছিল এবং এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে যে ব্যক্তিরদের সঙ্গে উক্ত কমিস্যনরেরদের সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল অথবা যে ব্যক্তিরদিগকে ঐ খরীদ অথবা ক্ষতিপুরণের টাকা জুরির দ্বারা কি সালিসের দ্বারা কি এক বা ততোধিক মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিরূপিত সরবেয়রের দ্বারা অথবা ইহার পুর্ব্বে নির্দ্দিষ্টমতে ধার্য্য হইয়াছিল সেই ব্যক্তিরদের সেই ভূমি এবং এমারৎ ও অধিকারিত্বের যে স্বত্ব ও লাভ থাকে অথবা যে স্বত্ব ও লাভ তাঁহারা হস্তান্তর করিতে পারেন তাহা ঐ কমিস্যনরেরদের হাতে সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইবেক এবং যে২ ব্যক্তির নিমিত্তে তাঁহারা পুর্ব্বোক্তমতে ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন সেই২ ব্যক্তির সম্পর্কে ঐ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি ও এমারৎ ও অধিকারিত্বের তৎক্ষণাৎ দখল পাইতে পারেন্ ইতি।

৫৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা সেইরূপ যে কোন ভূমি এবং

এমারৎ ও অধিকারিত্ব খরীদ করেন্ অথবা লন তাহার মালিক বা তাহার কোন স্বত্বের মালিক তাহার নিমিত্তে যে খরীদের কি ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার বন্দোবস্ত বা ফয়সলা হইয়াছিল তাহা দিবার প্রস্তাব হইলে সেই টাকা লইতে স্বীকার না করেন্ অথবা ঐ কমিস্যনরেরদের খাতিরজমামতে ঐ ভূমি ও বাটী এবং অধিকারিত্ব বা তাহার মধ্যে তিনি যে লাভের দাওয়া করেন তাহাতে তাঁহার অধিকার সাব্যস্ত করিতে অক্ষম হন্ বা ত্রুটি করেন্ অথবা ঐ কমিস্যনরেরা যেরূপে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম করেন্ সেইরূপে যদি তিনি সেই ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্ব হস্তান্তর কি খালাস করিতে অস্বীকৃত হন্ অথবা যদি ঐ মালিক বাঙ্গলা দেশের রাজধানীতে বর্ত্তমান না থাকেন অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় কিম্বা ইহার পূর্ব্ব লিখিতমত জুরিরদের সম্মুখে তদারক সময়ে উপস্থিত না হন্ তবে ঐ কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা হইবেক যে ঐ ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বের বাবতে বা তাহার মধ্যে কোন লাভের বাবতে যে খরীদ কি ক্ষতিপূরণের টাকা দেয় হয় তাহা ঐ ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বে যাঁহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাঁহারদের নামে জমা করেন্ এবং ঐ ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরা যেপর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন্ সেই পর্য্যন্ত তাঁহারদের সমস্ত বিবরণ লিখিবেন এবং ঐ টাকা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের আজ্ঞা এবং কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে একটা বিক্রয়পত্র প্রস্তুত করিতে পারেন্ এবং তাহাতে তাঁহারদের সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং যে ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা জমা হইয়াছে তাহার বিবরণ এবং যে২ কারণপ্রযুক্ত ঐ টাকা জমা হইয়াছে তাহা এবং যে২ ব্যক্তির নামে ঐ খরীদের বা ক্ষতিপূরণের টাকা জমা হইয়াছে তাঁহারদের নাম ঐ বিক্রয়পত্রে থাকিবেক। এবং তাহা হইলে যে২ ব্যক্তির নিমিত্তে এবং সম্পর্কে ঐ খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা সেইরূপে জমা হইয়াছে তাঁহারদের সেই ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বে যে সকল স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং সেই ব্যক্তিরদের সম্পর্কে ঐ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বের তৎক্ষণাৎ দখল পাইতে পারেন্ ইতি।

৫৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে টাকা শেষোক্ত প্রকারে জমা হইয়াছে তাহার বা তাহার কোন অংশের অথবা যে ভূমি কি বাটী বা এমারতের সম্পর্কে ঐ টাকা জমা হইয়াছে তাহার বা সেই ভূমি বা বাটী কি এমারতের কোন অংশের বা তাহার মধ্যে কোন লাভের দাওয়া যে ব্যক্তি করেন্ সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ঐ সুপ্রিম কোর্ট একুটিপক্ষে যেরূপে ঐ কোর্টের উচিত বোধ হয় সেইরূপে সরাসরী মতে ঐ টাকা কোম্পানির কাগজে অর্পণ করিতে এবং পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের হাতে আমানৎ করিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং যে২ ব্যক্তি সেই টাকা বা ভূমি

বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার কোন অংশের দাওয়া করেন্ সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে আপনং স্বত্ব বা অধিকার বা লাভ অনুসারে সেই টাকা বণ্টন করিয়া দিতে বা তাহার সুদ দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ আদালতের যেরূপ যথার্থ বোধ হয় সেইরূপে ঐ বিষয়ে আর কোন হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

৫৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এইরূপ কোন কার্য্যে ঐ কমিস্যনরেরদের অংশি হওন আবশ্যক অথবা ক্ষমতা হইবেক না কিন্তু ঐ আদালতের সমক্ষে সরাসরী দরখাস্তের দ্বারা উপস্থিত হওয়া বিষয়ে যেরূপ দাঁড়া ও ব্যবহার আছে সেইরূপ দরখাস্তকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সেই সম্পত্তিতে যাঁহারদের লাভালাভ থাকে তাঁহারদিগকে রীতিমত এত্তেলা দিবেন। এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরা ঐ সরাসরী মোকদ্দমার আপনং অধিকার ও লাভ রক্ষা করিবার এবং বজায় রাখিবার নিমিত্তে উপস্থিত হইতে পারিবেন ইতি।

৫৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি যে ভূমি অথবা বাটী অর্পণ হয় তাহা কিম্বা তাহার কোন ভাগ তাঁহারা যেমত উচিত এবং উপকারক বোধ করেন সেইমত মোটে অথবা খণ্ডং করিয়া উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের অনুমতিক্রমে বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্। এবং ঐ বিক্রয়ের দ্বারা যে টাকা হয় এবং উৎপন্ন হয় তাহা ঐ কমিস্যনরেরা এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের নির্দ্দিষ্ট যে কোন অভিপ্রায় উচিত বোধ করেন তাহাতে ব্যয় করিতে পারেন। এবং ঐ খরীদের টাকা কোন প্রকারে অপব্যয় হইলে অথবা ব্যয় না হইলে ঐ বাটী অথবা ভূমির খরীদার তাহার বিষয়ে জওয়াবদায়ী কি দায়ী হইবেক না। এবং এমত কোন বিক্রয় সম্পূর্ণ এবং সিদ্ধ করিবার জন্যে ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত প্রকারে বিক্রয় হওয়া এবং হস্তান্তর করা ভূমি এবং বাটীর এক বিক্রয়-পত্র খরীদারকে দিতে পারেন ও তাহাতে সহী করিতে পারেন এবং ঐ বিক্রয়পত্রে উক্ত কমিস্যনরেরদের সাধারণ মোহর থাকিবেক ইতি।

৫৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরা ভূমির যে প্রত্যেক বিক্রয়পত্র দেন তাহার মধ্যে "দান" এই কথা উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের পর তাঁহারদের পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদের ঐ বিক্রয়পত্রে নির্দ্দিষ্ট নানা ভূমি লওনিয়ারদের এবং তাহারদের উত্তরাধিকারী বা অছি অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর কি আসৈনের মধ্যে বিষয়বিশেষে বিশেষ বন্দোবস্তের ন্যায় বলবৎ হইবেক। এবং ঐ প্রকার কোন বিক্রয়পত্রের মধ্যে কোন বিশেষ কথার দ্বারা ঐ বন্দোবস্তের যদি কোন

সীমা অথবা আটক নির্ণয় হইয়া থাকে তবে তাহা বর্জ্জিয়া ঐ বন্দোবস্ত সেই দানের এবং পশ্চাৎ লিখিতমত সেই দানের দ্বারা হস্তান্তর করা ইষ্টেট কি লাভের ভাব ও প্রকার অনুসারে জ্ঞান হইবেক। বিশেষতঃ ঐ বন্দোবস্তের অভিপ্রায় এই যে যে বাটী অথবা ভূমি সেই বিক্রয়পত্রক্রমে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের করা কোন দায়রহিত অক্ষয়ণীয় অধিকারিত্বের ইষ্টেট অথবা প্রকারান্তরে যে ইষ্টেট কি লাভ বিক্রয়পত্রের দ্বারা তাঁহারদের করা কোন দায়শূন্য দিবার নির্দ্দেশ আছে সেই ইষ্টেট কিম্বা লাভ এই আইনের বিধির শক্তিক্রমে বিক্রয়পত্র লিখিয়া দেওন সময়ে তাঁহার-দের করা কোন ক্রিয়া বা ত্রুটি হইলেও তাঁহারদের দখলে ছিল ইতি।

৬০ ধারা।

এবং এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির কার্য্য সিদ্ধ করণেতে উক্ত কমিস্যনরেরা যে খরচ করিয়াছেন কিম্বা উত্তর কালে করেন সেই খরচের নিমিত্তে টাকা প্রাপণার্থ ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে প্রত্যেক গতিকে শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের লিখনের দ্বারা জ্ঞাতহওয়া অনুমতিক্রমে এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির কার্য্য যত শীঘ্র সাধ্য সিদ্ধ করণার্থ উক্ত কমিস্যনরেরা যে সকল খরচ ও খরচা ও ব্যয় হইয়াছে কি উত্তর কালে হয় তাহার জন্যে যে টাকার আবশ্যক হয় সেই টাকা বা টাকাসকল যে ব্যক্তি কর্জ্জ দিতে ইচ্ছুক থাকেন তাঁহার স্থানে উক্ত কমিস্যনরেরা যে সকল হার ও টাক্স ও মাসুল লইতে ও বসাইতে ও আদায় করিতে পারেন তাহা বন্ধক রাখিয়া সেই২ টাকা সুদের অঙ্গী-কারে কর্জ্জ করিতে পারেন। এবং সেই টাকা বা টাকাসকল এবং সেই টাকার উপর যে সুদ ঐ কমিস্যনরেরা টাকা কর্জ্জদেওনিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সঙ্গে ধার্য্য করেন সেই সুদ দেওনের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরা টাকা কর্জ্জদেওনিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিকটে কিম্বা তাঁহার বা তাঁহারদের পক্ষে ট্রুষ্টি বা ট্রুষ্টিরদের নিকটে উক্ত হার ও টাক্স ও মাসুল অথবা তাহার কোন ভাগ বন্ধক দিতে পারেন এবং অর্পণ করিতে পারেন এবং তাহা ঐ কর্জ্জকরা টাকা এবং তাহার সুদের জামিনস্বরূপ থাকিবেক। এবং যে ঘরের টাক্স বা কর কি মাসুল এই রূপে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে যাবৎ ঐ বন্ধকের টাকা পরিশোধ না হয় অথবা বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তিরদের লিখিত সম্মতি না হয় তাবৎ ঐ টাক্সপ্রভৃতির সমুদয় বা তাহার কোন অংশ রহিত হইবেক না ইতি।

৬১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ঘরের টাক্স ও কর এবং মাসুল বন্ধক দিয়া যে টাকা কর্জ্জ করা যায় তাহার আসল টাকা পরিশোধ করিবার জন্যে উক্ত কমিস্য-নরদিগের এই ক্ষমতা হইবেক এবং তাঁহারদিগকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে যে টাকা এইরূপে কর্জ্জ হইয়াছে অথবা বন্ধকক্রমে লওয়া গিয়াছে এবং

তৎসময়েতে দেনা থাকে এবং উক্ত ঘরের টাক্স ও কর ও মাসুলের বন্ধকক্রমে ধার্য্য থাকে সেই টাকার ত্রিশ অংশের এক অংশের হিসাবে যত হয় তত টাকা প্রতিবৎসরে পূর্ব্বোক্ত করহইতে বাদ দেন্ এবং পৃথক্ রাখেন্ এবং তাহা "সিঙ্কিং ফণ্ড" অর্থাৎ কর্জ পরিশোধের পুঁজির ন্যায় রাখেন্ এবং তাহা সেই প্রকার কর্জ করা অথবা বন্ধকক্রমে লওয়া আসল টাকা পরিশোধ করণার্থ ব্যয় হইবেক। এবং কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে ঐ "সিঙ্কিং ফণ্ডের" টাকা কোম্পানি বাহাদুরের কাগজ অর্থাৎ প্রমিসরি নোটে অর্পণ করিবেন এবং ঐ কোম্পানির কাগজ সময়ক্রমে গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইবেক এবং সেই কাগজের উপর যে সুদ হয় তাহা যেমন পাওনা হয় তেমনি তাহা লইয়া অন্য কোম্পানির কাগজ খরীদ করিতে এবং সেইরূপে ঐ পুঁজি বৃদ্ধি করিতে ঐ এজেণ্ট সাহেবকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং সেইরূপে সময়ক্রমে যাবৎ ঐ "সিঙ্কিং ফণ্ড" ঐ আসল কর্জসকল অথবা তাহার কোন একটা কিম্বা কোন একটার কোন ভাগ পরিশোধ করণার্থ প্রচুর না হয় তাবৎ ঐ "সিঙ্কিং ফণ্ড" সুদের উপর সুদের জমা করণের দ্বারা বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। এবং পুঁজি সেইরূপে প্রচুর হইলে তাহা পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে ঐ কর্জ পরিশোধ করণের জন্যে ব্যয় হইবেক ইতি।

৬২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধানক্রমে যে ঘরের টাক্স ও কর ও মাসুল বন্ধক দেওনের ক্ষমতা আছে সেই প্রকার প্রত্যেক বন্ধক কর্ম্ম বন্ধকপত্রের দ্বারা করা যাইবেক এবং সেই পত্রের মধ্যে যে নিমিত্তে তাহা বন্ধক দেওয়া গেল তাহা অতি যথার্থরূপে লেখা থাকিবেক এবং সেইরূপ প্রত্যেক বন্ধকপত্রে উক্ত কমিস্যনরেরদের সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং তাঁহারদের কোন বার্ষিক বা ত্রৈমাসিক কি বিশেষ বৈঠকের সময়ে অন্যূন তিন জনের দ্বারা দস্তখৎ হইবেক এবং এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা তাহার ভাবানুসারে ঐ বন্ধকপত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এবং ঐ বন্ধকলওনিয়া নানা ব্যক্তি ঐ বন্ধকপত্রের লিখিত ঘরের টাক্স ও কর এবং মাসুল স্ব২ অংশানুসারে পাইবার যোগ্য হইবেন অর্থাৎ ঐ বন্ধকপত্রে ঐ বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তিরদের যত টাকা কর্জ দেওনের বিষয় এবং সুদসমেত ফিরিয়া পাইবার বিষয় লেখা থাকে সেই হিসাবঅনুসারে তাঁহারা টাক্সইত্যাদির হিস্যা পাইবেন কিন্তু এক জন অগ্রে টাকা কর্জ দেওনপ্রযুক্ত অথবা এক জনের বন্ধকপত্রের তারিখ অন্যাপেক্ষা পূর্ব্ব হওয়াপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অগ্রে টাকা পাইবেন না ইতি।

৬৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক বন্ধকপত্রের খরচ সময়ক্রমে কমিস্যনরেরা সেই বন্ধকক্রমে প্রাপ্ত টাকাহইতে দিবেন ইতি।

৬৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহরীর উক্ত সকল বন্ধকের এক রেজিষ্টর রাখিবেক এবং বন্ধকের তারিখের পর চৌদ্দ দিবসের মধ্যে ঐ রেজিষ্টরী বহীতে ঐ বন্ধক লেখা যাইবেক এবং সেই নিদর্শনে ঐ বন্ধকের নম্বর ও তারিখ ও সেই বন্ধকের দ্বারা যত টাকা কর্জ হইল তাহা এবং কর্জদেওনিয়া ব্যক্তির-দের নাম ও পদবীইত্যাদি লেখা থাকিবেক। এবং বন্ধকলওনিয়া কোন ব্যক্তি অথবা সেই বস্তুকে যে কোন ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে সেই ব্যক্তি সকল উপযুক্ত সময়ে রসুম অথবা পুরস্কার না দিয়া সেই রেজিষ্টরী বহী দেখিতে পারিবেন ইতি।

৬৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির ঐ বন্ধকে স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি সময়ক্রমে তাহার মধ্যে আপনার অধিকার ও লাভ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিতে পারেন এবং সেই অর্পণের কার্য্য দলীলের দ্বারা করা যাইবেক এবং যে কারণপ্রযুক্ত অর্পণ হইল তাহার সকল বৃত্তান্ত তাহার মধ্যে যথার্থরূপে লেখা থাকিবেক এবং এইরূপ প্রত্যেক খারিজদাখিল এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা সেই ভাবানুসারে করা যাইবেক ইতি।

৬৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ খারিজদাখিল যদি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে করা যায় তবে তাহা করণের তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে নতুবা উক্ত দেশের মধ্যে তাহা পঁহুছনের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহা উক্ত মুহরী-রের নিকটে আনিতেহইবেক এবং তাহাতে ঐ মুহরীর আসল বন্ধকপত্র লইয়া যেরূপ করিয়াছিল সেইরূপে ঐ খারিজদাখিলের এক নিদর্শন রেজিষ্টরী বহীতে লিখিবেক এবং তাহা লিখনের জন্যে ঐ মুহরীর দুই টাকার অনধিক রসুম দাওয়া করিতে এবং লইতে পারে। এবং সেই খারিজদাখিল বহীতে লেখা গেলে পর যে ব্যক্তির নামে দাখিল হইল সেই ব্যক্তি এবং তাহার অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসেন আসল বন্ধকের এবং তাহার দ্বারা যে আসল টাকা ও সুদ ধার্য্য হইল তাহার উপকারের সম্পূর্ণ অধিকারী হইবেন। এবং যে ব্যক্তির নামে দাখিল হইল সেই ব্যক্তি সেইরূপে তাহা অন্য ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিতে এবং অন্যের নামে খারিজদাখিল করিতে পারেন এবং যে ব্যক্তির নামে সেই বন্ধক শেষে খারিজ-দাখিল হইল সেই ব্যক্তি অথবা তাহার অছি কি আডমিনিষ্ট্রেটর কিম্বা আসেন ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি আসল বন্ধক অথবা তাহার দ্বারা যে টাকা দেয় হয় এবং যে টাকার নিমিত্তে তাহা দেওয়া গেল তাহা বাতিল কি খালাস করিতে বা তাহার ফারখৎ দিতে পারিবেন না ইতি।

৬৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে টাকা এই আইনের শক্তিক্রমে কোন বন্ধকের দ্বারা কর্জ হইয়াছিল সেই আসল টাকা ও সুদ পরিশোধ হওনের পর অথবা দেওয়া গেলে পর সেই বন্ধকের দ্বারা যে সকল ইষ্টেট ও সম্পত্তি ও স্বত্ব ও লাভ সেই বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি কি তাহার উত্তরাধিকারী কি অছি অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর কি আসৈন্ককে অর্পণ হইয়াছিল তাহা অন্য কোন খারিজদাখিল অথবা কারখৎ বিনা অথবা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলে তৎক্ষণাৎ শেষ ও নিবৃত্ত হইবেক ইতি।

৬৮ ধারা।

এবং কোন বন্ধক পরিশোধ করণেতে কোন অনুপযুক্ত পক্ষপাত না হইবার জন্যে ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা যখন উক্ত বন্ধকের মধ্যে এক বা ততোধিক বন্ধক অথবা যে টাকা ঐ বন্ধকের দ্বারা ধার্য্য হইল তাহার কোন ভাগ পরিশোধ করিতে ক্ষম হন তখন যে ক্রমে বন্ধক পরিশোধ হইবেক তাহা গুলিবাঁটের দ্বারা অথবা "বালটের" দ্বারা নির্ণয় করিবেন। এবং ঐ গুলিবাঁট অথবা "বালট" অনুসারে যে ব্যক্তির টাকা পরিশোধ করিতে হয় তাঁহাকে তাঁহারদের মুহুরীর এক এত্তেলানামা সহী করিয়া দিবেক এবং সেই এত্তেলানামার মধ্যে যে আসল টাকা পরিশোধ করিবার কল্প হইয়াছে তাহা লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো লেখা থাকিবেক যে ঐ টাকা সুদ সমেত এত্তেলা দেওনের তারিখের পর ছয় মাস অতীত হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও ঘণ্টায় উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরখানায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যদি উচিত বোধ হয় তবে তাঁহারা এই আইনের বিধিঅনুসারে কোন এক বন্ধকক্রমে যে টাকা কর্জ করিয়াছিলেন তাহা সমুদয় সুদ সমেত পরিশোধ করণের জন্যে মিয়াদ নিরূপণ করিতে পারেন এবং এইমত গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই মিয়াদ বন্ধকপত্রের মধ্যে লিখিতে হুকুম দিবেন এবং সেই মিয়াদ শেষ হইলে যে ব্যক্তি আসল ও সুদ পাইবার স্বত্ব রাখেন সেই ব্যক্তির দাওয়াক্রমে উক্ত আসল টাকা সুদ সমেত তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং যদি টাকা দেওনের কোন স্থান বন্ধকপত্রে নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে আসল টাকা ও সুদ উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরখানায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ কর্জ করা টাকা পরিশোধ করণার্থ যদি কোন মিয়াদ বন্ধকপত্রে নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে যে ব্যক্তি সেই টাকা পাইবার

স্বত্ব রাখেন সেই ব্যক্তি সেই বন্ধকের তারিখের পর বারো মাস অতীত হইলে অথবা অতীত হওনের পর কোন সময়ে সেইরূপ ধার্য্য হওয়া আসল টাকা ও সকল সুদ দাওয়া করিতে পারেন কিন্তু তাহার ছয় মাস পূর্ব্বে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং সেইরূপে ঐ কমিস্যনরেরা সেই প্রকার এত্তেলা দিলে পর কোন সময়ে কর্জ্জকরা টাকা পরিশোধ করিতে পারেন এবং এইরূপ প্রত্যেক এত্তেলা লিখিত অথবা ছাপা হওয়া কাগজে অথবা কতক লিখিত কি কতক ছাপা কাগজে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা মহাজন সেইরূপ এত্তেলা দেন তবে পূর্ব্বোক্ত মুহুরীরকে তাহা দিতে হইবেক অথবা তাহার দফ্তরে দিয়া আসিতে হইবেক। এবং যদি উক্ত কমিস্যনরেরা সেইরূপ এত্তেলা দেন তবে তাহা ঐ বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা মহাজনকে নিজে দিতে হইবেক কি তাঁহার নিবাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক কিম্বা যদি তাঁহার এক্ষণকার বাস স্থান জানা না যায় তবে সে ব্যক্তি শেষে যে স্থানে বাস করিলেন তথায় দিয়া আসিতে হইবেক অথবা যদি সেই বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি কি মহাজন উক্ত কমিস্যনরেরদের পরিচিত না থাকেন অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় এবং তাহার শেষ বাস স্থান জানা না যায় তবে এক ইশ্‌তিহারের দ্বারা কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং একাদিক্রমে তিন সপ্তাহপর্য্যন্ত একবার কলিকাতার দুইটা খবরের কাগজে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা যদি এই আইনের লিখিত নিয়মক্রমে এইমত কোন বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে আপনারদের মানসের বিষয়ে এত্তেলা দেন তবে সেই এত্তেলার মিয়াদ শেষ হইলে পর সেই বন্ধকী পত্রের উপর আর সুদ চলিবেক না কিন্তু যদি সেই এত্তেলাক্রমে টাকার দাওয়া হয় এবং যদি সেইরূপ দাওয়া রীতিমত হইলে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই বন্ধকী টাকার উপর তৎসময়ে দেনা আসল টাকা সুদ সমেত না দেন্ তবে সুদ চলিতে থাকিবেক ইতি।

৭২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা সেইরূপ বন্ধকক্রমে যে টাকা কর্জ্জ হইয়াছিল তাহা পাইবার জন্য যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে সেই ব্যক্তি আপনার পাওনা আসল টাকা ও সুদ জোর করিয়া আদায় করিতে পারেন অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিতমতে এক জন রিসিবর নিযুক্ত করণের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বন্ধকলওনিয়া বা লওনিয়ারা কিম্বা মহাজন বা মহাজনেরা সেইরূপ দরখাস্ত করেন তাঁহারদের যদি দশ হাজার টাকার ন্যূন পাওনা থাকে তবে সেইরূপে রিসিবর নিযুক্ত হইতে পারেন না ইতি।

৭৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ বন্ধকী খতের উপর আসল টাকা কি কোন সুদ দেনা হইলে এবং লিখনের দ্বারা তাহার দাওয়া হইলে পর যদি ছয় মাসের মধ্যে তাহা না দেওয়া যায় তবে বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা পূর্ব্বোক্তমত

কোন মহাজন যদি কেবল তাহার পাওনা টাকা দশ হাজার সংখ্যা হয় অথবা তাহার পাওনা তৎসংখ্যক না হইলে অন্য বন্ধকলওনিয়া যে ব্যক্তিরদের পাওনা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে দাওয়া হওনের পর বাকী পড়িয়াছে তাঁহারদের সেই টাকা ও তাঁহার পাওনা টাকা সর্ব্ব সুদ্ধ যদি দশ হাজার হয় তবে তাঁহারা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে দরখাস্ত করিয়া এক জন রিসিবর নিযুক্ত করণের দাওয়া করিতে পারেন। কিন্তু ইহারি দ্বারা আসল টাকা ও বাকীপড়া সকল সুদের বিষয় কোন ক্ষমতাপন্ন আইন অথবা একুটির আদালত বা আদালতসকলে নালিশ করিতে তাঁহার যে স্বত্ব আছে তাহার কিছু হানি হইবেক না ইতি।

৭৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রিসিবর নিযুক্ত করণের প্রত্যেক দরখাস্ত বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এক কি ততোধিক জজ সাহেবের নিকটে করা যাইবেক এবং সেইরূপ দরখাস্ত হইলে ঐ জজ অথবা জজ সাহেবেরা দরখাস্তকারিরদের এজহার শুনিয়া কর এবং ঘরের টাক্সের সমুদয় অথবা তাহার প্রচুর অংশ লইতে এক জন উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং সেই ব্যক্তি সেই টাকা লইয়া সেই সুদ অথবা বিষয়বিশেষে আসল টাকা ও সুদ এবং সকল খরচা এবং ঐ আসল টাকা ও সুদ এবং সেই সকল খরচা ও খরচ পরিশোধ না হওনপর্য্যন্ত ঐ কর এবং ঘরের টাক্স আদায় করণে যে সকল খরচ পড়ে তাহা দিবেন এবং এইরূপ এক জন রিসিবর নিযুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল কর ও টাক্স সেইরূপে নিযুক্তহওয়া ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহা লইবেন এবং তন্নিমিত্ত উত্তম ও মাতবর ফারখৎ দিতে তাঁহার প্রতি ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল। এবং তিনি এইরূপে যে সকল টাকা পান্ যে ব্যক্তির সেই সুদ অথবা বিষয়বিশেষে সেই আসল টাকা ও সুদ সেই সময়ে পাওনা থাকে অথচ যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ রিসিবর নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই ব্যক্তির দ্বারা অথবা সেই ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ টাকা পাওয়া গিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং সেই সুদ ও খরচা অথবা আসল টাকা ও সুদ ও খরচা পরিশোধ করা গেলে ঐ রিসিবরের ক্ষমতা নিবৃত্ত হইবেক ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

বন্ধকপত্রের পাঠ।

এত টাকার অমুক নম্বরী বন্ধকপত্র। ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের ১৮৪৭ সালের ১৬ নম্বরী এবং ২২ নম্বরী আইনক্রমে। আমরা উক্ত আইনানুসারে কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত হইয়া ও উক্ত আইনের শক্তিক্রমে আমারদিগকে অমুক স্থাননিবাসি শ্রী অমুক কোম্পানির এত টাকা দিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত আমরা উক্ত অমুককে ও তাঁহার অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈনকে উক্ত আইনের শক্তিক্রমে কলিকাতা নগরের যে সকল টাক্স ও অন্য টাকা উৎপন্ন হয় তাহা এবং উক্ত টাক্সপ্রভৃতিতে উক্ত

কমিস্যনরেরদের অর্থাৎ আমারদের যে ইষ্টেট ও স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্কথাকে তাহা অর্পণ করিয়াছি। এবং সালিয়ানা শতকরা এত টাকা সুদ সমেত এত টাকা যাবৎ না পরিশোধ হয় তাবৎ উক্ত অমুক ও তাঁহার অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈন তাহা ভোগ দখল করিবেন (ঐ আসল টাকা পরিশোধ করণের কোন বিশেষ মিয়াদ নিরূপণ-হইলে এই কথাও লেখা যাইবেক যে) এই পত্রের তারিখঅবধি এত বৎসরের মধ্যে ঐ আসল টাকা পরিশোধ যাইবেক।

ইঙ্গরেজী অমুক সালের অমুক তারিখে আমারদের সাধারণ মোহরযুক্ত হইয়া উক্ত দিবসে আমারদের বৈঠকে সহী হইল।

অমুক কমিস্যনর।
অমুক ঐ।
অমুক ঐ।

B চিহ্নিত তফসীল।

বন্ধক খারিজদাখিল করণের পাঠ।

আমি অমুক স্থাননিবাসি অমুক অমুক স্থান নিবাসি অমুক এত টাকা আমাকে দেওয়াপ্রযুক্ত আমি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের ১৮৪৭ সালের ১৬ নম্বরী এবং ২২ নম্বরী আইনের দ্বারা ও তাহার শক্তিক্রমে নিযুক্ত ও কর্ম্মকারি কমিস্যনরেরদের স্থানে অমুক তারিখের অমুক নম্বরী কোং এত টাকার ও সুদের জামিনস্বরূপ যে বন্ধকপত্র পাইয়াছি তাহা আমি উক্ত অমুককে ও তাঁহার অছিকে ও তাঁহার আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈনকে দিয়াছি (অথবা যদি পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা খারিজদাখিল করা যায় তবে তাহার লিখিত জামিনপত্র) এবং তৎক্রমে ধার্য্য টাকাতে ও তৎক্রমে সমর্পিত টাক্স ও সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব ও ইষ্টেট ও সম্পর্ক আছে তাহা উক্ত অমুককে সমর্পণ করিয়াছি।

তাহার সাক্ষিস্বরূপে আমি ইঙ্গরেজী অমুক সালের অমুক তারিখে এই পত্রে দস্তখৎ করিয়া মোহর করিলাম।

অমুক। (মোহর)

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশত্তিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন্ ১৮৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনের ১৭ ধারাতে হুকুম আছে যে যে কোন ব্যক্তি অন্যের স্থানহইতে বলপূর্ব্বক কিছু অপহরণ করে অথবা অন্যের গাত্রহইতে কোন সম্পত্তি চুরী করে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে পনের বৎসরের অনধিক ও দশ বৎসরের অন্যূন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের অথবা তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক।

অতএব ইহাঁতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের উক্ত ধারার যে ভাগে হুকুম আছে যে ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট দ্বীপান্তর প্রেরণের মিয়াদ দশ বৎসরের ন্যূন হইবেক না সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন. ১৮৪৮ সালের ২২ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কৃত্রিম করণের কোনং গতিকে কার্য্যের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের বিশেষ সীমাভিন্ন বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের সীমাসরহদ্দের মধ্যে দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে দলীলদস্তাবেজ এবং কাগজপত্র ঐ মোকদ্দমার বিপক্ষ পক্ষেরদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ দাখিল হয় তাহার বিষয়ে সেই দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা কৃত্রিম করণের বিষয়ে অথবা কৃত্রিম করাওণের বিষয়ে কিম্বা মিথ্যা ও কৃত্রিম দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র সত্য বলিয়া চাতুরীক্রমে বাহির করণের এবং প্রকাশ করণের বিষয়ে বা ঐ দলীলপ্রভৃতি মিথ্যা ও কৃত্রিম জানিয়া তাহা প্রকারান্তরে চাতুরীক্রমে আমলে আনিবার কিম্বা আমলে আনিবার উদ্যোগের বিষয়ে যেং নালিশ করে সেইং নালিশ নানা জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা পশ্চাৎ লিখিত ধারার নিরূপিত প্রকারভিন্ন অন্য কোন প্রকারে গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে (মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সোপর্দ্দ করণের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কর্ম্মকারকের আদালতভিন্ন) কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেইং মোকদ্দমায় যদি ঐ আদালতের এমত বোধ হয় যে এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের বিষয়ে কোন নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তজবীজ হওনার্থ পাঠাইবার উপযুক্ত কারণ আছে তবে সেই আদালত নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং নালিশের সম্পর্কীয় সাক্ষ্য এবং দলীলদস্তাবেজও পাঠাইবেন এবং সেই বিষয়ে যে সকল সাক্ষী ঐ প্রকার সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারদের প্রত্যেক জনের স্থানে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত হওনের বিষয়ে এক মুচলকা লিখিয়া লইবেন। এবং তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া রীতিমতে তাহার বিচার করিবেন ইতি।

পরন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে

হইবেক না যে তাহার দ্বারা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৬ ধারায় কৃত্রিম করণের মোকদ্দমার বিষয়ে সেশন জজ সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল তাহার কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের হুজুরে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহাতে মিথ্যা শপথ করণের কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দেওনের নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে উক্ত জজ সাহেবেরদের সোপর্দ্দ করণের যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতা প্রধান সদর আমীনেরদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি অর্পণ হইল এবং উক্ত প্রকরণানুসারে উক্ত জজ সাহেবদিগকে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে যেমতে কার্য্য করণের হুকুম ও আদেশ আছে সেই মতে ঐ প্রধান সদর আমীনদিগকে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কার্য্য করিতে ইহার দ্বারা হুকুম ও আদেশ হইল ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা উক্ত প্রকরণের বিধানমতে যাহারদিগকে মিথ্যা শপথ করিবার কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দিবার অপরাধে সোপর্দ্দ করেন্ তাহারদের বিচার তাঁহারা সেশন জজস্বরূপ করিতে পারেন্ এবং ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে দেওয়ানী আদালত এই কথাতে রাজস্বের যে সকল কার্য্যকারককে আদালতের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদিগকেও বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা শহর পরিপাটী করণার্থ নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে কতকং শক্তি ও ক্ষমতা দেওনের এবং তাঁহারদের দ্বারা কতকং সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের নিয়ম করিবার আইন।

যেহেতুক ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাও নির্দ্দিষ্ট ছিল যে তাহার মধ্যে উল্লিখিত কর ও টাক্সের যত উৎপন্ন হয় তাহাহইতে সকল সিরিশ্তার ও উপরি খরচ দেওনের পর যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা এবং যেং টাকা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে কলিকাতা শহরের পারিপাট্য কর্ম্মে নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে দিতে হুকুম করেন্ সেই সকল টাকা এইং কার্য্যে ব্যয় হইবেক বিশেষতঃ।

শহরের সকল স্থানেতে জল দেওনার্থ পুষ্করিণী ও জলপথ খননকরণ।

শহরের যেং স্থানে ঘর অতিঘন আছে সেইং স্থানে রাস্তা এবং চক প্রস্তুত করণ।

অপ্রবাহ জলাশয় ভরাটকরণ এবং বায়ুর স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের অবরোধ উঠাইয়া দেওন।

পথ ও রাস্তাতে আলো দেওন ও জল দেওন।

পথ ও রাস্তা এবং উক্ত শহরের নরদমা পরিষ্কার করণ ও মেরামৎ করণ।

এবং সামান্যতঃ শহরের পারিপাট্য করণ ও শোভা করণ।

এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফলমতে সিদ্ধ করণার্থ উচিত হয় যে ঐ কমিস্যনরদিগকে এক জন মুহুরীর ও এক জন সুরবেয়র এবং অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং যেং ক্ষমতাতে সাধারণ

ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও সম্পত্তিতে হস্তার্পণ হইবেক এমত ক্ষমতা ঐ কমিস্যনরদিগকে এবং তাঁহারদের মুহুরীর ও সরবেয়র ও অন্যান্য কর্ম্মকারকদিগকে অর্পণ হয়।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরেরা উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তির-দিগকে আপনারদের সরবেয়র ও মুহুরীর ও অন্যান্য আবশ্যক পদে মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারদের নিযুক্ত হওন বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করণের অপেক্ষা থাকিবেক এবং যে২ মাহিয়ানা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের উচিত বোধ হয় সেই২ মাহিয়ানা তাঁহারা পাইবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরের কোন স্থানহইতে কলিকাতা শহরের মধ্যে নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যজনক জল আনয়নার্থ এক বা ততোধিক জলপথ প্রস্তুত করিবার জন্যে যখন কোন জলপথের পাণ্ডুলেখ্য বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের সম্মত হইয়াছে তখন প্রত্যেক কমিস্যনর এবং কমিস্যনরেরদের সরবেয়র ও মুহুরীর এবং যে২ আসিষ্টান্টের আবশ্যক হয় সেই২ আসিষ্টান্ট ঐ জলপথ প্রস্তুত করণেতে যে স্থান দিয়া জলপথ যায় সেই স্থানে এই আইনক্রমে ঐ কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে যে২ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন এবং ঐ জলপথ প্রস্তুত করণার্থ যে২ ক্ষমতার আবশ্যক হয় সেই২ ক্ষমতা তাঁহারদের থাকিবেক এবং সেইরূপ কর্ম্মকরণের বিষয়ে তাঁহারদের নামে কোন নালিশ হইবেক না এবং তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না। এবং উক্ত কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে কোন কর্ম্ম করিতে হয় তাহার সাহায্য করণার্থ কলিকাতা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনক্রমে যে২ কার্য্য করিতে পারেন এবং এই আইনের দ্বারা যে২ কার্য্য করিতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইল সেই২ কার্য্য যে কোন জিলা দিয়া উক্ত জলপথ যাইবেক সেই জিলার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জলপথ নির্ম্মাণের জন্যে করিতে পারেন এবং এই আইনের দ্বারা সেই২ কার্য্য করিতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইল ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা ঐ২ কমিস্যনর যে২ কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন তাহার কোন কর্ম্ম নিজে কিম্বা তাঁহারদের চাকর কি আসিষ্টান্টের দ্বারা নির্ব্বাহ না করিয়া যে কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানি তাহা চুক্তি করিয়া লইতে চাহেন সেই ব্যক্তি বা কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারেন। এবং

তাহা হইলে সেই প্রকার কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে ঐ২ কমিস্যনরকে এই আইনক্রমে যে২ শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া গেল ঐ ব্যক্তি অথবা ঐ কোম্পানি সেই২ শক্তি এবং ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা দেওয়া ক্ষমতা ও শক্ত্যনুসারে কার্য্য করণেতে যদি কোন ঘর বা এমারৎ অথবা অধিকার্য্য অন্য বিষয়ের অপচয় হয় অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহার হানি হয় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এবং ঐ বাটী কি এমারৎ অথবা অন্য অধিকার্য্য বিষয়ের স্বামী এবং দখীলকারের এবং ঐ কমিস্যনরেরদের মধ্যে ঐ ক্ষতিপূরণার্থ যত টাকা ধার্য্য হয় তাহা ঐ কমিস্যনরেরা ঐ বাটীর স্বামি অথবা দখলীকারকে দিবেন। এবং ঐ ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যার বিষয়ে এবং প্রত্যেক স্বামী এবং দখীলকারকে তাহার যে অংশ দিতে হইবেক সেই অংশের বিষয়ে যদি সেইরূপ স্বামী কি দখীলকার এবং ঐ কমিস্যনরেরদের মধ্যে ঐক্য না হইতে পারে তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যা এবং তাহার দাওয়াকারি ব্যক্তিরা একে২ তাহার যে অংশ পাইবার যোগ্য সেই২ অংশ সালিসের দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করণের ক্ষমতা দেওনের আইন এই নামে বিখ্যাত ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্ধারিত মতে তলব ও নিযুক্ত হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা ধার্য্য হইবেক এবং আদায় হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরদিগকে অথবা তাঁহারদের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন মুহুরীর অথবা সরবেয়র কি অন্য কর্ম্মকারক কিম্বা কোন কারিগর অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে কি এই আইনের বিধির অনুসারে তাঁহারা যে কোন ব্যক্তি কিম্বা কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন অথবা সেই কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে আপনারদের কি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য অথবা যে কোন কর্ম্ম এই আইনের শক্তিক্রমে বা তদনুসারে তাঁহারদের করিবার হুকুম আছে অথবা ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই কর্ম্ম করণেতে ও সম্পন্ন করণেতে যদি কোন ব্যক্তি কোন সময়ে ব্যাঘাত অথবা উত্ত্যক্ত করে তবে এইমত অপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক কমিস্যনর ও সরবেয়র ও কমিস্যনরের-দের মুহুরীর এবং তাঁহারদের যত আসিষ্টাণ্টের আবশ্যক হয় তাঁহারদিগকে এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া গেল যে দিবা

ভাগের সকল উপযুক্ত ঘণ্টায় তাঁহারা কোন ভূমি কি বাটীতে অথবা যে ভূমির উপর কোন ঘর বা বাটী বা অন্য কোন এমারৎ গাঁথা আছে কি গাঁথা হইতেছে কি গাঁথিবার কল্প আছে সেই ভূমিতে এবং কোন প্রকার ঘরে বা তাহার কোন ভাগে প্রবেশ করেন অথবা আপনারদের অধীন কর্ম্মকারকদিগকে প্রবেশ করিতে হুকুম দেন এবং সেইরূপ প্রবেশ করণের জন্য অথবা এই আইনানুসারে ঐ ভূমিপ্রভৃতির কোন ভাগে যে কোন কার্য্য করা যায় বা করিতে হয় তাহার জন্যে কি তাহার বিষয়ে তাঁহারদের নামে আইনের আদালতে কোন নালিশ অথবা একুটি আদালতে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবেক না এবং তাহার বিরুদ্ধ আইনসম্পর্কীয় কোন কার্য্য হইতে পারিবেক না অথবা তাঁহারদিগকে কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন ভূমি অথবা এমারতে তৎসময়ে কোন ব্যক্তি বাস করিতেছে তাহাতে দখীলকারের অনুমতি বিনা তাঁহার বা তাঁহারদের প্রবেশ করণের মানসের উপযুক্ত সম্বাদ ঐ দখীকার ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না দিয়া তাহার মধ্যে উক্ত প্রকার কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে কলিকাতা শহরের মধ্যে সকল প্রকার ও সকল রকমের যে সকল ও প্রত্যেক রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে এবং উত্তর কালে ঐ শহরের যে সকল ভাগে কোন রকমের বা কোন প্রকারের রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের গমনাগমনের পথ করা যায় তাহার সরবরাহ কার্য্য ও কর্ত্তৃত্ব এবং শান ও তাহার সকল সরঞ্জাম এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট অথবা কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা কিম্বা তাঁহারদের হুকুমে ঐ রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের জন্যে যে সকল গাঁথনি ও এমারৎ ও সরঞ্জাম ও হাতিয়ার অথবা অন্য দ্রব্য করা যায় তাহা ট্রুষ্টিস্বরূপ ঐ কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং সেই সকল বিষয়ের স্বত্ব তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অর্পণ হইয়াছে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে যে রাস্তা ও সরকারী পথ এবং সাধারণের গমনাগমনের স্থান থাকে বা উত্তর কালে করা যায় তাহার মধ্যে যে রাস্তাইত্যাদির বিষয়ে উপযুক্ত বোধ হয় সেই রাস্তাইত্যাদিতে উক্ত কমিস্যনরেরা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে শান করিতে পারেন এবং তাহাতে জল দিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে যে

প্রত্যেক রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে কিম্বা উত্তর কালে করা যায় সেই প্রত্যেক রাস্তাপ্রভৃতি উক্ত কমিস্যনরেরা উপযুক্তমতে মেরামৎ করিবেন এবং উপযুক্তমতে মেরামৎ না করিলে তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তায় পদব্রজে যাওনের বা গাড়ি যাওনের পথের কোন শান কি পাতর অথবা অন্য সরঞ্জাম যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের কিম্বা তাঁহারদের উক্ত সরবেয়রের লিখিত অনুমতি বিনা সরায় বা তুলিয়া ফেলে বা তাহাতে কোন ফেরফার করে অথবা উক্ত শহরের কোন রাস্তা কোন প্রকারে অবরোধ করে বা তাহার উপর কিছু গাঁথে তবে এইমত প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং যেহেতুক শহরনিবাসিরদের স্বাস্থ্যের এবং উপকারের জন্যে আবশ্যক আছে যে যে সিধা ও চৌড়া রাস্তা ও খোলা পথ আরম্ভ হইয়াছে তাহা সম্পন্ন হয় এবং যেখানে এই সময়ে এইমত রাস্তাপ্রভৃতি না থাকে সেই খানে উপকারক এবং উপযুক্ত অন্তরে সেই প্রকার রাস্তা এমত করা যায় যে ঐ শহরের মধ্যে ঘন এমারতের মধ্য দিয়া সেইরূপ সিধা ও চৌড়া পথ করা যায় অর্থাৎ সাধ্যপর্য্যন্ত ঢেরাকৃতিরূপে দক্ষিণঅবধি উত্তরপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বঅবধি পশ্চিমপর্য্যন্ত ঐ রাস্তার পত্তন হয় এবং দক্ষিণ পূর্ব্বঅবধি উত্তর পশ্চিমপর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ পশ্চিমঅবধি উত্তর পূর্ব্বপর্য্যন্ত অন্য রাস্তা কোণাকোণি রেখারূপে বিদিগে নির্ম্মাণ হয় এবং উপকারক ও উপযুক্ত অন্তরে বৃহৎ শূন্য স্থান থাকে এবং সেই শূন্য স্থানে চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক করা যায় এবং উক্ত চকহইতে ঐ২ রাস্তা উপকারকমতে প্রতিবন্ধক বিনা ঋজু রেখাক্রমে এক দিগে গঙ্গাপর্য্যন্ত যায় অপর দিগে উক্ত শহরের বাহিরের ময়দানপর্য্যন্ত যায় এবং এই প্রকার পাণ্ডুলেখ্যানুসারে সাধ্যপর্য্যন্ত ঐ২ কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় এবং সম্পূর্ণরূপে তাহা হইতে না পারিলে এই পাণ্ডুলেখ্যের সদৃশ যেপর্য্যন্ত সাধ্য সেইপর্য্যন্ত তাহা করা যায়। এবং যেহেতুক উচিত এবং আবশ্যক আছে যে উক্ত শহরের এদেশীয় লোকেরা যে স্থানে বাস করেন্ সেই স্থানে যে গুঁড়ি ও গলি পথ আছে তাহার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্তমতে সোজা এবং চৌড়া রাস্তা ও খোলা পথ নির্ম্মাণ হয় এবং যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ করণের আবশ্যক হইবেক সেই ঘরপ্রভৃতির স্বামিরদিগকে উপযুক্তমতে ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া উচিত।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘ্র সাধ্য উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের উক্ত বিশেষ সরবেয়র এবং অন্য কোন উপযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা নক্‌শা প্রস্তুত করাইবেন এবং ঐ নক্‌শার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়-সকল সিদ্ধ করণার্থ তাঁহারদের বিবেচনায় ঐ রাস্তা ও খোলা পথের লক্ষিতদিগের ও তাহার প্রশস্ততার এবং পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক প্রস্তুত করণার্থ যে শূন্য স্থানের প্রয়োজন হয় তাহার অবস্থান ও পরিমাণের নিদর্শন থাকিবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা ঐ শহরের স্বাস্থ্য এবং তাহার মধ্যে গমনাগমনের সুগম এবং ঐ পারিপাট্যের নির্ব্বাহ করণের যে পরিমিত ব্যয় হইতে পারে এই সকলে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। এবং যে কর্ম্মের আবশ্যক হয় তাহার খরচের এবং এই নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি খরীদ করিবার আবশ্যক হইবেক তাহার আন্দাজী মূল্যের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইবেক। এবং যে২ নক্‌শা ঐ কমিস্যনরদিগকে এইরূপে দেওয়া যায় তাহার মধ্যে যে নক্‌শা তাঁহারা কিম্বা তাঁহারদের অধিকাংশ ব্যক্তি অন্যাপেক্ষা উত্তম ও উপযুক্ত বোধ করেন তাহা তাঁহারা পসন্দ করিবেন এবং ঐ নক্‌শা ও তদ্বিষয়ে কমিস্যনরেরদের নির্দ্ধারণ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের বিবেচনার নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব উক্ত সেক্রেটারীর সহীকরা এক লিপির দ্বারা উক্ত সেক্রেটারীর মারফৎ ঐ নক্‌শাতে আপনার সম্মতি জানাইলে উক্ত কমিস্যনরেরা যথাসাধ্য শীঘ্র আপনারদের হাতে থাকা সংস্থান বুঝিয়া এবং এই আইনের কল্পিত অন্যান্য পারিপাট্য কর্ম্মের একি সময়ে নির্ব্বাহ করণের প্রতিবন্ধক না হয় ইহা বুঝিয়া ঐ কর্ম্ম যেপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বাহ করিবেন। এবং উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাবিত নক্‌শাতে যদি তিনি আপনার অসম্মতি জানান তবে ঐ কমিস্যনরেরা সেই সরবেয়র অথবা অন্য কোন উপযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা অন্য নক্‌শা প্রস্তুত করাইবেন এবং সেই নক্‌শা সেইরূপে ঐ কমিস্যনরেরা ঐ শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করিবেন এবং যাবৎ ঐরূপ কোন নক্‌শা ঐ শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর না হয় তাবৎ সময়ে২ ঐরূপ অন্যান্য নক্‌শা করিবেন এবং উক্ত কমিস্যনরদিগকে উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের চূড়ান্ত সম্মতি জানান গেলে পর যত শীঘ্র সাধ্য উক্ত কমিস্যনরেরা ঐ মঞ্জুরহওয়া নক্‌শা অনুসারে কর্ম্ম করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নক্‌শা ঐ শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে সেইরূপে প্রস্তাব হইলে এবং তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর হইলে পর ঐ কমিস্যনরেরা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের বিধির অনুসারে ঐ নক্‌শা অনুসারে কার্য্যকরণার্থ যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি খরীদকরণের আবশ্যক হয় তাহা খরীদ করিবেন এবং ঐ খরীদ

সম্মত হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকে আর জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনারদের তৎস্থানীয় সরবেয়রকে উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের হুকুম দিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত শহরের স্বাস্থ্যের জন্যে তাহার মধ্যে কর্ম্মণ্য নরদমা ও মোরী করণের উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের ঐ সরবেয়রকে সমস্ত শহরের অতি মনোযোগপূর্ব্বক জরিপ করিতে হুকুম দিবেন এবং তৎসময়ে যে নরদমা ও এমারৎ ও মোরী ঐ শহরের মধ্যে আছে তাহার যেং দোষ থাকে এবং উক্ত সমস্ত শহরের কর্ম্মণ্যরূপে নরদমা করণ ও পরিষ্কার করণার্থ ঐ নরদমার যেং মতান্তর করা এবং যেং নূতন প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী করা উপযুক্ত ও আবশ্যক এবং ঐ নরদমা ও মোরী উপযুক্তমতে জলসেচন ও পরিষ্কার করণার্থ যেং জলাশয় ও কল ও জলপ্রবাহের দ্বার ও জলপথের কপাট ও অন্যান্য কর্ম্মের আবশ্যক হয় এবং যেং স্থানে ও স্থানহইতে ঐং নরদমা ও মোরীর আরম্ভ করা উচিত এবং ঠিক যে দিগে তাহা চালান উচিত এবং যেং স্থানে তাহার শেষ করা উচিত এই সকল বিষয়ের ঐ সরবেয়র আপনার বিবেচনামতে এক যথার্থ ও সস্পষ্ট রিপোর্ট করিবেন ইতি।

১৪ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত শহরে বিশেষ বিষয় এবং অন্যান্য অবস্থা বুঝিয়া যেপর্য্যন্ত সাধ্য সেইপর্য্যন্ত উক্ত শহরের সকল নিবাসিকে পান করণার্থ এবং গৃহাদির কর্ম্মের নিমিত্তে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক জল দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক এবং বিশেষতঃ অতিদরিদ্র নিবাসিরদিগকে সেইরূপ জল দেওয়া অত্যাবশ্যক এবং যেহেতুক রাস্তা কর্ম্মণ্য ও স্বাস্থ্যজনকরূপে পরিষ্কার করণ এবং তাহাতে জলদেওনার্থ এবং যে প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী এই আইনের বিধির অনুসারে নির্ম্মাণ করা যাইবেক এবং বজায় করা যাইবেক তাহা পরিষ্কার রাখনের জন্যে জল যোগাইয়া দেওনের প্রয়োজন হইবেক।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরেরা সেই সময়ে ঐ শহরের মধ্যে এক্ষণে জলের যে সুসার আছে তাহার এবং উক্ত নানা অভিপ্রায়ের জন্যে সেই জল প্রচুর বা অপ্রচুর তাহার বিষয়ে এবং সেইরূপ যোগান প্রত্যেক প্রকার জল অথবা উক্ত সরবেয়র উত্তর কালে যে জল যোগানের পরামর্শ দেন্ সেই জল পান করণার্থ স্বাস্থ্যজনক ও সুস্বাদ কি না এই বিষয়ের রিপোর্ট করিতে আপনার সরবেয়রকে হুকুম

দিবেন। এবং ঐ জলের স্বাস্থ্যজনক ও সুস্বাদু গুণের বিষয়ে তাঁহার রিপোর্টের যথার্থতার পরীক্ষা করণার্থ ঐ কমিস্যনরেরা ঐ জল বা জলসকলের গুণের নির্ণয় করিতে এবং তাহার বিষয়ে রিপোর্ট করিতে নিপুণ কিমিয় ব্যক্তি এবং চিকিৎসকেরদিগকে আদেশ করিবেন। এবং উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহাদির কার্য্যের জন্যে এবং উক্ত রাস্তার কর্ম্মণ্য ও স্বাস্থ্যরূপে পরিষ্কার রাখণের ও জল দেওনের জন্যে এবং যে প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী এই আইনের বিধির অনুসারে নির্ম্মাণ ও বজায় হইবেক তাহার পরিষ্কারের জন্যে কলিকাতার উত্তর দিগে হুগলী নদীর যে স্থানহইতে প্রচুর জল শহরের মধ্যে আনা যাইতে পারে তাহা ঐ সরবেয়র আপনার রিপোর্টে লিখিবেন এবং এই নানা কার্য্যের জন্যে এক স্থানহইতে প্রচুর জল পাওয়া যাইতে পারে কি না এবং কত দূরহইতে তাহা আনিতে হইবেক এবং তাহার যে খরচ লাগিবেক এবং উক্ত সকল অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ঐ জল প্রচুর ও বাহুল্যমতে যোগাইবার জন্যে যে জলাশয় ও কল ও জলপথের দ্বার ও খাল ও জলপথ ও নল ও অন্যান্য কর্ম্মের আবশ্যক হইবেক এবং সেই সকলের কিং পরিমাণ ইত্যাদি সকল বিষয়ে আপনার মত লিখিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল যে সকল নরদমা ও মোরী এবং তৎসম্পর্কীয় সকল এমারৎ ও অন্য কর্ম্ম ও সরঞ্জাম ও দ্রব্য এবং সাধারণ লোকেরদের ব্যবহারার্থ যে সকল খাল ও জলপথ ও পুষ্করিণী ও কূপ প্রস্তুত হইয়াছে অথবা আইনমতে ব্যবহার হইতেছে এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের নিজ সম্পত্তি নহে তাহা এবং এই আইন জারী হওন সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে তাহার সম্পর্কীয় যে সকল এমারৎ ও কল ও নির্ম্মিত কর্ম্ম ও সরঞ্জাম ও জিনিস আছে অথবা উত্তর কালে কোন সময়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরচে বা প্রকারান্তরে প্রস্তুত হয় তাহা ও তাহার উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা পূর্ব্বোক্ত ট্রুষ্টিস্বরূপ উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং এই আইনের দ্বারা তাহার স্বত্ব তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইল কিন্তু তাহার বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত বিধি খাটিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সমস্ত শহরের কর্ম্মণ্যরূপে নরদমা করণার্থ এবং শহর পরিষ্কার রাখণার্থ যে প্রকার এবং যত নরদমা ও মোরী এবং যে প্রকার ও যত জলাশয় ও খাল ও জলপথ ও কল ও অন্যান্য নির্ম্মিত কর্ম্ম উক্ত কমিস্যনরেরদের বিবেচনায় আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা তাঁহারা নির্ম্মাণ করাইবেন। এবং ঐ নরদমাতে উপযুক্তরূপে জলসেচনের জন্যে ও তাহা পরিষ্কার করণের জন্যে যে প্রকার ও যত জলের নালার আবশ্যক হয় তাহা উক্ত শহরের রাস্তা ও পথ ও অন্য

স্থানে (তাহা সরকারী হউক বা না হউক) তাহাতে ও তাহার নীচে ও তাহার উপর এবং আবশ্যক হইলে উক্ত রাস্তা ও পথ ও মার্গ ও স্থানের নীচে যে সকল মাটির ভিতরে কুটরী ও খিলান থাকে তাহার মধ্য দিয়া ও তাহার উপর পত্তন করাইবেন কিন্তু যাহাতে অল্প ক্ষতি হয় এমত উদ্যোগ করিবেন। এবং ঐ নরদমার লাগাও অথবা তাহার নিকটে যে কোন অথবা যে সকল ঘর গাঁথা আছে এবং গাঁথা যাইবেক সেই ঘরঅবধি উক্ত কোন নরদমাপর্য্যন্ত কোন মোরী বা মোরীসকল করাইতে উক্ত নরদমার পার্শ্বে যে প্রকার ও যত গোলাকৃতি স্থান ও ছিদ্র তন্নিমিত্ত রাখিতে ঐ কমিস্যনরের বিহিত ও আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা করিতে অথবা রাখিতে পারেন। এবং উক্ত কোন এমারৎ সমাপ্ত করিবার জন্যে যদি কোন ঘেরা ভূমিতে অথবা অন্য যে স্থানে সরকারী রাস্তা না থাকে এমত স্থানে বা তাহার মধ্যে বা তাহা দিয়া ঐ এমারৎ গাঁথিতে বা তাহার অনবরত নির্ম্মাণ করিতে আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত ভূমিতে বা অন্য স্থানে বা তাহার মধ্যে কি তাহা দিয়া ঐ এমারৎ গাঁথিতে এবং অনবরত নির্ম্মাণ করিতে পারেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরা এমত উপায় করিতে পারেন ও করিবেন যে ঐ নরদমা কোন নদী বা স্রোত কি খাল অথবা জলপথের সঙ্গে সংযোগ হয় এবং ঐ নরদমার মধ্যস্থ দ্রব্য ঐ নদীপ্রভৃতির মধ্যে পড়ে অথবা ঐ নরদমার সকল ময়লা রাখণ ও সংগ্রহ করণ ও বিক্রয় করণের এবং কৃষি কর্ম্মের সারের জন্যে বা প্রকারান্তরে তাঁহারদের যেরূপ সুবিবেচনা হয় সেইরূপে তাহা কর্ম্মে আনিবার জন্যে যে স্থান অতিসুগম হয় সেই স্থানে উপযুক্ত প্রণালী দিয়া সেই সকল ময়লা লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা সাবধান করিবেন যে ঐ ময়লা তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে কোন অপকারক বা ক্ষতিজনক না হয়। এবং ঐ সকল নরদমা ও জলপথ ও খাল ও জলাশয় এবং অন্য এমারৎ ও স্থান উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অর্পণ হইল এবং তাহা সকল সময়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের সরবেয়র ও তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরদের জিম্মায় ও কর্ত্তৃত্বে ও অধীনে থাকিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এইমত ক্ষমতা হইবেক এবং তাঁহারদিগকে এমত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে সময়ক্রমে তাঁহারদের যেমন উচিত বোধ হয় তেমনি তাঁহারা উক্ত শহরের মধ্যে আবশ্যকমতে সকল অথবা কোন এক নরদমা চৌড়া করিতে ও গহেরা করিতে এবং আলি করিতে ও তাহা মতান্তর করিতে ও তাহার উপর খিলান গাঁথিতে ও তাহা মেরামৎ ও পরিষ্কার করিতে ও ধৌত করিতে পারেন্ এবং আরো উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল অপ্রবাহ খাই ও নরদমা ও পুষ্করিণী ও দুর্গন্ধজল ও ময়লার অন্যান্য আধার থাকে তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিজ সম্পত্তি হউক বা না হউক তাহা পরিষ্কার করিতে এবং তাহার ময়লা উক্ত নরদমার মধ্যে ফেলিতে বা প্রকারান্তরে তাহা নিবৃত্ত করিতে

পারেন্। এবং আরো উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পিত বর্ত্তমান বা উত্তর কালে নির্ম্মিত কোন নরদমা যদি কোন কারণপ্রযুক্ত উক্ত কমিস্যনরেরদের বিবেচনায় অকর্ম্মণ্য অথবা অনাবশ্যক হয় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে সেই পুরাতন নরদমা উঠাইয়া ফেলিতে এবং তাহা বন্ধ করিতে ও তাহা বুজাইয়া ফেলিতে বা তাহা নিবৃত্ত করিতে পারেন্ কিন্তু তাহা এইরূপে করিতে হইবেক যে তাহাতে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিরদের অপকারক ও বিঘ্নজনক না হয় ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন নূতন ঘরের বুনিয়াদ খনন বা পত্তন করিতে আরম্ভ করণের অথবা কোন ঘর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করণের পুর্ব্বে এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ত্তৃত্বাধীন কোন নরদমার মধ্যে কোন ভূমি বা বাটীর জল সোজা বা বক্ররূপে পড়িবার জন্যে কোন মোরী করণের পুর্ব্বে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে লিখনের দ্বারা সম্পুর্ণ চৌদ্দ দিনের এত্তেলা দিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি ঐ প্রকারে ঘর গাঁথিতে বা পুনর্ব্বার গাঁথিতে অথবা সেইরূপ মোরী করিতে মানস করে সেই ব্যক্তি ঐ এত্তেলা মুহুরীরকে দিবেক কি তাহার দফ্তরখানায় দিয়া আসিবেক। এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়র যে মাটাম সহী ভূমি নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেই সহী ঐ বুনিয়াদের পত্তন হইবেক এবং ঐরূপ প্রত্যেক শাখা মোরী যে দিগে ও যে প্রকারে ও যে ডৌলে ঐ সরবেয়র হুকুম করেন্ এবং মসলা ও এমারতের বিষয়ে ঐ সরবেয়র যে নিয়ম করেন্ তদনুসারে তাহা প্রস্তুত হইবেক এবং সেইরূপ প্রত্যেক মোরী উক্ত কমিস্যনরের দৃষ্টি গোচরে এবং কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্ম্মাণ হইবেক। এবং যদি সেইরূপ এত্তেলা না দেওয়া যায় অথবা সেই এমারৎ কি মোরী যদি কোন প্রকারে উক্ত সরবেয়রের হুকুম বিনা অথবা হুকুমের বিপরীত কি এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় বা করা যায় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই এমারৎ উৎপাটন করাইতে পারেন্ এবং সেই মোরী পুনর্ব্বার পত্তন করিতে বা মেরামৎ করিতে বা বিষয়বিশেষে পুনর্ব্বার গাঁথিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার খরচ ঐ ভূমির বা মোরীর স্বামির স্থানে উসুল করিতে পারেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি যে নরদমা অর্পণ হইয়াছে বা এই আইনের শক্তিক্রমে তাঁহারদের নির্ম্মাণ করণের ক্ষমতা হইয়াছে বা প্রকারান্তরে উক্ত কমিস্যনরেরদের হাতে আইসে সেই নরদমার কোন একটার সঙ্গে সংযোগহওনার্থ কোন ব্যক্তি আপনার খরচে মোরী প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু সেই মোরী যে পরিমাণে এবং সর্ব্বতোভাবে যে প্রকারে উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়র হুকুম অথবা নিরূপণ করেন সেইরূপে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং যদি উক্ত

কমিস্যনরেরা ঐ মোরীর যে ভাগ ঐ নরদমার সঙ্গমের স্থানঅবধি ঐ রাস্তার শেষ-পর্য্যন্ত চলে তাহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত ও সম্মত না হন (এবং সেইরূপ স্বীকৃত ও সম্মত হওনার্থ ইহার দ্বারা তাঁহার প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল) তবে ঐ ব্যক্তি তন্নিমিত্তে কোন রাস্তার যে শান বা অন্য কোন সরঞ্জাম উঠাওন আবশ্যক হয় তাহা উঠাইতে ও স্থানান্তর করিতে পারে। এবং উক্ত যেং নরদমা ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইল অথবা এই আইনের শক্তিক্রমে নির্ম্মাণ করণের ক্ষমতা হইল তাহার কোন এক নরদমার সঙ্গে সংযোগ করণার্থ মোরী যে পরিমাণ এবং যে প্রকার ও যে ঢৌলে ঐ সরবেয়র হুকুম ও নিরূপণ করেন্ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বা অন্য প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি কোন মোরী প্রস্তুত করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং যেহেতুক এই প্রকার সকল এমারৎপ্রভৃতি উক্ত কমিস্যনরেরদের সর-বেয়রের নিজ হুকুম ও কর্ত্তৃত্বের অধীন ব্যক্তিরদের দ্বারা নির্ম্মাণ হইলে তাহা অধিক কর্ম্মণ্য এবং তাহাতে অল্প ব্যয় হইবার সম্ভাবনা অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত শহরের মধ্যে কোন বাটী বা অন্য বাসস্থানের স্বামির সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ও করার করিতে পারেন যে ঐ গৃহস্বামির যে কোন মোরী করণের আবশ্যক হয় তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদের সরবেয়রের দ্বারা নির্ম্মাণ করা যায় ও প্রস্তুত হয় এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়রের সর্টিফিকটঅনুসারে উক্ত মোরীর যে আসল খরচ লাগিয়াছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদিগকে ঐ২ গৃহস্বামী ফিরিয়াদিবেক এবং তাহা না দিলে ঐ টাকা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি।

২১ ধারা।

এবং যেহেতুক নরদমা ও মোরীর গলিঘুঁজিহইতে যে সকল দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে অস্বাস্থ্য জন্মে এবং সেই অপকার নিবারণ করনার্থ কোন নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা এবং উক্ত শহরের কোন বিশেষ মোরীর স্বামী উপযুক্ত কপাট অথবা অন্য ঢাকনি দেওনের দ্বারা কি তাহার মধ্য দিয়া বায়ুর গমনাগমনের সুগম করণের দ্বারা কিম্বা তন্নিমিত্ত অন্য যে উপায় ও উদ্যোগেতে তাহা সাধ্য হয় তাহার দ্বারা গলিঘুঁজিহইতে এবং রাস্তা বা অন্যান্য স্থানের মোরী কি নরদমার ঝাঁজরী কি অন্য প্রকার খোলা স্থানহইতে ঐ নরদমা এবং মোরীর দুর্গন্ধ নির্গত না হইবার উপায় করিবেন। এবং যদি কোন বিশেষ নরদমা অথবা মোরীর স্বামী সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের শৈথিল্য কি বিলম্ব করে তবে সেইরূপ নরদমা অথবা মোরীহইতে নির্গত দুর্গন্ধ সফলরূপে নিবারণার্থ উক্ত কমি-স্যনরেরদের সরবেয়র তাহাকে উপযুক্ত এত্তেলা দিবেন এবং যদি সেইরূপে এত্তেলা

পাওনের পর দশ দিবসের মধ্যে সেই নরদমার স্বামী অতি কর্ম্মণ্যরূপে তাহা না করে তবে উক্ত সরবেয়র তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত কপাট কি অন্য ঢাকনি দিবেন কি ঐ দুর্গন্ধি নির্গত হওনের অতি সফলরূপে নিবারণার্থ অন্যান্য যে উপায় উচিত বোধ হয় তাহা করিবেন এবং তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা ঐ নরদমা অথবা মোরীর স্বামী দিবেক এবং তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি।

২২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের সরবেয়রের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবং তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা হুকুম হইতেছে যে তাঁহারদের প্রতি অর্পিত কোন রাস্তা কি সরকারী পথ বা সাধারণের গমনাগমনের পথের যখন মেরামৎ হইতেছে অথবা যখন কোন নরদমা কি মোরী প্রস্তুত হইতেছে কি মেরামৎ হইতেছে তখন নিকটস্থ ঘরে ঠেস দেওনের দ্বারা এবং তাহা রক্ষা করণের দ্বারা আপদ নিবারণ করেন এবং ঐ এমারৎ ও মেরামৎহওনের সময়ে কোন গাড়ি বা বলদের গাড়ি কি অন্য বাহন কি বলদ কি ঘোড়ার গমনাগমনের নিবারণার্থে উক্ত কোন রাস্তায় কি সরকারী পথ কিম্বা সাধারণের গমনাগমনের পথে যত হুড়কা কিম্বা জিঞ্জির অথবা খুঁটি রাখিবার আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা ঐ রাস্তার মধ্যে রাখেন ও স্থাপন করেন কিম্বা রাখান ও স্থাপন করান। এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং তাঁহারদের সরবেয়র যখন কোন নরদমা কি মোরী অথবা অন্যান্য কর্ম্ম করিতেছেন বা মেরামৎ করিতেছেন তখন রাত্রিযোগে দৈবঘটনা নিবারণার্থে সেই নরদমাপ্রভৃতিতে উপযুক্ত ও প্রচুর আলো দিবেন এবং উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে সেখানে চৌকী থাকিতে নিযুক্ত করিবেন। এবং যদি কোন ব্যক্তি ঐ সরবেয়র ও কমিস্যনরেরদের অনুমতি বিনা সেই হুড়কা কি জিঞ্জির অথবা খুঁটি নামাইয়া ফেলে কি মতান্তর করে কি স্থানান্তর করে কিম্বা উক্ত হুড়কা বা জিঞ্জির কি খুঁটির নিকটে দেওয়া বা তাহাতে লট্‌কান কোন আলো নির্ব্বাণ করে তবে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির অপরাধ মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তাহার ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের উপকার ও স্বাস্থ্যের প্রতি উপযুক্ত মতে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রকে এই বিশেষ হুকুম দিবেন যে তিনি উপযুক্ত মতে সকল রাস্তা ও পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ ও তাহার গলী (সরকারী হউক কি না হউক) এবং পদব্রজে গমনের স্থান অথবা অন্য পথ সময়েং উপযুক্ত মতে ঝাডু দেওয়ান ও পরিষ্কার করান এবং ঐ সরবেয়র উপযুক্তমতে ঐ রাস্তাপ্রভৃতিতে ঝাডু দেওয়াইবেন ও পরিষ্কার করাইবেন। এবং তাহার উপর সর্ব্ব প্রকার যত ধূলা ও ময়লা ও জঞ্জাল পাওয়া যায় সেই সকল

একত্র করাইবেন ও স্থানান্তর করাইবেন এবং উপযুক্ত ঘণ্টায় ও সময়ে উক্ত শহরনিবাসিরদের বাটী ও ভূমিহইতে সকল কর্দ্দম ও ছাই ও ময়লা ও জঞ্জাল উঠাইয়া লইয়া যাইতে হুকুম দিবেন এবং উক্ত শহরের সকল অথবা কোন টাটী এবং ময়লার গর্ত্ত যেমত আবশ্যক বোধ হয় সেইরূপে প্রচুর ও উপযুক্তমতে পরিষ্কার ও শূন্য করাইবেন। এবং ঐ সরবেয়র প্রতি সপ্তাহে যেং দিবসে এবং যেং সময়ে উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ ঝাড়ু দেওয়া যাইবেক ও পরিষ্কার করা যাইবেক এবং ঐ ময়লা ও ধূলা ও রাত্রিতে যাহা জমে তাহা ও ঝাঁটনি ও জঞ্জাল ও ছাই লইয়া যাওয়া যাইবেক এবং যেমত ও যেরূপে তাহা স্থানান্তর করা যাইবেক এবং যে স্থানে তাহা জমা হইবেক তাহার এত্তেলা সকল লোককে দিবেন এবং ঐ কমিস্যনরের হুকুম ও কর্তৃত্বের অধীন কর্ম্মকারক ঐ সরবেয়রকে যেমত উপযুক্ত ও উচিত বোধ হয় সেইমত ঐ সরবেয়র নিয়ম ও হুকুম করিবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত কোন কার্য্য উত্তমরূপে করিবার ও নির্ব্বাহ করিবার জন্যে কোন বলদ বা ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কল অথবা কোন ঘোড়া বা বলদ খরীদ করিতে পারেন ও ভাড়া করিয়া লইতে পারেন ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাস্তা ও গমনাগমনের পথ ও গলি ও পদব্রজে গমনের পথ ও টাটী ও নরদমা ও ময়লার গর্ত্তহইতে যে সকল ময়লা ও ধূলা ও রাত্রিতে জমাহওয়া দ্রব্য ও জঞ্জাল এবং ঐ শহরের মধ্যে সকল ও প্রত্যেক ঘরহইতে এবং অন্য স্থানহইতে যে সকল ধূলা ও ছাই ও জঞ্জাল একত্র করা ও লওয়া যায় ও স্থানান্তর করা যায় তাহা ঐ কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদের প্রতি তাহা অর্পণ হইল। এবং ঐ কমিস্যনরেরা যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে আপনারদের উক্ত মুহুরীর অথবা সরবেয়রের দ্বারা তাহা বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন এবং তাহা বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে ব্যয় হইবেক এবং যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সেই ব্যক্তির তাহা লইতে ও লইয়া যাইতে এবং আপনার নিজ কার্য্য ও উপকারের নিমিত্তে তাহা হস্তান্তর করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথে জল দেওনের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত কোন রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কূপ খনন করিতে পারেন এবং নল ও নালা ও বোমা রাখিতে ও স্থাপন করিতে পারেন ও বসাইতে পারেন এবং তাহার নিমিত্তে অন্য কোন উপযুক্ত কল প্রস্তুত করিতে পারেন এবং ঐ

কমিস্যনরেরা যখন ও যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহা উঠাইয়া লইতে ও মতান্তর করিতে পারেন। এবং দেশের আচার ও ব্যবহারে দৃষ্টি রাখিয়া যে উপযুক্ত ও বিহিত সময়ে এবং যে উপযুক্ত ও বিহিত স্থানে পরিশ্রমি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও আরাম হওনের সম্ভাবনা এবং লজ্জাকর না হয় এমত স্থানে ও সময়ে শহরনিবাসিরদের স্নান করিবার জন্যে ঐ শহরের মধ্যে প্রচুরসংখ্যক চৌবা এবং উপকারি পুষ্করিণী অথবা জলপ্রবাহ প্রস্তুত করিতে ও স্থাপন করিতে ঐ কমিস্যনরেরদের ক্ষমতা হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে তাহা করিতে হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত সকল অথবা কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহারা সময়ক্রমে ব্যবস্থা করিতে পারেন ও ইহার দ্বারা ব্যবস্থা করিতে তাঁহারদের প্রতি হুকুম হইল বিশেষতঃ।

কোন রাস্তায় বা তাহার নিকটে অপকারজনক বিষয় নিবারণ করণ এবং তাহা পরিষ্কার রাখণ।

কসাইখানা ও বাজার রেজিষ্টরী করণ ও তদারক করণ ও তাহা পরিষ্কার ও উপযুক্তমতে রাখণের এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন একবার তাহাহইতে ময়লা উঠাইয়া লইয়া যাওনের এবং তাহাতে প্রচুরমতে জল দেওনের বিষয়ি নিয়ম করণ।

মনুষ্যেরদের আহারের জন্যে যাহারা পীড়াজনক মাংস ও মৎস্য ও শাকসবজী ও মিঠাই ও শস্য বিক্রয় করে তাহারদের দণ্ড করণ এবং ঐ মন্দ দ্রব্য ধরণ ও তাহা নষ্ট করণ।

রাস্তা পরিষ্কারকারিরদের কর্ম্ম এবং মূত্রের স্থান ও টাটীর কর্ত্তৃত্বের বিষয়ি নিয়ম করণ।

ময়লা ও অস্বাস্থ্যজনক ঘর পরিষ্কার করণের নিয়ম করণ।

সরকারী জলাশয়হইতে বিশেষ২ ঘরে জল যোগাওন।

পরিশ্রমি প্রজারদের স্বাস্থ্য ও পরিষ্কৃতত্তা ও উপকারের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে প্রকার আবশ্যক বোধ হয় সেই প্রকারে উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহ কর্ম্মের জন্যে যে পুষ্করিণী ও জলপ্রণালী স্থাপন হয় তাহাতে লোকেরদিগকে স্নান করিতে

অথবা আপনারদের গাত্র ধুইতে নিবারণ করণ এবং স্নান করিবার নিমিত্তে যে পুষ্করিণী ও জলপ্রণালী স্থাপন হয় তাহাতে স্নান করণের ঘণ্টার নির্ণয় করণের নিয়ম করণ।

উক্ত শহরনিবাসি নানা জাতিরদের চৈতন্য ও আচার ও ব্যবহারের বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করণ বিধায় উক্ত শহরে স্বাস্থ্য ও পরিষ্কৃততা ও লজ্জা বোধের বিষয়ে উপযুক্ত মতে মনোযোগপুর্ব্বক উক্ত শহরনিবাসিরদের যে২ কর্ম্ম করা উচিত এবং যে কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত সেই২ কর্ম্ম করাওণ এবং সেই কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত করাওণ।

এই সকল ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারি ব্যক্তিরদের যে জরীমানা দিতে হয় তাহা নির্ণয় ও স্থাপন করণ। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শেষোক্ত এইরূপ কোন জরীমানা কোন এক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অধিক হইবেক না অথবা সেই অপকারজনক বিষয় নিবারণ না হইলে এবং তাহার প্রতিকার না হইলে প্রত্যেক দিবসের জন্যে ৫) টাকার অধিক জরীমানা হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত ধারাতে ব্যবস্থা করণের যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তৎক্রমে যে ব্যবস্থা করা যায় তাহা যাবৎ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব না হয় এবং তাহাতে তাঁহার সম্মতি এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি না হয় এবং ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের দস্তখৎক্রমে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা ঐ কমিস্যনরদিগকে জ্ঞাত করা না যায় এবং ঐ ব্যবস্থা কলিকাতার দুই সম্বাদপত্রে একবার প্রকাশ করণের পর যাবৎ চল্লিশ দিবস অতীত না হয় তাবৎ ঐ ব্যবস্থা প্রবল হইবেক না। এবং ঐ ব্যবস্থার যে নকলে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দস্তখৎ করা এই এজাহার থাকে যে তাহা উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে এবং পুর্ব্বোক্তমতে দুই সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং ঐ প্রকাশ করণের তারিখ থাকে সেই নকল আইন এবং একুটির সকল আদালতে এবং সকল মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে ঐ ব্যবস্থার এবং তাহা মঞ্জুর হওন এবং প্রকাশ হওনের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে সকল ব্যবস্থা করা যায় তাহা ছাপা হইবেক এবং তাহার এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরখানায় লট্কান যাইবেক এবং লট্কান থাকিবেক এবং যে কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে দরখাস্ত

করে এবং উক্ত কমিস্যনরেরা ।০ আনার অনধিক যে রসুম নিরূপণ করেন সেই রসুম দেয় সেই ব্যক্তিকে তাহার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হওনপূর্ব্বক এই আইনের বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় অপরাধের বিষয়ে ইহার পরে যে সকল বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ বিধান এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের করা কোন ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করণের অপরাধের বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে সাধারণের অপকারক কোন প্রকার বিষয় যে কোন ব্যক্তি থাকিতে বা করিতে দেয় তাহার জন্যে ঐ কমিস্যনরেরা তাহার নামে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং কোন জরীমানা আদায় করণের জন্যে এবং এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ অপরাধকরণিয়া কোন ব্যক্তিরদের দণ্ড করিবার জন্যে নালিশের উদ্যোগ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ নালিশের ও অন্য কার্য্যের খরচ এই আইনের বিধিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পিত টাকাহইতে দিতে হুকুম ও আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি।

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা নালিশ করিতে পারেন এবং তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের যে কোন সম্পত্তি বা জিনিস বা দ্রব্য থাকে তাহা যে ব্যক্তি চুরী করে কি লয় বা লইয়া যায় বা জানিয়া শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে সেই ব্যক্তির নামে তাঁহারা নালিশ করিতে পারেন বা সম্বাদ দিতে পারেন কি অন্য কোন কার্য্য করিতে পারেন এবং এইমত প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি বা জিনিস অথবা দ্রব্যের বিষয়ে সেইরূপ কোন নালিশ হয় তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি ইহা সাধারণমতে জ্ঞাত করিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন ব্যক্তির যে কোন কর্ম্ম করণ বা না করণ "কামনলা" অনুসারে অপকারক অপরাধ জ্ঞান ও নির্দ্ধার্য্য হয় অথবা এই আইন না থাকিলে সেইরূপ জ্ঞান ও নির্দ্ধার্য্য হইত সেই কর্ম্ম করণ বা না করণ আইনসিদ্ধ হইবেক। এবং "কামনলা" অনুসারে যে কর্ম্ম অপকারক অপরাধ হইত সেই কর্ম্মের দোষি কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে তন্নিমিত্ত নালিশগ্রস্ত হওনহইতে ক্ষমা হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনক্রমে যে ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে সেইব্যক্তি ঐ

দাবাস্তক্রমে ধার্য্যহওয়া সম্পূর্ণ টাকা ও তাহার খরচা দিলে পর সেই অপরাধের জন্যে ফৌজদারীসম্পর্কীয় আর কোন নালিশ তাহার নামে হইতে পারিবেক না ইতি।

৩৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে এবং পশ্চাৎ লিখিত নিষেধের অধীনে উক্ত কমিস্যনরেরা পশ্চাৎ লিখিত কর্ম্ম করিতে পারেন এবং তাহা করিতে তাঁহারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল বিশেষতঃ এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ শহর অথবা তাহার কোন ভাগে জল যোগাওনের বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ও চুক্তি করিতে পারেন। এবং শ্রীযুতের ঐরূপ সম্মতিক্রমে পূর্ব্বোক্ত জল পাইবার ও রক্ষা করিবার জন্যে যেমত ঐ কমিস্যনরেরদের আবশ্যক বোধ হয় সেইমতে যে কোন ব্যক্তির কোন জলের যন্ত্র ও জলপ্রবাহ কি জল কিম্বা ভূমি বা বাটী কি উপকারি বিষয় কিম্বা উত্তরাধিকারিত্ব বিষয় অথবা স্থাপিত বিষয় বা যন্ত্র কি অন্য সম্পত্তি থাকে এবং সেই ব্যক্তি তাহা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক আছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরা সম্পূর্ণরূপে খরীদ করিতে পারেন। অথবা যে কোন মিয়াদের নিয়ম উভয়ের মধ্যে ধার্য্য হয় সেই নিয়মের বন্দোবস্তক্রমে তাহা পাট্টা কি ইজারা করিয়া লইতে পারেন। এবং সেইরূপে শ্রীযুতের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে যে কোন জলযন্ত্র কিম্বা কল বা স্রোত কি জল কি ভূমি বা বাটী অথবা উপকারি বিষয় কি স্বত্ব ও অধিকার ও উপকার এই আইনের শক্তি ও পরাক্রম অনুসারে উক্ত কমিস্যনরেরদের থাকে অথবা তাঁহারা পান্ কি উত্তর কালে পাইতে পারেন কি তাঁহারদের হস্তে অর্পণ হইতে পারে সেই জলযন্ত্রপ্রভৃতি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত শহর বা তাহার কোন ভাগে জল দেওনের বিষয়ে বন্দোবস্ত করে তাহাকে ২১ বৎসরের অনধিক মিয়াদে ইজারা দিতে পারেন। এবং তাহার অভিপ্রায় এই যে এইরূপ বন্দোবস্তকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ঐরূপ কোন বন্দোবস্ত বা চুক্তির অনুসারে অধিক কর্ম্মণ্য এবং ফলজনকরূপে ঐ জল আনাইতে পারে ও যোগাইতে পারে। এবং সেইরূপ যে পাট্টা উক্ত কমিস্যনরেরা দেন তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সকলের জন্যে বা তাহার কোন এক অভিপ্রায়ের জন্যে জল যোগাওনের সম্পর্কে যে বন্দোবস্ত ও নিয়মেতে তাঁহারা পরস্পর সম্মত হন্ সেই বন্দোবস্ত ও নিয়মক্রমে হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতানুসারে যে পাট্টা অথবা চুক্তি হয় সেই পাট্টা কি চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে যদ্যপি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎক্রমে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের অনুমতির লিখিত নিদর্শন না থাকে তবে তাহা কোন কারণের জন্যে মাতবর অথবা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৩৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের জল যোগাওনের কোন পাণ্ডুলেখ্য

বা কোন উপায় সিদ্ধ করণের জন্যে কোন জলযন্ত্র নির্ম্মাণ বা পারিপাট্য বা বিস্তার করণার্থ ভূমির স্বামী এবং দখীলকারের অনুমতি বিনা তাঁহারদের ভূমি লইতে অথবা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উক্ত কমিস্যনরদিগকে অথবা তাঁহারদের ইজারদারের-দিগকে এই আইনের দ্বারা যে২ ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই২ ক্ষমতা যদি আমলে আনা উপযুক্ত বা উপকারক বোধ হয় তবে এইমত প্রত্যেক গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা একটা নক্শা অথবা পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করাইবেন এবং ১০০ ফুটের পরিমিত স্থান ঐ নক্শার এক২ বুরুলের তুল্য হিসাবে করা যাইবেক এবং সেই নক্শার মধ্যে এই সকল বিষয়ের বর্ণনা থাকিবেক অর্থাৎ যে আকরহইতে ঐ জল আনাইবার কল্প আছে তাহা এবং ঐ২ জলযন্ত্রের স্থিতি এবং যে কোন স্থানহইতে জল আনাইবার কল্প আছে সেই আকরপর্য্যন্ত বা সেই আকরহইতে জল আনিবার যে জলপথ ও প্রণালিকা ও খিলান পথ বা নালা কি অন্য যে জুলি করণের কল্প আছে তাহার রেখা ও শ্রেণী এবং যে২ ভূমি দিয়া ঐ জলপথপ্রভৃতি লইয়া যাইবার কল্প আছে তাহা। এবং তাহার সঙ্গে অনুসন্ধানের এক বহী প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত কোন কর্ম্ম করণার্থ অথবা কোন খিলানপথ বা নালা কি জুলি কিম্বা জলযন্ত্রের নিমিত্তে ব্যবহার করণার্থ যে২ ভূমি লইবার কল্প হয় সেই২ ভূমির স্বামী অথবা কথিত স্বামী বা ইজারদার কি কথিত ইজারদার ও দখীলকারের নাম থাকিবেক এবং ঐ নক্শা এবং অনুসন্ধানের ঐ বহীর এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরে রাখা যাইবেক এবং তদ্বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাঁহারা সকল উপযুক্ত সময়ে তাহা দেখিতে পারিবেন এবং ঐ পাণ্ডুলেখ্য ও অনুসন্ধানের বহীর আর এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়রকে দেওয়া যাইবেক এবং উক্ত কোন অভিপ্রায়ের জন্যে লইতে বা ব্যবহার করিতে কল্পনা হওয়া যে কোন ভূমি দিয়া কোন খিলানপথ বা নালা বা প্রণালিকা কি অন্য কর্ম্ম করণের মানস থাকে সেই ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ আছে অথবা তাঁহারদের মধ্যে যে ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর উক্ত কমিস্যনরেরা জ্ঞাত হইতে পারেন তাঁহারদিগকে উক্ত কমি-স্যনরেরা ঐ কল্পিত কর্ম্মের এবং যে স্থানে ঐ নক্শা রাখা গিয়াছে তাহার এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলা একাদিক্রমে দুই সপ্তাহে অন্যূন একবার কলিকাতা শহরের দুই অথবা ততোধিক সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ এত্তেলা শেষবার প্রকাশ হওনের তারিখের পর ত্রিশ দিন অতীত হওনানন্তর যত শীঘ্র হইতে পারে উক্ত সরবেয়র উক্ত প্রকারে ঐ২ সম্বাদপত্রে এই এত্তেলা ঘোষণা করিবেন যে ঐ শেষ প্রকাশিত এত্তেলার তারিখঅবধি এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সেই ভূমিতে উপস্থিত হইব এবং যাঁহারা আমার সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করেন এবং জানিতে ইচ্ছুক হন তাঁহারদিগকে উক্ত কল্পিত জলপথ ও প্রণালিকা ও খিলানপথ ও নালার রেখা এবং শ্রেণী ও উক্ত

কল্পিত জলাশয় ও পুষ্করিণী ও জলযন্ত্রের স্থিতি আমি দেখাইব। এবং তদনুসারে ঐ এস্তেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তিনি হাজির হইবেন এবং তৎসময়ে ও তৎস্থানে তাহা দর্শাইবেন এবং সেই বিষয়েতে যে সকল ব্যক্তি আপনারদের লাভালাভ আছে জ্ঞান করেন অথবা তদ্দ্বারা যাঁহারা আপনারদের ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা আছে বোধ করেন তাঁহারা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্মুখে স্বয়ং কিম্বা তাঁহারদের উকীল বা টর্নি কি মোখ্তার সেই বিষয়ের এজহার করিতে পারেন এবং যে সাক্ষিকে তাঁহারা উচিত বোধ করেন সেই সাক্ষিকে তাঁহারা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্মুখে আনাইতে পারেন এবং যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার এক রিপোর্ট এবং ঐ নকশা ও অনুসন্ধানের বহী এবং উক্ত সরবেয়রের রিপোর্ট এবং তদ্বিষয়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের অভিপ্রায় তাঁহারা বাঙ্গলা দেশের উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেবকে দিবেন। এবং তাহা হইলে উক্ত নকশায় যে ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে লইবার অথবা ব্যবহার করণের আবশ্যক হয় তাহা বা তাহার কোন ভাগ ঐ ভূমির স্বামি বা তাহাতে যে ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাঁহার অনুমতি বিনা লইতে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব অস্বীকৃত বা স্বীকৃত হইতে পারেন। এবং যদি ঐ শ্রীযুত তাহা লইতে স্বীকৃত হন তবে যে নিয়ম ও হুকুম যথার্থতা প্রতিপালনের জন্যে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব আবশ্যক বোধ করেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ের বিপরীত না হয় এমত নিয়ম ও হুকুম করা যাইবেক। এবং যদ্যপি উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব তাহা লইতে স্থির করেন তবে তিনি যখন ও যতশীঘ্র পূর্ব্বোক্ত মতে উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎক্রমে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করেন তখন ঐ কমিস্যনরেরা ঐ পাণ্ডুলেখ্যানুসারে কার্য্য করিবেন ও করিতে পারেন ইতি।

৩৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমিস্যনরেরা যে জলযন্ত্র ও বাষ্পীয় যন্ত্র ও জলের কল ও জলাশয় ও জলকুণ্ড ও পুষ্করিণী ও জলপথ ও খাল ও জুলি ও প্রণালিকা ও কল ও জল নির্গমনের কপাট ও জল আটকের কপাট ও নল ও মোরী ও আলি ও সাঁকো ও নলী ও খিলানপথ ও কল ও অন্যান্য কর্ম্ম ঐ শহরের নিবাসিরদিগকে জল আনয়ন ও জল দেওনার্থ আবশ্যক অথবা উচিত বোধ করেন সেই জলযন্ত্রপ্রভৃতি সময়ক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরা যে ভূমি খরীদ করিতে বা লইতে এই আইনের দ্বারা ক্ষমতা পাইলেন সেই ভূমির উপর করিতে বা নির্ম্মাণ করিতে বা পত্তন বা রক্ষা করিতে বা মতান্তর করিতে কি উঠাইয়া দিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরদিগকে এই আইনেতে জোরপূর্ব্বক ভূমি লইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে কোন ভূমি

লইয়া তাহার উপর উক্ত জলযন্ত্র এবং উক্ত জলাশয় ও খাল ও প্রণালিকা ও জলপথ ও খিলানপথ এবং অন্য কর্ম্ম স্থাপনেতে ও নির্ম্মাণ করণেতে উক্ত নক্‌শাতে যে বক্রগতির সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাহইতে অধিক দূরে বক্র গমন করিবেক না এবং উক্ত অনুসন্ধানের বহীর মধ্যে যে ব্যক্তির নাম না লেখা যায় এমত কোন ব্যক্তির ভূমিতে তাঁহার লিখিত সম্মতি বিনা প্রবেশ করিবেন না কিন্তু যদি সেই ব্যক্তির নাম ভুলপ্রযুক্ত লেখা না গিয়া থাকে তবে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার নাম না লিখন ভুলপ্রযুক্ত হইয়াছে এবং ঐরূপ বক্রগমনের অনুমতি দেওয়া উচিত ইহা ঐ সরবেয়রের দস্তখৎক্রমে জানাইতে হইবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা এমত বোধ করিতে হইবেক না যে বলপূর্ব্বক খরীদ করণের পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রযুক্ত যেং ভূমি অথবা স্থান দিয়া বা তাহার মধ্যে উক্ত নলী অথবা বোমা কি জলপথ বা খিলানপথ পত্তন করণের মানস হয় অথবা আবশ্যক হয় সেই ভূমিপ্রভৃতিতে উক্ত নলী বা বোমা কি জলপথ অথবা খিলানপথ স্থাপন করণ কিম্বা সময়ক্রমে আবশ্যকমতে তাহা নূতন করণ বা সারণ কি মেরামৎ করণ বা তদারক করণার্থ তাহাতে প্রবেশ করণের স্বত্ব বিনা উক্ত কমিস্যনরদিগকে কিম্বা তাঁহারদের ইজারদারদিগকে অন্য ক্ষমতা ও শক্তি দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ভূমি কোন জলাশয় করিবার জন্যে অথবা কোন বাষ্পের কল বা অন্য কর্ম্ম স্থাপনের জন্যে বিশেষরূপে লওয়া যায় তাহাতে তাঁহারদের সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকিবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের দ্বারা যে কর্ম্ম করণের হুকুম দেওয়া গেল তাহার কি তাহার কোন ভাগের লাগাও বা ২০০ হাত অন্তরের মধ্যে কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বা ব্যক্তির বাগান কি ফলের বাগান বা বৃক্ষের বাগান কি বৃক্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত নিরূপিত ভূমি না হইলে তাহার উপর বা তাহার কোন ভাগের উপর মাটি বা খোয়া কি বালী কিম্বা চুণ বা ইট বা পাথর কি অন্য কোন সরঞ্জাম রাখণের জন্যে অথবা উক্ত কার্য্য সম্পাদনসম্পর্কীয় কোন অভিপ্রায়ের জন্যে টাকা না দিলে বা দিবার প্রস্তাব না করিলে বা আমানৎ না করিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এবং এই আইনের দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে যে নানা ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করণেতে তাঁহারা যত অল্প ক্ষতি করিতে পারেন তত অল্প ক্ষতি করিবেন এবং সময়ক্রমে উক্ত ভূমির ক্ষণেক কাল দখল করণের বিষয়ে এবং তাহাতে ক্ষণেক কাল যে নোকসান করা যায় তাহার বিষয়ে তাঁহারা ঐ ভূমির স্বামি বা দখীলকারকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এবং যতবার ঐ কমিস্যনরেরা অথবা

তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরা ঐরূপ ক্ষণেক কালের দখল করেন অথবা ঐরূপ ক্ষণেক কালের অপচয় করেন ততবার ঐ ভূমির স্বামিকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এবং যদি ঐ ভূমির চিরস্থায়ি ক্ষতি করেন তাহা ও ভূমির স্বামিকে পূরণ করিয়া দিবেন। এবং যদি ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যার বিষয়ে অথবা ক্ষতিপূরণের টাকার নানা দাওয়াদারের বিশেষ২ অংশের বিষয়ে উভয় পক্ষের অনৈক্য হয় তবে ঐমত প্রত্যেক গতিকে সালিসীর দ্বারা কিম্বা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহ-হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা ঐ বিরোধের বন্দোবস্ত ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪০ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জলযন্ত্রপ্রভৃতির লাগাও অথবা নিকটবর্ত্তি ভূমির পূর্ব্বোক্ত মতে আইনসিদ্ধ ঐরূপ ক্ষণেক কাল দখল করণের পূর্ব্বে উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ত্তব্য এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদের প্রতি হুকুম হইল যে তাঁহারদের সেইরূপ মানসের এত্তেলা চৌদ্দ দিন থাকিতে সেই ভূমির স্বামি ও দখীলকার ব্যক্তিরদিগকে দেন এবং যত ভূমির সেইরূপ ব্যবহার করণের আবশ্যক হয় তত ভূমি উপযুক্ত বেড়ার দ্বারা ঘেরেন ও তাহার নিকটস্থ অন্য ভূমিহইতে পৃথক্ ও সতন্ত্র করেন ইতি।

৪১ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে ঐরূপ নিকটস্থ ভূমিতে প্রবেশ করণের পূর্ব্বে যদি তাহার স্বামী বা দখীলকার ব্যক্তিরা চাহেন তবে ঐ কমিস্যনরেরা ক্ষণেক কাল দখল করণের সময়ে তন্নিমিত্তে কোন নিরূপিত ও ধার্য্য হওয়া বার্ষিক খাজানা দিবার বিষয়ে ঐ ভূমির স্বামি কি দখীল-কারেরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন এবং যদি খাজানার বিষয়ে উভয়ের অনৈক্য হয় তবে তাহা সালিসীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে জলাশয় অথবা অন্য কর্ম্মকরণের ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা নির্ম্মাণ করণেতে এবং তাহার মধ্যে বা তাহা-পর্য্যন্ত কোন খিলানপথ কি জলপথ করণেতে উক্ত কমিস্যনরেরা নিকটস্থ ভূমিতে জল দেওনের এবং তাহার ব্যবহারের জন্যে এবং ঐ জলাশয় ও অন্য কর্ম্ম করণের দ্বারা বর্ত্তমান রাস্তা ও পথ ও জলের স্থান ও কূপ ও জলপ্রণালী ও মোরী ও জলপথ যে স্থানে উঠাইয়া লওয়া যায় বা তাহার বিঘ্ন হয় কি ক্ষতি হয় কিম্বা অনুপকারি কি অকর্ম্মণ্য হয় সেই২ স্থানে জল দেওনার্থ ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের খরচে প্রচুরমতে উপকারক রাস্তা ও পথ ও জলের স্থান ও কূপ ও জলপ্রণালী ও মোরী

ও জলপথ করিবেন। এবং যদি উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং ঐ নিকটস্থ ভূমির স্বামিরদের মধ্যে কোন অনৈক্য হয় তবে সেই বিবাদ সালিসীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরদের কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা যখন কোন রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের গমনাগমনের পথের শান পাথর কি মাটি তোলা যায় বা কোন নরদমা কি মোরী খোলা যায় তখন ঐ কমিস্যনরেরা যে কার্য্যের জন্যে তাহা ভাঙ্গা গেল সেই কার্য্য যথাসাধ্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবেন এবং মাটি পুনর্ব্বার পূর্ণ করিবেন এবং সেই শান ও ভূমি যেরূপ ছিল সেইরূপ করিবেন এবং সেইরূপ ভগ্ন হওয়া বা খোলা নরদমা বা মোরী পুনর্ব্বার বন্ধ করিবেন এবং তাহাতে যে ময়লা হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লইবেন এবং ইতিমধ্যে যে স্থানহইতে ঐ শান পাথর বা মাটি তুলিয়া লওয়া গিয়াছে বা খোলা গিয়াছে সেই স্থানে বেড়া দিবেন ও চৌকী রাখিবেন এবং যে শান পাথর ও মাটি ঐরূপ ভগ্ন হইল ও তোলা গেল তাহার উপর বা তাহার লাগাও যত কাল সেই শান পাথর অথবা মাটি খোলা বা ভাঙ্গা থাকে তত কাল প্রতিরাত্রিতে প্রচুরমতে আলো দিবেন ইতি।

৪৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরনিবাসিরদের বিনা মূল্যে জল যোগাওনার্থে এক্ষণে যে সকল সরকারী জলাশয় ও পুষ্করিণী ও প্রণালিকা ও অন্যান্য জলযন্ত্র ব্যবহার হইতেছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরা বজায় রাখিবেন এবং তাহাতে জল রাখিবেন ও যোগাইবেন এবং ঐ সকল জলাশয়প্রভৃতি ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারদের অধীন ও কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহা থাকিবেক এবং উক্ত কমিস্যনরেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত কোন রাস্তা বা চক কি গলী বা সরকারী পথ কি কোন সাধারণের গমনাগমনের পথ বা কোন সংখ্যক ঘরের নিবাসিরদিগকে জল দেওনার্থে নূতন জলাশয় ও পুষ্করিণী ও বোমা ও প্রণালিকা ও অন্য জলের কল স্থাপন ও নিযুক্ত করিতে পারেন এবং যে ব্যক্তিরা বিক্রয়ার্থে না হয় কিন্তু আপনার নিজ ব্যবহারার্থে জল লইয়া যাইতে চাহেন তাঁহার বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্যে কোন সরকারী স্থানে ঐ জলাশয়প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারেন্ এবং দরিদ্র ব্যক্তিরদের ব্যবহারের জন্যে সরকারী স্নানাগার অথবা গাত্র ধুইবার ঘরে জল যোগাইতে পারেন ইতি।

৪৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ঘরের পশ্চাৎ লিখিত হারানুসার

টাক্স নিরূপণ হইয়াছে সেই ঘরের স্বামি অথবা দখীলকারকে গৃহের কার্য্যের জন্যে উপযুক্তমতে উক্ত সরবেয়র যেরূপ বন্দোবস্ত ও নিয়ম করেন সেইরূপে জল দিতে যদি উক্ত কমিস্যনরেরা শৈথিল্য করেন বা অস্বীকার করেন তবে ঐ ভূমির স্বামী অথবা দখীলকার ঐরূপ জলের অভাবের এত্তেলা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে লিখনের দ্বারা দেওনের পর যে প্রত্যেক অব্যবহিত দুই দিবসপর্য্যন্ত সেইরূপ জল দেওনের শৈথিল্য কি অস্বীকার হয় সেই দুইং দিবসের জন্যে ঐ ব্যক্তির ত্রৈমাসিক যে কর দেয় হয় তাহার আট ভাগের এক ভাগের তুল্য টাকা সেই করহইতে বাদ দিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই জলাভাব বড় অনাবৃষ্টি কি অন্য কোন অনিবার্য্য কারণ কিম্বা দৈবঘটনাপ্রযুক্ত হয় তবে এইরূপ করিতে পারিবেন না ইতি।

৪৬ ধারা।

এবং উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহকর্ম্মের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরা যে জল নিরূপণ করেন তাহা নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যজনক রাখিবার জন্যে ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি খামখা বা জানিয়া শুনিয়া পশ্চাৎ লিখিত কোন অপরাধ করে তাহার দোষ সরাসরীমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০ ৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

১। উক্ত কমিস্যনরেরদের যে জলাশয় ও জলপথ ও জলযন্ত্র থাকে এবং উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের গৃহকার্য্যের নিমিত্তে তাঁহারদের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে সেই জলাশয়প্রভৃতিতে যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্নান করে কিম্বা কোন বস্ত্রাদি কি ঘোড়া কি কুকুর কিম্বা কোন জন্তু ধোয় বা ধোয়ায়।

২। পূর্ব্বোক্ত ঐ প্রকার জলাশয় কি জলপথ বা জলযন্ত্রে যে ব্যক্তি কোন সুরকি বা পাথর কি ঝাঁটনি কি ময়লা কিম্বা জঞ্জাল বা অন্য অপকারক অথবা বিরক্তকারি কোন জিনিস বা দ্রব্য রাখে কি নিক্ষেপ করে অথবা কোন পশম কি চামড়া কি কোন পশুর চাম অথবা দুর্গন্ধ বা ঘৃনাজনক অন্য জিনিস বা বস্তু ধোয় কি পরিষ্কার করে।

৩। যে ব্যক্তি আপনার কোন নালা বা নরদামা কি মোরীর জল কি আপনার অন্য কোন ঘৃণাজনক দ্রবদ্রব্য বা বস্তু কিম্বা তাহার ঘর বা বাটীর মধ্য দিয়া কি তাহার দখলের কোন ভূমি দিয়া বহা বা থাকা সেই প্রকার কোন দ্রবদ্রব্য উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন জলের আকর কি খাল কি জলাশয় বা জলপথ কি নলী কিম্বা অন্য জলযন্ত্রে বহায় বা নরদমার দ্বারা পঁহুছাইয়া দেয় বা নিক্ষেপ করায় অথবা অন্য যে কোন কর্ম্মের দ্বারা উক্ত কমিস্যনরেরদের জল কোন প্রকারে ময়লা বা দুর্গন্ধ হয় তাহা করে।

৪৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রের রিপোর্টক্রমে শহরের যে ভাগে আলোর আবশ্যক বোধ করেন সেই ভাগে আলো দেওনের জন্যে প্রচুরসংখ্যক দীপ প্রস্তুত করিতে ঐ কমিস্যনরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল এবং ইহার দ্বারা সেই কর্ম্ম করিতে তাঁহারদিগকে হুকুম হইল এবং সকল লোকের উপকারের জন্যে উক্ত দীপ উপযুক্তরূপে রাখিবেন এবং তাহা পরিষ্কার করিতে ও প্রস্তুত করিতে এবং তাহাতে আলো দিতে প্রচুরসংখ্যক ব্যক্তিকে রাখিবেন ও নিযুক্ত করিবেন এবং সময়ক্রমে যেমত আবশ্যক হয় সেইমতে ঐ দীপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন বা অন্যপ্রকারে মতান্তর করিবেন এবং উক্ত দীপের মধ্যে যাহা ভগ্ন বা অকর্ম্মণ্য হয় তাহার পরিবর্ত্তে নূতন দীপ দিবেন এবং যাহাতে উক্ত শহরের যে সকল রাস্তায় উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করেন সেই সকল রাস্তাতে প্রতি দিনের বৈকালের যে ঘণ্টাঅবধি তৎপর দিবসের প্রত্যূষের যে ঘণ্টাপর্য্যন্ত উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত ও উপযুক্ত ও আবশ্যক বোধ করেন সেইপর্য্যন্ত তাহাতে উত্তম ও প্রচুর মতে আলো দেওয়া যায় এমত করিবেন এবং উক্ত প্রত্যেক দীপ স্থাপনকরণের ও মেরামৎ করণের ও রাখণের ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে তৈল ও শলিতা দেওনের এবং পূর্ব্বোক্ত ঘণ্টায় তাহাতে আলো দেওন ও আলো রাখনের সমস্ত খরচ উক্ত কমিস্যনরেরা দিবেন ইতি।

৪৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দীপ যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে বা বিরূপ করে কি ব্যাঘাত করে কি তাহার মধ্যের কোন আলো নির্ব্বাণ করে বা উক্ত কমিস্যনরেরদের বা তাঁহারদের উক্ত সরবেয়রের হুকুম না পাইয়া উক্ত দীপহইতে কোন তৈল বা অন্য বিষয় কি দ্রব্য তুলিয়া লয় বা লইয়া যায় সেই ব্যক্তির অপরাধ মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

৪৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কার্য্যকরণেতে কি এই আইনের দত্ত কোন ক্ষমতা বা শক্তিক্রমে যে কোন ব্যক্তি কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম বা দোষ কি অন্য অনুপযুক্ত কার্য্য করে যদি তন্নিমিত্ত নালিশ হওনের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করে তবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলে কিছু টাকা পাইবেক না এবং যদি সেইরূপ কোন টাকা দিবার প্রস্তাব না হয় তবে যে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের অনুমতিক্রমে নালিশের বিচার হওনের পূর্ব্বে সেই নালিশে ঐ আসামী যত টাকা উচিত বোধ করে তত টাকা আদালতে আমানৎ করিতে পারে এবং তাহা হইলে অন্যান্য যে গতিকে আসামীরা

আদালতে টাকা আমানৎ করণের অনুমতি পায় সেই গতিকে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য হইবেক ইতি।

৫০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল গতিকে কোন ক্ষতিপূরণের টাকা বা খরচ কি খরচা এই আইনের দ্বারা দিবার হুকুম আছে এবং ঐ টাকার সংখ্যা নির্ণয় করণের এবং তাহা আদায় করণের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই সেই২ গতিকে যেরূপে ১৮৪৭ সালের ২২ আইনক্রমে সালিসীর দ্বারা কার্য্যকরা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই-রূপে ঐ বিবাদি টাকার সংখ্যা সালিসীর দ্বারা নির্ণয় ও নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং যদি উভয় পক্ষীয় ব্যক্তি দুই জন সালিস নিযুক্ত করণের বিষয়ে ঐক্য না হইতে পারে অথবা যদি সালিসেরা পুর্ব্বোক্তমতে আপনারদের ফয়সলা না করেন তবে কলিকাতার কোন দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ টাকার সংখ্যার নির্ণয় হইবেক এবং সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথবা অন্য যে ব্যক্তির সেই টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা যদি দাওয়া হওনের সাত দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে সেই টাকা কর্জ্জের নালিশের দ্বারা বা প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫১ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ম্মকারক অথবা চাকর ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা কি উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন ব্যবস্থার দ্বারা যে২ অপরাধের জন্যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই নানা অপরাধের সংক্ষেপ বিবরণ এবং প্রত্যেক দণ্ডের বিবরণ তাঁহারা প্রকাশ করিবেন এবং ঐ বিবরণ একটা তক্তার উপরে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় লেখাইবেন কি তাহা কাগজের উপর মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ঐ তক্তার উপর লেয়াই দিয়া বসাইবেন এবং ঐ তক্তা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরেরসকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইবেন অথবা বসা-ইবেন। এবং যখন ঐরূপ কোন জরীমানা কোন বিশেষ স্থানের বিষয়ে খাটে তখন যে স্থানে ঐ জরীমানা অর্শে বা সম্পর্ক রাখে তাহার অতি নিকটবর্ত্তি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ তক্তা লট্‌কাইবেন। এবং যতবার ঐ সকল বিবরণ কিম্বা তাহার কোন ভাগ মোচা যায় বা নষ্ট হয় ততবার তাহা পুনর্ব্বার লিখিবেন। এবং যদি সেই বিবরণ পুর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ না হয় অথবা প্রকাশ করিয়া না রাখা যায় কিম্বা খামখা ও দ্বেষপুর্ব্বক লুপ্ত অথবা বিনষ্ট না হয় তবে সেই প্রকার কোন গুনাহগারী আদায় হইতে পারে না ইতি।

৫২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে তক্তা লট্‌কাইবার

হুকুম আছে তাহা যদি কোন ব্যক্তি নামাইয়া ফেলে অথবা ভগ্ন করে কি বিরূপ করে অথবা তাহার উপর লিখিত কোন অক্ষর বা অঙ্ক মুচিয়া ফেলে তবে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এবং সেইরূপ তক্তা পুনর্ব্বার প্রস্তুত করণে যে খরচ লাগে তাহা দিবেক ইতি।

৫৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে বা তদনুসারে করা কোন ব্যবস্থাক্রমে যে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট আছে যদি তাহা আদায় করণের অন্য কোন প্রকার নিয়ম না থাকে তবে তাহা সরাসরীমতে কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদায় হইতে পারে। এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি সমনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির হওনার্থ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার সমন বাহির করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক সমন অপরাধি ব্যক্তির উপর নিজে জারী হইবেক অথবা তাহার সামান্যতঃ বাস স্থান বা শেষে জ্ঞাতহওয়া বাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইয়াছে সেই ব্যক্তি হাজির হইলে অথবা হাজির না হইলে সমন রীতিমত জারী হওনের প্রমাণ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই নালিশ শুনিতে পারেন। এবং ঐ নালিশ লিখনের দ্বারা দাখিল হইবেক। এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তির কবুলের দ্বারা অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ কি সুকৃতির দ্বারা ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অপরাধির দোষ নির্ণয় করিতে পারেন এবং তাহার দোষ এইরূপ সাব্যস্ত হইলে অপরাধি ব্যক্তি যে দণ্ড ও গুনাহগারীর যোগ্য তাহা এবং ঐ দোষ সাব্যস্ত করণের যে খরচা মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করেন তাহা ঐ অপরাধির দিবার হুকুম করিবেন। এবং ঐরূপে হুকুম করা দণ্ড বা জরীমানা বা খরচা জিনিস ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের মধ্যে যদি কোন টাকা গুনাহগারীস্বরূপ বা প্রকারান্তরে ক্রোকের দ্বারা আদায় করণের হুকুম হয় তবে সেই টাকা যে ব্যক্তির দেয় হয় সেই ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইবেক এবং সেই দেনা টাকা ও ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা পরিশোধ হইলে ঐ জিনিস ও সম্পত্তিহইতে উৎপন্ন অবশিষ্ট টাকা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের

শক্তিক্রমে যে ক্রোক হয় তাহা দমনে বা দোষ সাব্যস্ত করণে বা ক্রোকী পরওয়ানাতে কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যেতে কোন দোষ বা বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া বেআইনী জ্ঞান হইবেক না এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক না এবং সেই ব্যক্তি তৎপরে কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম করিলে তৎপ্রযুক্ত আদৌ দোষী জ্ঞান হইবেক না কিন্তু যে সকল ব্যক্তি ঐ দোষ অথবা বেদাঁড়া কর্ম্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সকল ব্যক্তি সেই বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ প্রতিকার সেই বিষয়ের না-লিশক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টে পাইতে পারে ও পাই-বেক ইতি।

৫৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সেইরূপ কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট হয় সেই গুনাহগারী ব্যয় করণের বিষয়ে অন্য প্রকারে কোন নিয়ম না থাকিলে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক গোয়েন্দাকে দিতে পারেন এবং অবশিষ্ট কমিস্যনরদিগকে দিতে হুকুম করিবেন এবং তাঁহারা যেমত উচিত বোধ করেন সেই মতে ঐ টাকা এই আইনের অভিপ্রায়েতে খরচ করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব তন্নিমিত্ত সেই টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহ-রীরকে দিতে হুকুম করিবেন এবং মুহরীরের রসীদ যে ব্যক্তি সেই টাকা দেয় সেই ব্যক্তির প্রতি উত্তম ও মাতবর ফারখৎ হইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ কোন অপরাধ হওনের পর যদি তাহার বিষয়ি নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ছয় মাসের মধ্যে না করা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হইলে কোন ব্যক্তি এই আইনের শক্তিক্রমে নির্দ্দিষ্ট কোন দণ্ড বা গুনাহগারী দেওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

৫৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম্ম কি ত্রুটি বা কসুরের দ্বারা কোন ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট জরীমানার যোগ্য হইয়াছে সেই কর্ম্ম প্রভৃতিপ্রযুক্ত যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তির কোন ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি সেই জরীমানা দিবেক এবং সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক এবং যদি সেই ক্ষতি পূরণের বিষয়ে কোন বিবাদ হয় তবে দণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তির দোষ যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সাব্যস্ত হইল সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবেক এবং যদি সেই ক্ষতি পূরণের টাকা দাওয়া হইলে না দেওয়া যায় তবে তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম

কোর্টে কর্জের নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন বিষয়ে এই আইনের নিয়মানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা থাকে সেই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং যে সময়ে ও যে স্থানে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ সমনে লেখা থাকিবেক এবং সেই বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দেওনার্থ তাহাকে শপথ করাইতে বা তাহার স্থানে সুকৃতি লইতে পারেন। এবং যদি কোন ব্যক্তির এইরূপে তলব হইলে এবং দূরত্ব বা কারণান্তর প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি আইনের মতে আপনার খরচার জন্যে যথার্থ দাওয়া করিতে পারে তাহার সেই খরচার জন্যে তাহাকে ওয়াজিবী টাকা দেওয়া গেলে বা দিবার প্রস্তাব হইলে যদি সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে হাজির হইতে উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকৃত হয় বা ত্রুটি করে তবে অথবা যদি কোন ব্যক্তি হাজির হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আইনানুসারে শপথ বা সুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী দিতে বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত না হয় তবে এমত ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

৬০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের এবং ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের এবং এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত কথার যে নানা অর্থ এই আইনের দ্বারা নিরূপণ হইয়াছে যদি সেই বিষয়ে অথবা তাহার পূর্ব্বাপর কথায় সেই অর্থ করণের বিরুদ্ধে কিছু না থাকে তবে সেই কথার সেই অর্থ হইবেক। বিশেষতঃ যে কথা এক বচনে লেখা গিয়াছে তাহাতে বহু বচনের অর্থও বুঝাইবেক এবং যে কথা বহু বচনে লেখা গিয়াছে তাহার অর্থ এক বচনেও হইবেক এবং যে কথা পুংলিঙ্গ আছে তাহা যদি "পুং" এই বিশেষ লেখা না থাকে তবে স্ত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক। এবং "ব্যক্তি" এই কথা বহু জনবিশিষ্ট বা এক জনের চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বুঝাইবেক। এবং "শপথ" ও "সুকৃতি" এবং "ধর্ম্মতঃপ্রতিজ্ঞা" এই কথা যখন অন্য কথায় সংযুক্ত না থাকে তখন ভারতবর্ষে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের কোন আইনের দ্বারা বা ভারতবর্ষে প্রচলিত ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্টের কোন আক্টের দ্বারা শপথের পরিবর্ত্তে যে কোন শপথ বা সুকৃতি কি প্রতিজ্ঞা আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও বুঝাইবেক। এবং "রাস্তা" এই কথা কোন চক বা আখড়া কি রাস্তা কিম্বা অঙ্গন বা সুড়িপথ কি পদব্রজে গমনোপযুক্ত পথ বা রাজমার্গ কিম্বা গলি অথবা পন্থা বা খোলা

পথ কি প্রবেশের স্থান বা অন্য কোন সাধারণ জায়গা বুঝাইবেক। এবং "উক্ত কমিস্যনরেরা" এই কথা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের আইনের "ঠগ" ও "ঠগী" এবং "ঠগীর দ্বারা খুন" এইং কথার ব্যবহার হইলে তাহার অর্থের বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

যেহেতুক "ঠগ" ও "ঠগী" ও "ঠগীর দ্বারা খুন" এইং কথা ভারতবর্ষের কৌন্সেলের আইনেতে ব্যবহার হইলে তাহার অর্থ কি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম ও বিধান হইল যে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের যে কোন আইন ইহার পূর্ব্বে জারী হইয়াছে সেই আইনেতে "ঠগ" এই শব্দ থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এবং এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে যে উপায়ের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে খুন করণের কল্প করিয়া অথবা তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া সেই উপায়ের দ্বারা বালক চুরীর অপরাধ অথবা ডাকাইতীর তুল্য না হয় এমত বলপূর্ব্বক রাহাজানীর অপরাধ করিবার জন্যে কোন জনের বা জনেদের সঙ্গে নিত্য যোগ করিতেছে বা ইহার পূর্ব্বে করিয়াছে সেই ব্যক্তি। এবং "ঠগী" এই শব্দ উক্ত আইনেতে থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এবং এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে সেইরূপ বালক চুরী অথবা ঠগের দ্বারা রাহাজানী করণ বা উদ্যোগ করণের অপরাধ। এবং "ঠগীর দ্বারা খুন" এই শব্দ উক্ত আইনেতে থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এবং এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে ঐ বালক চুরী অথবা ঠগকর্ত্তৃক রাহাজানীর অপরাধ খুনের দ্বারা করণ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

করনর সাহেবের জুরির বিষয়ি নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১ মে তারিখঅবধি ও তাহার পর কলিকাতা কিম্বা মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাইয়ের করনর সাহেব যখন কোন বিষয়ের সুরৎহাল করেন্ তখন পাঁচ জন জুরির অধিকের আবশ্যক হইবেক না এবং বারো জন জুরির ফয়সলা যেমন আইনসিদ্ধ উত্তম ও মাতবর ও প্রবল হইত তেমনি পাঁচ জন জুরিরো ফয়সলা সর্ব্বতোভাবে উত্তম ও মাতবর ও প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন করনর সাহেব যে কোন ব্যক্তিকে জুরির কর্ম্মেতে হাজির হইতে রীতিমতে তলব করেন সেই ব্যক্তি যদি সেই তলবচিঠীর নির্দ্দিষ্ট সময় ও স্থানে হাজির হইতে ত্রুটি কিম্বা গাফিলী করেন তবে উক্ত কোন করনর সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে হাজির হইতে এবং জুরির কর্ম্ম করিতে তিনবার আপন আদালতে প্রকাশরূপে তলব করিতে পারেন এবং সেই ব্যক্তি হাজির না হইলে ও সেই তলবচিঠী তাঁহার প্রতি জারী হইয়াছে কিম্বা তাঁহার সামান্য বাসস্থানে দেওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে উক্ত করনর সাহেব ঐ ত্রুটিকারক ব্যক্তির ৫০) টাকার অনধিক যত উচিত বোধ করেন তত জরীমানা করিতে পারেন্ এবং ঐ করনর সাহেব এক সর্টিফিকট লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং সেই সর্টিফিকটে উক্ত ত্রুটিকারক প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নাম ও বংশের নাম ও তাঁহার বাসস্থান ও ব্যবসা ও কারবার এবং যত জরীমানা হইয়াছে তাহা এবং জরীমানা করণের কারণ লিখিয়া ঐ সর্টিফিকট যে রাজধানীর করনর তিনি হন সেই রাজধানীর এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ সর্টিফিকটের এক নকল জরীমানা হওয়া ব্যক্তির সামান্য বাসস্থানে রাখাওণের দ্বারা কি উপরের উক্তমতে শিরনামা দিয়া ডাকযোগে পাঠাওনের দ্বারা তাঁহার প্রতি জারী করিবেন। এবং তাহাতে ঐ

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

মাজিষ্ট্রেট সাহে[redacted]নি সেই জরীমানা করিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে ১৮৩৯ সালের ২ আইনের বিধানমতে ঐ জরীমানার টাকা আদায় করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক করনর সাহেবের তজবীজের প্রতিপোষকতা করণের ও পারিভাষিক দোষপ্রযুক্ত তাহা ব্যর্থ না হওনের বিধি করা উচিত।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন করনর সাহেবের কোন সুরৎহালের উপর কি তাহার অনুসারে যে তজবীজ হয় তাহা কিম্বা এমত কোন তজবীজের উপর বা তৎক্রমে যে কোন ফয়সলা লেখা যায় তাহা নীচের লিখিত কোন হেতুতে ব্যর্থ বা বাতিল কি অন্যথা হইবেক না বিশেষতঃ যে বিষয়ের প্রমাণ করণের আবশ্যক নাই তাহা নির্দ্ধার্য্য না করণ অথবা "বলপূর্ব্বক ও অস্ত্র দ্বারা" কি "শান্তির বিরুদ্ধে" কিম্বা "আইনের দাঁড়ার বিপরীত" এইং কথা না লেখন কিম্বা কেবল দাঁড়ার বা বাড়তীর জন্যে অন্য যে কোন শব্দ কি কথা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা না লেখন বা লেখন অথবা "তাহারদের শপথ" এই কথা বহু বচনে না লিখিয়া এক বচনে লেখন কিম্বা অপরাধ যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময় অপরাধ সম্পর্কে আবশ্যক না হইলে তাহা না লেখন কি তাহা অশুদ্ধরূপে লেখন কিম্বা উক্ত তজবীজের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগের নিজ নাম না লিখিয়া তাহার বা তাহারদের পদোপলক্ষের নাম কিম্বা বর্ণনাকারক অন্য কোন নাম লেখন অথবা উক্ত কোন তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে জুরিরদের নাম না লেখন অথবা উক্ত তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে কোন জুরিরদের নাম ও তাহার নিম্ন ভাগে তাঁহারদের দস্তখৎকরা নামের অক্ষরের কিছু বৈলক্ষণ্য হওন কিম্বা কোন জুরি বা জুরিরা ঐ তজবীজের কৈফিয়তে আপনার বা আপনারদের নাম সহী না করিয়া ঢেরা সহী করণ অথবা যদি জুরি বা জুরিরদের নাম বা নাম সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তবে সেই ঢেরাতে কোন সাক্ষির সহী না হওন কিম্বা কোন জুরি বা জুরিরা বংশের নাম বা নামসকল ভিন্ন আপনার কি আপনারদের নিজ নাম কি অন্য নাম বা নামসকল সম্পূর্ণরূপে না লিখিয়া তাহার আদি অক্ষর কি অংশমাত্র লেখন কিম্বা ঐ তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে কোন কথা কিরিয়া দেওন কি পঁক্তির মধ্যে অন্য কথা বসাওন যদি সহী হওনের পরে তাহা করণের প্রমাণ না হয় অথবা খুন কি নরহত্যা ভিন্ন অন্য কোন গতিকে ঐ তজবীজ উপযুক্তমতে মোহরাঙ্কিত না হওন কিম্বা চামের কাগজে লিখিত না হওন কিম্বা ঐ তজবীজ করনর সাহেবের সাক্ষাতে না হইয়া কোন ডেপুটী করনরের সাক্ষাতে হওন কিম্বা সুরৎহাল করণের নিমিত্তে প্রথম বৈঠকে যদি করনর এবং জুরিসকল শব দেখিয়াছেন তবে তাঁহারদের সকলের একি সময়ে শব না দেখন। এবং উপরের লিখিতমতে পারিভাষিক দোষ হইলে এমত সকল কি কোন গতিকে যে রাজধানীতে ঐ সুরৎহাল করা গিয়াছে সেই রাজধানীর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম

কোর্টের কোন জজ সাহেবের সম্মুখে এমত কোন তজবীজের শুদ্ধতার বিষয়ে আপত্তি হইলে তিনি যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে উক্ত কোন বিষয়ে তাহা শুধরাইবার হুকুম করিতে পারেন এবং তদনুসারে অবিলম্বে তাহা শুধরাণ যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রত্যেক করনর সাহেব সুরৎহাল করণের জন্যে আপনার ডেপুটীস্বরূপ আপনার এওজে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে আপন দস্তখৎ ও মোহর করা লিপির দ্বারা সময়েং কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন কিন্তু তিনি যে রাজধানীর করনর হন সেই রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর সাহেবের ঐ নিয়োগের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। এবং উক্ত প্রকারে নিযুক্ত হওনের দ্বারা ও তাহার শক্তিক্রমে উক্ত কোন ডেপুটী করনর যে সকল সুরৎহাল ও অন্য কর্ম্ম করেন্ তাহা যে করনর সাহেব তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারি কর্ম্ম জ্ঞান হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত কোন করনর পীড়িত না হইলে কি অন্য কোন আইনসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ কারণপ্রযুক্ত অনুপস্থিত না হইলে এমত কোন ডেপুটী উক্ত করনরের এওজে কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। আরো জানা কর্ত্তব্য যে যে করনর সাহেবের দ্বারা এইমত নিয়োগ হইয়াছে তিনি কোন সময়ে তাহা বাতিল ও অন্যথা করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মুচলকা লওনের বিষয়ি আইন শুধরিবার আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৫ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে সকল গতিকে আপনং এলাকার মধ্যে শান্তি রক্ষার নিমিত্তে মুচলকা লওয়া যথার্থ ও আবশ্যক বোধ করেন সেই সকল গতিকে যেমন অন্য লোকেরদের স্থানে তেমনি ব্রিটনীয় প্রজারদের স্থানেও এই আইনের নীচের লিখিত পাঠানুসারে মুচলকা লইতে পারেন এবং যে ব্যক্তির স্থানে সেই মুচলকা লওয়া যায় তাহার কোন বিশেষ অপরাধের প্রমাণ না হইলেও তাহা লইতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ মুচলকার লিখিত টাকা মুচলকাদেওনিয়া ব্যক্তির অবস্থা ও সেই বিষয়ের ভাবদৃষ্টে ধার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এমত কোন ভারি অপরাধ হয় যে ঐ অপরাধির মুচলকার অতিরিক্ত তাহার স্থানে শান্তি রক্ষার জামিনী লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ জামিনী লইবার হুকুম দিতে পারেন এবং জামিনীনামার ওয়াজিবী টাকা নিরূপণ করিবেন এবং জামিন কিম্বা জামিনেরা এই আইনের নীচের লিখিত পাঠানুসারে জামিনীনামা লিখিয়া দিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে অতিরিক্ত জামিনী লইয়া কিম্বা না লইয়া শান্তি রক্ষার যে মুচলকা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির

স্থানে লইতে হয় তাহার এক বৎসরের অধিক মিয়াদ করণের আবশ্যক নাই তখন ঐ সাহেব উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তদনুসারে হুকুম করিতে পারেন। এবং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ মুচলকা কিম্বা অতিরিক্ত জামিনী না দিলে তাহার প্রতি যে কার্য্য করিবার হুকুম হয় তাহা যাবৎ না করে তাবৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি।

ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে অতিরিক্ত জামিনী লইয়া কি না লইয়া শান্তি রক্ষার যে মুচলকা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে লইতে হয় তাহার মিয়াদ এক বৎসরের অধিক করণের আবশ্যক আছে তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে আপন মত লিখিবেন এবং তাঁহার বোধে যত টাকার মুচলকা ও জামিনী ও যত জন জামিন এবং যে মিয়াদের নিমিত্তে ঐ মুচলকা ও জামিন লইতে হয় তাহার বৃত্তান্ত এক হুকুমনামাতে লিখিবেন কিন্তু তাহা কোন গতিকে তিন বৎসরের অধিক হইবেক না। যদি সেই ব্যক্তি উক্ত প্রকারে হুকুমহওয়া মুচলকা ও জামিনী না দেয় তবে তাহার রুবকারী সেশন জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ হইবেক এবং তিনি সেই বিষয়ের তজবীজ করিয়া অতিরিক্ত যে বৃত্তান্ত আবশ্যক বোধ করেন তাহা তলব করিবেন এবং সেই বিষয়ের হুকুম দিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম বহাল কি মতান্তর কিম্বা বাতিল করিবেন। এবং সেশন জজ সাহেব যে হুকুম করেন তাহাতে যদি মুচলকা কিম্বা জামিনীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অনেক অংশ মঞ্জুর হয় তবে সেশন জজ সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এমত হুকুম দিবেন যে ঐ ব্যক্তিকে যে কর্ম্ম করিবার হুকুম হইয়াছে তাহা যাবৎ না করে তাবৎ তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করেন ইতি।

৬ ধারা।

পরন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মিয়াদের মুচলকা এবং জামিনী ঐ ব্যক্তির স্থানে তলব হইয়াছে তাহার অধিক মিয়াদপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তিকে এই আইনমতে কয়েদ রাখিতে হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে এবং এই আইনানুসারে যত ব্যক্তি জামিন হইয়াছে তাহারদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫।৬।৭ ধারার বিধান খাটিবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মুচলকা উল্লঙ্ঘন হওনের প্রমাণ

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হইলে তিনি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে ঐ মুচলকার লিখিত জরীমানা আদায় করিবেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মুচলকা উল্লঙ্ঘন হওনের প্রমাণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হইলে যদি জামিনীনামা লওয়া গিয়া থাকে এবং যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোধ করেন যে ঐ জামিনীনামার অনুসারে কার্য্য করা উচিত তবে তিনি জামিন কি জামিনেরদিগকে জরীমানার টাকা দিতে কিম্বা তাহা না দেওনের কারণ দর্শাইতে এত্তেলা দিবেন। এবং যদি কোন মাতবর কারণ দর্শান না যায় তবে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জামিন কি জামিনেরদের সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহার কিম্বা তাহাদের স্থানে জরীমানার টাকা আদায় করিবেন। এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা দেওয়া না যায় এবং উক্ত ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহা আদায় হইতে না পারে তবে ঐ জামিন কি জামিনেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমমতে ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত ঐ স্থানের দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ডের হুকুম ও অন্যান্য হুকুম হয় তাহার উপর আপীল করণের সাধারণ নিয়মমতে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন আইনের শক্তিক্রমে কোম্পানি বাহাদুরের কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা কিম্বা জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা যে সকল মুচলকা ও জামিনীনামা শান্তি রক্ষা কিম্বা সদাচরণের নিমিত্তে লওয়া যায় তাহা এই আইনের ৮ এবং ৯ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে জারী হইতে পারে ইতি।

মুচলকার শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য মুচলকা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক আমার প্রতি এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে মুচলকা লিখিয়া দিতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদ-পর্য্যন্ত আমি কোন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিব না যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলকা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক

ফেয়াল জামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। অমক স্থাননিবাসি অমুককে এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন দিতে হজুরহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত আসামী হইতে কোন কর্ম্ম বিরুদ্ধ হইবেক না ও যদি আসামী এইমত কর্ম্ম করে তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ালজামীনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

অশুদ্ধ শোধন।

১৮৪৮ সালের ৫ আইনের নিম্ন ভাগে যে মুচলকার ও ফেয়ালজামিনীর শরওয়া লেখা আছে তাহার নীচের লিখিত শুধরা তরজমা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের হুকুম-ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে। ১৮৪৮ সালের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ২০৬।২০৭ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ভাষায় যে শরওয়া ছাপা হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার হইবেক।

মুচলকার শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য মুচলকাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক আমার প্রতি এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে মুচলকা লিখিয়া দিতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত যে কর্ম্মের দ্বারা দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা হয় এমত কোন কর্ম্ম করিব না যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলকা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক।

ফেয়ালজামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক স্থাননিবাসি অমুককে এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন দিতে হুজুরহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত যে কর্ম্মের দ্বারা দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা হয় এমত কোন কর্ম্ম আসামীহইতে হইবেক না ও যদি আসামী এইমত কর্ম্ম করে তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ালজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভিন্নাধিকার দেশীয় এবং ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা আমদানী ও রফ্তানীহওয়া দ্রব্যের মাসুল তুল্য করণের এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক বন্দরহইতে অন্য বন্দরে রফ্তহওয়া দ্রব্যের মাসুল রহিত করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অথবা ফোর্টসেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর কোন বন্দরে ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা কোন দ্রব্যের আমদানী হইলে ঐ দ্রব্যের মাসুলের যে হার আইনমতে এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা সমুদ্রপথে যে সকল দ্রব্যের আমদানী সেই বন্দরে হয় তাহার মাসুল ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখঅবধি ও তাহার পর কেবল সেই হারানুসারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের কোন আইনেতে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজধানীর কোন বন্দরহইতে ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা কোন দ্রব্যের রফ্তানী হইলে তাহার মাসুলের যে হার আইনমতে এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে উক্ত তারিখাবধি ও তাহার পর উক্ত কোন বন্দরহইতে ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা সমুদ্রপথে যে সকল দ্রব্যের রফ্তানী হয় সেই সকল দ্রব্যের মাসুল কেবল সেই হারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের কোন আইনেতে ইহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখাবধি ও তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন বন্দরহইতে ঐ দেশের অন্য কোন বন্দরে যে কোন দ্রব্য

আইনমতে রপ্তানী হয় তাহার উপর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের কোন আইনে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু নিত্য জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথা নিমক কি আফীনের বিষয়ে খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা কতকং বেমাসুলী বন্দরে চলন না হওনের এবং অন্য প্রকারে সেই আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা মতান্তর হইল এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগহইতে মলাকার মোহনার কোন বন্দরে অথবা ধনাসরিম প্রদেশের কোন বন্দরে কি আরাকান প্রদেশের কোন বন্দরে যে জিনিস রপ্তু হয় কিম্বা ঐং বন্দরের কোন এক বন্দরহইতে যেং জিনিস কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের কোন বন্দরে আমদানী হয় তাহার বিষয়ে উক্ত ৩ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন বন্দরহইতে উক্ত প্রদেশের যে কোন বন্দরে ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা খাটে সেই বন্দরে জিনিস পুনর্ব্বার রপ্তু হইলে কোন মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মতান্তর করণের আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মতান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা অথবা দাওয়া কোন রাইয়ত বা প্রজার উপর জারী করিতে হইলে যে জিলার মধ্যে ঐ এত্তেলা কি দাওয়ার সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সেই জিলাতে যদি ঐ রাইয়ত কিম্বা প্রজার সামান্যতঃ বাসস্থান না থাকে তবে ঐ এত্তেলা কি দাওয়া এক জমাওয়াসীল বাকীসমেত ঐ ভূমির মালের কাছারীতে অথবা তাহার উপর সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে কি গ্রামের চৌরী বা চৌপালে কিম্বা সকল লোকের দৃষ্টি-গোচর গ্রামের অন্য কোন স্থানে লট্‌কাওনের দ্বারা জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২০ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

চোরেরদের ও বাটপাড়েরদের ভ্রমণকারি দলের দণ্ড করিবার আইন।

যেহেতুক ঠগ ও ডাকাইতেরদের অপরাধ সাব্যস্ত করণের আইনের কতক২ বিধান চোর ও বাটপাড়েরদের অন্যান্য দলের বিষয়ে খাটান উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে এই আইন জারী হওনের পুর্ব্বে কিম্বা পরে ঠগের কিম্বা ডাকাইতের দলভিন্ন চুরী কি বাটপাড়ী করণের অভিপ্রায়ে সম্মিলিত কোন ভ্রমণকারি দলভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদ থাকনের দণ্ড হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির নামে পুর্ব্বোক্ত দলভুক্ত হওনের অপরাধে কিম্বা উক্ত কোন দলের দ্বারা চুরী কি লুটকরা কোন সম্পত্তি আইন বিরুদ্ধে ও জানিয়া শুনিয়া লওনের কিম্বা খরীদ করণের অপরাধে অপবাদ হয় সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সোপর্দ্দ হইতে পারে এবং যে জিলাতে আদালতের বৈঠক হয় সেই জিলার সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ হইলে ঐ আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন সেইরূপে কোন আদালত সেই অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন অপরাধের বিচার করণ সময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে কোন ফতওয়া লইবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৭ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

অল্প কর্জ্জ আদায় করিবার জন্যে কলিকাতার কমিস্যনরেরদের আদালত অর্থাৎ ছোট আদালতের এলাকা পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতি-ক্রমে ১৮০২ সালের ১৮ মার্চ তারিখে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন এবং উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অন্য যে ঘোষণাপত্র জারী করিলেন এবং উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৯ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখে অন্য যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন সেই২ ঘোষণাপত্রের ক্ষমতানুসারে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতি অর্থাৎ শহর কলিকাতার মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে অল্প কর্জ্জ আদায় করিবার জন্যে কমিস্যনরেরদের আদালত কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন এবং যেহেতুক শেষোক্ত দুই ঘোষণাপত্র এবং তাহার অনুসারে যে২ কর্ম্ম ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার আইনসিদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবং যেহেতুক উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত আদালতের কমিস্যনরদিগকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সেই২ ক্ষমতা উক্ত তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা যে২ বিষয়ের উপর ঐ তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত কোর্ট কমিস্যনরদিগকে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া গেল সেই২ বিষয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে বিস্তার হইয়াছিল কি না ইহার সন্দেহ হইয়াছে এবং ঐ সন্দেহ নিবৃত্ত করিতে বিহিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক উক্ত আদালতের হুকুম ও ব্যবহারের নিয়ম করণের জন্যে যে বিধান ও হুকুম ও আইন উক্ত আদালতে এবং ঐ আদালতের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে তাহা উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের নিয়মমতে মঞ্জুর হয় নাই অথবা ছাপা হয় নাই কিম্বা প্রকাশ হয় নাই এবং ঐ ত্রুটি হইলেও সেই বিধানপ্রভৃতি প্রবল ও স্থাপন করা বিহিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক উক্ত কমিস্যনরেরা আলাহিদাং বৈঠক করণের এবং একি কালে কিম্বা ভিন্ন২ কালে স্বতন্ত্র২ আদালত করণের ব্যবহার

করিয়া আসিতেছেন এবং এই ব্যবহারের আইনসিদ্ধতা পূর্ব্ব কালাবধি এবং উত্তর কালের নিমিত্তে সংস্থাপন করা বিহিত বোধ হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত সকল ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার অনুযায়ি বা তৎক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথবা তাঁহারদের হুকুমমতে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দ্বারা যে সকল কার্য্য ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে এবং সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে আইনমতে সিদ্ধ ছিল এবং সিদ্ধ আছে জ্ঞান হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা উক্ত কমিস্যনরদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা দেওয়া গিয়াছিল তাহা যে সকল বিষয় উক্ত নানা ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার মধ্যে বা তাহার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সেই সকল বিষয়ের উপর বিস্তার হইবেক ও আমলে আসিবেক এবং ইহার পূর্ব্বে বিস্তারিত ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইহার পূর্ব্বে উক্ত আদালতের কোন কমিস্যনর অথবা কমিস্যনরেরা অন্য কমিস্যনরের বা অন্য কমিস্যনরদিগেরহইতে পৃথক্ হইয়া বৈঠক করণ সময়ে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন বা তাঁহার কিম্বা তাঁহারদের শক্তিক্রমে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা করিয়াছিলেন ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত কোর্ট রিক্বেষ্টের মধ্যে একত্র বৈঠক করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে সেই সকল কার্য্য সর্ব্বতোভাবে এবং সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা ইহার পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন সেইরূপে ইহার পর সকলে একত্র বা আলাহিদা২ বৈঠক করিতে পারেন এবং একি সময়ে কিম্বা ভিন্ন২ সময়ে বৈঠককারি এক আদালত কিম্বা দুই বা তিন স্বতন্ত্র আদালত করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

যে২ বিধান ও নিয়ম ও কার্য্য নির্ব্বাহের দাঁড়া ও রসুমের তফসীল উক্ত আদালতে এক্ষণে স্থাপন কিম্বা ব্যবহার আছে সেই সকল বিধানপ্রভৃতি প্রথম ব্যবহার ও সংস্থাপন হওনাবধি সর্ব্বতোভাবে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এবং সিদ্ধ আছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং তাহার মধ্যে যে২ বিধানপ্রভৃতি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা মঞ্জুর করাওনের আবশ্যক ছিল সেইরূপ মঞ্জুর করাওনের ত্রুটি হইলেও এবং তাহার

মধ্যে যেং বিধান ছাপা ও ঘোষণা করা উচিত ছিল তাহা ছাপা ও ঘোষণা না হওয়াতেও কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল সমন ও অন্য হুকুম উক্ত কমিশ্যনরেরদের বা তাঁহারদের কোন এক জনের দ্বারা বাহির হয় তাহা এই আইন জারী হওনের পুর্ব্বে বা পরে বাহির হইলে তাহা যে কোন দিবসে ফিরিয়া দাখিল করিবার হুকুম হয় তাহা আইনানুসারে সিদ্ধ ও প্রবল জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে যে মিয়াদের মধ্যে রাজস্বের কার্য্যকারকের-দের ফয়সলা অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিবার আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা যে ফয়সলা করেন তৎক্রমে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে ভোগদখলের স্বত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্বিঘ্নরূপে স্থাপনার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা উক্ত কোন আইনানুসারে যে ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহার ওজর করিবার নিমিত্তে কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা চূড়ান্ত ফয়সলার তারিখের পর বারো বৎসর অতীত হইলে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে কোন ফয়সলা করা গিয়াছিল তাহার ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমা এই আইন জারী হওনের পর তিন বৎসর অতীত হইলে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকার কোন ফয়সলার ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমা চূড়ান্ত ফয়সলার তারিখাবধি তিন বৎসর অতীত হইলে পর গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১৭ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সুকৃতি লওনের নিমিত্তে কমিস্যন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে দেওনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের চার্টরক্রমে ঐ কোর্টের ক্রৌন ও প্লি তরফে সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞা লওনের নিমিত্তে স্থায়ি কমিস্যন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ঐ আদালতের আছে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবং যেহেতুক বিহিত আছে যে ঐ আদালতের ঐ ক্ষমতা থাকে এবং আবশ্যকমতে ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্য হয় অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারীহওনের পরে উক্ত আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের মোহরকরা এক বা ততোধিক কমিস্যন যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের নাম তাহাতে লিখিতে উক্ত আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাকে বা তাঁহারদিগকে সময়েং দেন এবং ঐ কমিস্যনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে অথবা তাঁহার-দের কোন এক জন কিম্বা অনেক জনকে উক্ত আদালতে যে কোন মোকদ্দমা বা অন্য কার্য্য এক্ষণে উপস্থিত থাকে কি উত্তর কালে উপস্থিত হয় তাহাতে অথবা উক্ত আদা-লতে কোন প্রকার কার্য্য উপস্থিত করণের অভিপ্রায়ে ঐ সুকৃতি ও প্রতিজ্ঞা লওনের ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে প্রত্যেক সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা এই প্রকারে লওয়া যায় তাহা উক্ত আদালতে লওয়া গিয়াছে এইমত বোধ হইবেক এবং সুকৃতির বিষয়ে যদি কোন রসুম নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে ঐ আদালতের মধ্যে সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করণসময়ে যে রসুম লাগে এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করে তাহার সেই রসুম দিতে হইবেক এবং সেইরূপে সেই রসুম লওয়া যাইবেক এবং তাহার বিষয়ের হিসাব দিতে হইবেক।

৩ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতি করে এবং তাহা করণ সময়ে জ্ঞাত আছে যে তাহা কিম্বা তাহার কোন অংশ মিথ্যা সেই ব্যক্তি আদালতের দরবারে এইমত কোন সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করিলে তাহার যে দণ্ড হইত সর্ব্বপ্রকারে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১৭ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সুপ্রিম কোর্টের কার্য্যকারকদিগকে ব্যবসা করিতে নিষেধ করণের আইন।

নীচের লিখিত আদালতের কার্য্যকারকেরা আপনং কর্ত্তব্য কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন এই নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের কিম্বা ঐ দেশের মধ্যে যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ স্থাপিত কোন আদালতের কোন কার্য্যকারক স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে আপনি বা আপনার নিমিত্তে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দ্বারা আইনের নিরূপিত আপনার মাহিয়ানা ও রসুম ও পদের প্রাপ্তি ভিন্ন আপনার পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম অথবা ব্যবহারের জন্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্থানে কোন দান বা পুরস্কার লইবেন না অথবা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট মত বর্জ্জিয়া কোন ব্যাঙ্কে কিম্বা সাধারণ কোম্পানিতে কোন পদ ধারণ করিবেন না অথবা আপনার লাভের জন্যে কিম্বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের লাভের জন্যে ব্যাঙ্কের কিম্বা তেজারতের ব্যাপার করিবেন না কিম্বা গোমশ্তা বা কর্ম্মকারক কি দালালের ন্যায় কোন কর্ম্ম করিবেন না অথবা তাহাতে লিপ্ত হইবেন না। কিন্তু ঐ কার্য্যকারকের আপনার পদোপলক্ষে যে ব্যাপার করা কর্ত্তব্য তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে উক্ত কোন আদালতের যে কোন কার্য্যকারক উক্ত কোন আদালতে কৌন্সেলী বা উকীলী কি প্রক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহার ঐ কৌন্সেলী বা উকীলী কি প্রক্টরী পদসম্পর্কীয় যে রসুম ও প্রাপ্তি লইবার রীতি আছে তাহা লইবার নিষেধ হইল। এবং এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে কৌন্সেলী সাহেব বা উকীল কি প্রক্টর কিম্বা সরিক বা আসৈনি অথবা রিসিবর কি কমিটি কেবল কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ঐং

কর্ম্মের উপলক্ষে আদালতের কার্য্যকারকের ন্যায় জ্ঞান হন সেই কৌন্সেলীপ্রভৃতির বিষয়ে এই আইন খাটে ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে কোন সোসৈটি দানাদি কর্ম্মের নিমিত্তে কি বিদ্যার প্রাচুর্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিদ্যা অথবা শিল্প বিদ্যা কি কারিগরীর উৎসাহ প্রদানার্থ স্থাপন হইয়াছে সেই সোসৈটিতে উক্ত কোন আদালতের কোন কার্য্যকারকের কোন অবৈতনিক পদ ধারণ করিতে নিষেধ হইযাছে ইতি।

৪ ধারা।

উক্ত কোন আদালতের কোন কার্য্যকারক যদি জানিয়া শুনিয়া এই আইনের বিপরীত কোন কর্ম্ম করেন তবে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি পদচ্যুত হওনের দণ্ডের যোগ্য হইবেন এবং যে আদালতে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হয় সেই আদালতের হুকুমমতে তিনি ঐ আদালতের সেই পদে কিম্বা অন্য কোন পদে বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞাতে ঐ দেশের যে কোন অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই অংশেতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন কর্ম্ম করিতে অযোগ্য এই মত প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং তাহা হইলে তিনি সেইরূপে অযোগ্য হইবেন অথবা তাঁহার দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আদালত যেমত উপযুক্ত বোধ করেন সেইমতে তাঁহার দোষপ্রযুক্ত আদালতের বিবেচনামতে তাঁহার জরীমানা করণের দ্বারা কিম্বা জরীমানা ও কয়েদ করণের দ্বারা দণ্ড করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 - Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৬ ষোড়শ আইন ।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে ।

লবণের ব্যবসায়ের বিষয়ি কতক২ প্রতিবন্ধক উঠাইয়া দেওনের আইন ।

যেহেতুক উত্তর পশ্চিম দেশে লবণের ব্যবসায়ের বিষয়ে কতক অনাবশ্যক প্রতিবন্ধক আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল ।

১ ধারা ।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪৯ । ৫০ । ৮৫ ও ৯৩ ধারা এবং ঐ আইনের ৪৮ ধারার যে ভাগে উত্তর পশ্চিম দেশহইতে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন অন্যান্য প্রদেশে লবণ আমদানী করণের বিষয় লেখা আছে তাহা এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১০ আইনের ২ ধারা বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখ অবধি রদ হইবেক ইতি ।

২ ধারা ।

উক্ত প্রথম আগষ্ট তারিখের পর বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন অন্যান্য প্রদেশ-হইতে ঐ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে যে লবণ আমদানী হয় তাহার উপর কোন মাসুল লাগিবেক না ইতি ।

সমাপ্তঃ ।

জি এ বুশবি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৯ উনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধস্থ ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের বিষয়ি আইন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা কিপর্য্যন্ত ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের দ্বারা রদ হইযাছে এবং ১৮৪৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারানুসারে মান্দ্রাজের ফৌজদারী আদালতের কিপর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে এইং বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার যে অংশ এখনো প্রবল আছে তাহা এবং ১৮৪৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

বাঙ্গলা রাজধানীর নিজামৎ আদালতে এবং মান্দ্রাজ রাজধানীর ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ না হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈফিয়তের খোলাসা অর্থাৎ কালেণ্ডর দৃষ্টি করিয়া যদি কোন গতিকে উক্ত কোন এক আদালতের এমত বোধ হয় যে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা কৈফিয়তের খোলাসা কি কালেণ্ডরের লিখিত অপরাধের অপরাধগ্রস্ত কোন ব্যক্তির প্রতি আইনমতে হইতে পারে না তবে ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহা রহিত করিয়া ঐ অপরাধের যে দণ্ড বা দণ্ডসকল আইনমতে হইতে পারে তাহা ঐ অধস্থ আদালতে জানাইবেন এবং তাহাতে ঐ অধস্থ আদালত আইনানুসারে দণ্ডের নূতন হুকুম করিবেন এবং তদনুসারে রোয়দাদ শুধরাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

অর্পণ না হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈফিয়তের খোলাসা অর্থাৎ কালেণ্ডর দৃষ্টি করিলে যদি কোন গতিকে উক্ত নিজামৎ আদালত

কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয় যে কয়েদীর বিষয়ে যে হুকুম বা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় কিম্বা দণ্ড অতি কঠিন হইয়াছে তবে তাঁহারা উচিত বোধ করিলে যে আদালতে অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে সেই আদালতের জজ সাহেবকে এইমত হুকুম করিতে পারেন যে ঐ মোকদ্দমাতে ঐ কয়েদীরদের বিষয়ে যে সকল সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহা এবং হুকুম বা নিষ্পত্তি কি দণ্ড স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্তে তিনি যে কোন মন্তব্য কথা লিখিতে চাহেন তাহা এক সর্টিফিকটে লেখেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিয়া পাঠান। তাহাতে যদি বিষয়-বিশেষে উক্ত নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয় যে ঐ হুকুম কি নিষ্পত্তি সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় তবে তাঁহারা ঐ হুকুম বা নিষ্পত্তি কি দণ্ড রহিত করিতে পারেন কিম্বা যদি তাঁহারা বোধ করেন যে দণ্ড অতি কঠিন হইয়াছে তবে তাহা কমাইতে পারেন। এবং উভয় গতিকেঁ যে আদালতে উক্ত দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল সেই আদালতে তাঁহারা আপনারদের ঐ কার্য্য জানাইবেন এবং ঐ আদালত নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তির অনুসারে হুকুম করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তদনুসারে রোয়দাদ শুধরাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

উক্ত নিজামৎ আদালত অথবা ফৌজদারী আদালত যখন উপযুক্ত বোধ করেন তখন এই আইনানুসারে কার্য্য না করিয়া কোন অধীন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ তলব করিয়া তাহার বিষয়ে যে হুকুম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারেন। কিন্তু অধীন আদালতে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি করিতে অথবা যে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষি করা গিয়াছে তাহার দণ্ড করিতে হুকুম করিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের সমক্ষে ভূম্যধিকারি এবং ইজারদারদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত নানা আইনে এমত নিয়ম আছে যে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তিনি উক্ত নানা আইনের বিধানের অধীন কোন ভূম্যধিকারিকে কি ইজারদারকে রীতিমতে তলব করিলে যদি সেই ভূম্যধিকারী কি ইজারদার আপনি হাজির হইতে কিম্বা আপনার সরবরাহকার কি মোখ্তারকারকে হাজির করিতে কি তলবহওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর বা অস্বীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু কহিতে না পারে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারা দররোজ জরীমানা দিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং আরো হুকুম আছে যে ঐ জরীমানা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দ্বারা মঞ্জুর হইলে বাকী রাজস্বের টাকা উসুল করণের মতে ঐ জরীমানা উসুল করা যাইবেক। এবং যেহেতুক সেইপ্রযুক্ত যে বিলম্ব হয় তাহাতে যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ প্রকার তলব করেন তাঁহাকে ওয়াজিবী জরীমানা করিতে ও তাহা উসুল করিতে সরাসরী ক্ষমতা দেওয়া গেলে ও তাঁহার হুকুমের উপর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ও উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে আপীল হওনের হুকুম হইলে ঐ জরীমানা মোটে যত টাকা হইত এক্ষণকার চলিত নিয়মের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক বারম্বার হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন গতিকে যদি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কোন ভূম্যধিকারি কি ইজারদারের রীতিমতে তলব হইলে পর ঐ সাহেবের জারী-হওয়া এত্তেলানামার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার হাজির হইতে

কি আপনার সরবরাহকার কিম্বা মোক্তারকারকে হাজির করিতে গাফিলী কি অস্বীকার করে অথবা তলবহওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর কি অস্বীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে তবে ঐ কালেক্টর সাহেবের এইমত ক্ষমতা থাকিবেক যে যাবৎ ঐ কসুরকরণিয়া ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ তাহারদের পদ ও শক্তির দৃষ্টে তিনি আপনার ক্ষমতাক্রমে দররোজ যত জরীমানা উপযুক্ত বুঝেন তাহা দিবার হুকুম করেন এবং সেই জরীমানা তাহার রোজং দিতে হইবেক। কিন্তু তাহা কোন গতিকে রোজ ৫০) টাকার অধিক হইবেক না এবং এইমত যে জরীমানার টাকা সময়েং বাকী পড়ে তাহা উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের মঞ্জুরী বিনা রাজস্বের বাকী টাকা উসুল করণের মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কালেক্টর সাহেব এইমত যে প্রত্যেক জরীমানা করেন তাহার বিষয়ের এবং ঐ জরীমানার টাকার সংখ্যা ও সময়েং যত টাকা উসুল হয় তাহার বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে অব্যাজে করিবেন এবং তিনি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের সিজ্ঞাপনার্থে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

কালেক্টর সাহেব এই আইনানুসারে যে কোন হুকুম করেন তাহার উপর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবং অন্য উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে রীতিমতে আপীল হইতে পারে কিন্তু সেই আপীল উপস্থিত থাকিতে আপীল করাপ্রযুক্ত এইমত হুকুম করা জরীমানার টাকা উসুল করা স্থগিত হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

কালেক্টর সাহেব এই আইনানুসারে কোন কসুরপ্রযুক্ত এইমত যে কোন হুকুম করেন তদনুসারে যে টাকা উসুল হয় তাহা যখন ৫০০) পাঁচ শত টাকার অধিক হইয়াছে তখন কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে বিশেষমতে করিবেন এবং রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের হুকুমব্যতিরিক্ত ঐ কসুরের নিমিত্তে তদপেক্ষা অধিক টাকা উসুল হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ বোধ হইবেক না যে উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে দররোজ জরীমানার হুকুম দিবার এবং ঐ জরীমানার টাকা উসুল করিবার ক্ষমতা রহিত হইল ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনেতে "কালেক্টর" এই শব্দেতে আইনমতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এই আইন বাঙ্গলা রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশে খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২১ একবিংশত্তিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাঁহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাজীরাখা ব্যর্থ করণের আইন।

যেহেতুক টাকার নিমিত্তে জুয়াখেলার কর্ম্ম ও বাজীরাখনের কর্ম্মেতে অপ্রবৃত্তি করণ বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

জুয়াখেলাতে কিম্বা বাজী রাখাতে কথার দ্বারা বা লিখনের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে যে সকল পণ রাখা যায় তাহা ব্যর্থ ও বাতিল হইবেক। এবং যে কোন টাকা অথবা মূল্যবান বস্তু বাজী রাখণেতে লাভ হইয়াছে কথিত হয় অথবা কোন জুয়াখেলা সমাপ্তির অপেক্ষায় কোন ব্যক্তির নিকটে গচ্ছিত হয় অথবা বাজী রাখা যায় সেই টাকা কিম্বা মূল্যবান বস্তু পাইবার নিমিত্তে কোন মোকদ্দমা আইনের কিম্বা একুটি পক্ষের কোন আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নানা আদালত কোন বিরোধি ক্রিয়া নিশ্চয় করিবার জন্যে কৃত্রিম বাজীর উপর মোকদ্দমার বিষয় তদারক করিবার হুকুম নাকরিয়া যেমন আদালতের "কামন লার" এলাকার সম্পর্কে হয় তেমনি একুটি ও আডমিরালটী ও অন্যান্য এলাকার সম্পর্কে সাক্ষিরদের নামে সফীনা জারী করিতে পারেন এবং মোকদ্দমায় সাক্ষিস্বরূপ আদালতের দরবারে তাহারদের মৌখিক সাক্ষ্য লইবার হুকুম দিতে পারেন। এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে আদালতের ব্যবহারমতে সাক্ষ্য দিবার জন্যে কোন সাক্ষির উপযুক্তমতে তলব হইলে সেই ব্যক্তির যে প্রকারে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলবহওয়া সাক্ষিরদের হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবেক এবং ত্রুটি করিলে কিম্বা আজ্ঞা না মানিলে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সেই ব্যক্তি যে প্রকার দণ্ডের যোগ্য হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলব-হওয়া সাক্ষী দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

জাল করণের বিষয়ি নালিশ পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ করিবার আইন।

জাল করণের বিষয়ি ফৌজদারী মোকদ্দমায় যথার্থ বিচার ব্যর্থ না হইবার জন্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

জালসাজীর অপরাধের কিম্বা কোন জালকরা দলীলদস্তাবেজ বা লিপি কোন প্রকারে চালাওনের বিষয়ি কোন এজহার অথবা নালিশ রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে সেই আদালতে ঐ জালকরা কাগজের কোন যথার্থ নকল দেখাইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু তাহা চুরী করণের বিষয়ে নালিশ হইলে যেরূপে তাহা বর্ণনা করিলে নালিশ গ্রাহ্য হইত সেই প্রকারে ঐ জালকরা দলীলদস্তাবেজ অথবা লিপির বর্ণনা করিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংশোধনের আইন।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংশোধনার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ৭ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের দোষী হয় তাহার দোষ কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধের নিমিত্তে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৪ চতুর্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলে অনুপস্থান-পর্য্যন্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত যে২ ক্ষমতানুসারে হজুর কৌন্সেলের প্রসীডেণ্ট সাহেব কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতা ভিন্ন এবং আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতা-হইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখাবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সুমতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বিদেশে করা অপরাধের পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে দণ্ড করণের আইন।

যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এদেশীয় সেং প্রজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের সীমার বাহিরে ফৌজদারী অপরাধ করে সেইং প্রজার বিচারের জন্যে সময়ক্রমে বাঙ্গলা এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের চলিত আইনের মধ্যে নানা আইন হইয়াছে এবং সেইং আইন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং একরূপ করা এবং তাহা বিস্তার করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

পশ্চাৎ লিখিত আইন ও আইনের ভাগ রদ হইল বিশেষতঃ।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০১ সালের ৫ আইন এবং ১৮১৩ সালের ৮ আইন ও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারা এবং সমস্ত ৯ আইন এবং ১৮২৯ সালের ৮ আইন এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ২ আইন ও ১৮৩২ সালের ১২ আইন এবং বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১১ আইনের ৪ ধারা। কেবল যেপর্য্যন্ত উক্ত কোন আইনের দ্বারা কোন সাবেক আইন রদ হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত তাহা বহাল থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সকল প্রজা এবং ভারতবর্ষে ঐ গবর্ণমেণ্টের সিবিল ও যুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি যত কাল সেই কর্ম্মে থাকে এবং তাহার পর ছয় মাস-পর্য্যন্ত এবং যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের গবর্ণমেণ্টের অধীন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের

অধিকারের মধ্যে ঐ অধিকারের চলিত আইনের অধীন হইয়া ছয় মাসপর্য্যন্ত বাস করিয়াছে এবং সেই২ রাজ্যের মধ্যে গ্রেফ্তার হয় অথবা যে কোন স্থানে গ্রেফ্তার হইয়া থাকে ঐ রাজ্যের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করা যায় এমত সকল ব্যক্তি কোন বিদেশীয় রাজার বা রাজ্যের দেশের মধ্যে করা সকল অপরাধের বিষয়ে আইনানুসারে বিচারের যোগ্য হইবেক এবং সেই অপরাধ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের মধ্যে করা গেলে যে সাক্ষের শক্তিক্রমে তাহারদের জামিন দিবার হুকুম হইত অথবা তাহারা বিচারে সোপর্দ্দ হইত সেই প্রকার সাক্ষ্যের শক্তিক্রমে তাহারদের প্রতি জামিন দিবার হুকুম হইতে পারে অথবা পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহারা বিচারে সোপর্দ্দ হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

সোপর্দ্দকারি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অগৌণে এবং বিচারের পুর্ব্বে এইপ্রকার প্রত্যেক মোকদ্দমার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে করিবেন এবং তাহাতে যে হুকুম তাঁহাকে দেওয়া যায় তদনুসারে তিনি কার্য্য করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

সেই অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন দেশের মধ্যে ঐ অপরাধ করিলে তাহার বিচার করিতে যে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা হইত এইমত কোন এক আদালতে তাহার বিচার করিতে উক্ত গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

বিদেশীয় যে রাজা বা রাজ্যের রাজকীয় কর্ম্ম কোম্পানি বাহাদুরের হুকুমের অধীন কর্ম্মকারকের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে যদি এইমত অধিকারের মধ্যে সেই অপরাধ করা গিয়াছে কথিত হয় এবং যদি সেই অধিকারের মধ্যে সেই অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিচার করণক্ষম কোন আদালত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে স্থাপন হইয়াছে তবে গবর্ণমেণ্ট সেই ব্যক্তিকে সেই আদালতে বিচারহওনার্থ সোপর্দ্দ করণের জন্যে তাহাকে কয়েদ করণপুর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যহইতে তথায় লইয়া যাইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৬ ধারা।

অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি সোপর্দ্দ হইলে সোপর্দ্দ করণের রুবকারীতে ইহা লেখা থাকিবেক যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম যাবৎ না পঁহুছে ও তদনুসারে কার্য্য না হয় তাবৎ ঐ ব্যক্তি সোপর্দ্দ থাকিবেক। এবং যখন সেই ব্যক্তি জামিন দিয়া খালাস হয় তখন ঐ জামিনীনামা প্রথমে এই মজমুনে লেখা যাইবেক যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইবার

উপযুক্ত মিয়াদ হিসাব করিয়া সেই ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কোন এক দিবসে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে হাজির হইবেক এবং তৎপরে যেং দিবস মাজিষ্ট্রেট সাহেব সময়ক্রমে হুকুম করেন সেইং দিবসে হাজির হইবেক। এবং যদি গবর্ণমেণ্ট অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে রাজধানীর মধ্যে বিচার করণের হুকুম দেন্ তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব রীতিমত তাহার স্থানে এই মজমুনে এক নূতন জামিনীনামা লইবেন যে তাহার বিচার করণার্থ যে আদালত নিযুক্ত হন সেই আদালতে বিচারের জন্যে সে হাজির হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

উভয় গতিকে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ হুকুম অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের মধ্যে বিচার ও দণ্ড করিবার অথবা পুর্ব্বোক্তিমতে কয়েদপূর্ব্বক তাহাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের বাহিরে লইয়া যাইবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা জ্ঞান হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এই আইনের ৩ এবং তাহার পরের সকল ধারাতে "গবর্ণমেণ্ট" এই শব্দেতে শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব অথবা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব কিম্বা সোপর্দ্দকরণিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে রাজধানীতে কিম্বা স্থানে থাকেন সেই রাজধানীর কি স্থানের প্রধান কার্য্যকারক সাহেব কি সাহেবদিগকে বুঝায় ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনেতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতানুসারে কোন কমিস্যনর সাহেব কি কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানীসম্পর্কীয় সিরিশ্তার অন্য যে কোন সাহেবকে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এই আইনের সম্পর্কীয় মোকদ্দমাতে রিপোর্ট লইতে ও হুকুম দিতে ক্ষমতা প্রদান করেন তিনিও কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী॥

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল্ গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

অপরাধিরদের অঙ্গে গোদনার দাগ দেওনের ও তাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার রহিত করণের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অপরাধিরদের অঙ্গে গোদনা দিয়া দাগ করণের ও তাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রহিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১২ ধারার ২।৩।৪ প্রকরণ এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮০২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৯।১০ ধারার এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১১ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ও ১৮২২ সালের ২ আইনের ৫।৬ ধারার যেং ভাগ এবং চলিত অন্য যে কোন আইনে কিম্বা আইনের অংশেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদের কপালে কিম্বা তাহারদের শরীরের কোন অঙ্গে যাহা লুপ্ত হইতে না পারে এমত কোন দাগ দেওয়া যায় তাহা কিম্বা যে আইনেতে সামান্যতঃ তশীর নামেতে খ্যাত দণ্ড অর্থাৎ অপরাধিকে সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কোন দণ্ডের হুকুম করা যায় তাহা এবং বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১৪ আইনের ২ অধ্যায়ের যে অংশেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদিগকে প্রকাশরূপে অপমান করণের কোন দণ্ড দেওয়া যায় তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পরে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে অপরাধির দোষ সাবুদ হইল তাহার কোন অঙ্গে গোদনার কোন দাগ কিম্বা যাহা লুপ্ত হইতে পারে না এমত কোন দাগ কিম্বা লুপ্ত হইলে পর পুনরায় নূতন দাগ দেওনের হুকুম কিম্বা কোন অপরাধিকে তশীরের দ্বারা সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কিম্বা অন্য কোন প্রকারে অপমানজনকরূপে প্রকাশ করিবার হুকুম করিতে পারিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের এক্টিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতক২ অংশি ও মহাজনেরদের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনেতে লিখিত ছিল যে কতক২ ব্যক্তি "কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" এই নামবিশিষ্ট এক কোম্পানি অথবা অংশিত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐ আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়াগেল যে সেই২ ব্যক্তি এবং তৎপরে যে২ ব্যক্তি উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশী ও শরীক হন তাঁহারদের নামে আইনমতে বা একুটিপক্ষে নালিশ হইলে কি তাঁহারদের নালিশ করিতে হইলে তাঁহারদের স্থলাভিষিক্তরূপে ঐ ব্যাঙ্কের তৎকালের সেক্রেটারী অথবা খাজাঞ্চী আসামী কি ফরিয়াদী হইবেন এবং ঐ অংশিত্বের যে কর্জ্জ ও দেনা ছিল তাহা আদায় করিবার জন্যে ঐ আইনে কতক২ বিধান আছে।

এবং যেহেতুক ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি বর্কিণ্যং সাহেব ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেমস্ হম্‌ফ্রে সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহী আছে এবং ঐ দরখাস্তের মধ্যে তাঁহারা উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সরবরাহকারী কার্য্যের একসেকুটিব কমিটি নামে বিখ্যাত আছেন এবং ঐ দরখাস্তে ঐ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজনেরদের কমিটির অন্তঃপাতি নামে বিখ্যাত কএক ব্যক্তি বিশেষতঃ গ্রিন হালিফাক্স মিলস্ কোম্পানির নিযুক্ত টর্ণিস্বরূপ বিখ্যাত শ্রীযুত চার্লস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই সাহেব ও শ্রীযুত তামস সেডন কেলসল সাহেব ঐ দরখাস্তে সহী করিয়াছেন এবং ঐ দরখাস্তে এই লিখিত আছে যে ঐ জাইণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক কোম্পানি অর্থাৎ কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৮৪৭ সালের শেষে টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের কর্জ্জ ও দেনা পরিশোধ করণার্থে উক্ত ব্যাঙ্কের

অবশিষ্ট সম্পত্তি অপ্রচুর আছে এবং ঐ ব্যাঙ্কের কতকং মহাজন উক্ত ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনানুসারে ঐ ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্ম্মকারকের বিরুদ্ধে ফয়সলা পাইয়াছেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি অপ্রচুর হওয়াতে ঐ ফয়সলাক্রমে বিশেষং অংশির নামে নালিশ আরম্ভ হইয়াছে এবং দরখাস্তকারিরদের ভয় আছে যে মহাজন ও অংশিরদের মধ্যে পরস্পর খাতিরজমামতে কোন বন্দোবস্ত অগৌণে না করা গেলে ঐ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বাহুল্যরূপে ঝটিতি অপচয় হইবেক এবং অনেকং লোক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবেক এবং মহাজনেরদের এক সাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত মহাজনেরদের কমিটি ঐ কর্জ ও দেনার বাবৎ অংশিরদের উপর যে ওয়াজিবী টাকা ধার্য্য করিয়াছেন সেই টাকা যেং অংশী দিতে স্বীকৃত হন তাঁহারদিগকে মহাজনেরদের মধ্যে অনেক জন যেপর্য্যন্ত আইনমতে হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত এই নিয়মে সম্পূর্ণ ফারখৎ দিতে চাহেন যে অন্যং যে ব্যক্তি ঐ কর্জ ও দেনার বিষয়ে দায়ী এবং তাঁহারদের উপর ধার্য্যহওয়া টাকা দিতে অস্বীকার অথবা ত্রুটি করেন তাঁহারা ঐ ফারখতের দ্বারা আপনং দাওয়াহইতে মুক্ত না হন এবং তাঁহারদের উপর দাওয়া ঐ ফারখতের দ্বারা রহিত না হয় এবং ঐ অংশিরদের মধ্যে অনেক জন তাঁহারদের উপর যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা এই নিয়মে দিতে স্বীকৃত আছেন যে যে কোন মহাজন পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তপত্রে সহী করিয়াছেন এবং সেইরূপে দেওয়া টাকার মধ্যহইতে কোন টাকা গ্রহণ করিয়াছেন সেই মহাজন ঐ কর্জ এবং দেনার বাবৎ আইনমতে অথচ একুটি পক্ষে তাঁহারদের নামে কোন নালিশ করিতে পারিবেন না। এবং ঐ বন্দোবস্ত এবং ঐ ফারখতের আইনমতে ফলের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব ঐ দরখাস্তে আরো এই প্রার্থনা আছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের এক্ষণকার বা পূর্ব্বকালীন যে কোন অংশির উপর পূর্ব্বোক্ত মতে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যার টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে না দেন সেই অংশির উপর বন্দোবস্তপত্রে সহীকরণিয়া কোন মহাজনের যে স্বত্ব আছে তাহার ব্যাঘাত না হইয়া অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী না করেন তাঁহার স্বত্ব হানি না করিয়া বন্দোবস্তের ফল ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও স্থাপন হয় অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইনের শেষে যে বন্দোবস্তপত্রের নকল আছে অর্থাৎ উক্ত দরখাস্তে উল্লিখিত বন্দোবস্তপত্র তাহাতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যেং মহাজন সহী করেন এবং পশ্চাৎ লিখিত যে তফসীল উক্ত বন্দোবস্তপত্রের শেষে দেওয়া A চিহ্নিত তফসীলের ন্যায় বর্ণনা হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থ ধার্য্য টাকা বা অংশমতে দেয় টাকার তফসীল সেই তফসীলের মধ্যের লিখিত যেং ব্যক্তি উক্ত ধার্য্য টাকার তফসীলে প্রত্যেক জনের যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেইং টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে দেন সেইং ব্যক্তির মধ্যে ঐ বন্দোবস্তপত্র সম্পূর্ণরূপে প্রবল হইবেক

কিন্তু ঐ বন্দোবস্তপত্রে যাঁহারা সহী না করিয়াছেন ও তদ্বিষয়ে লিপ্ত নহেন তাঁহারদের কোন স্বত্বের কিম্বা দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্যে এবং যাঁহারদের নাম তফসীলে লেখা আছে তাঁহারদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন স্বত্বের কি দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্যে ঐ বন্দোবস্তপত্র প্রবল হইবেক না।

২ ধারা।

ঐ ধার্য্য টাকার তফসীলের লিখিত যে কোন ব্যক্তি ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে উক্ত ধার্য্যহওয়া টাকার তফসীলে তাঁহার উপর যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে দেন এমত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী করিয়াছেন সেই মহাজন উক্ত ব্যাঙ্কের কোন দেনা বা কর্জ্জের বাবতে "সৈরি ফাসিয়স" নামক কোন পরওয়ানা যদি বাহির করেন অথবা আইনমতে বা একুটিপক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন কার্য্য করেন তবে ঐ মহাজনের ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহীকরণ কার্য্য এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ পরওয়ানা বাহির হইয়াছে বা ঐ কার্য্য হইয়াছে সেই ব্যক্তির উক্ত ধার্য্যহওয়া টাকাদেওয়া কার্য্য ঐ নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক এবং ঐ পরওয়ানা অথবা ঐ কার্য্য বিফল করণার্থে ঐ আসামীর যে সকল খরচা লাগে তাহা যে মহাজন নালিশ করিয়াছিলেন সেই মহাজনের দিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী না করিয়া থাকেন এমত মহাজন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোন কর্জ অথবা দেনার বাবতে ঐ দেনা বা তাহার কোন অংশের দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি "সৈরি ফাসিয়স" নামক কোন পরওয়ানা বাহির করেন অথবা আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্য্য করেন অথবা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোন কর্জ বা দেনা কি তাহার কোন অংশ পরিশোধ করণের দায়ি যে কোন ব্যক্তি উক্ত ধার্য্যহওয়া টাকার তফসীলে তাঁহার নামে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে সম্পূর্ণরূপে না দেন এইমত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্জ বা দেনার বাবতে উক্ত বন্দোবস্তপত্রে সহীকরণিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের কোন মহাজন যদি "সৈরি ফাসিয়স" নামক কোন পরওয়ানা বাহির করেন অথবা আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্য্য করেন তবে ঐ পরওয়ানা অথবা কার্য্য বিফল করণার্থে ঐ বন্দোবস্তপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক না এবং ঐ ব্যক্তির স্থানে ঐ কর্জ অথবা দেনা পাইবার জন্যে যে কোন মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমায় ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত বৃত্তান্ত আইনের অথবা একুটির কোন আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের পূর্ব্বের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ

করিতে হইবেক না যে কোন অংশির নামে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেই টাকা দেওনের পূর্ব্বে সেই অংশির বিরুদ্ধে যে কোন "সৈরি ফাসিয়স" নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে অথবা যে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশকরণিয়া ব্যক্তি যদি তাহা চালাইতে চাহেন তবে তৎপরে সেই নালিশ চালাওনের এবং নির্ব্বাহ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি বর্কিণ্যং সাহেব ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেম্স হমফ্রে সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত চার্লস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই সাহেব ও শ্রীযুত তামস সেভন কেলসল সাহেবের তাহাতে সহী করা ধার্য্যহওয়া টাকার উক্ত তফসীলের এক নকল বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডরাখণিয়া সাহেবের সিরিশ্তার রোয়দাদে দাখিল হইবেক ও লেখা যাইবেক এবং ঐ রূপে দাখিলহওয়া তফসীল এই আইনের এবং উক্ত বন্দোবস্ত-পত্রের উল্লিখিত তফসীল জ্ঞান হইবেক এবং এই আইনের যথার্থ অভিপ্রায় ও অর্থের অনুসারে তাহার মধ্যের লিখিত ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে ধার্য্যহওয়া নানা টাকার সংখ্যার সর্ব্বতোভাবে সাক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি।

তফসীল।

আমরা পশ্চাৎ লিখিত কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজন ইহার দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একসেকুটির কমিটি আমারদের প্রত্যেক জনের পাওনার শতকরা ২৫) টাকার হিসাবে প্রথম ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ কিস্তি অগৌণে দিলে A চিহ্নিত ইহার শেষে লিখিত যে তফসীল ব্যাঙ্কের মহাজনের কমিটির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে সেই তফসীল উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থে তন্মধ্য লিখিতপূর্ব্বকালের এবং এক্ষণকার ঐ ব্যাঙ্কের নানা অংশির উপর ধার্য্যহওয়া অথবা অংশমতে দেয় টাকার তফসীলের ন্যায় গ্রাহ্য করি এবং উক্ত তফসীলের লিখিত উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোন অংশির বা অংশিরদের পূর্ব্বোক্ত মত ধার্য্যহওয়া বা অংশমতে দেয় টাকা স্বরূপ উক্ত তফসীলে তাঁহার নামের পাশে যে টাকা লেখা আছে সেই টাকা যে কোন অংশী বা অংশিরা সমপূর্ণরূপে দেন তাঁহার বা তাঁহারদের বিরুদ্ধে কোন "সৈরি ফাসিয়স" নামক পরওয়ানা বাহির না করিতে বা প্রকারান্তরে তাঁহারদিগকে উত্যক্ত না করিতে বা তাঁহারদের সম্পত্তির উপর দাওয়া না করিতে অঙ্গীকার ও স্বীকার করিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় করিতে হইবেক না যে যাবৎ ঐ ব্যক্তি সমপূর্ণ ধার্য্যহওয়া টাকা প্রকৃত-প্রস্তাবে না দিয়াছেন তাবৎ তাঁহার নামে নালিশ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক কিম্বা

ধার্য্যহওয়া টাকা দিবার পূর্ব্বে কোন অংশির বিরুদ্ধে যে কোন "সৈরি ফাসিয়স" নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে কিম্বা যে কোন মোকদ্দমা বা নালিশ প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশকরণিয়া ব্যক্তি তাহা চালাইতে চাহিলে তাহা চালাইবার ও নির্ব্বাহ করিবার প্রতিবন্ধক হইবেক। আরো ধার্য্য হইল যে উক্ত তফসীলের লিখিত কোন অংশী ভারতবর্ষে বাস করিলে অদ্যকার তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে অথবা ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার উপর ধার্য্যহওয়া টাকা যদি না দেন অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটিকে ঐ টাকার জামিন না দেন এবং ঐ কমিটি তাহা প্রচুর স্বীকার না করেন তবে ঐ ধার্য্যহওয়া টাকা শতকরা ১০) টাকার হিসাবে বাড়ান যাইবেক এবং যাবৎ ঐ টাকা পরিশোধ না হয় অথবা তাহার জামিন না দেওয়া যায় তাবৎ তৎপরে প্রত্যেক তিনং মাসান্তরে শতকরা তত্তুল্য টাকা বাড়ান যাইবেক। আরো ধার্য্য হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটি ঐ অংশমতে দত্ত টাকা পাইয়া সমর্থ হইলে আমারদের একং জনের দাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওনপর্য্যন্ত সময়ক্রমে আমারদের পাওনা টাকার আরো ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ কিস্তি দিবেন এবং যখন আদায়হওয়া টাকা অবশিষ্ট দাওয়ার শতকরা ১০) টাকার তুল্য হয় তখন তাঁহারা সেই হারে এক নূতন ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করিবেন ও দিবেন। এবং আরো ধার্য্য হইল এবং ইহার দ্বারা অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতেছে ও স্বীকার হইতেছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের সম্পত্তির উপর আমারদের আইনক্রমে বা একুটিমতে যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল এবং পূর্ব্বকালীন কিম্বা এক্ষণকার যে সকল অংশী তাঁহারদের উপর পূর্ব্বোক্তমতে ধার্য্যহওয়া সম্পূর্ণ টাকা না দেন তাঁহারদের বিরুদ্ধে আমারদের যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল। এবং ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমরা এই এক হাজার আট শত আটচল্লিশ সালের পঁচিশা সেপ্টেম্বর তারিখে একং করিয়া দস্তখৎ করিলাম ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

অপরাধি বাতুল ব্যক্তিরদের নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক মনের বিপর্য্যস্ত বিকৃতিপ্রযুক্ত দণ্ডনীয় কর্ম্ম অপরাধশূন্য হয় তাহা ধার্য্যকরা এবং সেই২ কর্ম্ম যাহারা করিযাছে কিন্তু মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত নির্দ্দোষী হইয়াছে তাহারদিগকে নির্ব্বিঘ্নে রাখণের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে ক্রিয়া সুস্থমনা ব্যক্তিরদের দ্বারা হইলে অপরাধ হয় এইমত ক্রিয়া যে ব্যক্তি করে যদ্যপি আদালত অথবা বিষয়বিশেষে জুরি অর্থাৎ আদালতের নিয়মানুসারে যাঁহার প্রতি দোষী করণ বা মুক্ত করণের ক্ষমতা অর্পণ আছে সেই আদালত বা জুরি এইমত স্থির না করেন যে সেই ব্যক্তির মনের বিকৃতি ছিল এবং সেই বিকৃতি খামখা তাহার করা কোন কর্ম্মের দ্বারা জন্মে নাই এবং সেই বিকৃতিপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করণের সময়ে জানিল না এবং জানিতে পারিল না যে সেই কর্ম্ম দেশের আইনের বিরুদ্ধ তবে সেই ব্যক্তি সেই অপরাধের বিষয়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাস হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

যখন এইমত অপরাধের অপবাদগ্রস্ত কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত বর্জ্জিত নিয়মপ্রযুক্ত খালাস হয় তখন আদালত অথবা জুরি এই বিশেষ ডিক্রী অথবা ফয়সলা দিবেন যে যে কর্ম্ম করণের অপবাদ তাহার প্রতি হইয়াছে সেই কর্ম্ম সেই

ব্যক্তি বিকৃতমনা হওনসময়ে করিল এবং তৎপ্রযুক্ত আইনানুসারে সে নিরপরাধী ইতি।

৩ ধারা।

যখন উক্ত প্রকার এইমত কোন বিশেষ ডিক্রী কি ফয়সলা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া যায় তখন যে আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল সেই আদালত এই হুকুম করিবেন যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যাবৎ জ্ঞাত না হওয়া যায় তাবৎ ঐ আদালতে যে স্থানে ও যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই প্রকারে ঐ ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইবেক। এবং তৎপরে গবর্ণমেণ্ট যত কাল ও যেপ্রকার উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই প্রকারে ঐ ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট শক্তরূপে আটক করিয়া রাখিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

যে সকল গতিকে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ততা কি বাতুলতা অথবা উন্মাদতা কি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত কোন দোষহইতে খালাস হইয়াছিল ইহার পর মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাসহওয়া ব্যক্তিকে যেমন শক্তরূপে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারে তেমনি শক্তরূপে সেই ব্যক্তিকেও আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ কোন বিশেষ ডিক্রী বা ফয়সলা করা গিয়া থাকে সেই ব্যক্তির মন সুস্থ হইলে পর গবর্ণমেণ্টের হুকুম এবং বিবেচনা ব্যতিরিক্ত কয়েদহইতে খালাস হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

যখন গবর্ণমেণ্টের এইমত বোধ হয় যে কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদহওয়া কোন ব্যক্তি বিকৃতমনা আছে তখন গবর্ণমেণ্ট এক পরওয়ানার দ্বারা জানাইবেন যে কিং হেতুতে ঐ কয়েদহওয়া ব্যক্তি বিকৃতমনা বোধ হইয়াছে এবং সেই পরওয়ানার দ্বারা ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে কোন পাগলাগারদে অথবা নির্ব্বিঘ্নে রাখণের অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে সেই ব্যক্তিকে সেই খানে রাখিতে ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবেক এবং যখন গবর্ণমেণ্টের এইমত বোধ হয় যে ঐ কয়েদী ব্যক্তি সুস্থমনা হইয়াছে তখন সেই ব্যক্তির কয়েদের মিয়াদ যদি শেষ না হইয়া থাকে তবে যাঁহার জিম্মায় আছে তাঁহার প্রতি পরওয়ানার দ্বারা কয়েদী ব্যক্তি যে কারাগারহইতে স্থানান্তর হইয়াছিল তথায় তাহাকে ফিরিয়া লইয়া যাইতে হুকুম করিবেন অথবা যদি সেই

ব্যক্তির মিয়াদ শেষ হইয়াছে তবে তাহাকে কয়েদহইতে খালাস করণের হুকুম দিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এই কথার দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কি যে রাজধানীতে অথবা যে স্থানে মোকদ্দমা হইয়াছিল সেই রাজধানীর কিম্বা সেই স্থানের রাজশাসনকারি ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির-দিগকে বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের কমিস্যনর সাহেবেরদের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং ঐ প্রকার কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবতে যে সকল টাকা পাওনা থাকে বা উত্তর কালে পাওনা হয় তাহা সেইং মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের উপর কোন দাওয়াপ্রযুক্ত কোন মহাজনের নালিশক্রমে ঐং দেশের মধ্যে কোন আদালতের দ্বারা বা কোন আদালতের হুকুম কি ডিক্রী জারীর অনুসারে ক্রোক বা আটক করা যাইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এমত কোন মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের কোন মুশাহেরার বাবৎ যে টাকা নিয়মপত্রাদি লিখনের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে পাওনা ছিল না সেই টাকার উপর যে কোন নিয়মপত্র কি একরারনামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রয়পত্র কি জামিনীনামা লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক। এবং যে মুশাহেরা উত্তর কালে পাওনা হইবেক তাহার উপর যে কোন বরাৎ কি নিয়মপত্র দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

রাজদত্ত চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতহইতে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে কোন পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহার বিষয়ে অথবা উক্ত প্রকার কোন মুশাহেরাদার চেল্‌সি কি গ্রেনিচ নগর সম্পর্কীয় মুশাহেরার বাবৎ অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে কোন নিয়মপত্র কি একরার-নামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রয়পত্র অথবা জামিনীনামা এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে করিয়াছে কিম্বা বোম্বাই রাজধানীতে দত্ত মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে দানপত্র-প্রভৃতি ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে করা গিয়াছে অথবা বাঙ্গলা রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে দানপত্রপ্রভৃতি ১৮১৪ সালের ২৭ মে তারিখের পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১৭ মার্চ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সৈন্যসম্পর্কীয় ও জাহাজসম্পর্কীয় মুশাহেরা ও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত আলুফা রক্ষা করণের আইন।

যেহেতুক সৈন্যসম্পর্কীয় ও জাহাজসম্পর্কীয় যোদ্ধারদের মুশাহেরা ও বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত অন্যান্য আলুফা আদালতের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক করণ নিবারণার্থ আইন সংগ্রহ করা এবং তাহার কর্ম্ম বিস্তারিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ১২ আইন ও ১৮৪৫ সালের ৩১ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় কি জাহাজসম্পর্কীয় সিরিশ্তার অকর্ম্মণ্য কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক কিম্বা সৈন্যের বা জাহাজের এলাকাদার ব্যক্তিকে যে কমীহওয়া মাহিয়ানা কিম্বা যে কোন নামেতে খ্যাত মুশাহেরা এবং কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বকালীন কার্য্যের নিমিত্তে ও বর্ত্তমান ক্ষীণতা অথবা বৃদ্ধাবস্থার জন্যে যে কোন মাসিক কি বার্ষিক মুশাহেরা কিম্বা আলুফা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহা-দুরের হজুর কৌন্সেলের কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানীর অথবা কোন স্থানের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের অথবা হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর সাহেবের কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং চেল্‌সি নগর কিম্বা গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের বৃত্তিভোগী যে ব্যক্তি ঐ২ আলয়ে বাস করে না তাহারদের যে মুশাহেরা ঐ চেল্‌সি নগরের অথবা

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৭ আপ্রিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশে এক জন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যে ব্রিটনীয় প্রজারা উইল না করিয়া মরেন তাঁহারদের ইষ্টেটের সরবরাহকারী কর্ম্ম কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের পদহইতে পৃথক্ করা এবং এক জন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর যখন কোন ব্রিটনীয় প্রজা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে কিম্বা ঐ রাজধানীর অধীন যেং দেশ আছে বা উত্তর কালে হয় সেইং দেশের মধ্যে উইল না করিয়া মরেন এবং উপযুক্ত ইক্লিসিআষ্টিকেল আদালতহইতে তলবচিঠী বাহির হইয়া ফিরিয়া আইলে যদি মৃত ব্যক্তির কোন অতিনিকট কুটুম্ব উপস্থিত না হন ও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সরবরাহের বিষয়ের দাওয়া উক্ত আদালতের হৃদ্বোধমতে সাব্যস্ত না করেন এবং আরো ঐ দেশের মধ্যে মৃত কোন ব্রিটনীয় প্রজার উইলের দ্বারা যে একসেকিটর কি একসেকিটরেরদিগকে নিযুক্ত করা গিয়াছে তাঁহারা যখন ঐ উইলের প্রমাণ করিতে স্বীকার না করেন তখন এই আইনানুসারে যে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত হন তিনি নীচের লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরিক্ত উক্ত আদালতের স্থানে লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন কি লেটর্স আড কালিজেণ্ডা বোনার দরখাস্ত করিবেন এবং উক্ত কোর্ট ঐ লেটর্স প্রভৃতি ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজেষ্ট্রার সাহেবকে না দিয়া যে প্রকার লেটর্সপ্রভৃতি উপযুক্ত বোধ করেন তাহা ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে দিবেন। ঐ লেটর্সপ্রভৃতির শক্তিক্রমে

ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আদায় করিয়া এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মতে তাহার হিসাব দিবেন ইতি।

২ ধারা।

যে সকল লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন অথবা লেটর্স আড কালিজেণ্ডা বোনা সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে এবং যে উইলের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে অথবা তাঁহাকে এবং তৎপরে তাঁহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে উইলের একসেকিউটরী কর্ম্ম দেওয়া গিয়াছে সেই উইলের সকল প্রোবেট এবং তাঁহার পদের শক্তিক্রমে ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের প্রতি যে সকল ইষ্টেট ও সম্পত্তি ও বিষয় অর্পণ হইয়াছে তাহা এবং ঐ লেটর্স অথবা প্রোবেটের শক্তিক্রমে যে সকল বহী ও কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ তাঁহার নিকটে আছে বা তাঁহার দখলে বা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে তাহা এই আইনানুসারে এবং অন্য কোন দান বিনা এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেব যেরূপে ঐ প্রকার আডমিনিষ্ট্রেটর বা একসেকিউটর বা গ্রাণ্টী ছিলেন ঐ নূতন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব সর্ব্বতোভাবে সেই প্রকার আডমিনিষ্ট্রেটরপ্রভৃতি হইবেন এবং এই আইন জারী হওনের সময়ে ঐ প্রকার আডমিনিষ্ট্রেটর বা একসেকিউটর কি গ্রাণ্টীস্বরূপ ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের যে সকল পরাক্রম ছিল ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের সেই সকল পরাক্রম হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের সময়ে যিনি ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার আছেন তিনি প্রথম আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল হইবেন এবং এই আইন জারী হওনের পর তিনি আর ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার থাকিবেন না এবং এই আইন জারী হওনের সময়ে ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রারস্বরূপ পূর্ব্বোক্তমতে সকল দানের যে সকল কমিস্যন তাঁহার হক ছিল সেই সকল কমিস্যন তিনি আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলস্বরূপে লইতে ও রাখিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

উত্তর কালে ঐ পদ শূন্য হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব আপন

পদোপলক্ষে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এক জন কর্ম্মকারক জ্ঞান হইবেন না এবং সামান্য একসেকিউটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর কি লেটর্স আড কালিজেণ্ডা বোনাপাওনিয়া ব্যক্তি যেরূপে ঐ সুপ্রিম কোর্টে দায়ী কেবল সেইরূপে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব ঐ কোর্টে দায়ী হইবেন ইতি।

৬ ধারা।

প্রত্যেক আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব আপনার পদের কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণের জন্যে কোম্পানি বাহাদুরকে আপনি এক লক্ষ টাকার জামিনের বণ্ড দিবেন এবং দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে সাধারণে এবং একেং আর এক লক্ষ টাকার জামিন দিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত সেই প্রকার কোন লেটর্স পাওনের সময়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাঁহার প্রতি ঐ আদালতে কোন আডমিনিষ্ট্রেসন বণ্ড অথবা আর কোন জামিন দিবার হুকুম হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে যে সকল লেটর্স দেওয়া যায় এবং যে উইলের মধ্যে তিনি আপন পদোপলক্ষে একসেকিটর নিযুক্ত হইয়াছেন সেই উইলের যে প্রোবেট তাঁহাকে দেওয়া যায় সেই লেটর্স ও সেই প্রোবেটঅনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করণের জন্যে ইহার পূর্ব্বে ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে যে কমিস্যন দেওয়া যাইত তাহার পরিবর্ত্তে তিনি যত টাকা বিতরণ করেন অথবা যে টাকা তৎসময়ে দেয় না হয় এমত টাকা তিনি উত্তর কালে প্রাপ্য ব্যক্তির নিমিত্তে ন্যস্ত করেন অথবা কোম্পানির কাগজে অর্পণ করেন সেই সকল টাকার উপর তিনি শতকরা তিন টাকা কমিস্যন পাইবেন। এবং ঐ শতকরা ৩) তিন টাকা কমিস্যনহইতে তাঁহার আবশ্যক সিরিশ্তার সকল খরচ এবং তাঁহার পদের যে সকল ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তাহা দিবেন ইতি।

৮ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন উইলের প্রোবেট দেওয়া যায় ঐ উইলের একসেকিটরস্বরূপ অথবা এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন সম্পত্তির সরবরাহ করণের ক্ষমতা দেওয়া যায় ঐ সম্পত্তির আডমিনিষ্ট্রেটরস্বরূপ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি কোন কমিস্যন কি এজেন্সীর দাওয়া করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই বিধানের এইমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন একসেকিটরকে দানপত্রের দ্বারা যে দান করা যায় তাহা নির্দ্দিষ্ট টাকা হউক কিম্বা টাকা বিতরণ করিলে পর যে টাকা বাঁচে তাহা হউক অথবা কমিস্যন হউক কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দত্ত টাকা হউক তাহা ভোগ করিতে নিষেধ আছে ইতি।

৯ ধারা।

ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব যে সকল ইষ্টেটের সরবরাহ করেন সেই ইষ্টেটের সম্পত্তি কোম্পানি বাহাদুরের ট্রেজুরীতে অর্পণ করিবেন অথবা যেমতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে হুকুম করেন সেইমতে রাখিবেন ও আমানৎ করিবেন। এবং ঐ হুকুমনামা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইবেক এবং ঐ হুকুমনামার দ্বারা সকল আদালতের এমত বোধ হইবেক যে ঐ সম্পত্তি রাখনের ও আমানৎ করণের বিষয়ে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে এবং তিনি তৎকর্ম্মের দায়হইতে মুক্ত আছেন এবং তাঁহার উপর কোন ঝুঁকী হইতে পারে না ইতি।

১০ ধারা।

উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তন্নিমিত্তে প্রস্তুতকরা হিসাব বহীর মধ্যে প্রত্যেক ইষ্টেটের আলাহিদা ও সুস্পষ্ট হিসাব রাখিবেন এবং এই আইনানুসারে যে সকল নগদ টাকা ও বণ্ড ও টাকার অন্যান্য নিদর্শন ও জিনিষ ও সম্পত্তি ও দ্রব্য তাঁহার হাতে বা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত বা তাঁহার জন্যে গচ্ছিতলওনিয়া কোন ব্যক্তিরদের হাতে আইসে তাহার স্বতন্ত্র স্পষ্ট হিসাব ঐ বহীতে রাখিবেন এবং উক্ত ইষ্টেটের নিমিত্তে তিনি যে সকল টাকা ব্যয় করেন তাহা এবং ইষ্টেটের দেনা বা পাওনা সকল টাকা ঐ হিসাবের বহীতে লিখিবেন এবং ঐ টাকা পাওনের ও দেওনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং ঐ বহী আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের দফ্তরখানায় থাকিবেক এবং যে সকল ব্যক্তির অর্থাৎ উক্ত আদালতের উকীলপ্রভৃতির বা অন্য ব্যক্তির তাহা দেখিবার প্রয়োজন থাকে তাঁহারা দফ্তর খোলা থাকিবার সময়ে ঐ বহী দেখিতে পারিবেন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের দ্বারা সময়ক্রমে যে উপযুক্ত রসুম নির্দ্দিষ্ট হয় ও কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা ঐ২ ব্যক্তি দিবেন ইতি।

১১ ধারা।

আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব প্রতিবৎসরে দুইবার অর্থাৎ মার্চ মাসের প্রথম তারিখে ও আগষ্ট মাসের দশম তারিখে অথবা ঐ২ দিবসের পর উক্ত আদালতের যে প্রথম দিবসে বৈঠক হয় সেই দিবসে এক সত্য তফসীল আদালতের বৈঠকের সময়ে দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন ঐ তফসীলের মধ্যে তাহার দাখিল করণের পূর্ব্বে ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত ছয় মাসে ও জুন মাসের ৩০ তারিখপর্য্যন্ত ছয় মাসে তাঁহার জিম্মায় থাকা প্রত্যেক ইষ্টেটের বাবতে তিনি যে সকল নগদ টাকা পাইয়াছেন ও খরচ করিয়াছেন এবং যাহা বাকী থাকে তাহার মোট লিখিবেন এবং ঐ কাল-পর্য্যন্ত প্রত্যেক ইষ্টেটের বাবতে যে সকল বণ্ড কি অন্য নিদর্শন তিনি পাইয়াছেন তাহার এক সত্য ফিরিস্তি দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এবং ঐ সময়ে যে২

ইষ্টেটের বাকী টাকা তিনি সেইং টাকাপাওনিয়া ব্যক্তিরদিগকে চূড়ান্তরূপে দিয়াছেন তাহারো সত্য তফসীল দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এবং তাহাতে ঐ সকল বাকী টাকার সংখ্যা ও যেং ব্যক্তিকে তাহা দেওয়া গিয়াছে তাহার বেওরা লেখা থাকিবেক এবং ঐং তফসীল ঐ আদালতের রোয়দাদের মধ্যে রিকার্ডস্বরূপ দাখিল হইবেক তৎপরে চৌদ্দ দিবসের মধ্যে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন এবং আরো তাহার তিনং প্রস্থ নকল করিয়া ঐ রাজধানীর সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে দাখিল করা যাইবেক এবং ঐ রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর সাহেব তাহা লণ্ডন গেজেটে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

ঐ তফসীল দাখিল করণের সময়ে এবং অন্য যে কোন সময়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপযুক্ত বোধ করেন সেই সময়ে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের হিসাব তজবীজ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এক কি ততোধিক আডিটরকে সময়েং নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

ঐ আডিটর সাহেব কি সাহেবেরা ঐ তফসীল ও হিসাব তজবীজ করিবেন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইহার রিপোর্ট করিবেন যে ঐ বহীর মধ্যে যেং বিষয় লিখিতে হয় সেইং বিষয়ের সম্পূর্ণ ও যথার্থ বেওরা লেখা আছে কি না এবং এই আইনের দ্বারা উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের যেং বহী রাখনের হুকুম আছে সেইং বহী উপযুক্তমতে ও রীতিমতে রাখা গিয়াছে কি না এবং ঐ সম্পত্তি রাখন এবং অর্পণ করণের বিষয়ে আইনে যে প্রকার হুকুম আছে তদনুসারে রীতিমতে রাখা গিয়াছে ও অর্পণ হইয়াছে কি না ইতি।

১৪ ধারা।

প্রত্যেক আডিটর সাহেব উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে এবং অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের হাজির হইবার তিনি আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তিরদিগকে সময়েং আপনার নিকটে হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের শপথ বা সুকৃতি করাইয়া জোবানবন্দী লইতে পারেন এবং উক্ত অর্পিত কর্মের নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সকল বহী ও কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ তাঁহার প্রয়োজন

বোধ হয় তাহা আনিবার হুকুম দিতে পারেন এবং যদি ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সেইরূপে তলব হইলে তাঁহারা হাজির হইতে অথবা হুকুমহওয়া বহী বা কাগজপত্র কি দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে ত্রুটি অথবা উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকার করেন অথবা হাজির হইয়া শপথ করিতে কি আইনানুসারে শপথের পরিবর্ত্তে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করা যাইতে পারে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে স্বীকার না করেন অথবা জোবানবন্দী দিতে স্বীকৃত না হন তবে ঐ আডিটর সাহেব বা সাহেবেরা ঐ ত্রুটি বা অস্বীকার লিখনের দ্বারা বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টে জানাইবেন তাহাতে ঐ প্রকার ত্রুটি বা অস্বীকারকারক প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের অবজ্ঞাপূর্ব্বক সেইরূপ ত্রুটি কি অস্বীকার করিলে যেরূপে দণ্ডনীয় হইতেন সেইরূপে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।

১৫ ধারা।

ঐ২ তফসীল ও তাহার নকল প্রস্তুত ও প্রকাশ করণের এবং ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের সকল খরচ ও ব্যয় তৎসময়ে যে সকল ইষ্টেটের হিসাবের তজবীজ হয় সেই২ ইষ্টেটের সম্পত্তিহইতে অংশাংশমতে দেওয়া যাইবেক এবং আডিটর সাহেব বা সাহেবেরা সেই খরচ ও সেই অংশ নিরূপণ করিয়া স্থির করিবেন কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক এবং ঐ সকল খরচ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তদনুসারে উক্ত ইষ্টেটের সম্পত্তিহইতে দিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

যদি সেইরূপ দর্শন ও তজবীজের দ্বারা ঐ আডিটর সাহেব বা সাহেবেরদের এইমত বোধ হয় যে ঐ তফসীলেতে যে২ বিষয় লেখা আছে কি যে২ বিষয় তাহাতে লিখনের আবশ্যক ছিল সেই২ বিষয় ঠিক ও যথার্থ নহে তবে তিনি বা তাঁহারা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ তফসীলের বিষয়ে যে আপত্তি থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন ইতি।

১৭ ধারা।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে শেষোক্ত প্রত্যেক রিপোর্ট বাঙ্গলা দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের আডবোকেট জেনরল সাহেবের বিবেচনার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে অর্পণ করিবেন এবং তাহাতে আডবোকেট জেনরল সাহেব যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের প্রতিকূলে কি তিনি পদচ্যুত হইলে অপদস্থ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের বিরুদ্ধে অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতিকূলে ঐ আডবোকেট

জেনরল সাহেবের বিবেচনামতে যে সকল বা যে কোন ইষ্টেট তৎকালে বা তাহার পুর্ব্বে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের জিম্মায় ছিল তাহার সম্পর্কীয় হিসাবের জন্যে সরাসরীমতে দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে অথবা অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আসামী হন্ তাঁহারদিগকে লিখনের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং তদ্বিষয়ে বিল ফাইল হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব-প্রভৃতির যেরূপে জওয়াব দিতে হইত সেইরূপে এই স্থলে ও তাঁহারদের জওয়াব দিতে হইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টে সেই রূপ দরখাস্ত হইলে ঐ ব্যক্তিরদিগকে এবং অন্য সকল সাক্ষিকে ঐ কোর্ট আপনার সম্মুখে ডাকিয়া জোবানী জোবানবন্দী লইতে পারেন অথবা সামান্যমতে হিসাব তজবীজের নিমিত্তে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

যখন ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের এবং আডবোকেট জেনরল সাহেবের খরচ দেওনের হুকুম হয় তখন আসামী বা আসামীরদিগের খরচা দিবার হুকুম হইলে তাহারা তাহাই দিবেক অথবা ঐ আদালত যেমত হুকুম করিবেন সেইমত তাহা অংশাংশমতে ইষ্টেটহইতে দেওয়া যাইবেক এবং যখন ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের খরচা আসামী বা আসামীরদের স্থানে পাওয়া যায় তখন যে ইষ্টেটহইতে তাহা আদৌ দেওয়া গিয়াছিল সেই ইষ্টেটের প্রতি ঐ খরচা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ সুপ্রিম কোর্ট উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে বা অন্য আসামী কি আসামীরদিগকে আপনং খরচা ঐ ইষ্টেটহইতে লইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৯ ধারা।

উক্ত আদালত বিলফাইল হইলে যেরূপ প্রথম ও তৎপরে হুকুম দিতে পারেন সেই প্রকারে এইমত দরখাস্ত হইলে হুকুম করিতে পারিবেন। এবং ডিক্রীর হুকুমের যেরূপ ফল হয় ও তাহা যেরূপে জারী হয় এই হুকুমেরো সেইরূপ ফল হইবেক এবং তাহা সেইরূপে জারী হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

যখন কোন ব্রিটনীয় প্রজা উইল না করিয়া উক্ত রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে মরেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিন মাসপর্য্যন্ত তাঁহার সম্পত্তির বিষয়ে লেটস অফ আডমিনিষ্ট্রেসন না লওয়া যায় এবং আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব স্ববোধ-মতে জানেন যে ঐ সম্পত্তি মোটে ৫০০) পাঁচ শত টাকার অধিক নহে তবে তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে যে কোন ব্যক্তি ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রধান অংশে অধি-কারিত্বের দাওয়া করেন তাঁহাকে আপন দস্তখৎকরা সর্টিফিকট দিতে পারেন এবং

ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মোটে পাঁচ শত টাকার অনধিক মূল্যের যে সকল টাকা কি টাকার নিদর্শন ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে বিশেস করিয়া লেখা থাকে তাহা গ্রহণ করিতে দাওয়াদারকে ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

যদি দাওয়াদারের শপথ কি সুকৃতি অথবা অন্য যে সাক্ষ্য আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব চাহেন তৎক্রমে দাওয়াদারের অধিকারিত্বের বিষয় এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে ঐ সাহেবের হৃদ্বোধ না হয় তবে তিনি উক্ত প্রকার কোন সর্টিফিকট দিতে বদ্ধ নহেন ইতি।

২২ ধারা।

এইমত কোন সর্টিফিকট এবং তাহা যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার দস্তখৎ-করা রসীদ তাহার মধ্যের লিখিত টাকা অথবা টাকার নিদর্শন তাহাকে দিবার বা তাহার হাতে দাখিল করণের বিষয়ের সম্পূর্ণ রসীদ এবং ফারখৎ হইবেক এবং ঐ সর্টিফিকট ও রসীদ থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ টাকাপ্রভৃতি দিয়াছে বা দাখিল করিযাছে তাহার উপর অন্য কোন ব্যক্তি দাওয়া করিতে পারিবেক না কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ টাকাপ্রভৃতি পাইয়াছে তাহার স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে মৃত ব্যক্তির কুটুম্ব বা স্থলাভিষিক্ত কি মহাজনের উপায় থাকিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব যে কোন মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের বিষয়ে এমত সর্টিফিকট দেন তাঁহার সম্পত্তির বিষয়ে তিনি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন বাহির করিতে বদ্ধ নহেন। কিন্তু যদি তিনি অবগত হন যে কোন কারসাজী হইয়াছে কিম্বা কোন অপ্রকৃত এজহার তাঁহার নিকটে দেওয়া গিয়াছে অথবা সম্পত্তির মূল্য ৫০০) পাচ শত টাকার অধিক আছে তবে তিনি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন বাহির করিতে পারেন ইতি।

২৪ ধারা।

এইমত প্রত্যেক সর্টিফিকটের নিমিত্তে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব ঐ সর্টিফিকটের লিখিত মোট টাকার ফিশত টাকার উপর তিন টাকার হারে রসুম লইতে পারেন ইতি।

২৫ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুসারে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করিয়া এই আইনের হুকুম করা কোন জোবানবন্দী দেওন সময়ে জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়

সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে জরীমানা এবং কয়েদের অথবা জরীমানা কিম্বা কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই কয়েদ কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা ব্যতিরিক্ত হইতে পারে এবং তাহা দুই বৎসরপর্য্যন্ত হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নেবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১১ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহিতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতার আবকারীর রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

কলিকাতার আবকারীর রাজস্ব পুর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৪২ সালের ১ আইন ও ১৮৪৫ সালের ২৬ আইন ও ১৮০২ সালের ২ আইনের ২৬ ধারা এবং তৃতীয় জর্জ রাজার ৩৩ বৎসরীয় আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৫২ নম্বরী অধ্যায়ের ১৫৯ দফার যেং ভাগে কলিকাতা শহরের মধ্যে আরাক অথবা অন্য কোন মদিরা বিক্রয়ের বিষয় এবং যাহারা উক্ত শহরের মধ্যে পাট্টা না পাইয়া শরাব অথবা মদিরার ব্যবসা করে তাহারদের দণ্ডের বিষয় লেখা আছে তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতা শহরের মধ্যে মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব এবং মাদক দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আদায় করণের কর্ম্ম কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের জিম্মায় হইবেক এবং তিনি সেই২ কর্ম্ম আবকারীর কমিস্যনর সাহেব ও হাসিল ও নিমক ও আফীনের বৌর্ডের সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্ব্বাহ করিবেন। এবং এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যের উপর আপীল হইলে কি না হইলে সে সকল কার্য্য তাঁহারদের পুনর্দৃষ্টির অধীনে থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ রাজস্ব আদায় করণের জন্যে এবং মাসুল না দিয়া ঐ২ দ্রব্য বিক্রয়ের নিবারণার্থে ইউরোপীয় সারজন ও দারোগা ও জমাদার ও [illegible] ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐরূপে নিযুক্ত আমলারা আপন২ সাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত "আবকারীর আমলা" এই নামবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের তন্নিমিত্তে দস্তখৎকরা ও মোহরকরা পাট্টাবিনা কলিকাতা শহরের মধ্যে এই আইনের পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন মদিরা অথবা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক বিক্রয়ের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে থোক ব্যবসায়িরা এমত অল্প পরিমাণ বীর শরাব বা ওয়াইন শরাব বা মদিরা বিক্রয় করে যে কালেক্টর সাহেব তাহা কেবল নমুনার মত জ্ঞান করেন তাহারদের বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

দুই গেলনের অনধিক ইঙ্গরেজী কি বিদেশীয় বীর শরাব বা ওয়াইন শরাব কি মদিরার অথবা এক শেরের অনধিক বাঙ্গলা দেশের আরাক অথবা রম শরাব কি এদেশীয় অন্য শরাবের কিম্বা চারি শেরের অনধিক তাড়ির অথবা এক পোআর অনধিক গাঁজা কিম্বা ভাঙ্গের বা সেই বস্তুতে প্রস্তুত অথবা মিশ্রিত কোন দ্রব্যের কিম্বা পাঁচ তোলা ওজনের অনধিক চরস বা আফীন কিম্বা চণ্ডু বা মদতের কিম্বা সেই২ বস্তুতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত কোন দ্রব্যের বিক্রয় এই আইনের অর্থের মধ্যে খুজরা বিক্রয় জ্ঞান হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের আরাক অথবা রম শরাব কি এদেশীয় অন্য শরাব কিম্বা তাড়ি কি গাঁজা কি ভাঙ্গ কিম্বা তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত অন্য কোন দ্রব্য কিম্বা চরস কি আফীন কি চণ্ডু কিম্বা মদত অথবা তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত অন্য কোন দ্রব্য এই আইনের ৫ ধারাতে প্রত্যেক বস্তুর যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক বিক্রয় করিতে নিষেধ হইল। এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই নিষেধ লঙ্ঘন করে সেই ব্যক্তি ঐ২ দ্রব্য বেআইনীমতে আপনার নিকটে রাখিবার যে জরীমানা ১৫ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব এবং মাদক দ্রব্য কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ঐ বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের ছাড়ছিঠীক্রমে কলিকাতায় আমদানী হইয়া পাট্টাপ্রাপ্ত খুজরা ব্যবসায়িরদিগকে

থোকে দেওয়া যায় তাহার বিক্রয়ের বিষয়ে অথবা যে বাঙ্গলা দেশের রম শরাব সমুদ্রপথে রপ্তানী হইবার নিমিত্তে বণ্ড দিয়া বিক্রয় হয় তাহার বিষয়ে কিম্বা যে আফীন সমুদ্রপথে রপ্তানী করিবার অভিপ্রায় আছে এবং তন্নিমিত্তে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুমক্রমে সর্টিফিকট পাওয়া গিয়াছে তাহার বিক্রয়ের বিষয় ঐ নিষেধ খাটে না ইতি।

৭ ধারা।

হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এই আইনানুসারে দেওয়া পাট্টার পাঠ সর্ব্বদা নিরূপণ করিতে পারেন এবং তাহার নিয়ম মতান্তর করিতে পারেন ও নূতন নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে পাট্টা লয় সেই ব্যক্তি ঐ পাট্টার অবিকল ভাবানুসারে এক কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেক ইতি।

৯ ধারা।

যখন এই আইনক্রমে কোন পাট্টা দেওয়া যায় তখন কালেক্টর সাহেব ঐ দত্ত উপকারের জন্যে সময়ক্রমে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে যে রসুম বা টাক্স কি মাসুল ধার্য্য হয় তাহার দাওয়া করিতে পারিবেন। এবং ঐ রসুম বা টাক্স কি মাসুল আগাম দেওনের কিম্বা যে সময় কালেক্টর সাহেব নিরূপণ করেন সেই সময়ে দেওনের হুকুম হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

যে২ নিয়মক্রমে পাট্টা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে যদি ঐমত কোন রসুম বা টাক্স কি মাসুল রীতিমত না দেওয়া যায় অথবা ঐ পাট্টার অন্য কোন নিয়ম যদি প্রতিপালন না হয় তবে কালেক্টর সাহেব ঐ পাট্টা দিতে অস্বীকার করিতে পারেন অথবা ফিরিয়া লইতে পারেন অথবা আবকারীর কমিস্যনর সাহেবের অনুমতি লইয়া অন্য কোন হেতুতে ঐ পাট্টা ফিরিয়া লইতে পারেন কিন্তু এমত ফিরিয়া লওনের এত্তেলা এক মাস থাকিতে দিবেন। এবং যত কাল সেই পাট্টা না দেওয়া যায় অথবা তাহা রদ হওনের পর যে কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কোন মদিরাদি কিম্বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয় করণের বিষয়ে যে সকল দণ্ড এই আইনে নিরূপিত আছে সেই সকল দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

পাট্টাপ্রাপ্ত কোন খুজরা ব্যবসাকারী পনের দিন পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবকে এত্তেলা দিলে ও পাট্টাঅনুসারে যে টাক্স দেয় হয় তাহার অধিক সেই কালের নিমিত্তে যত্ত টাক্স হইত তাহার তুল্য টাকা দিয়া আপনার পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারে ইতি।

১২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার শরাব বা মাদক দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের জন্যে পাট্টা না লইয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে কোন সরাই কি পঞ্চঘর বা বাস করণের ঘর অথবা অন্য যে কোন ভোজনালয়েতে পূর্ব্বোক্ত কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা কলিকাতা শহরের মধ্যে আরম্ভ বা স্থাপন করিবার বা খোলা রাখিবার পাট্টা কলিকাতা শহরের জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরা দিতে পারিবেন না। এবং মদিরা ও মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয়ের জন্যে যে পাট্টা ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা যখন কালেক্টর সাহেব এই আইনক্রমে রহিত করেন অথবা ফিরিয়া লন তখন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরদের দেওয়া পাট্টা বাতিল হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনের পাট্টানুসারে যে কোন টাক্স অথবা মাসুল দেয় হয় তাহা বাকী পড়িলে কালেক্টর সাহেব তাহা লিখনের দ্বারা দাওয়া করিলে পর যে ব্যক্তির স্থানে তাহা প্রাপ্য তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ বাকী টাকা দেয় হইলে পর অথবা যে ব্যক্তির স্থানে তাহা প্রাপ্য সেই ব্যক্তি লিখনের দ্বারা তাহা স্বীকার করণের পর দুই বৎসর অতীত হইলে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

এই আইনানুসারে দেওয়া পাট্টার নিয়ম উল্লঙ্ঘন হইলে পাট্টা রদ হওনের দণ্ড হইবেক এবং তদতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ড হইতে পারে এবং যে চাকর বা অন্য ব্যক্তির জিম্মায় দোকান থাকে তাহার ত্রুটি কি অনবধানতা-প্রযুক্ত সেই উল্লঙ্ঘন হইলেও ঐ জরীমানার টাকা পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির দিতে হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িছাড়া কোন ব্যক্তির নিকটে ইঙ্গরেজী ও বিদেশীয় বীর শরাব ও ওয়াইন শরাব ও মদিরাছাড়া এই আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক

দ্রব্যের পরিমাণঅপেক্ষা অধিক পরিমাণের পুর্ব্বোক্ত মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য কিম্বা সেইং বস্তুতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত কোন দ্রব্য থাকিলে এবং কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে তাহা বহিলে যদি সেই ব্যক্তির নিকটে কালেক্টর সাহেবের দেওয়া অথবা অন্য যে কোন আমলার তাহা দেওনের ক্ষমতা থাকে তাঁহার দেওয়া এক পাস অথবা পরওয়ানা না থাকে তবে সেই ব্যক্তি (আফীনের বিষয়ব্যতিরেকে) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং আফীনের বিষয়ে হইলে যে প্রত্যেক শের সেই ব্যক্তির নিকটে পাওয়া যায় কি সেই ব্যক্তি শহরের মধ্যে বহে সেই প্রত্যেক শেরের জন্যে ষোল টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং এই শেষোক্ত জরীমানা যদি পাঁচ শত টাকা-পর্য্যন্ত না হয় তবে সেই ব্যক্তির আরো এমত জরীমানা করিতে হইবেক যে সর্ব্বসুদ্ধ তাহার পাঁচ শত টাকা জরীমানা হয় ইতি।

১৬ ধারা।

মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয় করণ বা আপনার নিকটে রাখণ বা শহরের মধ্যে বহনের বিষয়ে উক্ত যেং দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তদতিরিক্ত এই আইন উল্লঙ্ঘনকারি ব্যক্তির নিকটে ঐপ্রকার যে সকল শরাব ও মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক। এবং যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনির মধ্যে ঐ শরাব ও মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ও যে পশু বা গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে সেই সকল ক্রোক ও জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

যে ঘর বা দোকানে কোন পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাতে পেয়াদার কি চাপরাসীঅপেক্ষা উচ্চ পদস্থ কোন আবকারীর আমলা কোন সময়ে দিনে বা রাত্রিতে প্রবেশ করিতে ও তাহা তদারক করিতে পারেন এবং কোন আবকারীর আমলা দিনে তাহাতে প্রবেশ করিয়া তদারক করিতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি মদিরা অথবা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয়ার্থে পাট্টা পাইয়াছে সেই ব্যক্তি ঐ পাট্টার নির্দ্দিষ্ট ঘর বা দোকানে ঐ পাট্টা রাখিবেক এবং আবকারীর যে কোন আমলা তাহা দেখিতে চাহেন তিনি দাওয়া করিলে পাট্টাদার তাঁহাকে ঐ পাট্টা দেখাইবেক। এবং আবকারীর কোন আমলা পাট্টার বিষয়ে দাওয়া করিলে যদি কোন পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী তাহা দেখাইতে অস্বীকার করে কি দেখাইতে না পারে তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যে মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের পাস না থাকে অথবা প্রকারান্তরে এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য হয় সেই মদিরাদি যে কোন ব্যক্তি বহন করে তাঁহাকে আবকারীর কোন আমলা ধরিয়া রাখিতে এবং আটক করিতে পারেন এবং সেই শরাব বা মাদক দ্রব্য এবং যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনির মধ্যে তাহা পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক করিতে পারেন ইতি।

২০ ধারা।

যদি কালেক্টর সাহেবের আবকারীর কোন আমলা বা অন্য ব্যক্তির এজহারক্রমে (সেই এজহার লিখিয়া রাখিতে হইবেক) অথবা আপনার বোধক্রমে কি অন্য কোন মোকদ্দমার কার্য্যক্রমে ইহা বিশ্বাস করণের মাতবর কারণ থাকে যে এই আইনানুসারে জব্দের যোগ্য কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য কোন স্থানে গচ্ছিত আছে বা লুক্কায়িত আছে তবে কালেক্টর সাহেব আপনার দস্তখৎকরা ওয়ারণ্টের দ্বারা পেয়াদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ আবকারীর কোন আমলাকে এই ক্ষমতা দিতে পারেন যে তিনি সূর্য্যোদয়অবধি সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত কিন্তু নিয়ত ইউরোপীয় কোন সারজন বা পোলীসের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক স্থানে ঐ প্রকার শরাব বা মাদক দ্রব্য গচ্ছিত বা লুক্কায়িত থাকনের বিষয়ে শোবে হয় সেই স্থানের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই শরাব অথবা মাদক দ্রব্য ক্রোক করেন এবং লইয়া যান। এবং প্রতিবন্ধক হইলে কোন দরওয়াজা ভাঙ্গেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে ঐ প্রবেশ বা তালাশ কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধা থাকে তাহা বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দেন এবং ঐ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাসকারি ব্যক্তিকে এবং অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীমতে ঐ শরাব বা মাদক দ্রব্য গচ্ছিত করণ বা লুকাইয়া রাখনের কার্য্যে লিপ্ত থাকনের বিষয়ে তাঁহার শোবে হয় এবং সেই বাটীর মধ্যে পাওয়া যায় সেই ব্যক্তিরদিগকে গ্রেপ্তার করেন ও আট্‌কাইয়া রাখেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ শরাব অথবা মাদক দ্রব্য বেআইনীমতে কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকনের বিষয়ে শোবে করণের কারণ থাকিলে যে আমলার প্রতি ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণের ভার আছে তিনি সেইরূপে লুক্কায়িত সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের যে২ বিধি আছে সাধ্যপর্য্যন্ত সেই২ বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

২১ ধারা।

সকল ইউরোপীয় সারজন এবং পোলীসের অন্য২ আমলারদের প্রতি হুকুম হইল যে আবকারীর আমলা তাঁহারদিগকে এত্তেলা দিলে কিম্বা তাঁহারদের নিকটে দরখাস্ত করিলে ঐ আবকারীর আমলারদিগের এই আইন রীতিমতে জারী করণের

কার্য্যে সাহায্য করেন। এবং পোলীসের যে কোন আমলা সাহায্য করিতে হুকুম পাইলে উক্ত প্রকারে সাহায্য করিতে কোন আইনসিদ্ধ ওজরবিনা অস্বীকার বা ক্রটি করেন এই আইনানুসারে গ্রেফ্তারকরা কোন ব্যক্তির পলায়নের বিষয়ে আবকারীর আমলারা জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিলে যে দণ্ড এই আইনের ২৭ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ সারজন এবং পোলীসের আমলারা সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন ইতি।

২২ ধারা।

এই আইনানুসারে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আবকারীর আমলা যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করেন অথবা কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য ক্রোক করেন অথবা ঐরূপ কোন বিনানুমতির দ্রব্য তালাশ করণের জন্যে কোন ঘর বা দোকানে প্রবেশ করেন তখন ঐ আমলা গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিকে এবং ক্রোক-হওয়া বিনানুমতির দ্রব্য যথাসাধ্য শীঘ্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন এবং তাহার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই গ্রেফ্তার বা ক্রোক কি তালাশীর সমস্ত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট কালেক্টর সাহেবকে দিবেন। এবং কালেক্টর সাহেব তদতিরিক্ত যে তদারক করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিলে পর তৎক্ষণাৎ সেই গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিবেন অথবা তাহাকে আমলারদের জিম্মায় দিয়া কলিকাতা নগরের এক জন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয়ে লিপ্ত হওনের বিষয়ে অথবা তাহার নিকটে কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য থাকনের বা তাহা বহনের কি তাহা কোন ঘর বা দোকানে থাকনের বিষয়ে যে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বেষপূর্ব্বক মিথ্যা এজহার করে সেইং ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইবার কি উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

এই আইন রীতিমত জারীকরণ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি আবকারীর কোন আমলা বা ঐ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায় বা তাহাকে উত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং তাহার ঐ প্রতিবন্ধকতাতে যদি কোন দাঙ্গা কি শান্তিভঙ্গ হয় তবে সেই ব্যক্তির অপ-রাধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পুর্ব্বোক্তমতে হুকুমের প্রতি-বন্ধকতার নির্দ্দিষ্ট গুনাহগারীর অতিরিক্ত দাঙ্গা এবং শান্তিভঙ্গের অপরাধের বিষয়ে আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনক্রমে গ্রেপ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে অথবা ক্রোকহওয়া বিনানুমতির কোন দ্রব্য কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে যদি আবকারীর কোন আমলা বিলম্ব করেন অথবা গ্রেপ্তার কি ক্রোক বা তালাশী করণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করেন তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৬ ধারা।

আবকারীর যে কোন আমলা বিনানুমতির মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরক্তিরূপে এবং অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির জিনিস কি দ্রব্য ক্রোক করেন অথবা কোন ব্যক্তিকে ক্লেশজনকরূপে এবং অনাবশ্যকমতে গ্রেপ্তার করেন অথবা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্তে যে কর্ম্মের আবশ্যক না থাকে এমত কোন অত্যাচারের কর্ম্ম করেন সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৭ ধারা।

আবকারীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা এই আইনক্রমে গ্রেপ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে খালাস করেন অথবা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন কি পাট্টা বিনা মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিক্রয়ের বিষয় অথবা কোন পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির পাট্টার নিয়মের বিরুদ্ধে বিক্রয় করণের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন অথবা যে কার্য্যের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লঙ্ঘন হইতে পারে অথবা আবকারীর রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন সেই আমলা পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৮ ধারা।

আবকারীর যে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য্য করণ বা না করণের পুরস্কারস্বরূপ আইনের অথবা গবর্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন বকশীশ চাহেন বা লন এবং আবকারীর আমলাকে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি দেওনার্থে যে কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরিমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য বলিয়া যখন আবকারীর কোন আমলা কোন জিনিস বা দ্রব্য ক্রোক করেন তখন সেই ক্রোকী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের হুকুমে করা এজহারক্রমে শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই জিনিস ও দ্রব্য যে ব্যক্তিরদের থাকে তাহারদিগকে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব আপনার সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ডিক্রী করিবেন। এবং ঐ ক্রোকহওয়া জিনিস ও দ্রব্য যদি জব্দ করণের ডিক্রী হয় তবে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব হাসিল ও নিমক ও আফিমের বোর্ডের স্থানে কালেক্টর সাহেব যেং হুকুম পাইয়া থাকেন সেইং হুকুমানুসারে তাহা নীলাম কি হস্তান্তর করিতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি আপনার ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন ইতি।

৩০ ধারা।

যখন কোন জিনিস অথবা দ্রব্য পূর্ব্বোক্তমতে ক্রোক হয় এবং তাহার বিষয়ে দাওয়া করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হাজির না হয় তখন যে স্থান ও যে সময়ের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কলিকাতা গেজেটে এস্তেলা দিয়াছেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে ঐ জুষ্টিস সাহেব ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ঐ তজবীজক্রমে যে জিনিস এবং দ্রব্য তাঁহার বোধে জব্দের যোগ্য হয় তাহা জব্দ করণের ডিক্রী করিবেন। এবং তাহা জব্দ হইলে ঐ জিনিসের মালিক ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে যেরূপ হইত সেই রূপে ঐ জিনিস নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

৩১ ধারা।

৩৮ ধারানুসারের ভিন্ন যে সকল জরীমানা এই আইনানুসারে উসুল হইতে পারে তাহার বিষয়ে শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব হুকুম দিবেন। এবং কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞানুসারে ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে যে এজহার দেওয়া যায় সেই এজহারক্রমে তিনি তৎক্ষণাৎ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে সেই বিষয়ের তজবীজ করিবেন এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুলক্রমে অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথক্রমে কিম্বা যেং গতিকে শপথের পরিবর্ত্তে আইনানুসারে প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য হইতে পারে সেইং গতিকে তাহারদের প্রতিজ্ঞাক্রমে সেই বিষয়ের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। এবং অপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি উক্ত জুষ্টিস সাহেবের হুকুমক্রমে জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের

যোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানা দেওয়া যায় সেই সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক। এবং যে অপরাধপ্রযুক্ত জরীমানা হইল সেই অপরাধের তারিখের পর তিন মাস অতীত হইলে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই ধারামতে কোন কার্য্য করিবেন না ইতি।

৩২ ধারা।

যখন উক্ত জুষ্টিসের সম্মুখে কোন ব্যক্তির এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয় এবং তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় তখন সেই অপরাধের যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিনানুমতিতে রাখণ বা শহরের মধ্যে বহন কি বিক্রয় করণের অপরাধে যে সকল জরীমানা অপরাধিরদের স্থানে আদায় হয় তাহার অর্দ্ধেক এবং আফীনছাড়া জব্দহওয়া জিনিস বিক্রয়ের উৎপন্নের অর্দ্ধেক টাকা যে আমলা বা আমলারা অপরাধিকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন অথবা বিনানুমতির দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর দেওয়া যাইবেক এবং যে আফীন জব্দ হয় এবং তাহা রাজধানীতে আফীনের পরিক্ষক সাহেব ব্যবহারের উপযুক্ত কহেন তাহার শের প্রতি ১৷৷০ টাকা পুরস্কার ঐ আমলা বা আমলাদিগকে দেওয়া যাইবেক। এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক জরীমানা এবং পূর্ব্বোক্তমতে আফীনের বিষয়ি শের প্রতি ১৷৷০ টাকা পুরস্কার গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি কোন জরীমানা উসুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহারা দুই শত টাকার অনধিক কোন উপযুক্ত পুরস্কার দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং আবকারীর আমলারদের মধ্যে যে সম্প্রদায় ঐ পুরস্কার পাইবেন এবং যেং সম্প্রদায় ঐ পুরস্কারের কোন অংশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

৩৪ ধারা।

এই আইনক্রমে উসুলহওয়া যে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ গোয়েন্দারদিগকে পুরস্কার

স্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি।

৩৫ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে করা কোন নালিশ বা আদালতসংক্রান্ত কার্য্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত করিতে বা উঠাইয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোর্ট-হইতে কোন "সর্সিওরারৈ" রিট বাহির হইবেক না। এবং এইরূপে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে স্পষ্টতঃ আইনের বিষয়ে ভ্রম দৃষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি।

৩৬ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীমানা অথবা জব্দের হুকুম দিয়া থাকেন তখন আবকারীর কমিস্যনর সাহেব এবং তিনি উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ডিক্রীর পর এক মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র তলব করিতে পারেন (এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক) এবং যদি ঐ কমিস্যনর সাহেব অথবা বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তিনি বা তাঁহারা ঐ ক্রোকহওয়া সমুদয় জিনিস বা তাহার কোন অংশ ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং কোন জরীমানা ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে খালাস করিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

এই আইনক্রমে করা কোন কার্য্যের জন্যে কালেক্টর সাহেব অথবা আবকারীর কোন আমলার কিম্বা ঐ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা আরম্ভ হয় তাহা সেই কর্ম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তাহার পর করিতে হইবেক না। এবং নালিশ আরম্ভের অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে সেই নালিশ এবং তাহার কারণের এত্তেলা লিপির দ্বারা আসামীকে দিতে হইবেক। এবং সেই নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ হওনের পর উপযুক্ত সংখ্যার টাকা মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদী এইমত মোকদ্দমায় কিছু টাকা পাইতে পারিবেক না ইতি।

৩৮ ধারা।

এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবের যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহার সম্পর্কে কালেক্টর

সাহেব আপনার সম্মুখে খোলা কাছারীতে যে অবজ্ঞা হয় তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ড করিতে পারেন এবং যদি সেই জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত অপরাধি ব্যক্তিকে জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারাক্রমে যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর আপীল আবকারীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবং তিনি উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে হইবেক এবং কমিস্যনর সাহেব অথবা বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১৮ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুতের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কলিকাতা শহরে এবং হুগলী নদীর যে ভাগ সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে তাহাতে আহারীয় লবণ বিনানুমতিতে আনয়নের নিবারণার্থে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যত চৌকী আবশ্যক বোধ করেন তত চৌকী স্থাপন করিতে পারেন এবং ঐ২ চৌকী "নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট" এই নামে বিখ্যাত এক জন কর্ম্মকারকের অধীনে থাকিবেক এবং তিনি আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেন ইতি।

২ ধারা।

ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে আপনার সাহায্যের জন্যে দারোগা ও মুহুরীর ও জমাদার ও বরকন্দাজ ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং ঐরূপে নিযুক্ত আমলারা আপন২ সাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত "নিমক চৌকীর আমলা" এই নামবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া এবং ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে বণ্ডক্রমে গোলাজাতহওয়া লবণব্যতিরেকে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের

ক

সাহেবেরদের দেওয়া রওয়ানা অথবা বিশেষ পাস বিনা কিম্বা উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ছাড়চিঠী কি পাস বিনা আশী তোলা সেরের ।০ দশ শেরের অধিক আহারীয় লবণ কলিকাতা শহরের মধ্যে আমদানী করিতে অথবা ঐ শহরের মধ্যে কিম্বা পুর্ব্বোক্তমতে নির্দ্দিষ্ট হুগলী নদীর উপর বহিতে অথবা এক মোনের অধিক লবণ ঐ শহরের মধ্যে গচ্ছিত করিতে নিষেধ হইল। এবং ঐ পরওয়ানা অথবা ছাড়চিঠী উক্ত বোর্ডের সাহেবেরদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে এবং তাঁহারা যে রসুম নিরূপণ করেন সেই রসুম দিলে পর দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ শহরের মধ্যে অথবা পুর্ব্বোক্তমতে ঐ হুগলী নদীর উপর এই আইনের বিরুদ্ধে যে সকল আহারীয় লবণ পাওয়া যায় তাহা বিনানুমতির এবং তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য বোধ হইবেক এবং পুর্ব্বোক্তমত রওয়ানা কি ছাড়চিঠী না পাইয়া যদি কএক ব্যক্তি দলে২ বা সম্প্রদায়ে ঐ লবণ বহনেতে ধরা পড়ে এবং ঐ লবণ সর্ব্বসুদ্ধ ।০ সেরের অধিক হয় তবে ঐ লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে লবণ কোন বাটীতে বা গুদামে গচ্ছিত পাওয়া যায় তাহা যদি তালাশীর সময়ে এক মোনের অধিক দৃষ্ট না হয় এবং তাহার মালিক কি যাহার জিম্মায় থাকে সেই ব্যক্তি তাহার স্থানে ঐ লবণ থাকনের মাতবর কারণ দিতে পারে তবে সেই লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি ঐ শহরের মধ্যে অথবা পুর্ব্বোক্তমতে ঐ হুগলী নদীর উপর রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীক্রমে ঐ রওয়ানা কি ছাড়চিঠীতে যত লবণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অধিক লবণ বহে কি বহিবার উদ্যোগ করে তবে ঐ অধিক অংশ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক। এবং যদি ঐ অধিক অংশ রওয়ানা বা ছাড়চিঠীতে লিখিত লবণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় তবে সমুদয় লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক এবং ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক। এবং যে গোমাশ্তা কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় ঐ লবণ থাকে সে ব্যক্তি উক্ত রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীতে যত লবণ নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার অধিকের ফি মোনের উপর দশ টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৪ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট-মতে সমুদয় লবণের সহিত ঐ অধিক লবণ মিলান গিয়া হিসাব করা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

ঐ রওয়ানা এবং লবণ ছাড়িয়া দিবার অন্য দলীলদস্তাবেজ প্রস্তুত করণের এবং চলন থাকনের ও নূতন করণের এবং দেখাওনের ও পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের ও তাহা ফিরিয়া দেওনের ও তাহাতে মিথ্যা লিখনের বিষয়ে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের

৩৬ ধারাবধি ৪৭ ধারাপর্য্যন্ত এবং ১৮৩২ সালের ৪ আইনে যেং বিধি আছে তাহা কলিকাতার মধ্যে এবং পূর্ব্বোক্তমত হুগলী নদীর উপরে খাটিবেক ইতি।

৭ ধারা।

যখন বিনানুমতির বলিয়া কোন লবণ ক্রোক হয় তখন যে পাত্রং ও বস্তা ও ঢাকনিতে সেই লবণ পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

যে সকল ব্যক্তির নিকটে বিনানুমতির লবণ পাওয়া যায় এই আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট গতিকভিন্ন সেইং ব্যক্তি ঐরূপে পাওয়া লবণের প্রত্যেক মোনের উপর পাঁচ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং মামুল চোরের দলের অথবা যাহারা রাজস্ব চুরী করে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ সমুদয় জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি রওয়ানা বা ছাড়চিঠী বিনা বা প্রকারান্তরে এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য কোন লবণ স্থানান্তর করে কি বহে ঐ ব্যক্তিকে নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এবং তাঁহার তাবে আমলারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এবং অন্য যে কোন সিরিশ্‌তার আমলাকে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব তন্নিমিত্তে ক্ষমতা দেন তিনি ধরিয়া রাখিতে এবং আটক করিতে পারেন এবং ঐ লবণ ও সেই লবণ যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনিতে পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু কি গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক করিতে পারেন ইতি।

১০ ধারা।

যদি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার অধীন কোন আমলার বা অন্য ব্যক্তির এজহারক্রমে (সেই এজহার লিখিয়া রাখিতে হইবেক) অথবা আপনার বোধক্রমে কি অন্য কোন মোকদ্দমার কার্য্যক্রমে ইহা বিশ্বাস করণের মাতবর কারণ দেখেন যে এক মোনের অধিক বিনানুমতির লবণ কোন স্থানে গচ্ছিত আছে তবে তিনি সূর্য্যোদয়অবধি সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত কিন্তু নিয়ত ইউরোপীয় কোন সারজন বা পোলীসের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক স্থানে ঐ বিনানুমতির লবণ থাকনের বিষয়ে শোবে হয় তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তাহা ক্রোক করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। এবং প্রতিবন্ধক হইলে কোন দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারেন এবং ঐরূপ প্রবেশ বা তালাশী কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধা থাকে তাহা বলপূর্ব্বক উঠাইতে পারেন এবং ঐ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাসকারি

ব্যক্তিকে এবং অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীমতে ঐ লবণ গচ্ছিত করণের কার্য্যে লিপ্ত থাকণের বিষয়ে তাঁহার শোবে হয় এবং সেই বাটীর মধ্যে পাওয়া যায় তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিতে ও আটকাইয়া রাখিতে পারেন। এবং যদি সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনি ঐ ক্রোক করিবার জন্যে যাইতে পারেন না তবে তিনি আপনার দস্তখৎকরা এক ওয়ারণ্টের দ্বারা পেয়াদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ নিমক চৌকীর কোন আমলাকে তাহা করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন। এবং সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিষয়ে যেরূপ উপরে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে এবং সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে বিনানুমতির লবণ কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকনের শোবে করণের কারণ থাকিলে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্তমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলা সেইরূপে লুক্কায়িত সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের যে বিধি আছে সাধ্যপর্য্যন্ত সেই বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

সকল ইউরোপীয় সারজন এবং পোলীসের অন্যান্য আমলারদের প্রতি হুকুম হইল যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা অন্য সেই প্রকার কোন আমলা এত্তেলা দিলে কি দরখাস্ত করিলে তাঁহারা ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এবং তাঁহার অধীন আমলার এবং লবণ ক্রোক করিতে অন্যান্য যে আমলারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদের এই আইন রীতিমত জারী করণ কার্য্যে সাহায্য করেন। পোলীসের যে কোন আমলা সাহায্য করিতে হুকুম পাইলে উক্ত প্রকারে সাহায্য করিতে কোন আইনসিদ্ধ ওজরবিনা অস্বীকার বা ক্রুটি করেন সেই আমলা পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১২ ধারা।

যখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা কোন স্থানে গচ্ছিতহওয়া লবণ ক্রোক হয় তখন তিনি ঐ ক্রোকের সমুদয় বৃত্তান্ত এক রুবকারীতে লিখিবেন এবং ঐ রুবকারী তাঁহার দফ্তরের রোয়দাদের মধ্যে রাখা যাইবেক। এবং ঐ ক্রোক যদি কোন অধীন আমলার দ্বারা করা যায় তবে সেই আমলা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সমস্ত বৃত্তান্তের রিপোর্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে দিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির কোন লবণ আমদানী করণ বা বহনের কি কোন দোকানে কিম্বা বাটীতে কোন লবণ থাকনের বিষয়ে যে কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা এজহার করে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য

হইবেক অথবা ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইবার কিম্বা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এই আইনের রীতিমত কার্য্য করণের সময়ে যদি কোন ব্যক্তি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা নিমক চৌকীর কোন আমলার কি লবণ ক্রোক করণের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্‌তার কোন আমলার অথবা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা পুর্ব্বোক্ত কোন আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায় কি তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং তাহার ঐ প্রতিবন্ধকতা করণপ্রযুক্ত যদি কোন দাঙ্গা কি শান্তিভঙ্গ হয় তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি হুকুমের প্রতিবন্ধকতাচরণের নির্দ্দিষ্ট গুনাহ্‌গারীর অতিরিক্ত দাঙ্গা এবং শান্তিভঙ্গের বিষয়ে আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা লবণ ক্রোককরণের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্‌তার কোন আমলা যদি উপযুক্ত হেতুবিনা এই আইনক্রমে গ্রেপ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বা ক্রোকহওয়া বিনানুমতির কোন দ্রব্য সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে বিলম্ব করেন অথবা গ্রেপ্তার কি ক্রোক বা তালাশী করণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করেন তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৬ ধারা।

নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা পুর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্‌তার কোন আমলা যদি বিনানুমতির লবণ ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরক্তিরূপে এবং অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির জিনিস কি দ্রব্য ক্রোক করেন কিম্বা কোন ব্যক্তিকে ক্লেশজনকরূপে অথবা অনাবশ্যকমতে গ্রেপ্তার করেন বা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্তে যে কর্ম্মের আবশ্যক না থাকে এইমত কোন অত্যাচারের কর্ম্ম করেন তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৭ ধারা।

নিমক চৌকীর সিরিশ্‌তায় নিযুক্ত কোন আমলা অথবা পুর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্‌তার কোন আমলা যদি বিনানুমতিতে লবণ আনয়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া

তাচ্ছল্য করেন অথবা এই আইনক্রমে গ্রেপ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে খালাস করেন বা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করেন কিম্বা যে কার্য্যের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লঙ্ঘন হইতে পারে অথবা লবণের রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন তবে সেই আমলা পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৮ ধারা।

নিমক চৌকীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্তার যে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য্য করণ বা না করণের পুরস্কারস্বরূপ আইনের কি গবর্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন পুরস্কার চাহেন বা লন এবং এইমত কোন আমলাকে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করণের প্রবৃত্তি দেওনার্থে যে কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন অথবা কোন বিনানুমতির লবণ ক্রোক করেন তখন তিনি যথাসাধ্য শীঘ্র ঐ গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তি এবং ক্রোকহওয়া লবণ এবং লবণের সঙ্গে অন্য যে কোন জব্দ হওনের যোগ্য দ্রব্য ক্রোক হইয়াছিল তাহা শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন। এবং যদি ঐ গ্রেপ্তার অথবা ক্রোক কোন অধীন আমলার-দের দ্বারা কি রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন আমলার দ্বারা হয় তবে সেই২ আমলা তৎক্ষণাৎ ঐ গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তিকে ও ক্রোকহওয়া জিনিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন এবং তিনি আপনি গ্রেপ্তার অথবা ক্রোক করিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ তিনি কার্য্য করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যখন বোধ হয় যে ঐ২ ব্যক্তি অনুচিতমতে গ্রেপ্তার হইয়াছে অথবা ঐ২ সম্পত্তি অনুপযুক্তমতে ক্রোক হইয়াছে তখন সেই গ্রেপ্তারহওয়া ব্যক্তিরদিগকে অথবা সেই ক্রোকহওয়া সম্পত্তি খালাস করিতে পারেন না ইতি।

২০ ধারা।

এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য বলিয়া যখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আমলা কোন লবণ বা অন্য দ্রব্য ক্রোক করেন

তখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নালিশক্রমে ঐ ক্রোকী মোকদ্দমা পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক এবং নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই লবণ কিম্বা অন্য দ্রব্য যে ব্যক্তিরদের তাহারদিগকে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব আপনার সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে তিনি ঐ ক্রোকের কারণ তজবীজ করিয়া ডিক্রী করিবেন এবং ঐ২ জিনিসের জব্দ হওনের হুকুম হইলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুমানুসারে ঐ জিনিস লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহা করিবার বিষয়ে ঐ জুষ্টিস সাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

২১ ধারা।

যখন কোন লবণ অথবা অন্য কোন দ্রব্য পূর্ব্বোক্তমতে ক্রোক হয় এবং তাহার বিষয়ে দাওয়া করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে হাজির না হয় তখন যে স্থান ও সময়ের বিষয়ে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কলিকাতা গেজেটে এস্তেহার দিয়া থাকেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ঐ তজবীজক্রমে যে লবণ এবং অন্যান্য দ্রব্য তাঁহার বোধে জব্দের যোগ্য হয় তাহা জব্দ করণের ডিক্রী করিবেন। এবং তাহা জব্দ হইলে ঐ জিনিসের মালিক ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ জিনিসের নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

২২ ধারা।

যে সকল জরীমানা এই আইনানুসারে উসুল হইতে পারে তাহার বিষয়ে কলিকাতা শহরের কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব হুকুম দিবেন। এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে যে নালিশ হয় সেই নালিশক্রমে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র এবং যে ক্রিয়ার দ্বারা জরীমানার দায় হয় সেই ক্রিয়া করণের পর তিন মাসের অধিক নহে এমত সময়ে ঐ জুষ্টিস সাহেব নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে বা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে সেই বিষয়ের তজবীজ করিবেন এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুলক্রমে অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথক্রমে কি যে যে গতিকে শপথের পরিবর্ত্তে আইনানুসারে প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য হইতে পারে সেই২ গতিকে তাহারদের প্রতিজ্ঞার দ্বারা সেই বিষয়ের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। এবং অপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি উক্ত জুষ্টিস সাহেবের হুকুমক্রমে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মাসের

অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানার টাকা দেওয়া যায় সেই সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় এবং তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় তখন সেই অপরাধের যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে জেলখানায় কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

বিনানুমতির লবণ আমদানী করণ কিম্বা বহন অথবা গচ্ছিত করণের অপরাধে যে সকল জরীমানা অপরাধিরদের স্থানে আদায় হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা এবং জব্দহওয়া জিনিসের নীলামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধীন যে আমলা বা আমলারা কি অন্য সিরিশ্‌তার রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে আমলা অপরাধিকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন অথবা বিনানুমতির দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং জব্দহওয়া জিনিসের উৎপন্ন টাকার অর্দ্ধেক গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি কোন জরীমানা উসুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা দুই শত টাকার অনধিক যে পুরস্কার উপযুক্ত বোধ করেন তাহা দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং ১৮৩৫ সালের ৯ আইনের ৪ ধারায় যেং পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সেইং আমলা ও গোয়েন্দা পাইবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নিমক চৌকীর আমলারদের মধ্যে যে সম্প্রদায় ঐ পুরস্কার পাইবেন এবং যেং সম্প্রদায় ঐ পুরস্কারের কোন অংশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনক্রমে উসুলহওয়া যে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ গোয়েন্দারদিগকে

পুরস্কারস্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি।

২৬ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে করা কোন নালিশ বা আদালতসংক্রান্ত কার্য্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত করিতে বা উঠিয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোর্ট হইতে কোন "সর্সিওরারে" রিট বাহির হইবেক না। এবং এইরূপে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে স্পষ্টতঃ আইনের বিষয়ে ভ্রম দৃষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি।

২৭ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীমানা অথবা জব্দের হুকুম দিয়া থাকেন তখন হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ডিক্রী হওনের পর এক মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র তলব করিতে পারেন এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক এবং যদি বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তাঁহারা ঐ ক্রোকহওয়া সমুদয় জিনিস কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন এবং দণ্ড ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে খালাস করিতে পারেন ইতি।

২৮ ধারা।

এই আইনক্রমে করা কোন কার্য্যের জন্যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা নিমক চৌকীর কোন আমলার কিম্বা বিনানুমতির লবণ ক্রোক করণের উপযুক্তমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলার কিম্বা ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা আরম্ভ হয় তাহা সেই কর্ম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তাহার পর করিতে হইবেক না। এবং নালিশ আরম্ভের অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে সেই নালিশ এবং তাহার কারণের এত্তেলা লিপির দ্বারা আসামীকে দিতে হইবেক। এবং সেই নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ হওনের পর আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যার টাকা মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদীর পক্ষে এইমত মোকদ্দমায় কিছু টাকার ডিক্রী হইবেক না ইতি।

২৯ ধারা।

এই আইনের মধ্যে আহারীয় লবণ এই শব্দ নূনচাই ও পাকওয়া লবণ এবং আহারীয় দ্রব্য সুস্বাদু করণার্থে অন্য যে কোন প্রকার লবণীয় দ্রব্য ব্যবহার হয় তাহা বুঝাইবেক ও তাহার বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুতের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সৈন্যেরদিগকে ও যুদ্ধ জাহাজীদিগকে রাজদ্রোহ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওনের দণ্ড করণের আইন।

যেহেতুক রাজদ্রোহিতা ও রাজ বিরুদ্ধাচরণের দণ্ড করণার্থে যেং আইন চলন আছে সেইং আইনেতে যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যেরদিগকে রাজদ্রোহিতা ও রাজবিরুদ্ধাচরণের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কিম্বা তাহারদিগকে প্রভুভক্তা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে সেইং ব্যক্তির দণ্ডের বিষয়ে যথোচিত নিয়ম নাই অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের পল্টন কি জাহাজসম্পর্কীয় সৈন্যের কর্ম্ম করিতেছে অথবা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে যে কেহ দ্বেষপূর্ব্বক এবং জানিয়া শুনিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি প্রভুভক্তা কিম্বা উক্ত কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে অথবা উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে সৈন্যাধ্যক্ষের বিদ্রোহিতা কোন কর্ম্ম করিতে কিম্বা বিদ্রোহিতাজনক সভা করিতে কি করিবার উদ্যোগ করিতে কিম্বা কোন বিশ্বাসঘাতকতা কি বিদ্রোহিতা কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করে সে লোকের দোষ সাব্যস্ত হইলে সে লোক আদালতের হুকুমমতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরিত হওনের অথবা সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট কি বিনাপরিশ্রমে কয়েদ থাকনের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনানুসারে যে অপরাধ দণ্ডনীয় সেই অপরাধের নালিশগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সোপর্দ্দ

করিতে পারেন এবং সেশন আদালতের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক। অথবা যদি সে অপরাধী সেশন আদালতের সামান্য এলাকার মধ্যে না থাকে তবে যে রাজধানীর মধ্যে সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকে সেই রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন অপরাধের বিচার করণসময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের অধীন কোন ব্যক্তি কোর্ট মার্শ্যলের দ্বারা বিচারহইতে ও যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের দ্বারা দণ্ডহইতে এই আইনের দ্বারা মুক্ত হইবেক না এবং ভারতবর্ষের যুদ্ধ জাহাজসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি কোর্ট মার্শ্যলের দ্বারা বিচারহইতে ও ভারতবর্ষের যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের শাসনার্থে যে আইন হইয়াছে সেই আইনানুসারে দণ্ডহইতে মুক্ত হইবেক না। কিন্তু একি অপরাধের জন্যে ঐ যুদ্ধ কি জাহাজসম্পর্কীয় আইন এবং এই আইন অর্থাৎ উভয় আইনানুসারে কোন ব্যক্তির বিচার হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কয়েদীরদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানাতে লইয়া যাওনের বিষয়ি আইন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট করিবার আইন।

যেহেতুক চলিত আইনমতে কোনং গতিকে নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের বিশেষ হুকুমক্রমে এবং অন্যং গতিকে রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব কিম্বা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের হুকুমমতে কয়েদীরদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় পাঠান যাইতে পারে এবং যে প্রত্যেক গতিকে আবশ্যক বোধ হয় সেইং গতিকে আদালতের বিশেষ হুকুম না চাহিয়া তাহারদিগকে এমত স্থানান্তর করণের হুকুম দিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪৪ সালের ৮ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

যখন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টভিন্ন অন্য কোন আদালতের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির কয়েদ হওনের দণ্ড হইয়াছে তখন শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব অথবা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব কিম্বা ঐ রাজধানীর কি স্থানের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কোন সাহেব ঐ কয়েদী যে জেলখানায় কিম্বা স্থানে কয়েদ থাকে তাহাকে সেই স্থানহইতে ঐ রাজধানীর কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য কোন সরকারী জেলখানায় কিম্বা কয়েদের স্থানে লইয়া যাইবার হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় লইয়া পঁহুছিতে যত কাল লাগে অথবা স্থানান্তর করণের হুকুমক্রমে ঐ কয়েদী যত কাল কয়েদ থাকে তাহা তাহার কয়েদ হওনের মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ ও দাওয়া পুর্ব্বাপেক্ষা সহজমতে আদায় করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বৃদ্ধি করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

দ্বিতীয় জর্জের দত্ত "চার্টর অফ জুষ্টিসের" এবং তৃতীয় জর্জের রাজ্য কালের সাইত্রিশ ও চল্লিশ বৎসরের দুই আক্ট পার্লিমেণ্টের ক্ষমতাক্রমে এবং "কোর্ট কমিস্যনর ও রিক্বেষ্ট" স্থাপনার্থে ও তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি নূতন করণ এবং মতান্তর করণ ও শুধরণার্থে সময়ক্রমে যেং আইন ও ঘোষণা হইয়াছে তাহার এবং ১৮৪৮ সালের ১২ আইনের ক্ষমতানুসারে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরে অল্প কর্জ আদায় করণের জন্যে এক্ষণে যে নানা কোর্ট কমিস্যনর ও রিক্বেষ্ট আছে সেই নানা কোর্ট অর্থাৎ ছোট আদালত উক্ত প্রত্যেক শহরে শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে আইনের রীত্যনুসারে প্রকাশ ও জারীকরা ঘোষণাক্রমে উক্ত শহরের মধ্যে যেং দিবস নির্দ্দিষ্ট করেন সেইং দিবসাবধি এবং তাহার পর এই আইনের বিধির অনুসারে স্থাপন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব" অথবা "সুপ্রিম কোর্ট" এইং কথা যেখানে ব্যবহার হয় সেইখানে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারদিগকে এবং রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম

ক

কোর্টকে বুঝাইবেক। কিন্তু সেইং রাজধানীতে কেবল এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের সম্পর্কে বুঝাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত কোন ঘোষণাতে যে দিবস নির্দ্দিষ্ট হয় তদবধি ও তাহার পর ঐ ঘোষণাতে উল্লিখিত আদালতের মূল নিয়ম অথবা কার্য্যের রীতির বিষয়ে উক্ত "চার্টর অফ জুষ্টিসের" এবং ঐং আক্ত পার্লিমেণ্টের সকল বিধান ও যে কোন আইন বা ঘোষণা ইহার পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনানুসারে যে নানা আদালত স্থাপন হয় তাহার নাম ( ) স্থানের অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালত হইবেক এবং ঐ শূন্য স্থানে বিষয়-বিশেষে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই লিখিতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল প্রদেশ এক্ষণে কোর্ট রিক্বেষ্টের এলাকার মধ্যে আছে এবং সময়ক্রমে অন্য যে প্রদেশ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ঘোষণার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করেন সেইং প্রদেশের মধ্যে এই আইনানুসারের স্থাপিত নানা আদালতের এলাকা থাকিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোন আদালতের এলাকা বিস্তার করণের কোন ঘোষণা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনেরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের অনুমতি বিনা করা যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহা "কোর্ট রিকার্ড" হইবেক এবং ১৮৪১ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার অর্থের মধ্যে কোর্ট রিক্বেষ্ট জ্ঞান হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনের দ্বারা ঐ আদালতের মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতির মতান্তর হওনের পূর্ব্বে উক্ত কোন আদালতে যে সকল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এই আইনানুসারে আরম্ভ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে সেই কার্য্যসম্পর্কীয় সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনবরত চলিবেক ও জারী ও প্রবল হইবেক। এবং যদি সেইং কার্য্য অনবরত চলন বা জারী কি প্রবল করণের উপযুক্ত নিয়মের বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় তবে ঐং আদালত এই আইন সম্পূর্ণরূপে জারী করণার্থে যেং হুকুম করণের আবশ্যক বোধ করেন সেইং হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ঐ আদালতে তিন ব্যক্তির অনধিক যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে জজী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহারদের মধ্যে এক জন ভারতবর্ষের কোন এক সুপ্রিম কোর্টের অথবা স্কটলণ্ড দেশের সেশন আদালতের বারিষ্টর অথবা আডবোকেট অর্থাৎ কৌন্সেলী সাহেব হইবেন ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনানুসারে নিযুক্ত কোন জজ ঐ জজী পদে থাকন সময়ে রাজকীয় কোন আদালতে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে আডবোকেট অর্থাৎ কৌন্সেলী বা আটর্নি কি উকীলী কর্ম্ম করিবেন না অথবা আপনার উপকারের জন্যে কি অন্য কোন ব্যক্তির উপকারের জন্যে বাণিজ্য বা ব্যবসা করিবেন না কিম্বা ঐ উকীলী কর্ম্মকারির কি বাণিজ্য বা ব্যবসাকারির বখরাদার হইবেন না ইতি।

১০ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলের দরখাস্তক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কোন জজকে তগীর করিতে পারেন ইতি।

১১ ধারা।

সুপ্রিম কোর্টের যে কোন জজ সাহেব কিম্বা জজ সাহেবেরা এই আইন সফল করণের বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত হন তিনি কি তাঁহারা এই আইনমতে নিযুক্ত জজের সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং তিনি কি তাঁহারা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ হইলে যেরূপে এই আইনানুসারে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিতেন সেইরূপে সুপ্রিম কোর্টে বসিয়া বিচার করিতে পারিবেন এবং যত কাল হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বোধ করেন যে সুপ্রিম কোর্টের উক্ত প্রকারে কর্ম্ম করিতে সম্মতহওয়া জজ সাহেবদিগের দ্বারা ঐ আদালতের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে তত কাল এই আইনানুসারে কোন জজ নিযুক্ত হইবেন না ইতি।

১২ ধারা।

অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের ও বেইলিফেরদের যে সকল কর্ম্ম করিতে এই আইনে হুকুম আছে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্টের উক্ত জজ সাহেব সেই২ কর্ম্মের নিমিত্তে সুপ্রিম কোর্টের যে২ আমলাকে সময়ে২ নিযুক্ত করেন সেই আমলারাই ঐ২

কর্ম্ম করিবেন এবং এই আইনের দ্বারা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে ও বেইলিফেরদিগকে যে সকল ক্ষমতা ও নির্ব্বিঘ্নতা দেওয়া যায় তাহা উক্ত প্রকারে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের দ্বারা বিচারহওয়া মোকদ্দমাতে যে রসুম পাওয়া যায় তাহাহইতে ঐ জজ সাহেব যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা মেহনতানা বলিয়া ঐ আমলারদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং অবশিষ্টরসুম অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের সাধারণ হিসাবের মধ্যে জমা হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহাতে এক জন ক্লার্ক সাহেব থাকিবেন এবং ঐ আদালতের জজ সাহেবেরা তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহাকে তগীর করিতে পারেন কিন্তু ঐ নিয়োগ ও তগীরের বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর সাহেবের হুজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। যদি আবশ্যক হয় তবে শ্রীযুত গবরনর সাহেবের হুজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অধিক ক্লার্ক সাহেব নিযুক্ত হইতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব সকল সমন ও ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও ডিক্রী জারীর পরওয়ানা দিবেন এবং আদালতের সকল কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন এবং আদালতের সকল রসুম এবং আদালতের মধ্যে যে সকল জরীমানা দেয় বা দত্ত হয় তাহা এবং যে সকল টাকা আদালতে দাখিল হয় বা আদালতহইতে বাহির করা যায় তাহা ঐ ক্লার্ক সাহেবের জিম্মায় থাকিবেক এবং তিনি তাহার হিসাব রাখিবেন এবং সেই সকল রসুম ও জরীমানা ও টাকার হিসাব আদালতের যে এক বহী তিনি তন্নিমিত্তে রাখেন সেই বহীর মধ্যে তুলিবেন এবং মাসেং অথবা অন্য যেং সময় শ্রীযুত গবরনর সাহেব হুজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করেন সেইং সময়ে শ্রীযুত গবরনর সাহেব হুজুর কৌন্সেলে যেরূপ নিয়ম করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ হিসাব মঞ্জুর অথবা নিষ্পত্তি হওনের জন্যে দরপেশ করিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

ঐরূপ প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবের সময়ক্রমে যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে আদালতের বেইলিফী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু শ্রীযুত গবরনর সাহেব হুজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত বেইলিফের হুকুম করেন তদপেক্ষা অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেক না। এবং ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে এইমত নিযুক্ত কোন বেইলিফকে সস্‌পেণ্ড অথবা তগীর করিতে পারেন ইতি।

১৬ ধারা।

ঐ বেইলিফ জজ সাহেবেরা যত কাল নিরূপণ করেন তত কাল আদালতের প্রত্যেক বৈঠকে হাজির থাকিবেক এবং আদালতহইতে যে সকল সমন ও হুকুম দেওয়া যায় এবং যে সকল ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও রিট অর্থাৎ পরওয়ানা বাহির হয় তাহা জারী করিবেক এবং ঐ২ কার্য্য নির্ব্বাহ করণে আদালতের কার্য্যের রীতির নিয়মের জন্যে সময়ক্রমে যে সকল সাধারণ বিধি হয় তদনুসারে কার্য্য করিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

উক্ত আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা অন্য কর্ম্মকারক যদি আপনি অথবা আপনার কোন বথরাদারের দ্বারা স্পষ্টরূপে বা অস্পষ্টরূপে কোন প্রকারে আটর্নি অথবা উকীল কি মোখ্তারের ন্যায় কার্য্য করেন অথবা আপনার নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কোন কারবার কিম্বা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন তবে যে কোন ব্যক্তি কর্জের নালিশেতে বা আইন উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে তাঁহার নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করে তাহাকে পাঁচ শত টাকা জরীমানা দিবেন ইতি।

১৮ ধারা।

ঐ ক্লার্ক সাহেব এবং বেইলিফ আপন২ পদের কার্য্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহের জন্যে এবং এই আইনক্রমে তাঁহারা যে সকল টাকা পান তাহার উপযুক্তমতে হিসাব দেওন ও টাকা দেওনের জন্যে অথবা আপনার পদোপলক্ষে কুক্রিয়ার বিষয়ে তাঁহার-দের যে টাকা দিতে হয় সেই টাকা দিবার জন্যে শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত টাকা ও যে রীতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করেন তত টাকার জামিন তাঁহারা সেই রীতি এবং সেই নিয়মানুসারে দিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের পশ্চাৎ লিখিত তফসীলে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত যত টাকার দাওয়া হয় তাহার টাকাপ্রতি দুই আনা কমিস্যন। এবং যে হিসাব ঐ আদালতের "সাধারণ হিসাব" নামে খ্যাত সেই হিসাবে ঐ রসুমসকল জমা হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

উক্ত নিরিখানুসারে রসুম অথবা কমিস্যন সমন দেওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর দিতে হইবেক। অন্য প্রত্যেক কার্য্যের রসুম কার্য্য হওনের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ফরিয়াদী অথবা যে ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ কার্য্য হয় সেই ব্যক্তি দিবেক।

ঐ

ফরিয়াদী যত টাকার দাওয়া করিয়াছিল যদি তাহা হইতে কম টাকার ডিক্রী হয় তবে আসামী কোন গতিকে ডিক্রীহওয়া টাকার হিসাবে যে রসুম অথবা কমিস্যন দেয় হয় তদপেক্ষা অধিক টাকা ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেক না। মোকদ্দমা শুননি হওনের পূর্ব্বে যদি বাদিপ্রতিবাদিরদের সোলেনামার দ্বারা তাহা মিটান যায় তবে সেই সময়পর্য্যন্ত যে রসুম দাখিল হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক যেং বাকি তাহা দিল তাহারদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। দরিদ্র ফরিয়াদীরা রসুম বা কমিস্যন আমানৎ না করিলে কিম্বা তাহার একাংশমাত্র আমানৎ করিলে উক্ত আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে তাহারদিগের পক্ষে সমন দিতে পারেন এবং দরিদ্র ফরিয়াদীরদিগকে সমুদয় খরচা কি একাংশ ক্ষমা করিতে পারেন ইতি।

২১ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে যেং রসুম লইতে হইবেক তাহার সংখ্যা শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কমাইতে পারেন এবং পুনরায় তাহা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু কোন গতিকে এই আইনের নির্দ্ধারিত নিরিখ অপেক্ষা অধিক রসুম লওয়া যাইবেক না ইতি।

২২ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের কোন আমলার হাতে যে বাকী টাকা থাকে বা অন্য যে কোন টাকা থাকে তাহা নির্ব্বিঘ্নে রাখণের জন্যে এবং ঐ প্রকার বাকী টাকা এবং অন্যান্য টাকার রীতিমত হিসাব দেওন ও ব্যয় করণের বিষয়ে যেং নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেইং নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা।

রবিবার দিন ও ক্রিসমিস ডে অর্থাৎ বড় দিন ও গুড ফ্রাইডে এবং এদেশীয় বা অন্য যে পরবের দিন শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঐ আদালতকে মানিতে হুকুম দেন সেইং দিবসছাড়া ঐ আদালত প্রতিদিন বৈঠক করিবেন। এবং জজ সাহেবেরদের প্রত্যেক জন একি সময়ে অথবা ভিন্নং সময়ে অন্যং জজহইতে পৃথক্ বৈঠক করিতে পারেন অথবা তাঁহারদের কোন এক জনের সঙ্গে বৈঠক করিতে পারেন। এবং উক্ত জজ সাহেবের এক জন বা দুই জন সেইরূপে পৃথক্ বৈঠক করিলে সমুদয় জজকে ইহার দ্বারা আদালতসম্পর্কীয় যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই সকল ক্ষমতা তাঁহার থাকিবেক ইতি।

২৪ ধারা।

'এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জন্যে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে এক মোহর করা যাইবেক। এবং ঐ আদালতহইতে যে সকল সমন ও অন্যান্য হুকুম দেওয়া যায় তাহাতে ঐ আদালতের মোহর লার দ্বারা বা কালি দিয়া বসান যাইবেক। এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ আদালতের মোহর বা কোন হুকুম কৃত্রিম করে অথবা ঐ হুকুম কৃত্রিম জানিয়া তাহা জারী করে বা চালায় বা যে কোন লিপি মিথ্যারূপে ঐ আদালতের কোন সমন বা অন্য হুকুমের নকল কহা যায় এইমত লিপি কৃত্রিম জানিয়া যে কেহ কোন ব্যক্তিকে দেয় বা দেওয়ায় অথবা যে কেহ উক্ত আদালতের হুকুমের মিথ্যা হেতুতে অথবা সেই হুকুমের ছলে কোন কার্য্য করে বা কার্য্য করিতেছি কহে সেই ব্যক্তি "ফেলোনির" অপরাধের দোষী হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ বা ক্ষতিপূরণের দাওয়া কিম্বা বিরোধি সম্পত্তির মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় তাহা হিসাবের মোকাবিলার বাকীর বা প্রকারান্তরের হউক সেই সকল মোকদ্দমা ঐ অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এবং উক্ত আদালতে সেইরূপে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং একুটি পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের বৈঠক হইলে যে প্রত্যেক জওয়াব মাতবর জ্ঞান হইত তাহা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের আইনমত কোন দাওয়ার মাতবর প্রতিবন্ধক জ্ঞান হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে রাজস্বের বিষয়ে বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বা ভারতবর্ষের কিম্বা কোন রাজধানীর কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেব আপনার সরকারী পদোপলক্ষে কোন ক্রিয়া করেন বা করিবার হুকুম দেন সেই কর্ম্মের বিষয়ে অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায় তাহার বিষয়ে অথবা কোন জজ সাহেব অথবা আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকারক আপনার পদোপলক্ষে যে কর্ম্ম করেন বা করিতে হুকুম দেন সেই কর্ম্মের বিষয়ে কিম্বা কোন আদালতের কি জজ সাহেবের বা আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকের কোন ডিক্রী বা হুকুম অনুসারে কোন ব্যক্তি যে কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে কিম্বা অপবাদ কি তহমতের নালিশের বিষয়ে ঐ আদালতের কোন এলাকা থাকিবেক না ইতি।

২৬ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কোন নালিশ করিতে চাহে সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেব আদালতের মোহরকরা এক সমন দিবেন

তাহাতে নম্বর থাকিবেক এবং তাহাতে ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও মোকদ্দমার হেতু এবং যে সকল বেওরা সময়ক্রমে আদালতের বিধানমতে লিখিবার হুকুম হয় তাহা ও যত টাকার দাওয়া হয় তাহার সংখ্যা লেখা থাকিবেক। এবং ঐ আদালতের যে দিবসের বৈঠকে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাহার পূর্ব্বে যত দিবস আদালতের কার্য্যের রীতির বিধানে নির্দ্দিষ্ট হয় তত দিবসের পূর্ব্বে ঐ সমন আসামীর উপর জারী হইবেক। এবং ঐ সমন আসামীকে দেওয়া গেলে অথবা অন্য যে প্রকার কার্য্যের রীতিতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই প্রকারে দেওয়া গেলে তাহা প্রকৃতরূপে জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক। এবং ঐ সমনের লিখিত ব্যক্তি বা স্থান যদি এমতে বর্ণনা করা যায় যে তাহা সামান্যতঃ জানা যাইতে পারে তবে সমনে নামের ব্যতিক্রম থাকিলে বা ব্যক্তির কিম্বা স্থানের অনুপযুক্ত বর্ণনা থাকিলে তাহাতে ঐ সমন বাতিল হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

এই আইনানুসারে দেওয়া সমনে মোকদ্দমার হেতুর বর্ণনার কোন ব্যতিক্রম থাকিলেও ঐ সমন বাতিল হইবেক না এবং আদালতের জজ সাহেবেরা ঐ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবামাত্র তাহা আপনারদের বিবেচনামতে শোধন করিতে পারেন এবং তদনুসারে রিকার্ড শুধরাইতে পারেন। এবং ঐ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হওনের সময়ে যদি আসামী কিম্বা আসামীরদের মধ্যে এক জন আদালতে হাজির থাকে তবে এই ব্যতিক্রম না হইলে যেরূপে মোকদ্দমার শুননি হইত সেইরূপে ঐ রিকার্ড শোধিত হওনের পরে মোকদ্দমার শুননি হইবেক। কিন্তু যদি আসামী কিম্বা আসামীরা হাজির না থাকে তবে আসল সমনের একি নম্বরের ও তারিখের এক নূতন সমন জারী হইবেক এবং তাহাতে মোকদ্দমার হেতুর শুধরা বিবরণ লেখা থাকিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে যে সকল ব্যক্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে বাস করিতেছে বা ব্যবসা করিতেছে কি লাভের জন্যে খাটিতেছে অথবা মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হওন সময়ে কিম্বা ছয় মাসের মধ্যে যে মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ছয় মাসের মধ্যে সেই প্রদেশে বাস করিতেছিল বা ব্যবসা করিতেছিল কি লাভের জন্যে খাটিতেছিল সেই সকল ব্যক্তি ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে আছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

উক্ত আদালতের কোন সমন কি অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারী করিতে হইলে তাহা কোন আদালতে অথবা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে

দেখান যাইতে পারে এবং তাহাতে ঐ মাজিষ্ট্রেট অথবা আদালতের জজ সাহেব তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন। এবং এইরূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎ হইলে ঐ আদালত কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন হুকুমের ন্যায় তাহা জারী হইতে পারে। এবং এইরূপে জারী হইলে যে আদালতের সমন বা হুকুম হয় সেই আদালতের বেইলিফ ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করিলে যেরূপ সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

ঐ আদালতের যে সমন বা অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারী করিতে হয় সেই সমন বা হুকুম নিতান্ত জারী হইয়াছে ইহার প্রমান কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে করা সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞার দ্বারা হইতে পারে। এবং যে প্রত্যেক গতিকে আদালতের সমন বা অন্য হুকুম অজারীকরণিয়া বেইলিফ অগত্যা অবর্ত্তমান হয় সেই গতিকে আদালতের প্রদেশের বাহিরে সমন জারী হওনের যেরূপ প্রমাণ দেওয়া যায় জজ সাহেবেরা উচিত বুঝিলে এই সমনের বা অন্য হুকুম জারী হওনের প্রমাণ সেইরূপ দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৩১ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে কোন নাবালগের যে মাহিয়ানা অথবা চুক্তির জন্যে অথবা চাকরের ন্যায় খাটনের জন্যে টাকা পাওনা হয় সেই টাকা পাঁচ শতের অধিক না হইলে সেই নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যেরূপে নালিশ করিতে পারিত সেইরূপে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৩২ ধারা।

যে দাওয়া হয় তাহা যদি শরীকী হিসাব মোকাবিলা করণে বাকী টাকার সমুদয় বা কিয়দংশ হয় কিম্বা যে ব্যক্তি উইল না করিয়া মরে তাহার সম্পত্তি বিভাগে টাকা হয় অথবা উইলক্রমে কোন দানের টাকা হয় বা টাকার এক অংশ হয় তবে এইমত দাওয়া পাঁচ শত টাকার অধিক না হইলে তাহার বাবৎ নালিশ ঐ আদালতে হইতে পারে ইতি।

৩৩ ধারা।

কোন একজেকিটর কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটর আপনার হকে যেরূপ নালিশ করিতে পারেন সেইরূপে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতে নালিশ করিতে পারেন এবং তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে এবং এইরূপ গতিকে সুপ্রিম কোর্টে যেরূপ ডিক্রী হইত ও তাহা যেরূপে রাজী হইত সেইরূপে ডিক্রী হইবেক ও জারী হইবেক।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যাঁহার একসেকিটর কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটর হন তাঁহার মরণের পর ছয় মাস অতীত না হইলে সেই ব্যক্তির একসেকিটর কি আডমিনিষ্ট্রেটরস্বরূপ আদালতে তলব হইতে পারেন না ইতি।

৩৪ ধারা।

উক্ত আদালতে দুই বা ততোধিক মোকদ্দমা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমার কারণ খণ্ড২ করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন ফরিয়াদীর পাঁচ শত টাকার অধিক নালিশের কারণ থাকে তবে সেই ব্যক্তি ঐ অধিক টাকা ত্যাগ করিতে পারে এবং তাহা রিকার্ড বহীতে লেখা যাইবেক ও সমনে লিখিতে হইবেক। এবং তাহাতে ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমা প্রমাণ করিলে পাঁচ শত টাকার অনধিক টাকার ডিক্রী পাইবেক। কিন্তু আদালতের এই ডিক্রী হইবেক যে মোকদ্দমার সেই কারণ সম্পর্কে যত দাওয়া ছিল সেই সকল এই ডিক্রীর দ্বারা সমপূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তদনুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং ভারতবর্ষের সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেব এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব ও অন্তঃপাতি সাহেব এবং রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নানা সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস এবং জজ সাহেবেরা এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের পরওয়ানাক্রমে গ্রেফ্তার অথবা কয়েদ হইতে পারেন না এবং শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিভিন্ন ১৮৪৪ সালের ১ আইন অথবা ১৮৪৮ সালের ১৮ আইনের দ্বারা যে২ ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের বিপরীত উক্ত আদালতহইতে কোন রিট কি পরওয়ানা বাহির করা যাইবেক না ইতি।

৩৬ ধারা।

এই আইনানুসারে চুক্তিক্রমে কিম্বা অন্যায়প্রযুক্ত যে দাওয়া আদায় হইতে পারে যখন কোন ফরিয়াদীর এমত দাওয়া দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রতিকূলে থাকে এবং তাহারা সাধারণে তদ্বিষয়ে দায়ী তখন ঐ ব্যক্তিরদের কোন এক জনের উপর হুকুম জারী করিলে তাহা প্রচুর হইবেক এবং অন্য যে ব্যক্তিরা সেই বিষয়ে সাধারণে দায়ী আছে তাহারদের উপর যদ্যপি হুকুম জারী না হইয়া থাকে বা তাহারদের নামে নালিশ না হইয়া থাকে অথবা যদ্যপিও তাহারা আদালতের এলাকার মধ্যে না থাকে তথাপি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের উপর হুকুম জারী হইয়াছে তাহারদের

প্রতিকূলে ডিক্রী হইতে পারে এবং সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে। এবং এইরূপ যে প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনানুসারে ডিক্রী হইয়াছে এবং সেই ব্যক্তি ডিক্রীর মতাচরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তির সঙ্গে অন্য যে কোন ব্যক্তি সাধারণে দায়ী ছিল তাহার স্থানে এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে ঐ দেনার অংশের দাওয়া করিতে পারে ও পাইতে পারে। এবং যদি ভ্রমক্রমে কোন ব্যক্তিরদিগকে আসামী করা গিয়াছে তবে যে আসামীরদের বিরুদ্ধে নালিশ করণের কারণ দৃষ্ট হয় কেবল তাহারদের প্রতিকূলে মোকদ্দমা চালাইতে জজ সাহেব হুকুম দিতে পারেন এবং কেবল তাহারদের প্রতিকূলে ডিক্রী করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তিরদিগকে অনুচিতমতে আসামী করা গিয়াছিল সেই ব্যক্তিরদিগকে তাহারদের খরচা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

আদালতের জজ সাহেবেরা যেং মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন সেইং মোকদ্দমার বৃত্তান্তঘটিত বিষয় এবং আইনের ও একুটির বিষয় যেমন সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তি হয় তেমন নিষ্পত্তি করিতে পারেন ইতি।

৩৮ ধারা।

যে দিবস সমনে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই দিবসে ফরিয়াদী উপস্থিত হইবেক এবং আসামীকে জওয়াব দেওনার্থে উপস্থিত হইবার হুকুম হইবেক। এবং আদালতে উত্তর দেওয়া গেলে জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে সেই বিষয়ের বিচার করিবেন এবং আর কোন সওয়ালজওয়াব বিনা এবং বিরোধি বিষয়ে আর কোন তদন্ত না করিয়া ডিক্রী করিবেন ইতি।

৩৯ ধারা।

যদি ফরিয়াদীর নামে আসামীর কোন নালিশের কারণ থাকে তবে তাঁহা পাঁচ শত টাকার অধিক হউক বা না হউক ফরিয়াদীর দাওয়াহইতে আসামী তাহা বাদ দিতে পারিবেক এবং যদি এইমত মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে এই আইনানুসারে তাহার স্থানে যে কর্জ কি খেসারৎ ও খরচা আদায় হয় তাহা বাদ দিয়া আসামী কেবল আসল দাওয়ার বাকীর বাবৎ ফরিয়াদীর নামে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৪০ ধারা।

জজ সাহেবেরা কোন মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সেই মোকদ্দমা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে এবং যেরূপে এবং যে নিয়ম যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ করেন

সেই ব্যক্তিকে সেইরূপে এবং সেই নিয়মক্রমে সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন এবং উভয় বিবাদির মধ্যে ঐ আদালতের বিচার্য্য অন্য যে কোন বিষয়ের বিরোধ থাকে তাহা একি সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন বা না পারেন। এবং ঐ অর্পিত মোকদ্দমা জজ সাহেবেরদের অনুমতি বিনা বাদিপ্রতিবাদী সালিসহইতে উঠাইয়া লইতে পারে না। এবং সালিস বা সালিসেরদের কিম্বা মধ্যস্থ ব্যক্তির ফয়সলা ঐ মোকদ্দমার ডিক্রীস্বরূপ লেখা যাইবেক এবং জজ সাহেবের দ্বারা করা গেলে যেরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইত সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জজ সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে ঐ ফয়সলা বহীতে লিখনের পর এক সপ্তাহ অতীত হইলে যে প্রথম দিবসে আদালতের বৈঠক হয় সেই দিবসে তাঁহারদের নিকটে দরখাস্ত হইলে সেই ফয়সলা অন্যথা করিতে পারেন অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সেই অর্পিত মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন কি পূর্ব্বোক্তমতে নূতন সালিসীতে অর্পণ করণের হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৪১ ধারা।

এই আইনানুসারে স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবদিগকে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে আদালতের ব্যবহার ও কার্য্যের রীতির জন্যে যে সকল সাধারণ বিধির আবশ্যক তাহা করেন ও প্রকাশ করেন এবং আদালতের যে প্রত্যেক কার্য্যের বিষয়ে কোন পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেই কার্য্যের জন্যে তাঁহারা পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন এবং আদালতের ক্লার্ক সাহেবের যে সকল বহী ও খাতা ও হিসাব রাখিতে হয় তাহা রাখণের বিষয়ের পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন। এবং সময়ক্রমে ঐ বিধি অথবা পাঠ মতান্তর করেন। এবং যে বিধি এইরূপে করা যায় এবং যে পাঠ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা ঐ রাজধানীর আদালতে প্রতিপালন ও ব্যবহার হইবেক এবং তাহা মঞ্জুর হওনার্থে সুপ্রিম কোর্টে পাঠান যাইবেক কিন্তু ঐ আদালতে তাহা যাবৎ গরমঞ্জুর না হয় তাবৎ তাহা প্রবল থাকিবেক। এবং যে কোন গতিকে এই আইনের মধ্যে অথবা উক্ত বিধির মধ্যে কোন বিশেষ নিয়ম না থাকে সেইং গতিকে জজ সাহেবেরা আপনং বিবেচনাক্রমে আপনারদের আদালতের সকল নালিশের বিষয়ে এবং কার্য্যের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাধারণ ব্যবহারের নিয়ম গ্রহণ করিতে ও খাটাইতে পারেন ইতি।

৪২ ধারা।

যে দিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওয়া গিয়াছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্য্যন্ত স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি ফরিয়াদী হাজির না হয় তবে মোকদ্দমার নম্বর খারিজ হইবেক। এবং যদি ফরীয়াদী উপস্থিত হয় কিন্তু আপনার দাওয়ার বিষয়ের

আদালতের সুবোধমতে প্রমাণ দিতে না পারে তবে জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীকে ননসুট করিতে পারেন অথবা আসামীর পক্ষে ডিক্রী করিতে পারেন। এবং এই উভয় গতিকে যদি আসামী উপস্থিত হয় কিন্তু দাওয়া স্বীকার না করে তবে জজ সাহেবেরা আসামীকে তাহার খরচার জন্যে ও তাহার ক্লেশ ও সময় হরণের জন্যে যে টাকা তাঁহারদের বিবেচনায় ওয়াজিবী বোধ হয় তাহা তাহাকে দেওয়াইতে পারেন। এবং যে কর্জের অথবা খেসারতের টাকা দিতে আদালত হুকুম করেন সেই কর্জপ্রভৃতি যেমতে ও যে উপায়ের দ্বারা আদায় হয় সেইমতে ফরিয়াদীর স্থানে ঐ টাকা আদায় হইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদী তলব হইলে হাজির না হয় এবং যদি আসামী অথবা তাহার পক্ষে রীতিমতে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তি হাজির হয় এবং যত টাকারদাওয়া হইয়াছিল তাহা সমুদয় স্বীকার করে এবং ফরিয়াদীর প্রথমতঃ যে রসুম দেয় হয় তাহা দেয় তবে আদালত উচিত বোধ করিলে ফরিয়াদী উপস্থিত হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিতে পারেন ইতি।

৪৩ ধারা।

যে দিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওয়া গিয়াছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্য্যন্ত স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি আসামী হাজির না হয় অথবা হাজির না হইবার মাতবর কারণ না জানায় কি আদালতে তলব হইলে জওয়াব দিতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেবেরা সমন জারী হওনের উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে আসামীকে হাজির করাওনার্থে ক্রোকী পরওয়ানা দিতে পারেন কিম্বা আপনারদের বিবেচনাক্রমে কেবল ফরিয়াদীর নালিশে মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন এবং বাদিপ্রতিবাদী হাজির হইলে জজ সাহেবেরদের ডিক্রী যেরূপ সিদ্ধ হইত তাহা সেই স্থলে সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত কোন মোকদ্দমায় জজ সাহেবেরা আদালতের সেই দিবসের বৈঠকে অথবা তৎপর কোন বৈঠকে আসামীর অনুপস্থানে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিতে পারেন এবং তাহা জারী স্থগিত করিতে পারেন। এবং নূতন মোকদ্দমার মাতবর কারণ তাঁহারদিগকে দর্শান গেলে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং খরচা দেওনের বিষয়ে, এবং কর্জ ও খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অথবা প্রকারান্তরে যে২ নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই২ নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

৪৪ ধারা।

জজ সাহেবেরা কোন মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের কি জওয়াব দেওনের জন্যে ফরিয়াদী অথবা আসামীকে অধিক সময় দিতে পারেন এবং সময়ক্রমে যেমত

তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেইমতে আদালতের বৈঠক অথবা কোন মোকদ্দমার শুনানি বা পুনশ্চ শুনানি অন্য দিবসপর্য্যন্ত স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৪৫ ধারা।

কর্জ্জের টাকা হউক কি খেসারতের টাকা হউক কোন টাকা পাইবার জন্যে এই আইনানুসারে যে নালিশ হয় তাহার আসামী আদালতের রীতির নিয়ম করণার্থ বিধিতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে যত টাকা সেই ব্যক্তি ফরিয়াদীর দাওয়ার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের জন্যে উপযুক্ত বোধ করে তাহা এবং ঐ টাকা দেওনের সময়পর্য্যন্ত ফরিয়াদীর যে সকল খরচা হইয়াছে তাহা আদালতে দাখিল করিতে পারে এবং ঐ টাকা ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু আসামী যদি মোকদ্দমা চালাইতে স্থির করে এবং যত টাকা আদালতে এইরূপে দাখিল হইয়াছিল যদি ফরিয়াদীর পক্ষে তদপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রী না হয় তবে সেই টাকা দাখিল করণের পর আসামীর ঐ মোকদ্দমায় যত খরচা লাগিয়াছে তাহা ফরিয়াদী আসামীকে দিবেক এবং সেই খরচার সংখ্যা আদালত নিরূপণ করিবেন এবং তৎপরে সেই খরচা দিতে ফরিয়াদীর প্রতি আদালত হুকুম করিবেন ইতি।

৪৬ ধারা।

এই আইনক্রমের কোন নালিশ বা অন্য কার্য্য শুনানি অথবা বিচারের সময়ে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের এবং তাহারদের স্ত্রীর এবং অন্য সকল ব্যক্তির জোবানবন্দী ফরিয়াদী কি আসামীর পক্ষে লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে মান্যা স্ত্রীরদিগকে দেশের ব্যবহারানুসারে আদালতে হাজির করাওণ অনুপযুক্ত হয় তাহারদের জোবানবন্দীর বিষয়ে যে সকল আইন চলন আছে তদৃষ্টে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৪৭ ধারা।

প্রত্যেক ব্যক্তির শপথক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক অথবা আইনমতে কোন আদালতে শপথ লওনহইতে মুক্ত হইলে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক। এবং এই আইনক্রমে যে প্রত্যেক ব্যক্তির শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি জানিয়াশুনিয়া এবং ঘুষ লইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

এই আইনানুসারের নালিশ বা অন্য কোন কার্য্যে বাদী বা প্রতিবাদী ঐ আদালতের ক্লার্ক•সাহেবের দফ্তরে সাক্ষিরদের নামে সমন পাইতে পারে এবং

তাহারদের দখলে বা অধীনে থাকা কেতাব ও দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র ও লিপি আনিবার হুকুম ঐ সমনের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে বা না পারে এবং ঐ সমনে যত ব্যক্তির নাম লিখনের আবশ্যক বোধ হয় তাহা লেখা যাইতে পারে ইতি।

৪৯ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির উপর এইমত কোন সমন তাহাকে দেওনের দ্বারা জারী হয় অথবা আদালতের সাধারণ নিয়ম বা ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন প্রকারে জারী হয় সেই ব্যক্তি যদি মাতবর কারণ বিনা হাজির হইতে অথবা ঐ সমনে যে কেতাব বা কাগজপত্র কি লিপি আনিবার হুকুম আছে তাহা আনিতে ক্রুটি কিম্বা অস্বীকার করে এবং আদালতে উপস্থিতথাকা যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম হয় সেই ব্যক্তি যদি শপথ করিতে এবং সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে জজ সাহেব এক শত টাকার মধ্যে যত টাকা জরীমানা নিদ্দিষ্ট করেন সেই ব্যক্তি তত টাকা জরীমানা দিবেক। এবং ঐ সমুদয় জরীমানা বা তাহার কোন অংশ খরচাবাদে জজ সাহেবের বিবেচনায় ঐ অস্বীকার অথবা ক্রুটির দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তির ক্ষতিপুরণার্থে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৫০ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের জজ সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ অথবা দাওয়া ত্রিশ টাকার অধিক হয় সেই মোকদ্দমায় যে আসামীর নামে সমন বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তির বিষয়ে যদি এইমত প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি লুকাইয়া আছে অথবা প্রকারান্তরে আদালতের হুকুম এড়াইতেছে কিম্বা ফরিয়াদীর কি আপনার সাধারণ মহাজনেরদের ক্ষতি করণের অভিপ্রায়ে আপনার দ্রব্য ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতেছে অথবা আদালতের এলাকাহইতে প্রস্থান করিতে কি আপনার জিনিসপত্র উঠাইয়া লইতে উদ্যত আছে তবে জজ সাহেবেরা সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করণার্থে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন এবং ঐ সমনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী না হওনপর্য্যন্ত সময়েং আদালতে হাজির হইবার বিষয়ে এবং সেই মোকদ্দমায় যে টাকা ও খরচা তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহা দেওনের বিষয়ে জাবৎ* জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি।

৫১ ধারা।

এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন আদালতে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহার টাকা যেরূপ ঐ আদালতে ডিক্রীহওয়া কর্জের টাকা আদায় হয় সেইরূপে জজ

সাহেবেরদের হুকুমক্রমে আদায় হইতে পারে এবং এই আইনের লিখিতমতে তাহার হিসাব দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫২ ধারা।

এই আদালতের কোন নালিশ অথবা কার্য্যের যে সকল খরচার বিষয়ে ইহার মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম নাই তাহা জজ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেই মতে বাদিপ্রতিবাদীর দ্বারা দেওয়া যাইবেক অথবা তাহারা অংশাংশমতে তাহা দিবেক এবং যদি তাহার বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম না হয় তবে যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহার দ্বারা দেওয়া যাইবেক। এবং উক্ত আদালতে কোন কর্জের ডিক্রী যেরূপে জারী হয় সেইরূপে এইমত কোন খরচা আদায়ের জন্যে হুকুম জারী হইতে পারে ইতি।

৫৩ ধারা।

এই আইনের মধ্যে যে বর্জ্জিত হুকুম আছে তাহাছাড়া এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের প্রত্যেক হুকুম ও ডিক্রী বাদিপ্রতিবাদীরদের মধ্যে চূড়ান্ত নিশ্চিত জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে প্রত্যেক গতিকে জজ সাহেবেরদের নিকটে এইমত হুবোধমতে প্রমাণ না হয় যে ফরিয়াদীর অথবা আসামীর পক্ষে আদালতের ডিক্রী করা উচিত সেই২ গতিকে ঐ জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীকে ননসুট করিতে পারেন। এবং যে প্রত্যেক গতিকে তাঁহারা উচিত বোধ করেন সেই২ গতিকে তাঁহারা যেং নিয়ম ওয়াজিবী বুঝেন সেই২ নিয়মক্রমে নূতন মোকদ্দমা করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ইতিমধ্যে মোকদ্দমার সকল কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৫৪ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হয় সেই মোকদ্দমায় কর্জ বা খেসারতে বা সম্পত্তির মূল্যের দাওয়া এক শত টাকার অধিক না হইলে কোন রিট অথবা হুকুমের দ্বারা ঐ আদালতহইতে খারিজ হইয়া সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইতে পারে না। এবং এক শত টাকার অধিক হইলেও যদি ঐ সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের এইমত হুবোধ প্রমাণ না হয় যে ঐ মোকদ্দমায় এইমত কোন আইনঘটিত কি একুটিঘটিত বিষয় উত্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে যে তাহা কঠিন কি নব্য কিম্বা সাধারণ মতে গুরুত্ব হওয়াপ্রযুক্ত অথবা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই বিষয়ে কোন ভ্রমযুক্ত ডিক্রী হইয়া আসিতেছে এই প্রযুক্ত তাঁহার বোধে সেই মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টের বিচারে অর্পণ হওনের যোগ্য হয় এবং যদি ঐ জজ সাহেব তদনুসারে অনুমতি না দেন তবে সুপ্রিম কোর্টে সেই মোকদ্দমা অর্পণ হইতে পারে না। এবং সুপ্রিম কোর্টে অর্পণ হইলে খরচা

দেওনের বিষয়ে অথবা কর্জ কি খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অথবা প্রকারান্তরে ঐ সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কার্য্যের নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

৫৫ ধারা।

অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা আইনসম্পর্কীয় কি একুটি-সম্পর্কীয় যে কোন বিষয়ে তাঁহারদের সন্দেহ জন্মে অথবা যে বিষয়ে মোকদ্দমার বাদি প্রতিবাদী তাঁহারদিগকে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরদের মত জিজ্ঞাসা করণার্থে পৃথক্ রাখিতে প্রার্থনা করে সেই বিষয় ঐ অল্প মূল্যের মোকদ্দমায় আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে যবেস্থবে রাখিতে পারেন এবং যে বিষয়ে তাঁহারদিগকে এইরূপে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয়ে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের মতের অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা মোকদ্দমার ডিক্রী করিবেন। যদি কেবল দুই জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বসেন এবং তাঁহারদের মতের ঐক্য না হয় তবে যে বিষয়ে অনৈক্য হয় তাহা উক্ত প্রকারে সুপ্রিম কোর্টে জিজ্ঞাসা করা যাইবেক ইতি।

৫৬ ধারা।

যে কোন কর্জ বা ক্ষতি অথবা খরচার বিষয়ের উক্ত আদালতে ডিক্রী হয় সেই কর্জপ্রভৃতি যে সময়ে বা যে সকল সময়ে এবং যে কিস্তিবন্দীক্রমে দেওয়া যাইবেক তাহার বিষয়ে জজ সাহেবেরা হুকুম করিতে পারেন। এবং জজ সাহেবেরা অন্য প্রকার হুকুম না দিলে সেই সকল টাকা আদালতে দাখিল করা যাইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

যদি বাদিপ্রতিবাদীর মধ্যে পরস্পর বিপরীত ডিক্রী হয তবে যে ব্যক্তির পক্ষে অধিক টাকার ডিক্রী হইয়াছে কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী জারী হইবেক এবং অল্পসংখ্যক ডিক্রীর টাকা বাদ দিয়া যত টাকা বাকী থাকে কেবল তাহার জন্যে ডিক্রী জারী হইবেক। এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ হওনের বিষয় এবং অল্প-সংখ্যক টাকার ডিক্রী পরিশোধের বিষয় নিদর্শন বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এবং যদি উভয় ডিক্রীর টাকা তুল্য হয় তবে উভয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে ইহা লেখা যাইবেক ইতি।

৫৮ ধারা।

আদালত কোন টাকা দেওনের বিষয়ের হুকুম করিলে যদি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা সময়সকলে দেওয়া না যায় তবে যে ব্যক্তির

প্রতিকূলে সেই হুকুম হইয়াছে অন্য কোন এত্তেলা বা হুকুম বিনা সেই হুকুম জারী করণার্থে সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক অথবা তাহার সম্পত্তি কি জিনিসপত্র জব্দ হইবেক। এবং যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইল তাহার দরখাস্তক্রমে উক্ত আদালতের ক্লার্ক সাহেব ঐ আদালতের মোহরকরা ডিক্রী জারীর এক রিট ঐ আদালতের কোন এক জন বেইলিফকে দিবেন এবং ঐ রিটের ক্ষমতাক্রমে ঐ বেইলিফ ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করিবেক অথবা যে টাকা দিবার হুকুম হয় তাহা এবং ডিক্রী জারীর খরচা সেই ব্যক্তির যে কোন জিনিস ও সম্পত্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে পাওয়া যায় সেই জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল করিবেক। এবং সকল সারজন ও পোলীসের অন্যান্য আমলা আপন২ এলাকার মধ্যে ঐ রিট জারী করণের সাহায্য করিবেক ইতি।

৫৯ ধারা।

যদি ঐ আদালত কোন টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া দিবার হুকুম করিয়া থাকেন তবে সেই হুকুমক্রমে কোন কিস্তির টাকা দেওনের ত্রুটি না হইলে ঐ হুকুমক্রমে জারীর কার্য্য হইবেক না। এবং তাহা হইলে আর কোন এত্তেলা অথবা হুকুম বিনা উক্ত যত টাকা ও খরচা সেই সময়ে বাকী থাকে সেই সমুদয়ের জন্যে অথবা তাহার যে অংশের বিষয়ে আদালত আদৌ হুকুম করণের সময়ে অথবা তাহার পর কোন সময়ে আদালতের মোহরক্রমে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার জন্যে একেবারে কিম্বা ক্রমে২ জারীর কার্য্য হইতে পারে ইতি।

৬০ ধারা।

যখন এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তখন আদালতের বেইলিফ সেই ওয়ারণ্টের ক্ষমতাক্রমে যে জেলখানা শ্রীযুত গবরনর সাহেব হুজুর কৌন্সেলে এই আদালতের জেলখানা নির্দ্দিষ্ট করেন সেই জেলখানায় সেই ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেক এবং ছয় কালেণ্ডর মাসের অনধিক যে মিয়াদের হুকুম ঐ ওয়ারণ্টের মধ্যে থাকে সেই মিয়াদপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সেইখানে থাকিবেক কিন্তু ছয় মাস অতীত হওনের পূর্ব্বে যদি আসামী আদালতের হুকুম প্রতিপালন করে তবে খালাস হইবেক ইতি।

৬১ ধারা

কোন ব্যক্তি একি ডিক্রীর জন্যে দুইবার কয়েদ হইবেক না এবং একি ডিক্রীক্রমে একি সময়ে ডিক্রী জারী করণার্থে আসামীকে কয়েদ করিতে এবং তাহার জিনিস জব্দ করিতে হুকুম হইবেক না ইতি।

৬২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের সময়ে দিনপ্রতি দেড় আনার হিসাবে এক সপ্তাহের খোরাকী আদালতের ক্লার্ক সাহেবের নিকটে আমানৎ করিবেক এবং ক্লার্ক সাহেব ওয়ারণ্ট জারীর সময়ে ঐ টাকা জেলখানার অধ্যক্ষকে দিবেন ইতি।

৬৩ ধারা।

যে ব্যক্তির নালিশক্রমে ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছে তাহাকে এইরূপ প্রত্যেক ওয়ারণ্ট জারী হওনের এত্তেলা অগৌণে দেওয়া যাইবেক এবং তাহাতে সেই ব্যক্তি যে মাসে ওয়ারণ্ট জারী হইল সেই মাসের অবশিষ্ট কালের খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখক্রমে জেলখানার অধ্যক্ষের নিকটে আমানৎ করিবেক এবং তৎপরে সেই-রূপে যে প্রত্যেক মাস খাতক তাহার মোকদ্দমায় কারাবদ্ধ থাকিবার যোগ্য হয় সেই মাসের জন্যে মাসেং আগাম খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখে আমানৎ করিবেক ইতি।

৬৪ ধারা।

ঐ খোরাকী আসামীর আহারাদিতে ব্যয় হইবেক এবং যে মহাজন তাহাকে কয়েদ রাখিতেছে সেই মহাজন যদি খোরাকী দিতে ক্রটি করে তবে আসামী আদা-লতের হুকুমক্রমে খালাস হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৬৫ ধারা।

যত খোরাকী টাকা আসামীর আহারাদিতে ব্যয় হয় তাহা মোকদ্দমার খরচার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং যে সকল খোরাকী টাকা এইরূপে ব্যয় না হয় তাহা ঐ টাকাদেওনিয়া মহাজনকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬৬ ধারা।

যখন কোন আসামী কোন কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা একেবারে অথবা যে কিস্তিবন্দী আদালত ওয়াজিবী বোধ করেন সেই কিস্তিবন্দীক্রমে দিবার উত্তম ও উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তাব করে তখন সেই জামিন দেওয়া গেলে আদালত তাহাকে খালাস করিবার হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৬৭ ধারা।

কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে আসামী তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক ইতি।

৬৮ ধারা ৷

যদি কর্জ্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা না দেওয়া যায় তবে আসামী কয়েদ হওনপ্রযুক্ত সেই কর্জ্জপ্রভৃতি দেওনের দায়হইতে মুক্ত হইবেক না। কিন্তু আসামীর তৎসময়ে যে সম্পত্তি থাকে অথবা তাহার পর যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় সেই সকল তাহার জেলখানাহইতে মুক্ত হওনের পর তাহার কর্জ অথবা সেই কর্জ্জের যে অংশ পরিশোধ না হইয়াছে তাহা পরিশোধ করণার্থে জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক এবং আসামীর আহারাদিতে যে খোরাকী টাকা নিতান্ত ব্যয় হইয়াছিল তাহাও তাহার দিতে হইবেক ইতি ৷

৬৯ ধারা ৷

যে বেইলিফ উক্ত আদালতের ডিক্রী জারীর পরওয়ানা কোন ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি জারী করে সেই বেইলিফ ঐ পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে (সেই ব্যক্তির বা তাহার পরিবারের আবশ্যক কাপড়চোপড় ও বিছানা ও তাহার ব্যবসায়ের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম ছাড়া) সেই ব্যক্তির কোন জিনিস ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে এবং যাহার প্রতিকূলে এইরূপ ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তির কোন নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক নোট এবং কোন চেক কি হুণ্ডী বা প্রোমিসরি নোট কি খৎ কি টাকার নিদর্শন কি জামিনীনামা ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে ইতি ৷

৭০ ধারা ৷

পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন চেক বা হুণ্ডী কি প্রোমিসরি নোট বা খৎ অথবা টাকার কোন প্রকার নিদর্শন বা জামিনীনামা ঐ বেইলিফ সেইরূপ ক্রোক করিয়াছে কিম্বা লইয়াছে তাহা ঐ বেইলিফ ক্লার্ক সাহেবকে অথবা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহা লইতে জজ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন তাঁহাকে দিবেক। এবং ঐ ডিক্রী জারীক্রমে যে টাকা আদায় হইবার হুকুম হইয়াছে তাহা অথবা তাহার যে ভাগ অন্য প্রকারে আদায় বা উসুল না হইয়াছে সেই ভাগের বাবৎ ঐ ব্যক্তি তাহা ফরিয়াদীর উপকারার্থে জামিন বা জামিনসকলস্বরূপ আপন হাতে রাখিবেক। এবং যে টাকা বা টাকাসকল ঐ নিদর্শনপ্রভৃতির দ্বারা ধার্য্য হইল অথবা দেয় হইল সেই টাকা পাইবার সময় উপস্থিত হইলে ঐ ফরিয়াদী আসামীর পরিবর্ত্তে অথবা যে কোন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আসামী নালিশ করিতে পারিত সেই ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ঐ টাকা পাইবার নালিশ করিতে পারে ইতি ৷

৭১ ধারা ৷

যদি কোন সময়ে আদালতের এইমত হৃদ্বোধ হয় যে যে কর্জ্জ অথবা খেসারতের টাকা আসামীর স্থানে উসুল করিতে হইবেক অথবা তাহার যে কিস্তি পূর্ব্বোক্তমতে

দিবার হুকুম হইয়াছে তাহা সেই আসামী পীড়া বা অন্য কোন মাতবর কারণপ্রযুক্ত দিতে ও পরিশোধ করিতে পারে না তবে ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে ঐ মোকদ্দমায় যে কোন ডিক্রী বা হুকুম কি ডিক্রী জারীর হুকুম হইয়াছিল তাহা যত কাল ও যে নিয়মে তাঁহারা উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই নিয়মক্রমে মৌকুফ অথবা স্থগিত করিতে পারেন। এবং সেইরূপে সময়ক্রমে যাবৎ সেই প্রকার প্রমাণের দ্বারা দৃষ্ট না হয় যে আসামীর টাকা দেওনের ঐ কিছু কালের অক্ষমতার যে কারণ ছিল তাহা নিবৃত্ত হইয়াছে তাবৎ হুকুম জারী স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৭২ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে ডিক্রী জারীক্রমে জিনিস ক্রোক হইলে যদি সেই জিনিস নাশ্য না হয় অথবা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার লিখিত দরখাস্ত দাখিল না হয় তবে যে দিবসে ঐ জিনিস ক্রোক হইল তাহার পর পাঁচ দিবস অতীত না হইলে তাহা বিক্রয় হইবেক না ইতি।

৭৩ ধারা।

নীলাম না হওনপর্য্যন্ত যে বেইলিফের দ্বারা তাহা ক্রোক হইল সেই বেইলিফ তাহা কোন উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত করিবেক অথবা যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির বিষয়ে জজ সাহেবেরদের সম্মতি আছে সেই ব্যক্তির জিম্মায় ঐ জিনিস বেইলিফ রাখিবেক ইতি।

৭৪ ধারা।

জজ সাহেবেরা সময়ক্রমে যে২ ব্যক্তি এবং যত ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন সেই২ ব্যক্তিকে এবং তত ব্যক্তিকে জিনিস রাখিবার জন্যে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে যে সকল জিনিসপত্র অথবা সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহা বিক্রয় বা যাচাই করণার্থে তাঁহারদের বেইলিফের যত জনের অথবা অন্য উপযুক্ত যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া দালালী এবং যাচনদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ক্ষতি অথবা অত্যাচার না করিয়া তাহারদের কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থে যত টাকার ও যে প্রকার জামিন লওয়া ঐ জজ সাহেবেরদের উচিত বোধ হয় তত টাকার ও সেই প্রকারে প্রত্যেক জনের স্থানে জামিন লইতে হুকুম দিতে পারেন। এবং এইরূপে নিযুক্ত কোন দালাল কি যাচনদারকে জজ সাহেবেরা তগীর করিতে পারেন ইতি।

৭৫ ধারা।

এই আইনানুসারে যে জিনিস ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক হয় তাহা কেবল উক্তমতে নিযুক্ত দালাল অথবা যাচনদারের দ্বারা ডিক্রী জারীর হুকুম প্রতিপালনার্থে নীলাম হইবেক ইতি।

ছ

৭৬ ধারা।

ঐ যাচাই ও বিক্রয়ের খরচাস্বরূপ বিক্রয়হওয়া জিনিসের উৎপন্নের টাকাপ্রতি এক আনা করিয়া দাওয়া হইবেক ও লওয়া যাইবেক। এবং যেরূপে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর করেন সেইরূপে জজ সাহেবেরা এইরূপে প্রাপ্ত টাকা লইয়া উক্ত দালাল ও যাচনদারেরদের উপরি খরচ এবং মেহনতানার জন্যে ব্যয় করিতে পারেন ইতি।

৭৭ ধারা।

ঐ নীলামের দ্বারা যে সকল টাকা পাওয়া যায় আদালতের ক্লার্ক সাহেব তাহার এক হিসাব রাখিবেন এবং যাহার পক্ষে ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তিকে যত টাকা দেওয়া যায় এবং খরচা বলিয়া যত টাকা আদায় হয় ও হাতে রাখা যায় এবং নীলাম করণের জন্যে দালাল ও যাচনদারেরদিগকে যত টাকা দেওয়া যায় তাহার স্বতন্ত্রং হিসাব রাখিবেন ইতি।

৭৮ ধারা।

যে আসামীর বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে ডিক্রী হয় সেই আসামী যদি তাহা জারী হওনের পূর্ব্বে ঐ আদালতের এলাকার বাহিরে যায় তবে যে জিলা অথবা শহরে ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া যায় তাহার জজ সাহেবকে যদি ফরিয়াদী অথবা তাহার উকীল ঐং বৃত্তান্তজ্ঞাপক এক লিখিত দরখাস্ত দেয় এবং তাহার সঙ্গে আদালতের ডিক্রীর রীতিমত দস্তখৎকরা এক নকল দাখিল করে তবে ঐ জজ সাহেবের আপনার ডিক্রী যেরূপে জারী করিতে আইনে হুকুম আছে সেইরূপে ঐ ডিক্রী জারী করিবেন। কিন্তু যদি আসামী ঐ ডিক্রী জারী না করণের কোন মাতবর কারণ দর্শায় এবং ঐ জিলা বা শহরের জজ সাহেব যত টাকার জামিন উচিত বোধ করেন তত টাকার জামিন এই মজমুনে দেয় যে ঐ ব্যক্তি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবেক নতুবা আপনারদের সাবেক ডিক্রী রহিত করিতে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরদের হুকুমের এক রীতিমত দস্তখৎহওয়া নকল দাখিল করিবেক তবে সেই ডিক্রী জারী হইবেক না ইতি।

৭৯ ধারা।

যদি প্রাপ্ত টাকা এক শত টাকার অধিক না হয় তবে এই আইনের বিধিক্রমের স্থাপিত কোন আদালতে করা কোন ডিক্রী অন্যথা করণার্থে যে কোন "রিট অফ এরর" অথবা "সুপরসিডিয়সের" রিটের দরখাস্ত হয় তৎক্রমে অথবা তাহার দ্বারা কোন ডিক্রী অথবা ডিক্রীজারী স্থগিত বা বিলম্ব কিম্বা অন্যথা করা যাইবেক না। এবং এক শত টাকার অধিক হইলেও যে ব্যক্তি সেই প্রকার রিট অর্থাৎ

পরওয়ানার দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি সাবেক ডিক্রীর দ্বারা যে টাকা দেওনের হুকুম হইয়াছিল তাহার তিনগুণ টাকার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের মঞ্জুরকরা দুই মাতবর জামিন এই মজমুনে না দেয় যে আমি উক্ত রিটক্রমে শেষপর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইব এবং সেই রিটের অনুসারে মোকদ্দমা না হইলে অথবা সাবেক ডিক্রী বহাল হইলে যে কর্জ্জ অথবা খেসারতের টাকা এবং খরচার ডিক্রী হইয়াছিল তাহা পরিশোধ করিব এবং দিব এবং ডিক্রী জারীর বিলম্বের বিষয়ে যে সকল ক্ষতি ও খরচা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা দিব তবে পূর্ব্বোক্ত রিটের দ্বারা কোন ডিক্রীজারী স্থগিত-প্রভৃতি হইবেক না ইতি।

৮০ ধারা।

কোন ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ডিক্রী জারীর ওয়ারণ্ট হইলে আদালতের ক্লার্ক সাহেব যত টাকা ও খরচার ডিক্রী হইয়াছিল তাহা এবং সেই ওয়ারণ্টের খরচা সেই ওয়ারণ্টে লিখিবেন। এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তি যদি দ্রব্য ও সম্পত্তির প্রকৃতপ্রস্তাব নীলাম হওনের পূর্ব্বে পুর্ব্বোক্তমত টাকা ও খরচা অথবা তাহার যে অংশ ঐ টাকাপাওনিয়া ব্যক্তি আপন কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধার্থে লইতে স্বীকার করে তাহা ও যে রসুম দিবার হুকুম এই আইনে আছে তাহা ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে অথবা যে বেইলিফের হাতে ডিক্রী জারীর ওয়ারণ্ট থাকে তাহাকে দেয় অথবা দেওয়ায় কি দিতে প্রস্তাব করে তবে ঐ ডিক্রী জারী নিবৃত্ত হইবেক এবং ঐ ব্যক্তির দ্রব্য ও সম্পত্তি খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি।

৮১ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব সকল সমনের ও সকল হুকুমের ও সকল ডিক্রীর ও ডিক্রী জারীর ও তাহার ওযাপোস ও সকল জরীমানা ও আদালতের অন্য সকল কার্য্যের নিদর্শন সময়ক্রমে আদালতের এক কি ততোধিক বহীর মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লেখাইবেন এবং সেই বহি ঐ আদালতের দফ্তরে রাখা যাইবেক। এবং এক কি ততোধিক জন জজ সাহেব তাহাতে রীতিমত দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ এক কি ততোধিক বহীর মধ্যে যে সকল লিপি থাকে তাহা অথবা আদালতের মোহরকরা তাহার যে এক নকল ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেব যথার্থ নকল বলিয়া সহী ও নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা সকল আদালতে ও স্থানে ঐ প্রকার লিপির প্রমাণ এবং ঐ প্রকার লিপি বা লিপিসকলে যে কার্য্যের বিষয় লেখা আছে সেই কার্য্যের প্রমাণ এবং ঐ কার্য্য দাঁড়ামত হওনের প্রমাণ-স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এবং তাহার বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

৮২ ধারা।

এইমত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব প্রত্যেক বৎসরের মার্চ মাসে আদালতের ফরীয়াদীরদের যে সকল টাকা আদালতে দাখিল করা গিয়াছে এবং তৎপূর্ব্বের জানুআরি মাসের প্রথম দিবসাবধি পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত দাওয়া হয় নাই তাহার এক যথার্থ ফিরিস্তি প্রস্তুত করিবেন এবং যেং ব্যক্তির জন্যে বা নিমিত্তে ঐ টাকা ঐরূপে আদালতে দাখিল করা গিয়াছিল তাহাদের নাম ঐ ফর্দ্দে বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক। এবং ঐ ফর্দ্দের এক নকল আদালতের বৈঠকের সময়ে আদালত ঘরের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক ও থাকিবেক এবং সর্ব্বদা ঐ ক্লার্ক সাহেবের দফ্তরখানায় লট্‌কান থাকিবেক। এবং যে সকল টাকা কোন ফরিয়াদীর বা ফরিয়াদীরদের জন্যে ঐ আদালতে দাখিল করা গিয়া থাকে এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ছয় বৎসরপর্য্যন্ত দাওয়া না হইয়া রহিয়াছে এবং এক্ষণে এইমত কোন আদালতের কমিস্যনর বা কর্ম্মকারকের হাতে আছে কি প্রকারান্তরে ঐ ফরীয়াদীরদের জন্যে ধার্য্য আছে তাহা এবং আর যে সকল টাকা উত্তর কালে কোন ফরিয়াদী বা ফরিয়াদীরদের উপকারার্থে ঐ প্রকার আদালতে দাখিল করা যায় তাহা যদি আদালতে সেইরূপ দাখিল হওনের পর ছয় বৎসরপর্য্যন্ত দাওয়া না হইয়া থাকে তবে তাহা আদালতের জন্যে যে রসুম লওয়া যায় তাহার ন্যায় বোধ হইয়া ব্যয় হইবেক এবং সেই হিসাবে জমা করা যাইবেক। এবং যে টাকা এইরূপে ছয় বৎসরপর্য্যন্ত বিনা দাওয়ায় আদালতে রহিয়াছে তাহার দাওয়া কোন ব্যক্তি করিতে পারিবেক না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ প্রকার টাকার দাওয়া রাখে সেই ব্যক্তি যত কাল নাবালগ ছিল কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রী কি উন্মাদ ছিল কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে ছিল তত কাল ঐ ছয় বৎসরের হিসাব করণেতে গণ্য হইবেক না ইতি।

৮৩ ধারা।

যে ব্যক্তি সময়ক্রমে আদালতের জজ বা ক্লার্ক সাহেব কি কর্ম্মকারক হন যদি কোন ব্যক্তি আদালতের বৈঠকের সময়ে বা তাহাতে উপস্থিত হওনের সময়ে জানিয়া শুনিয়া তাঁহার অপমান করে অথবা জানিয়া শুনিয়া আদালতের কার্য্যের ব্যাঘাত করে কি প্রকারান্তরে আদালতে কুব্যবহার করে তবে ঐ আদালতের কোন বেইলিফ কিম্বা কর্ম্মকারক অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইয়া বা তাহাবিনা জজ সাহেবেরদের হুকুমক্রমে সেই অপরাধিকে গ্রেপ্তার করিতে পারে এবং আদালতের বৈঠকের শেষ না হওনপর্য্যন্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারে। এবং জজ সাহেবেরা উচিত বুঝিলে আপনারদের দস্তখৎকরা এবং আদালতের মোহরকরা এক ওয়ারণ্টের দ্বারা এই আইনক্রমে অপরাধিরদিগকে যে কারাগারে কয়েদ করণের শক্তি আছে সেই কারাগারে ঐ অপরাধিকে সাত দিবসের অনধিক

মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ করিতে পারেন অথবা এইমত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে অপরাধির পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধিকে সাত দিনের অনধিক কালপর্য্যন্ত পুর্ব্বোক্ত কারাগারে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু সাত দিবসের পুর্ব্বে জরীমানার টাকা দেওয়া গেলে সে ব্যক্তি খালাস হইবেক অথবা যদি সেই অপরাধ সুপ্রিম কোর্টে নালিশের যোগ্য হয় তবে এই আইনানুসারে সরাসরী দণ্ড না করিয়া ঐ অপরাধির নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

৮৪ ধারা।

এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের কর্ম্মকারক বা বেইলিফের উপর যদি তাহার নিয়মিত কর্ম্ম করণ সময়ে চড়াউ হয় অথবা ঐ আদালতের হুকুমক্রমে যে ব্যক্তি গ্রেস্তার হইয়াছে কি যে জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহা উদ্ধার করণার্থে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে যে ব্যক্তি এইরূপ অপরাধ করে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক এবং তাহা আদালতের হুকুমক্রমে অথবা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উসুল হইবেক এবং আদালতের বেইলিফ কিম্বা পোলীসের অন্য কোন আমলা (ওয়ারণ্ট পাইয়া বা না পাইয়া) অপরাধি ব্যক্তিকে গ্রেস্তার করিতে এবং তাহাকে আদালতে অথবা মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনিতে পারে ইতি।

৮৫ ধারা।

উক্ত আদালতের যে কোন বেইলিফ ঐ আদালতের কোন ওয়ারণ্ট জারী করণেতে নিযুক্ত হয় সেই বেইলিফ যদি ত্রুটির দ্বারা কি চক্ষু মুদনের দ্বারা কিম্বা কসুরপ্রযুক্ত ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণের সুযোগ হারায় তবে ঐ ত্রুটি বা চক্ষু মুদন বা কসুরের কার্য্য আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইলে তাহার দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তির নালিশক্রমে জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে বোধ হয় তাহা দিতে বেইলিফের প্রতি হুকুম করিতে পারেন। কিন্তু কোন গতিকে যত টাকার বিষয়েঐ জারীর হুকুম হইয়াছিল তাহাহইতে অধিক টাকা হইবেক না এবং ঐ বেইলিফ তাহার বিষয়ে দায়ী হইবেক। এবং তাহার প্রতি সেই ক্ষতির টাকার দাওয়া হইলে যদি সেই টাকা দিতেও পরিশোধ করিতে স্বীকার না করে তবে আদালতের ডিক্রী জারী করণের যে রীতি ও উপায় এই আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই রীতি ও উপায়ক্রমে ঐ টাকা আদায় করা যাইবেক কিন্তু তাহা হইলেও ঐ আসল ওয়ারণ্ট জারী হওনের কোন বাধা হইবেক না ইতি।

৮৬ ধারা।

যদি আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা বেইলিফ কি কোন কর্ম্মকারকের প্রতি এই অভিযোগ হয় যে ঐ আদালতের হুকুমের ছল বা প্রতারণাক্রমে তিনি

জবরদস্তী করিয়া টাকা লইয়াছেন অথবা কোন কুক্রিয়া করিয়াছেন অথবা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কোন টাকা আদায় করিয়া থাকেন তাহা রীতিমতে দেন নাই অথবা তাহার হিসাব দেন নাই তবে জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে সেই বিষয়ের তদারক করিতে পারেন এবং যেরূপে কোন মোকদ্দমার সাক্ষিরদিগকে হাজির করাণ যাইতে পারে সেইরূপে যে সকল ব্যক্তির তন্নিমিত্তে হাজির হইবার আবশ্যক আছে তাহারদিগকে তলব করিতে এবং হাজির করাইতে পারেন এবং যে কোন টাকা জবরদস্তী করিয়া লওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে অথবা যে টাকা সেইরূপে আদায় হইয়াছিল তাহা রীতিমত দেওনের বিষয়ে এবং খেসারতের ও খরচার টাকা দেওনের বিষয়ে যেমত যথার্থ বুঝেন সেইমত হুকুম দিতে পারেন। এবং আরো যদি উপযুক্ত বুঝেন তবে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অনধিক যে জরীমানা তাঁহারা প্রচুর বোধ করেন তাহা ঐ ক্লার্ক সাহেব ও বেইলিফ অথবা কর্ম্মকারকের প্রতি দিতে হুকুম করিতে পারেন। এবং যে টাকা এইরূপে দেওনের হুকুম হয় তাহা যদি না দেওয়া যায় তবে আদালতের ডিক্রী জারী করাওনের যে রীতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে তাহা আদায় করাইবার হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৮৭ ধারা।

এই আইন জারী করণের কার্য্য অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণেতে যে কোন ক্লার্ক সাহেব বা বেইলিফ কি অন্য কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তিনি যদি আপনার নির্দ্দিষ্ট মাহিয়ানাছাড়া এই আইন জারী করণের বিষয়ে এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করা গিয়াছে বা যে কার্য্য করিতে হয় তজ্জন্যে অথবা অন্য কোন কারণে জানিয়া শুনিয়া এবং রেশ্বৎস্বরূপ কোন রসুম বা পুরস্কারের দাওয়া করেন বা লন কি গ্রহণ করেন তাহা আদালতের সম্মুখে প্রমাণ হইলে সেই ব্যক্তির বিষয়ে এই হুকুম হইবেক যে এই আইনক্রমে কোন লাভ বা প্রাপ্তির পদে আর কখন কর্ম্ম পাইতে বা নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এবং ইহার মধ্যে নির্দ্দিষ্টমত খেসারতের বিষয়েও দায়ী হইবেন। কিন্তু ক্লার্ক সাহেবের এই অপরাধ হইলে আদালতের হুকুম শ্রীযুত গবর্নর সাহেব হুজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর না করিলে তাঁহার দণ্ড হইবেক না ইতি।

৮৮ ধারা।

এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের হুকুম জারীক্রমে যে জিনিস কি সম্পত্তি লওয়া যায় তাহার বিষয়ে অথবা সেই জিনিসের উৎপন্ন বা মূল্যের বিষয়ে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ হুকুম বাহির হইয়াছে সে ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা দাওয়া করা যায় তবে আদালতের ক্লার্ক সাহেব ঐ হুকুম জারীর ভারপ্রাপ্ত

কর্ম্মকারকের দরখাস্তক্রমে তাহার নামে নালিশ হওনের পুর্ব্বে বা পরে এক সমন দিতে পারেন এবং ঐ সমনের দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ হুকুম বাহির করিল এবং যে ব্যক্তি সেইরূপ দাওয়া করিল উভয়ের আদালতে তলব হইবেক। এবং তাহা হইলে ঐ দাওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে কোন নালিশ উত্থিত হইয়া থাকে তাহা রহিত হইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টের কোন জজ সাহেবের নিকটে যদি এইরূপ প্রমাণ হয় যে ঐ সমন জারী হইয়াছে এবং সেই জিনিস ও সম্পত্তি জারীক্রমে ক্রোক হইয়াছিল তবে যে ব্যক্তি ঐরূপ নালিশ করিল সেই ব্যক্তিকে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতহইতে ঐ সমন বাহির হওনের পর ঐ নালিশক্রমে যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহার খরচা দিবার হুকুম করিবেন। এবং অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা সেই দাওয়ার বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন এবং সেই দাওয়ার বিষয়ে এবং কার্য্যের খরচার বিষয়ে উভয় বিবাদির মধ্যে যে হুকুম উচিত বুঝেন সেই হুকুম করিবেন এবং ঐ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার কোন হুকুম যেরূপে জারী হয় সেইরূপে এ হুকুম জারী হইবেক ইতি।

৮৯ ধারা।

শহর কলিকাতায় অল্প ভাড়ার জন্যে ক্রোকের নিয়ম করণের বিষয়ি ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যেং ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পাঁচ শত টাকার অনধিক ভাড়ার বাকী আদায় করণার্থে খাটান যাইবেক এবং এই আইনক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে উক্ত আইনের বিস্তারিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং ঐ আইনের মধ্যে "কলিকাতা এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতি" এই কথার পরিবর্ত্তে "ঐ আদালতের এলাকার সীমাসরহদ্দ" পাঠ করা যাইবেক এবং "আদালতের কমিস্যনর" এই কথার পরিবর্ত্তে "এই আইনানুসারের স্থাপিত অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা" এই কথা পাঠ করিতে হইবেক এবং ঐ আইনে যেখানে এক শত টাকা লেখা আছে সেখানে পাঁচ শত টাকা পাঠ হইবেক এবং উক্ত আইনের শেষের লিখিত তফসীলে যে নানা পাঠ আছে তাহা তদনুসারে ফেরফার করা যাইবেক এবং তাহাতে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের পরিবর্ত্তে এই আইন উল্লেখ করিতে হইবেক ইতি।

৯০ ধারা।

উক্ত ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যে বাকী টাকার আফিডেবিট অর্থাৎ সুকৃতিপত্র দিবার হুকুম আছে তাহা প্রত্যেক গতিকে যে ব্যক্তি ঐ বাকী টাকা পাইবার অধিকার রাখে সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার রীতিমত নিযুক্ত মোক্তার করিতে পারে এবং এমত আফিডেবিট হইলে ক্রোকের পরওয়ানা জারী হইতে পারে ইতি।

৯১ ধারা।

যে ঘর কি ভূমির কিম্বা বাটীর বার্ষিক মূল্য কিম্বা ভাড়া পাঁচ শত টাকার অধিক হারের না হয় এমত ঘর কি ভূমি কিম্বা বাটী যদি কোন ব্যক্তি মালিকের অনুমতিবিনা দখল করে কিম্বা বাটী ত্যাগ করিবার আইনমত এত্তেলা দিলে যে পাট্টা অথবা একরার শেষ এবং নিবৃত্ত হয় এইমত পাট্টা কি একরারক্রমে দখল করে তবে সেই ভাড়াটিয়া ব্যক্তি অথবা সেই ভাড়াটিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ বাটীতে না থাকিলে অথবা তাহার কেবল কতক ভাগে থাকিলে যে ব্যক্তি সেই সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই বাটী অথবা তাহার কোন ভাগে থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেই বাটী কি তাহার সেই ভাগ ত্যাগ করিতে এবং তাহার দখল ছাড়িয়া দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটীর মালিক অথবা তাহার গোমাশ্তা ঐ ভাড়াটিয়া কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির নামে আদালতহইতে এই মজমূনে সমন বাহির করিতে পারে যে দখীলকার যে স্বত্বক্রমে ঐ বাটী কিম্বা তাহার এক ভাগ দখল করিবার দাওয়া করে তাহা দর্শায় ইতি।

৯২ ধারা।

যদি তাহাতে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকার ব্যক্তি নিরূপিত সময়ে ও স্থানে হাজির না হয় এবং তাহার বিরুদ্ধ কারণ না দর্শায় এবং তথাপি ঐ বাটী অথবা তাহার যে ভাগ তৎসময়ে তাহার দখলে থাকে সেই ভাগের দখল সেই বাটীর মালিক বা তাহার গোমাশ্তাকে দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটীর মালিক বা তাহার গোমাশ্তা সেই বাটী আপনার সম্পত্তি হওনের প্রমাণ এবং যদ্যপি তাহা ভাড়া দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেই ভাড়ার মিয়াদের শেষ হওন অথবা প্রকারান্তরে নিবৃত্ত হওনের প্রমাণ ও যে সময় ও যে প্রকারে তাহার শেষ হইল তাহার এবং যে স্বত্বের দ্বারা সে ব্যক্তি তাহার দখলের দাওয়া করে সেই স্বত্বের প্রমাণ দিতে পারে ইতি।

৯৩ ধারা।

ঐ সমন উপযুক্তমতে জারী হওনের প্রমাণ এবং বিষয়বিশেষে ভাড়াটিয়া অথবা দখীলকারের ত্রুটি কি অস্বীকারের প্রমাণ হইলে জজ সাহেবেরা আদালতের মোহরকরা এক ওয়ারণ্ট আদালতের কোন বেইলিফকে দিতে পারেন এবং তাহাতে তাহাকে এই হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে ঐ ওয়ারণ্টে লিখিত মিয়াদের মধ্যে অর্থাৎ ঐ ওয়ারণ্টের তারিখের পর সম্পূর্ণ সাত দিবসের কম না হয় ও দশ দিবসের অধিক না হয় ঐ বাটীর দখল ঐ বাটীর মালিক কি তাহার গোমাশ্তাকে দেয়। এবং ঐ ওয়ারণ্টের ক্ষমতাক্রমে ঐ বেইলিফ যত জন আবশ্যক বোধ করে তত জন লইয়া ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং তাহার দখল দেওয়াইতে পারে। কিন্তু

জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ওয়ারণ্টক্রমে রবিবারে অথবা গুডফ্রাইডে কি ক্রিসমিসডে অর্থাৎ বড় দিনে অথবা অন্য যে কোন দিবস ঐ আদালত পর্ব্বের ন্যায় মানেন সেই দিবসে বাটীর মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে না অথবা প্রাতঃকালের ছয় ঘণ্টাবধি অপরাহ্লের ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত সময়ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রবেশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ঐ ওয়ারণ্ট দিয়াছেন সেই ব্যক্তির ওয়ারণ্ট পাওন সময়ে যদি সেই বাটীর দখলের বিষয়ে কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল না তবে সেইরূপ বাটীর মধ্যে প্রবেশ ও তাহা দখল করণের বিষয়ে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকার তাহার নামে যে নালিশ করিতে চাহে সেই নালিশহইতে সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত সমন ভাড়াটিয়া ব্যক্তির উপর জারী হইতে পারে অথবা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকারকে আদলতের এলাকার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে আদালতের অনুমতিক্রমে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে বাটী ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিযাছে সেই ব্যক্তির বাসস্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকে এবং দৃষ্টতঃ তথায় বাস করিতেছে সেই ব্যক্তিকে সমন দিলে তাহা জারী হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বাসস্থান জানা নাই অথবা সেই সমন জারী করণার্থে তাহাতে প্রবেশ হইতে পারে না তবে যে বাটী এইরূপে ত্যাগ করণের অস্বীকার হইয়াছে সেই বাটীর সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে সমন লটকাইলে ঐ সমন জারী হইতে পারে ইতি।

১৫ ধারা।

যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ওয়ারণ্ট দেওযা গিয়াছিল তাহার ঐ বাটীর দখলের বিষযে আইনসিদ্ধ কোন স্বত্ব ছিল না বলিয়া ঐ আদালতের যেং জজ সাহেব অথবা যে ক্লার্ক সাহেবের দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ ওয়ারণ্ট দেওযা গিযাছিল তাঁহারদের বিরুদ্ধে ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের বাবৎ অথবা যে বেইলিফ কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী হইয়াছিল কিম্বা ঐ সমন লট্‌কান গিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে তাহা জারী করণের বাবৎ কি ঐ সমন লট্‌কাওনের বাবৎ কোন মোকদ্দমা বা নালিশ হইতে পারিবেক না ইতি।

১৬ ধারা।

যে ব্যক্তিকে বাটীর মালিকের পূর্ব্বোক্তমত ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করণের সময়ে ঐ বাটীর অথবা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার যে অংশ ত্যাগ করিতে অস্বীকার হইয়াছিল

সেই অংশের দখলের আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল সেই গতিকে ঐ বাটীর মালিক কি তাহার গোমাশ্তা কিম্বা তাহার পক্ষে কর্ম্মকারি অন্য কোন ব্যক্তির এই আইনের ক্ষমতানুসারে দখল পাইবার কার্য্যের রীতির কোন দাঁড়ার বা নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে কেবল ইহা বলিয়া সেই ব্যক্তি "ত্রেসপাস" অর্থাৎ অন্যায়রূপে প্রবেশকারী জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি উচিত বুঝিলে ঐ বেদাঁড়া অথবা অনিয়মের জন্যে নালিশ করিতে পারে এবং তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে কহে তাহা বিশেষরূপে নালিশপত্রে লিখিতে হইবেক এবং ঐ বিশেষ ক্ষতির জন্যে মোকদ্দমার খরচাসমেত সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে বিশেষ ক্ষতির বিষয়ে দাওয়া হয় তাহার যদি প্রমাণ না করা যায় তবে আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইবেক। এবং যদি ঐ ক্ষতির প্রমাণ হয় এবং সেই ক্ষতি দশ টাকার অধিক টাকাতে ধার্য্য না হয় তবে যে জজ সাহেব মোকদ্দমার বিচার করিলেন তিনি যদি আপনার এই মত না লেখেন যে ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ খরচা পাইবার যোগ্য তবে ঐ ফরিয়াদীকে যত ক্ষতির টাকার ডিক্রী হয় তাহাহইতে অধিক খরচা দেওয়ান যাইবেক না ইতি।

৯৭ ধারা।

যে ব্যক্তির নালিশক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই ব্যক্তির যদি দরখাস্ত করণের সময়ে ঐ বাটীর দখলের বিষয়ি কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল না তবে ঐ ওয়ারণ্টের শক্তিক্রমে বাটীর মধ্যে প্রবেশ না হইলেও ঐ ওয়ারণ্ট বাহিরকরা ভাড়াটিয়ার কি দখীলকারের বিরুদ্ধে "ত্রেসপাস" অপরাধ বোধ হইবেক। এবং যদি ঐরূপ কোন ভাড়াটিয়া ব্যক্তি কি দখীলকার বাটীর মূল্য এবং ঐ নালিশের আনুমানিক খরচা বিবেচনা করিয়া জজ সাহেবেরা যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের অনুমতিহওয়া দুই মাতবর জামিন দেয় এবং এই অঙ্গীকার করে যে যে ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট বাহির করিয়াছিল সেই ব্যক্তির নামে আমি প্রকৃতরূপে এবং অবিলম্বে নালিশ করিব এবং আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইলে কিম্বা ফরিয়াদী আপনার নালিশেতে ক্ষান্ত হইলে কি না চালাইলে অথবা ননসুট হইলে আমি সেই কার্য্যের সকল খরচা দিব তবে ঐ "ত্রেসপাস" অপরাধের নালিশে যাবৎ ডিক্রী না হয় তাবৎ ওয়ারণ্ট জারী স্থগিত হইবেক। যদি ঐ "ত্রেসপাস" অপরাধের নালিশের মোকদ্দমার বিচারেতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে সেই নিষ্পত্তির দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট বাতিল হইবেক ইতি।

৯৮ ধারা।

এমত কোন ঘর কি ভূমি কি বাটীর দখল ফিরিয়া পাওয়া গেলেও তাহাতে ঐ ঘরপ্রভৃতির স্বত্বের বিচারার্থে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বাধা

হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ স্বত্বের বিষয়ি মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারে ইতি।

৯৯ ধারা।

কোন মোকদ্দমা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতহইতে খারিজ হওনেতে অথবা ঐ আদালতের কোন ডিক্রী বা ডিক্রী জারী স্থগিত বা বিলম্ব কিম্বা অন্যথা করণেতে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দখলের ওয়ারণ্ট জারী করণেতে কি নূতন মোকদ্দমার বিষয়ের দরখাস্ত করণেতে অথবা কোন ফয়সলা বা ডিক্রী কি ননসূট অন্যথা করণার্থে যে বণ্ড দেওয়া যায় তাহা ঐ নালিশের অন্য পক্ষ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং জজ সাহেবের তাহা মঞ্জুর করণের এবং তাহাতে আদালতের মোহর থাকনের আবশ্যক হইবেক। এবং যদি ঐরূপ লওয়া বণ্ড খেলাফ হয় কিম্বা যে কার্য্য করণার্থে বণ্ড দেওয়া গিয়াছিল সেই কার্য্য যে জজ সাহেবের সম্মুখে হয় সেই জজ সাহেব যদি আদালতের রোয়দাদের মধ্যে ইহা না লেখেন যে ঐ বণ্ডের নিয়ম প্রতিপালন হইয়াছে তবে যে ব্যক্তিকে ঐ বণ্ড দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি কর্জ্জের নালিশ করিয়া বণ্ডের লিখিত টাকা পাইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই শেষোক্ত নালিশ যে আদালতে হয় তাহার জজ সাহেব যে ব্যক্তিরা ঐ বণ্ডক্রমে দায়ী আছে সেই ব্যক্তিরদিগকে যে প্রতিকার তাঁহার বোধে উপযুক্ত হয় সেই প্রতিকার আদালতের বিধানক্রমে দিতে পারেন এবং ঐ বিধানের ঐ বণ্ড বাতিল করণের ন্যায় ফল হইবেক ইতি।

১০০ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল নালিশ ও কার্য্য সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইতে পারিত সেই নালিশেতে যদি অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের কোন কর্ম্মকারক এক পক্ষ হন এবং সেই নালিশে যদি এই আদালতের হুকুম জারীক্রমে লওয়া কোন জিনিস ও সম্পত্তি অথবা তাহার উৎপন্ন বা মূল্যের বিষয়ে দাওয়া না হয় তবে এই আইন না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে নালিশকারি ব্যক্তি চাহিলে তাহা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করিতে পারে এবং তাহার নিষ্পত্তি তথায় হইতে পারে ইতি।

১০১ ধারা।

যেং কারণ পূর্ব্বোক্ত ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাছাড়া অন্য যে কোন কারণে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতহইতে সমন বাহির করা যাইতে পারিত সেই কারণে যদি এই আইন জারী হওনের পর সুপ্রিম কোর্টে কোন নালিশ আরম্ভ হয় এবং বন্দোবস্তমূলক মোকদ্দমা হইলে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাঁচ শত টাকার ন্যূনে ডিক্রী হয় অথবা হানিমূলক নালিশ হইলে যদি এক শত টাকার কমের ডিক্রী

হয় তবে ফরিয়াদীর কেবল তত টাকা ফিরিয়া পাইবার ডিক্রী হইবেক এবং কোন খরচা দেওয়া যাইবেক না। এবং যদি ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী না হয় তবে উকীল ও মওক্কেলের মধ্যে যেরূপ খরচার নিয়ম হইয়া থাকে সেইরূপে আসামী আপনার খরচা পাইতে পারে। কিন্তু উভয় গতিকে মোকদ্দমার বিচারকারি জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোয়দাদের পৃষ্ঠে ইহা লেখেন যে ঐ মোকদ্দমার কাঠিন্য কি নব্যতা কিম্বা সাধারণ গুরুত্বপ্রযুক্ত অথবা ঐ অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন ভ্রমযুক্ত রীতি হওনপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে উপরের উক্ত বিধি খাটিবেক না ইতি।

১০২ ধারা।

এই আইনের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব বা বেইলিফ কি কর্ম্মকারকের উক্ত আদালতের হুকুমের ছলে বা বাহানায় কোন অত্যাচার করণের বিষয়ে তাঁহার নামে যদি কোন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করে এবং সেই মোকদ্দমার বিচারে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাঁচ শত টাকাহইতে অধিক টাকার ডিক্রী না হয় তবে জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোয়দাদের পৃষ্ঠে আদালতে ইহা না লেখেন যে ঐ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে সেই নালিশে ফরিয়াদীর পক্ষে কোন খরচার ডিক্রী হইবেক না ইতি।

১০৩ ধারা।

যে সকল দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা এই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় বা নির্দ্দিষ্ট হওনের হুকুম আছে এবং তাহা আদায় করণের ও ব্যয় করণের বিষয়ে এই আইনের মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম না থাকে সেইং দণ্ডপ্রভৃতির বিষয়ে অপরাধি ব্যক্তি যে স্থানে বাসকরে বা থাকে অথবা যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছিল সেই স্থানে যে জুষ্টিস অফ দি পীস অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা আছে তাঁহার সম্মুখে অপরাধি ব্যক্তির কবুলক্রমে অথবা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ বা প্রতিজ্ঞাক্রমে প্রমাণ হইলে সেইং দণ্ডপ্রভৃতি এবং সমনের ও অপরাধ নির্দ্ধার্য্য করণের খরচা ঐ জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দস্তখৎকরা ওয়ারণ্টক্রমে অপরাধি ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইবেক এবং ঐ দণ্ড বা গুনাহগারী কি জরীমানা এবং ক্রোক ও নীলামের খরচা বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ঐ জিনিস ও সম্পত্তির মালিকের দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

১০৪ ধারা।

যদি অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেইরূপে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী এবং জরীমানা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে ক্রোকী পরওয়ানার যাবৎ সুগমমত ওয়াপোস

হইতে না পারে তাবৎ ঐ জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষীকৃত অপরাধিকে আটক করিয়া রাখিতে হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু ক্রোকী পরওয়ানা ওয়াপোস করণের যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে হাজির হইতে যদি ঐ অপরাধী জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে প্রচুর জামিন দেয় তবে সেই ব্যক্তি আটক হইবেক না ঐ দিবস জামিন লওনঅবধি আট দিবসের অধিক হইবেক না এবং ঐ জামিন জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব মুচলকার দ্বারা বা প্রকারান্তরে যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে লইতে পারেন ইতি।

১০৫ ধারা।

সেই পরওয়ানা ওয়াপোস হইলে যদি দৃষ্ট হয় যে তাহার দ্বারা প্রচুরমতে ক্রোক হইতে পারে না অথবা যদি অপরাধির কবুলের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত হৃদ্বোধ হয় যে ঐ জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে যাহাতে ঐ দণ্ড ও গুনাহগারী ও খরচ ও খরচার টাকা দেওয়া যাইতে পারে এইমত সেই ব্যক্তির প্রচুর জিনিস ও সম্পত্তি নাই তবে জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন বিবেচনাক্রমে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির না করিয়া তিন কালেণ্ডর মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত অপরাধিকে জেলখানায় কি হরিণবাড়িতে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা ও তাহা আদায় করণের সকল ওয়াজিবী খরচা তিন মাসের পূর্ব্বে দেওয়া যায় ও পরিশোধ হয় তবে সেই ব্যক্তি কয়েদহইতে মুক্ত হইবেক ইতি।

১০৬ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা দেওয়া গেলে এবং আদায় হইলে যদি এই আইনের মধ্যে তাহা প্রকারান্তরে ব্যয় করণের কোন হুকুম না থাকে তবে তাহা সময়ক্রমে ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে দেওয়া যাইবেক এবং ঐ আদালতের রুসুম যেরূপে ব্যয় হয় সেইরূপে ব্যয় হইবেক ইতি।

১০৭ ধারা।

যে সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা কোন দণ্ড কি জরীমানা জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদায় হওনের যোগ্য হয় সেই সকল গতিকে তিনি নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে তলব করিতে পারেন এবং ঐ তলবক্রমে ঐ নালিশ শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং তাঁহার নিকটে সেই বিষয়ে কোন লিখিত এজহার না হইলেও অপরাধের প্রমাণ পাইলে অপরাধিকে দোষী করিতে পারেন এবং তাহার দণ্ড কিম্বা জরীমানা দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং তাহা আদায় করিতে পারেন এবং তাঁহার সম্মুখে লিখিত এজহার হইলে যেরূপ হইত

ট

সেইরূপে লিখিত এজহারবিনা সমনক্রমে যে সকল কার্য্য হয় তাহা সর্ব্বোতোভাবে সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক ইতি।

১০৮ ধারা।

এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ হইলে এবং দোষ সাব্যস্ত হইলে অপরাধ সাব্যস্তের পাঠ পশ্চাৎ লিখিত পাঠ বা তাহার মজমুনে লেখা যাইতে পারে।

"সকল লোককে জানান যাইতেছে যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ আমার সম্মুখে (অথবা ১৮৫০ সালের ৯ আইনানুসারে নিযুক্ত জজ সাহেবের সম্মুখে) অমুক (এই স্থানে অপরাধ লিখিতে হইবেক) অপরাধের বিষয়ে দোষী হইল। এবং আমি অথবা আমরা মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জজ সেই ব্যক্তির এত টাকা জরীমানা দিতে অথবা অমুক স্থানে এত কালের জন্যে কয়েদ থাকিতে হুকুম করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত বৎসর ও মাস ও দিবসে আমারদের দস্তখৎকরা ও মোহরকরা এই হুকুম হইল ইতি।"

১০৯ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়ে যে কোন হুকুম বা ফয়সলা কি ডিক্রী বা অন্য কার্য্য হয় তাহা দাঁড়ার ব্যতিক্রমপ্রযুক্ত অন্যথা অথবা রহিত হইবেক না ইতি।

১১০ ধারা।

যখন এই আইনের শক্তিক্রমে কোন টাকার জন্যে ক্রোক হয় তখন এজহার কি সমন কিম্বা দোষ সাব্যস্ত করণ বা ক্রোকী পরওয়ানা কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইযাছে বা দাঁড়ার অভাব আছে বলিয়া ঐ ক্রোক বেআইনী বোধ হইবেক না এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি "ত্রেসপাসের" অপরাধী জ্ঞান হইবেক না। এবং ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি যদি তৎপরে কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম করে তবে তন্নিমিত্তে সেই ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি আদৌ "ত্রেসপাসের" অপরাধী জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু ঐ বেদাঁড়ার দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় সেই ব্যক্তি ঐ বিষয়-সম্পর্কীয় নালিশক্রমে বিশেষ ক্ষতির জন্যে সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে ইতি।

১১১ ধারা।

এই আইনানুসারে করা কোন কার্য্যের বাবৎ যে কোন মোকদ্দমা এবং নালিশ কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে হয় তাহা ঐ কর্ম্ম হওনের পর তিন কালেণ্ডর মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তৎপরে হইবেক না। এবং মোকদ্দমার

এবং তাহার কারণের এক লিখিত এত্তেলা নালিশ আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে অন্যূন এক কালেণ্ডর মাসের পূর্ব্বে ঐ আসামীকে দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ আরম্ভ হওনের পর যদি আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে খরচাসমেত উপযুক্তসংখ্যক টাকা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদী ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় কিছু টাকা পাইতে পারিবেক না ইতি।

রসুমের তফসীল।

যাহার অধিক নহে	প্রত্যেক তলবচিঠী কি সফীনা	ওয়ারণ্ট
১০ টাকা	৵	৶
২০	।০	।০
৫০	॥০	॥০
১০০	১	১
২০০	১।০	২
৩০০	১॥০	৩
৪০০	১৸০	৪
৫০০	২	৫

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল*১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

এডেন বন্দর নিষ্কর বন্দর নির্দ্ধার্য্য করিবার আইন।

যেহেতুক আরব দেশের এডেন বন্দরে সর্ব্ব দেশের জাহাজের গমনাগমনের উৎসাহ দিলে ভারতবর্ষের পশ্চিম তট এবং সুপ সমুদ্র ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের মধ্যে যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বৃদ্ধি হইবেক অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দ্ধার্য্য ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

আরব দেশস্থ এডেন বন্দর ও বসতি নিষ্কর বন্দর ও বসতি হইবেক এবং উক্ত বন্দর ও বসতিতে যে জাহাজাদি গমনাগমন করে অথবা সমুদ্রপথে বা স্থলপথে আইনমতে যে কোন জিনিস তাহাতে আমদানী বা তাহাহইতে রপ্তানী হয় তাহার উপর সেই স্থানে কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

২ ধারা।

উক্ত এডেন বন্দর ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের বিধির মধ্যে গণ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নের্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪১ সালের ১০ আইন শুধরিবার আইন।

১৮৪১ সালের ১০ আইন সংশোধনার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪১ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এতদ্দেশীয় যে রাজার বা রাজ্যের অধীনতাস্বরূপ সম্বন্ধ আছে অথবা সহকারিতার সন্ধি থাকে সেই রাজার অধিকারে বা সেই রাজ্যের মধ্যে নির্ম্মিত কোন প্রকার জাহাজের প্রতি কোনং গতিকে ব্রিটনীয় জাহাজের ক্ষমতা ও উপকার দেওনার্থে ঐ আইনের ২৪ ধারাক্রমে যে পাস অর্থাৎ পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে এই আইন জারী হওনের পর সেইপ্রকার গতিকে এবং সেইপ্রকার নিষেধের অধীনে উক্ত প্রকার এতদ্দেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যের কি তাঁহারদের প্রজারদের কোন জাহাজ যে কোন স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহার বিষয়ে দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ব্রিটনীয় প্রজারদের যে সকল জাহাজ ১৮৪১ সালের ১০ আইনের দ্বারা রেজিষ্টরী হইতে পারে অথবা এদেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যের কিম্বা তাঁহারদের প্রজারদের যে সকল জাহাজ এই আইনের দ্বারা সংশোধিত ১৮৪১ সালের ১০ আইনমতে পাস অর্থাৎ পরওয়ানা পাইতে পারে সেই সকল জাহাজ কেবল সমুদ্র তীরস্থ বন্দরেং অথবা ভারতবর্ষের মহাদ্বীপের কোন বন্দর ও সিংহল দ্বীপের কোন বন্দরের মধ্যে গমনাগমন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহা যত বোঝাইধারী হউক কিম্বা যত মাস্তুলপ্রভৃতিতে সাজান থাকুক তাহা প্রত্যেক রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নের্ সাহেব কিম্বা হজুর

কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব সময়েং যে বিধান করেন সেই বিধানমতে রেজি-ষ্টরী হইতে পারে ও পাস অর্থাৎ পরওয়ানা পাইতে পারে ও তাহার বোঝাই নির্ণয় হইতে পারে ইতি।

৪ ধারা।

সমুদ্রের তীরস্থ গমনশীল যেং জাহাজ এই আইনের ৩ ধারানুসারে রেজিষ্টরী করা যায় তাহার মালিকেরা রেজিষ্টরীর প্রত্যেক সর্টিফিকটের নিমিত্তে নীচের লিখিতমত রসুম দিবেন।

চারি টনের অনধিক বোঝাইধারি জাহাজের নিমিত্তে এক টাকা।

চারি টনের অধিক বিশ টনের অনধিক। পাঁচ টাকা।

বিশ টনের অধিক ও আশী টনের অনধিক। সাত টাকা।

আশী টনের অধিক হইলে টনপ্রতি দুই আনা।

এবং ঐ রসুম যে রাজধানীতে আদায় হয় সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই আইন ১৮৪১ সালের ১০ আইনের অন্তর্গত ও তাহার অংশস্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

John C Marshman, *Bengalee Translator*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সরকারী হিসাবীর ত্রুটিপ্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের আইন।

সরকারী হিসাবীরদের ত্রুটিপ্রযুক্ত ক্ষতি পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

প্রত্যেক সরকারী হিসাবী আপনার পদের বিশ্বাসি কার্য্য যথার্থরূপে নির্ব্বাহ করণার্থে এবং আপন পদের উপলক্ষে যে সকল টাকা তাঁহার দখলে বা অধীনে আইসে তাহার উপযুক্ত হিসাব দেওনার্থে জামিন দিবেন ইতি।

২ ধারা।

যদি কোন সরকারী হিসাবীর পদের সম্পর্কে কোন বিশেষ আইন না থাকে তবে যাঁহার দ্বারা প্রত্যেক সরকারী হিসাবী আপন পদে নিযুক্ত হন তিনি সময়ক্রমে যে কোন বিধি করিয়াছেন বা উত্তর কালে করেন সেই বিধির অনুসারে যত টাকার ও যে প্রকার স্থাবর অথবা অস্থাবর কি উভয় প্রকারের জামিন নির্দ্দিষ্ট হয় এবং ঐ পদের ভার দৃষ্টে যেং ব্যক্তিকে জামিন দিবার হুকুম হয় সেইং জামিন ঐ সরকারী হিসাবী দিবেন। কিন্তু তাহার বিষয়ে ঐ রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতির আবশ্যক হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে কেহ কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে কোন পদে নিযুক্ত হওনপ্রযুক্ত কোন টাকা বা টাকার নিদর্শন পত্র লইবার বা আপনার জিম্মায় কিম্বা অধীনে রাখিবার ভারপ্রাপ্ত হন অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন ভূমির সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত হন অথবা সরকারী আমৈনি কি টুক্তি কিম্বা সরবরাহকার বা অন্য কোন প্রকার সরকারী

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

কর্ম্মকারকস্বরূপ অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের টাকা অথবা টাকার নিদর্শন পত্র লইবার বা আপন জিম্মায় বা অধীনে রাখিবার কি কোন ভূমির সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত হন সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী হিসাবী গণ্য হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে সিরিশ্‌তায় কোন সরকারী হিসাবী থাকেন সেই সিরিশ্‌তার অধ্যক্ষ কি অধ্যক্ষেরা ঐ সরকারী হিসাবীর হিসাবে কোন ক্ষতি বা তছরুফ হইলে তাঁহার এবং তাঁহার জামিনেরদের নামে সরকারী ভূমির রাজস্বের বাকী হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

ভূমির সরকারী রাজস্বের বাকী আদায়ের জন্যে এবং সেইরূপ কোন বাকীর বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়াচরণ হইয়াছে সেই ব্যক্তির খেসারতের টাকা পাইবার জন্যে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা উত্তর কালে হয় সেই২ আইন এই প্রকার মোকদ্দমায় খাটাইবার নিমিত্তে কার্য্যের রীতির বিষয়ে যেং মতান্তর করা আবশ্যক হয় সেই২ মতান্তর করিয়া এইরূপে সরকারী হিসাবীর প্রতিকূলে করা কার্য্যে এবং তাঁহার দ্বারা করা কার্য্যে খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে এই আইনের অর্থের মধ্যে গণ্য কোন সরকারী হিসাবীরদের জামিনীনামার মতাচরণ করণার্থে যে সকল মহাল সরাসরী-মতে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে বিক্রয় হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ তাহা উত্তম ও মাতবর জ্ঞান হইবেক এবং তাহা পুনর্ব্বিচার এবং অন্যথা হওনের যোগ্য হইবেক এবং তদপেক্ষা অধিক বা প্রকারান্তরে মাতবরপ্রভৃতি হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850. Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড দেওনের আইন।

বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তাঁহার ঐ পদের উপলক্ষে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি টাকার মূল্যবান নিদর্শন পত্র লইবার কি আপন জিম্মায় বা অধীনে রাখিবার ভার অর্পণ হয় সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করেন অথবা তাঁহার প্রতি অর্পিত বিশ্বাসি কর্ম্মানুসারে সেই সম্পত্তিপ্রভৃতি যে অভিপ্রায়ে ব্যবহার করিতে হয় তাহাছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাহা বা তাহার কোন অংশ কোন প্রকারে প্রতারণাক্রমে ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করেন সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছেন বোধ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে সকল ব্যক্তি আপন২ পদ কি কর্ম্মের উপলক্ষে পদসম্পর্কীয় টুষ্টি এবং আসৈনি এবং টাকা গ্রহণকারী আছেন তাঁহারা এবং যে সকল জুষ্টিস অফ দি পীস ও করনর এবং অন্যান্য যে২ ব্যক্তি আপন পদ অথবা কর্ম্মের উপলক্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে কোন জরীমানা বা গুনাহগারী কি দণ্ডের টাকা বা অন্য টাকা প্রাপ্ত হন তাঁহারা এবং সকল সরিফ ও ছোট সরিফ ও বেইলিফ ও কর্ম্মকারক এবং অন্য যে ব্যক্তি আদালতের ডিক্রী বা হুকুম জারীক্রমে টাকা আদায় করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হন কিম্বা কোন রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের কি শ্রীযুত গবরনর সাহেবের হুজুর কৌন্সেলের কোন নিয়মক্রমে অথবা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের কোন আইনক্রমে যে কোন কর বা অন্য প্রকার টাকা আদায় করণের হুকুম আছে তাহা আদায় করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারা এবং পূর্ব্বের লিখিত কোন ব্যক্তিরদের দস্তুরে কি

চাকরীতে যে সকল তাবেদার আমলা ও চাকর নিযুক্ত থাকেন এবং সেই কার্য্যক্রমে তাঁহারদের জিম্মায় টাকা রাখা যায় তাঁহারা এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান হইবেন এমত নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অথবা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার ব্যক্তি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করণেতে এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত অন্য প্রকার ব্যক্তিরা এই আইনের বহির্ভূত আছেন ইতি।

৩ ধারা।

ভারতবর্ষে ফৌজদারী বিচার উত্তম করণার্থ আইন এই নামবিশিষ্ট যে আক্ট পার্লিমেণ্ট মৃত চতুর্থ জর্জ বাদশাহের অধিকারের নবম বৎসরে হইয়াছিল তাহার ৯৯। ১০০। ১০১। ১০২। ১০৩। ১০৪ প্রকরণ রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম করা গিয়াছিল বা যে সকল কর্ম্ম করণে ক্ষান্ত হওয়া গিয়াছিল তৎসম্পর্কে ঐ আক্ট পার্লিমেণ্ট রহিত হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

যে প্রত্যেক কেরাণি কিম্বা চাকর আপনার মনিবের কি তাঁহার দখলে কিম্বা ক্ষমতার অধীনে থাকা কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র চুরী করে সেই ব্যক্তি এই আইনানুসারে ফেলোনিরূপে চুরী করণের দোষ যাহারদের বিষয়ে সাব্যস্ত হইয়াছে তাহারদের তুল্য দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে কোন কেরাণি কি চাকর অথবা যে কোন ব্যক্তি কেরাণি অথবা চাকরের ন্যায় কি পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ কর্ম্মে থাকনপ্রযুক্ত আপনার মনিবের নামে কিম্বা তাঁহার জন্যে কোন সম্পত্তি কি টাকা কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র গ্রহণ করে বা আপন দখলে লয় সেই ব্যক্তি যদি প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক তাহা কি তাহার কোন অংশ তছরুফ করে তবে সেই ব্যক্তি আপনার মনিবের স্থানে তাহা ফেলোনিপূর্ব্বক চুরী করিয়াছে জ্ঞান হইবেক এবং সেই সম্পত্তি বা টাকা কি নিদর্শন পত্র ঐ কেরাণি বা চাকর বা সেইরূপে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তির প্রকৃতপ্রস্তাব দখলে থাকন বিনা অন্য কোন প্রকারে তাহা তাহার মনিবের দখলে না আইলেও সেই কেরাণিপ্রভৃতি সেইরূপ অপরাধী হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

বাণিজ্যের চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ অথবা কুঠীর প্রত্যেক অংশী ও কর্ম্মকারক ও প্রত্যেক বণিক ও সওদাগর ও গোমাশ্তা ও দালাল ও মোখ্তার বা অন্য প্রকার

এজেন্ট সেই ব্যক্তি সামান্যতঃ এজেন্টী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে কি কেবল ঐ বিশেষ কর্ম্মের এজেন্টস্বরূপ নিযুক্ত হইলে এবং সেই ব্যক্তি বেতন বিনা বা প্রকারান্তরে ঐ কর্ম্ম করিলে সেই ব্যক্তি বা এজেন্টের প্রতি নির্ব্বিঘ্নে থাকন বা অন্য কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত যে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র অর্পণ হয় তাহা বিক্রয় করিতে কি বিক্রয় করিবার উদ্যোগ করিতে বা বন্ধক দিতে কিম্বা ব্যয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেলে বা না দেওয়া গেলে কিন্তু সেই টাকা বা সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র বা তাহার কোন অংশ কি তাহার উৎপন্ন বা উৎপন্নের কোন অংশ কোন বিশেষ অভিপ্রায়মাত্রে ব্যবহার করণের হুকুম থাকিলে সেই ব্যক্তি যদি ঐ টাকাপ্রভৃতি বা তাহার উৎপন্নের কোন অংশ যে অভিপ্রায়ে তাহার জিম্মা করা গিয়াছিল তদ্ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক ব্যয় বা ব্যবহার কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে জ্ঞান হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এইমত বাণিজ্যের চার্টরপ্রাপ্ত কোন সমাজ অথবা কুঠী কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন বণিক কি সওদাগর বা মোখ্তার কিম্বা দালাল বা অন্য এজেন্টের নায়েব গোমাশ্তা বা মুহুরীর কি চাকর যে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বা কুঠীর বা ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের চাকরীতে নিযুক্ত আছেন সেই চার্টরপ্রাপ্ত সমাজপ্রভৃতির প্রতি যে অভিপ্রায়ে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র অর্পণ হইয়াছিল ইহা জানিয়া যদি সেই নায়েব গোমাশ্তাপ্রভৃতি যে অভিপ্রায়ে তাহা আপনার মনিব বা মনিবেরদের নিকটে অর্পণ হইয়াছিল তাহাছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাহা প্রতারণাক্রমে ব্যয় বা ব্যবহার কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং সেই ব্যক্তি যদ্যপিও স্বয়ং ঐ সম্পত্তিপ্রভৃতির মালিকের দ্বারা তাহা ব্যবহার করণ কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া থাকে তথাপি সেই প্রকার অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের জন্যে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র বিশ্বাসপূর্ব্বক দখল করিতেছে অথবা তাহা লইবার বা আপন জিম্মায় বা আপনার অধীনে রাখণের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করে কিম্বা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কোন প্রকারে প্রতারণাক্রমে আপনার নিজ ব্যবহার বা উপকারের জন্যে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে বোধ হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তির এই আইনানুসারে কোন সম্পত্তি কি টাকা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র ফেলোনিমতে চুরীকরণের দোষ সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে প্রেরিত হইবার দণ্ডের যোগ্য হইবেক অথবা সাত্ত বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রম বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

যে কোন দলীলের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন দেশ বা রাজ্যের সরকারী মূল ধন বা টাকার কিম্বা কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ কি কুঠীর মূল ধনের কোন অংশ বা লাভের অধিকারী হন অথবা তাহার অধিকারিত্ব দৃষ্ট হয় ঐ দলীল কি ঐ প্রকার কোন অংশ বা কোন লাভ হস্তান্তর করণের দলীল কিম্বা ঐরূপ কোন অংশের কোন ডিবিডেণ্ড অথবা সুদ পাইবার দলীল কি যে দলীলের দ্বারা কোন ব্যাঙ্কে আমানৎকরা টাকার অধিকার হয় কি অধিকার দৃষ্ট হয় তাহা এবং কোন নিশ্চিত বা সম্ভাবিত ঘটনার উপলক্ষে কোন টাকা দেওনের ওয়ারণ্ট অথবা হুকুম কি দলীল কিম্বা সেই ঘটনার উপলক্ষে কোন জিনিস বা মাল দাখিল করণের অথবা লইবার ওয়ারণ্টপ্রভৃতি এই আইনের অর্থের মধ্যে মূল্যবান নিদর্শন পত্র বোধ হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি অপরাধী হয় সেই ব্যক্তি ছয় কালেণ্ডর মাসের মধ্যে যত বিশেষ২ তছরুফ করিয়াছে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে প্রতারণাক্রমে যতবার কোন সম্পত্তি ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে সেই নানা অপরাধের বিষয়ে তাহার নামে একি নালিশ হইতে পারে অর্থাৎ প্রথম অপরাধ করণঅবধি শেষ অপরাধ করণপর্য্যন্ত যদি ছয় কালেণ্ডর মাস হইল তবে একি নালিশ হইতে পারে। এবং ঐরূপ কোন ট্রুষ্টি অথবা সরকারী কর্ম্মকারকের হিসাবে কোন ভারি কমতির প্রমাণ হইলে যাবৎ তাহা উপযুক্তমতে বুঝান না যায় তাবৎ সেই কমতির প্রমাণ এই অপরাধের প্রমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

যদি ঐ অপরাধ কোন টাকা কিম্বা কোন ব্যাঙ্ক নোট কি ব্যাঙ্ক পোষ্ট বিল কি বণিকের চ্যাক কি হুণ্ডী বা প্রোমিসরি নোট কিম্বা কোম্পানির কাগজ বা সেইরূপে টাকা দেওনের অন্য কোন নিদর্শন পত্রের সম্পর্কীয় হয় তবে নালিশপত্রে কোন বিশেষ প্রকার মুদ্রা অথবা বিশেষ মূল্যবান নিদর্শনপত্র বর্ণনা না করিয়া টাকা তছরুফ করণ অথবা প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার বা ব্যয় করণ কিম্বা হস্তান্তর করণের অপরাধ

তাহাতে লিখিত হইলে প্রচুর হইবেক। এবং যদি অপরাধির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি কোন সংখ্যার টাকা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র তছরুফ করিয়াছে অথবা প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে যে বিশেষ প্রকার মুদ্রা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র তছরুফপ্রভৃতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ না হইলেও ঐ সম্পত্তির প্রকারের বিষয়ে ঐ নালিশ সিদ্ধ হইয়াছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন অপরাধির বিরুদ্ধে নালিশ হইলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি তছরুফ হইয়াছে অথবা প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যয় কি হস্তান্তর হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে পশ্চাৎ লিখিত মতব্যতিরেকে অন্য কোন মতে বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না অথবা এই আইনের বিধির অনুসারে তাহার সাধারণ বিবরণের অতিরিক্ত আর কোন প্রকারে তাহার বিশেষ বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না। এবং যে অপরাধ হয় তাহা যদি বাদশাহের বা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ পদক্রমে তাহার প্রতি অর্পণহওয়া কোন সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করণ বা প্রতারণাক্রমে ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ হয় তবে আসামী ঐ চাকরীতে নিযুক্ত ছিল এবং আপনার ঐ পদোপলক্ষে সেই সম্পত্তি পাইল এবং বিষয়বিশেষে তাহা বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করিল কিম্বা প্রতারণাপূর্ব্বক তাহা ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করিল ইহা নালিশপত্রে লিখিলে প্রচুর হইবেক। এবং যদি এই নালিশ হয় যে সরকারী কর্ম্মকারক-ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্তমতে সম্পত্তি অর্পণ হইল এবং সেই ব্যক্তি প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে সেই সম্পত্তির সাধারণ বর্ণনা করিয়া সেই সম্পত্তি সেই ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক অর্পণ হইয়াছিল ইহা নালিশপত্রে লিখিলে প্রচুর হইবেক। সেই বিশ্বাসি কর্ম্মের অভিপ্রায় অতিসংক্ষেপে লিখিলে এবং সেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক প্রতারণাক্রমে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে ইহা লিখিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কোন সম্পত্তির অথবা কোন ব্যক্তির বা কোন পদ কি কর্ম্ম বা কার্য্যের বর্ণনার বিষয়ে বা বিশ্বাসি কর্ম্মের অভিপ্রায়ের বিষয়ে বা প্রকারান্তরের বিষয়ে যদি নালিশ-পত্রের বৃত্তান্ত এবং প্রমাণের বৃত্তান্তের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য হয় তবে এই আইনানু-সারে অপরাধি ব্যক্তির যে আদালতে বিচার হয় সেই আদালত যদি এমত বোধ করেন যে নালিশগ্রস্ত ব্যক্তির ঐ অনির্দ্দিষ্ট কিম্বা অশুদ্ধ এজহারের দ্বারা আপনার জওয়াব দেওনের বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে নাই তবে ঐ আদালত সেই নালিশপত্র সংশোধন করিতে পারেন ইতি।

১৫ ধারা।

এই আইনক্রমে প্রত্যেক অপরাধী যে স্থানে কয়েদ আছে বা যে স্থানে অপরাধ করিল সেই স্থানের যে আদালতে ঐ অপরাধ বিচার্য্য সেই আদালতে তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

১৬ ধারা।

এই আইনক্রমে কোন অপরাধি ব্যক্তির দণ্ড হইলে তাহার কুক্রিয়া বা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বা কোম্পানি বাহাদুরের বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূর্ণ করণের বিষয়ে তাহার উপর কিম্বা তাহার জামিনেরদের উপর যে ঝুঁকী আছে তাহা লোপ হইবেক না বা তাহার কিছু কমান যাইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

এই প্রকারে যে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে এই আইনানুসারে ফেলোনিক্রমে বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্ম করণের অভিযোগ হয় সেই ব্যক্তির বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিত বিষয় বা টাকা বা সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র নিতান্ত তছরুফ করণ বা প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ সাব্যস্ত না হইলে ও যদি তাহার বিরুদ্ধে এই প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি যে টাকা পাইল অথবা ব্যয় করিল কি তাহার প্রতি যে টাকা বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিত হইয়াছিল তাহার কিম্বা তাহার নিকটে অর্পিত বা তাহার অধীনে থাকা জিনিস বা টাকার বাকীর মিথ্যা কৈফিয়ৎ অথবা হিসাব জানিয়া শুনিয়া দিয়াছে অথবা দাখিল করিয়াছে তবে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনাক্রমে জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই জরীমানার অতিরিক্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রমবিনা এক বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে ফেলোনিপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে আদালতে দোষী হয় সেই ব্যক্তির ঐ বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মিথ্যা হিসাব দেওনের বিষয়ে দণ্ড হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850: —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এবং ১১ ধারার কার্য্য বিস্তার করণের আইন।

যেহেতুক যথার্থ বিচার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে করিবার নিমিত্তে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধান বিস্তার করা এবং মুনসেফেরদের আদালতে উপস্থিত-হওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ বিধান খাটান বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত-মতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এবং ১১ ধারা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি মুনসেফেরদের আদালতে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমার বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২ ধারা।

আদালত আপনার রোয়দাদে যেং বিষয় সাব্যস্ত করণের হুকুম লেখেন সেইং বিষয়ের কিম্বা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারানুসারে যেং বিষয়ের প্রমাণের আবশ্যক আছে সেইং বিষয়ের প্রতি ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিধান খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

চোরা সম্পত্তির মূল্য ফিরিয়া দেওনের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক সম্পত্তির বিষয়ে যেং ব্যক্তির কোনং অপরাধ সাব্যস্ত হয় সেইং ব্যক্তির যে দণ্ড এক্ষণে নিরূপণ আছে তাহার অতিরিক্ত সেইং ব্যক্তির জরীমানার দণ্ড করিতে এবং ঐ অপরাধের দ্বারা যাহারদের ক্ষতি হইয়াছে তাহারদের উপকারার্থে ঐ জরীমানা ব্যয় করিতে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে নানা ফৌজদারী আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

ডাকাইতী বা চুরী বা তছরুফ অথবা জানিয়া শুনিয়া চোরা জিনিস গ্রহণ করণ কি ঠগান বা সম্পত্তি অন্যায়রূপে আপনার জন্যে ব্যবহার করণ অথবা এইমত কোন অপরাধের সাহায্য করণ কি জ্ঞাত হওনের অপরাধ যেং ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় সেইং ব্যক্তিকে উক্ত রাজ্যের মধ্যে সকল ফৌজদারী আদালত যে দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তাহার অতিরিক্ত জরীমানার দণ্ড করিতে পারেন। কিন্তু ঐ অপরাধের দ্বারা নানা ব্যক্তির যে ক্ষতি হইয়াছিল দৃষ্ট হয় সেই ক্ষতির অতিরিক্ত জরীমানা হইবেক না এবং ঐং আদালত উক্ত জরীমানায় যাহা পাওয়া যায় তাহা অথবা তাহার কোন অংশ আপনং বিবেচনাক্রমে উক্ত নানা ব্যক্তিকে দিতে এবং তাহারদের উপকারার্থে তাহারদের মধ্যে বণ্টন করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

আদালতের হুকুমক্রমে অপরাধিরদের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের দ্বারা ঐ জরীমানার টাকা উসুল হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বিচারকর্ত্তারদের রক্ষা করণের আইন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা বিচারকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তাঁহারদের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যখন কোন জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বিচারকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তখন আপনার বিচার কার্য্যের ভারানুসারে যে কোন কর্ম্ম করেন কিম্বা করিতে হুকুম দেন সেই কার্য্য তাঁহার এলাকার সীমার মধ্যে হইলে কি না হইলে সেই কার্য্যের বিষয়ে তাঁহার নামে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না অর্থাৎ যে কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ হয় সেই কর্ম্ম করিতে বা তাহা করণের হুকুম দিতে যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকনের বিষয়ে তাঁহার প্রকৃতপ্রস্তাব বিশ্বাস ছিল তবে তাঁহার নামে ঐরূপ নালিশ হইতে পারে না। এবং কোন জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কেহ বিচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহার আইনানুযায়ি ওয়ারণ্ট কি হুকুম কোন আদালতের যে আমলা বা অন্য ব্যক্তির অবশ্য জারী করিতে হয় সেই আমলাপ্রভৃতির যে ওয়ারণ্ট অথবা হুকুম ওয়ারণ্টদেওনিয়া ব্যক্তির এলাকার মধ্যে হইলে তাহা জারী না করিলে নয় সেই প্রকার ওয়ারণ্ট বা হুকুম জারী করণের বিষয়ে ঐ আমলাপ্রভৃতির নামে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আপ্রেন্টিসকে বদ্ধ করণের বিষয়ি আইন।

বালকবালিকারা এবং বিশেষতঃ যে অনাথ এবং দরিদ্র বালক ধর্ম্মার্থ আলয়েতে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যে শিল্প ও ব্যবসায় ও কর্ম্মের দ্বারা উপজীবিকা পাইতে পারে সেই শিল্পপ্রভৃতি তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে শিখাইবার জন্যে পশ্চাৎ লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

দশ বৎসরের অধিক এবং আঠারো বৎসরের অনধিকবয়স্ক কোন বালকবালিকা কোন শিল্প কি ব্যবসায় বা কর্ম্ম শিখিবার জন্যে তাহার পিতা বা রক্ষককর্ত্তৃক আপ্রেন্টিসী বন্দোবস্তপত্রের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের জন্যে আপ্রেন্টিসরূপে বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা সাত বৎসরের অধিক হইবেক না এবং তাহার বিষয়ে এই নিয়ম থাকিবেক যে বালক হইলে সম্পূর্ণ একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের পর অথবা বালিকা হইলে তাহার বিবাহ হওনের পর ঐ বন্দোবস্ত প্রবল থাকিবেক না ইতি।

২ ধারা।

মনিবের ঐ আপ্রেন্টিসকে আপনার চাকরীতে রাখণের স্বত্বের বিষয়ে যদি কোন বিবাদ জন্মে তবে বন্দোবস্তপত্রে ঐ বালক বালিকার যে বয়স লেখা আছে তাহা বালকবালিকার বয়সের বিষয়ে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কোন অনাথ কিম্বা পিতামাতাকর্ত্তৃক ত্যক্ত বালকবালিকার পক্ষে অথবা তাঁহার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে কোন বালকবালিকার নামে বেটুয়ামী করণের কি কোন ক্ষুদ্র অপরাধ করণের দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে এই আইনানুসারে রক্ষকের সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, ইতি।

৪ ধারা।

যে অনাথ অথবা দরিদ্র বালকবালিকা ধর্ম্মার্থালয়ে প্রতিপালিত হয় সেই ধর্ম্মার্থালয়ের অধ্যক্ষ কি কর্ত্তা বা সরবরাহকার তাহার রক্ষকস্বরূপ এই নিমিত্তে ঐ বালকবালিকাকে আপ্রেণ্টীসী কর্ম্মে বদ্ধ করিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে কোন বন্দর ১৮৪১ সালের ১০ আইনানুসারে রেজিষ্টরীকরণের বন্দরের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বন্দরের এবং বাণিজ্যার্থে ঐ বন্দরে গমনাগমনকারি কোন রেজিষ্টরীহওয়া জাহাজের মালিক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা হইলে তাঁহার নিকটে এইমত কোন বালক সমুদ্রীয় কর্ম্মের নিমিত্তে আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইতে পারে। এবং সেই জাহাজ সেই প্রকার ব্যক্তির সম্মতি হইলে এবং কোন ব্রিটনীয় প্রজা তাহার অধ্যক্ষ হইলে ঐ বালক সেই জাহাজে নিযুক্ত হইবেক এবং নিযুক্ত থাকন সময়ে তাহাকে নাবিকের ব্যবসা ও কার্য্য শিক্ষা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এইমত কোন বন্দরসম্পর্কীয় কোম্পানি বাহাদুরের যে কোন জাহাজে ব্রিটনীয় প্রজা অধ্যক্ষ হন সেই জাহাজে ঐরূপ কোন বালক সমুদ্রীয় কর্ম্মে সেই প্রকার আপ্রেণ্টিসস্বরূপ বদ্ধ হইতে পারে। এবং তাহা হইলে ঐ বন্দোবস্ত ঐ বন্দরের মাষ্টর এটেণ্ডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে অথবা ঐ নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে করা যাইবেক এবং যে জাহাজে ঐ আপ্রেণ্টিস সময়ক্রমে খাটিবেক তাহা ঐ কর্ম্মকারক নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

সমুদ্রীয় কর্ম্মে নিযুক্ত আপ্রেণ্টিস যে ব্যক্তির নিকটে বদ্ধ হয় সেই ব্যক্তি যে জাহাজে তাহাকে কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ অথবা মালিম এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে সেই ব্যক্তির এজেণ্টের ন্যায় জ্ঞান হইবেন ইতি।

৮ ধারা।

আপ্রেণ্টিসের প্রত্যেক বন্দোবস্ত লিখনের দ্বারা করা যাইবেক এবং তাহা এই আইনের শেষের লিখিত (A) চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা তাহার অনুযায়ি করা যাইবেক। এবং তাহার মধ্যে বন্দোবস্তের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং তাহাতে আপ্রেণ্টিসের বয়স্ এবং যে মিয়াদের নিমিত্তে সেই বালক বদ্ধ হইয়াছে তাহা এবং তাহাকে যাহা২ শিক্ষা করান যাইবেক তাহা বিশেষরূপে লিখিত থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

যে ব্যক্তির নিকটে এবং যে ব্যক্তির দ্বারা আপ্রেন্টিস বদ্ধ হয় তাঁহার দ্বারা এবং ঐ আপ্রেন্টিসের বদ্ধ হওনের সময়ে চৌদ্দ বৎসর অথবা ততোধিক বয়স হইলে তাহার দ্বারা এইমত প্রত্যেক বন্দোবস্তপত্রে সহী হইবেক। কিন্তু যখন ঐ আপ্রেন্টিস কোন ধর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষ কি কর্ত্তা বা সরবরাহকারের দ্বারা বদ্ধ হয় তখন তাঁহারদের মধ্যে দুই জনের কিম্বা তাঁহারদের সেক্রেটারী অথবা কর্ম্মকারকের সহী হইলে আপ্রেন্টিসকে বদ্ধকারি ব্যক্তিরদের পক্ষে তাহা প্রচুর হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এমত কোন আপ্রেন্টিসের বন্দোবস্তপত্রে যদি উপরের উক্তমতে দস্তখৎ না হয় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না এবং যে স্থান অথবা জিলাতে তাহাতে সহী হয় সেই স্থান বা জিলার প্রধান মাজিস্ট্রেট সাহেবের দফ্তরে যাবৎ তাহা দাখিল না হয় তাবৎ সিদ্ধ হইবেক না। অথবা যদি আপ্রেন্টিস সমুদ্রীয় কার্য্যে নিযুক্ত হয় তবে যে বন্দরে আপ্রেন্টিস আপনার চাকরী আরম্ভ করিবেক সেই বন্দরের জাহাজের রেজিষ্টরী করণ কর্ম্মে ১৮৪১ সালের ১০ আইনানুসারে নিযুক্তব্যক্তির দফ্তরে যাবৎ তাহা দাখিল না হয় তাবৎ সিদ্ধ হইবেক না। এবং যে ব্যক্তির দফ্তরে এইমত কোন বন্দোবস্তপত্র দাখিল হয় সেই ব্যক্তি ঐ বন্দোবস্তসম্পর্কীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার দস্তখৎকরা এক নকল দিবেন। এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া কর্ম্মকারক সাহেবের হস্তাক্ষরের বিশেষ প্রমাণ না হইলেও ঐ দস্তখৎহওয়া নকল ঐ বন্দোবস্তের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

ঐ বন্দোবস্তসম্পর্কীয় উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদের অথবা তাঁহারদের স্থলাভিষিক্তেরদের সম্মতি হইলে এবং আপ্রেন্টিস চৌদ্দ বৎসর বয়সের অধিকবয়স্ক হইলে তাহার সম্মতি হইলে ঐ খাটনির নিয়ম আপ্রেন্টিসী মিয়াদের কোন কালে মতান্তর হইতে পারে অথবা ঐ বন্দোবস্ত একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে মতান্তরের বিষয়ে সম্মতি হয় তাহা কিম্বা ঐ বন্দোবস্তের নিবৃত্ত করণ কার্য্য আসল বন্দোবস্তপত্রে লিখিতে হইবেক এবং এই আইনের ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিরদের সহী তাহাতে থাকিবেক। এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া অন্য কর্ম্মকারক সাহেব আপন দফ্তরে যে নকল থাকে তাহার পৃষ্ঠে সেইরূপ কথা লিখিবেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং সেই নকল তৎসময়ে সেই নিমিত্তে তাঁহার নিকটে আনান যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এই আইনানুসারে যে আপ্রেন্টিস বদ্ধ হয় তাহার মনিব যাঁহারদের দ্বারা সেই বালক বদ্ধ হইল তাঁহারদের সম্মতিক্রমে এবং আপ্রেন্টিস চৌদ্দ বৎসরের অধিকবয়স্ক

হইলে তাহার সম্মতিক্রমে অন্য যে কোন ব্যক্তি আপ্রেণ্টিসের বাকী মিয়াদের জন্যে এবং সেই বন্দোবস্তের নিয়মক্রমে তাহাকে লইতে চাহেন তাঁহার নিকটে ঐ আপ্রেণ্টিসকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সেই অন্য ব্যক্তি সহস্তে বন্দোবস্তপত্রের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের দ্বারা ইহা স্বীকার করিবেন যে আমি ঐ আপ্রেণ্টিসকে লইলাম এবং বন্দোবস্তপত্রের মধ্যে মনিবের কর্ত্তব্য যে সকল করার ও নিয়ম লিখিত আছে তাহার দ্বারা আমি বদ্ধ আছি এবং অন্য ব্যক্তিরদেরও সম্মতি সেইরূপে সেই বন্দোবস্তপত্রে লেখা যাইবেক এবং তাহাতে তাঁহারা দস্তখৎ করিবেন। এবং এইরূপ প্রত্যেক অর্পণ সরকারী দফ্তরে বন্দোবস্তপত্রের যে নকল থাকে তাহাতেও এই আইনের শেষের লিখিত (B) চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে লেখা যাইবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া কর্ম্মকারক সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে বদ্ধহওয়া কোন আপ্রেণ্টিসের দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে যদি ঐ দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এইমত নালিশ হয় যে তাহার মনিব কি যে এজেণ্টের নিকটে ঐ মনিব ঐ আপ্রেণ্টিসকে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি ঐ আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্তের অনুসারে তাহাকে আহারাদি দিতে কি শিখাইতে অস্বীকার বা ক্রুটি করিয়াছেন কিম্বা তাহার প্রতি নির্দ্দয়াচরণ করিয়াছেন বা প্রকারান্তরে কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মনিব অথবা বিষয়বিশেষে তাঁহার এজেণ্ট যদি তাঁহার এলাকার মধ্যে বাস করেন তবে তাঁহাকে ঐ নালিশের জওয়াব দিবার জন্যে সমনে লিখিত ওয়াজিবী কোন সময়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে তলব করিতে পারেন। এবং সমন জারী হওনের প্রমাণ হইলে মনিব বা এজেণ্ট নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাজির হইলে বা না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নালিশের বিষয়ের তদারক করিতে পারেন এবং তাহার প্রমাণ হইলে ঐ আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করিতে পারেন এবং আপ্রেণ্টিস বদ্ধ হওনের সময়ে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহার চারিগুণের অনধিক আপ্রেণ্টিসের নিমিত্তে তাহার মনিব কি মনিবের এজেণ্টের কোন ওয়াজিবী টাকার জরীমানা করিতে পারেন অথবা যদি কোন পুরস্কার না দেওয়া গিয়াছিল অথবা যদি সেই পুরস্কার পঞ্চাশ টাকার কম ছিল তবে দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন। এবং যদি অপরাধিব্যক্তি সেই জরীমানার টাকা না দেন তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহা আদায় করিতে পারেন এবং যদি অপরাধি ব্যক্তি তাহার মনিব না হন কিন্তু মনিবের এজেণ্ট হন তবে সেই মনিবেরো জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহা আদায় করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

যদি আপ্রেণ্টিসের কুব্যবহারের জন্যে তাহার মনিব অথবা তাহার মনিবের এজেণ্ট কোন পিতা আপন পুত্রের আইনমত যে শাসন করিতে পারেন সেইমত কোন লঘু শাসন করেন তবে সেই নিমিত্তে কোন আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্ত রহিত হইবেক না এবং মনিব বা মনিবের এজেণ্ট কোন ফৌজদারী নালিশের যোগ্য হইবেন না। এবং যদি মনিব অথবা মনিবের এজেণ্ট আপনার আপ্রেণ্টিসের উপর এইমত কোন চড়াউ অথবা অন্য কোন অত্যাচার করেন যে আপনার পুত্রের বিরুদ্ধে করিলে দণ্ডনীয় হইতেন তবে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করণের বিধির দ্বারা ঐ মনিব অথবা মনিবের এজেণ্টের প্রতিকূলে কোন ফৌজদারী নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবং আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করণের কোন কার্য্য হইলে বা না হইলে সেইরূপ নালিশ হইতে পারে ইতি।

১৫ ধারা।

এই আইনের দ্বারা যে আপ্রেণ্টিস কোন মনিবের নিকটে বদ্ধ হয় সেই আপ্রেণ্টিসের কুব্যবহারের বিষয়ে যদি মনিবের দ্বারা কি মনিবের পক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হয় অথবা যদি সেই আপ্রেণ্টিস পলায়ন করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আপ্রেণ্টিসকে গ্রেপ্তার করণার্থে আপনার পরওয়ানা দিতে পারেন এবং সেই নালিশ শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং সেই অপরাধী যদি বালক হয় তবে ফৌজদারী জেলখানা ভিন্ন কোন কর্জদারের কারাগারে অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে এক মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত অপরাধিকে রাখিবার হুকুম করিয়া ঐ অপরাধির দণ্ড করিতে পারেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ এক মাস মিয়াদের মধ্যে এক সপ্তাহপর্য্যন্ত অপরাধিকে একাকিরূপে কয়েদ করিতে পারেন এবং ঐ মিয়াদপর্য্যন্ত যে খোরাকীর হুকুম করেন তাহা ঐ মনিব কি মনিবের এজেণ্ট তাহার প্রতিপালনার্থে দিবেন। এবং ঐ অপরাধী যদি চৌদ্দ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপ্রকাশ স্থানে বেত্রঘাত করিবার হুকুম দিতে পারেন। অথবা যদি অপরাধী বালিকা হয় কিম্বা বালক হইলেও যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই প্রকার দণ্ড অনুচিত বোধ করেন তবে তিনি ঐ আপ্রেণ্টিসের মনিব অথবা মনিবের এজেণ্টকে ঐ অপরাধিকে আপনার বাটিতে অথবা যে জাহাজে নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে এক মাসের অনধিক মিয়াদে অতিকঠিন কয়েদে রাখিতে এবং তাহাকে কেবল জল আর রুটী অথবা অন্য যে কোন প্রকার সামান্য আহার খাইয়া আপ্রেণ্টিসের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন না হয় সেই মত আহার দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৬ ধারা।

যদি আপ্রেণ্টিসের খামখা ও অনবরত কুব্যবহারের বিষয়ে নালিশ হয় তবে সেই নালিশ প্রমাণ হইলে বা না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মনিবের দাওয়াক্রমে আপ্রেণ্টিসের

বন্দোবস্ত রহিত করিবার হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই নালিশের প্রমাণ না হয় তবে আপ্রেণ্টিসের এবং তাহার পিতার কি রক্ষকের সম্মতি না হইলে বন্দোবস্ত রহিত হইবেক না। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া যেমত তাঁহার উচিত বোধ হয় সেইমত ঐ আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধ করণের সময়ে মনিবকে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল বন্দোবস্ত রদ করণের সময়ে সেই পুরস্কার সমুদয় বা তাঁহার কতক অংশ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক বা না যাইবেক। এবং এই-রূপে যত টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অধীনে ঐ আপ্রেণ্টিসের উপকারার্থে ব্যয় হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

বন্দোবস্ত রদ করণের সময়ে আপ্রেণ্টিসের পক্ষে যে টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্য মনিবের নিকটে তাহাকে বদ্ধ করণেতে অথবা প্রকারান্তরে তাহার উপকারের জন্যে ব্যয় করিবার হুকুম করিতে পারেন কিম্বা সেই ব্যক্তি যখন আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইল তখন যে ব্যক্তি সেই পুরস্কার দিলেন তাঁহাকে তাহা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

নালিশের কারণ হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি নালিশ না হয় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনক্রমে আপ্রেণ্টিসের বিরুদ্ধে তাহার মনিবের নালিশ শুনিতে পারিবেন না। অথবা যদি সেই নালিশের কারণ জাহাজের যাত্রার সময়ে জাহাজে হইয়া থাকে তবে উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে বা কোন স্থানে জাহাজ পঁহুছনের পর এক মাসের মধ্যে তাহার নালিশ না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা শুনিবেন না। এবং কোন আপ্রেণ্টিস আপনার মনিব কি মনিবের এজেণ্টের নামে এই আইনক্রমে নালিশ করিলে যদি সেই নালিশের কারণের পর তিন মাসের মধ্যে নালিশ না করা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা শুনিবেন না অথবা যদি জাহাজের যাত্রার সময়ে সেই নালিশের কারণ জাহাজের উপর হইয়া থাকে তবে ঐ রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে বা স্থানে জাহাজ পঁহুছনের পর তিন মাসের মধ্যে না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ নালিশ শুনিবেন না ইতি।

১৯ ধারা।

আপ্রেণ্টিসের মিয়াদ সমাপ্ত হওনের পূর্ব্বে যদি কোন আপ্রেণ্টিসের মনিব মরেন তবে আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্ত তদ্দ্বারা রহিত হইবেক এবং আপ্রেণ্টিসকে ঐ মনিবের নিকটে বদ্ধ করণের সময়ে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে অংশ মিয়াদের অবশিষ্ট কাল হিসাব করিয়া হয়,তাহা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিহইতে এক্সেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পুরস্কার দিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে ফিরিয়া

দিবেন। কিন্তু যে ব্যবসাতে ঐ আপ্রেণ্টিস নিযুক্ত ছিল যদি মৃত মনিবের এক্‌সেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর সেই ব্যবসা চালাইতে থাকেন এবং যদি মৃত মনিবের মরণের পর তিন মাসের মধ্যে আসল বন্দোবস্তের নিয়মক্রমে ঐ আপ্রেণ্টিসকে রাখিতে লিখনের দ্বারা প্রস্তাব করেন তবে মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট ঐ পুরস্কারের জন্যে সকল দায়হইতে খালাস হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে যদি ঐ আপ্রেণ্টিসকে রাখণের প্রস্তাব করা যায় তবে তাহা আপ্রেণ্টিসের আসল বন্দোবস্তের মধ্যে এক্‌সেকিটর এবং আডমিনিষ্ট্রেটরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে লেখা যাইবেক এবং থাকিবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া কর্ম্মকারকের দ্বারা দফ্তরে ঐ বন্দোবস্তপত্রের যে নকল থাকে তাহাতে সেই বিষয় লেখা যাইবেক। এবং যে এক্‌সেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর আপ্রেণ্টিসকে এইরূপে রাখেন তাঁহারদের নিকটে ঐ আপ্রেণ্টিসী মিয়াদের অবশিষ্ট কালের জন্যে আপ্রেণ্টিস বদ্ধ থাকিবেক ইতি।

২১ ধারা।

আপ্রেণ্টিসী সময়ের মধ্যে যদি এই আইনের দ্বারা বদ্ধ কোন আপ্রেণ্টিসের মনিব মরেন তবে ঐ মনিব যে সম্পত্তি রাখিয়া মরিলেন তাহাহইতে মনিবের মরণঅবধি তিন মাসপর্য্যন্ত ঐ আপ্রেণ্টিসের ভরণপোষণ পাইবার স্বত্ব থাকিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ তিন মাসের মধ্যে ঐ আপ্রেণ্টিস ঐ মনিবের এক্‌সেকিটর বা আডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে অথবা যে ব্যক্তিকে তাঁহারা নিযুক্ত করেন তাঁহার সঙ্গে বাস করিবেক ও তাঁহার নিমিত্তে খাটিবেক ইতি।

২২ ধারা।

আপ্রেণ্টিসী সময়ে যদি কোন আপ্রেণ্টিসের মনিবের প্রতিকূলে দেউলিয়ার কমিস্যন বাহির হয় অথবা যোত্রহীনতা কর্ম্ম করিয়াছেন এমত নির্দ্ধার্য্য হয় তবে ঐ আপ্রেণ্টিস আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্তহইতে মুক্ত হইবেক এবং যদি আপ্রেণ্টিসী কর্ম্মে বদ্ধ করণের সময়ে আপ্রেণ্টিসের পক্ষে কোন পুরস্কার দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ আপ্রেণ্টিস অথবা যে ব্যক্তির দ্বারা সে বদ্ধ হইয়াছিল সেই ব্যক্তি দেউলিয়া বা যোত্রহীনের সম্পত্তির উপর কর্জ্জের ন্যায় সেই টাকার বিষয়ে দাওয়া করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে সকল বৃটনীয় প্রজা যেখানে জন্মিয়া থাকেন বা যাঁহার সন্তান হন তাঁহারা এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের শহরের

বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অন্য সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের আদালত ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার অধীন হইবেন ইতি।

২৪ ধারা।

উক্ত শহরের বাহিরে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম করেন তাহার উপর হুকুমের তারিখের পর যে সেশন আদালতের তাবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব থাকেন সেই আদালতে এক মাসের মধ্যে আপীল হইতে পারে ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "মনিব" এবং "মালিক" এবং "ব্যক্তি" এবং "তিনি" এইং কথা যেমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় তেমনি নানা ব্যক্তিকেও বুঝায় এবং যেমন পুরুষ তেমনি স্ত্রীকেও বুঝায় এবং যেমন বিশেষং ব্যক্তিকে বুঝায় তেমনি চার্টরপ্রাপ্ত সমাজকে বুঝায় কিন্তু যদি পূর্ব্বাপর কথা দেখিয়া এইরূপ অর্থ করা অসঙ্গত বোধ হয় তবে বুঝাইবেক না ইতি।

A চিহ্নিত তপসীল।

বন্দোবস্তের পাঠ।

এই বন্দোবস্ত অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের A B এবং অমুক স্থানের C Dর সঙ্গে করা গেল। তাহার নিয়ম এই যে উক্ত A B অদ্য সম্পূর্ণ এতবয়স্ক উক্ত A Bর E F নামক পুত্র কি কন্যাকে (অথবা A B ও E Fর পরস্পর অন্য যে কুটুম্বতা থাকে তাহা এই স্থানে লিখিতে হইবেক) এই তারিখঅবধি এত বৎসর পর্য্যন্ত (কিম্বা কন্যা হইলে যদি ইহার মধ্যে বিবাহ হয় তবে বিবাহের সময়পর্য্যন্ত এই কথাও লিখিতে হইবেক) উক্ত C Dর সঙ্গে বাস করিতে ও তাহার নিকটে আপ্রেণ্টিসস্বরূপ খাটিতে বদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সমুদয় মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ আপ্রেণ্টিস আপনার বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সকল উচিত কার্য্যে রীতিমত ও বিশ্বস্তরূপে ঐ C Dর সেবা করিবেক এবং উক্ত C D ও তাহার পরিবারের প্রতি সকল বিষয়ে অতিসরলতা ও বিহিতমতে ও আজ্ঞাধীনরূপে আচার ব্যবহার করিবেক। এবং উক্ত C Dকে (উক্ত A B এত টাকার যে পুরস্কার দিয়াছে সেই পুরস্কার উক্ত C D পাইয়াছেন এই তফসীলের দ্বারা স্বীকার করেন। সেই পুরস্কারের জন্যে এবং)* উক্ত E F বিশ্বস্তরূপে যে সেবা করিবেক তাহার জন্যে

---

* যদি পুরস্কার না দেওয়া যায় তবে ( ) এই চিহ্নের মধ্যের কথা লিখিতে হইবেক না।

উক্ত C D আপনি ও তাহার এক্সেকিটর ও আডমিনিষ্ট্রেটর উক্ত A Bর সঙ্গে ও তাহার এক্সেকিটর ও আডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে এই একরার ও বন্দোবস্ত করিতেছেন যে তিনি উক্ত E Fকে ঐ মিয়াদপর্য্যন্ত অমুক কর্ম্ম ও কার্য্য ও ব্যবসা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমমতে আপনি বা অন্যের দ্বারা তাহাকে শিখাইবেন। এবং আরো ঐ সময়-পর্য্যন্ত ঐ আপ্রেণ্টিসকে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ও প্রচুর আহার ও পোশাক ও বাসস্থান ও ধোবার খরচ এবং আপ্রেণ্টিসের জন্যে অন্য যে সকল বিষয় আবশ্যক ও ওয়াজিবী হয় তাহা তাহাকে দিবেন (এবং যদি কোন বিশেষ নিয়ম হয় তাহা এইখানে লিখিতে হইবেক।)

ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ উক্ত ব্যক্তিরা ইহার মধ্যে লিখিত বৎসর ও তারিখে এই বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ ও মোহর করিলেন।

A. B. (মোহর)

C. D. (মোহর)

B চিহ্নিত তফসীল।

অর্পণ করণের হুকুমের পাঠ।

(আসল বন্দোবস্তপত্রের পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক।)

সকল লোককে জানান যাইতেছে যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের C D এবং তাহার আপ্রেণ্টিস E F এবং অমুক স্থানের J K অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট G H সাহেবের নিকটে স্বয়ং হাজির হইয়া ইহা কহিলেন যে আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত E F উক্ত C Dর নিকটে বদ্ধ ছিল সেই বন্দোবস্তপত্র উক্ত J Kর নিকটে অর্পণ হয় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উক্ত E Fকে স্বয়ং জিজ্ঞাসাকরণের দ্বারা এবং অন্য উপযুক্ত প্রকারে ও নিয়মের দ্বারা এই হৃদ্বোধ হইল যে উক্ত অর্পণেতে উক্ত E Fর উপকার হইবেক এবং তাহা

(উক্ত E Fর এবং) * আইনমতে অন্য যে সকল ব্যক্তিকে সম্মত করণের আবশ্যক আছে তাঁহারদের সম্মতিক্রমে হইতেছে অতএব উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অর্পণ স্বীকার করেন। এবং যে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত E F অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক ব্যবসা বা কর্ম্ম বা কার্য্য শিখিবার জন্যে আপ্রেণ্টিসস্বরূপ উক্ত C Dর নিকটে বদ্ধ হইয়াছিল তাহা উক্ত J K প্রথমে সেই বন্দোবস্তের •কর্ত্তা হইলে এবং C Dর স্থানে ও তাহার পরিবর্ত্তে তাহাতে সহী করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ বন্দোবস্ত অদ্যাবধি ঐ মিয়াদের শেষপর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবেক। এবং উক্ত C D যে সকল করার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিতে উক্ত J K এবং তাঁহার একসেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর বদ্ধ হইবেন এবং উক্ত E F যেরূপে উক্ত বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত C Dর নিকটে বদ্ধ ছিল সেইরূপে ঐ ব্যক্তি এইঅবধি উক্ত J Kর নিকটে বদ্ধ হইবেক।

C. D. E. F. J. K.

ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ উক্ত C D এবং E F এবং J K পূর্ব্ব লিখিত সন ও তারিখে এই পত্রে আমার সম্মুখে সহী করিয়াছেন।

G. H. মাজিষ্ট্রেট।

---

* যদি E F চৌদ্দ বৎসরের অধিকবয়স্ক না হয় তবে ( ) এই চিহ্নের মধ্যের কথা লিখিতে হইবেক না।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কটকের পেশকসী মহালের সীমাসরহদ্দ নির্ণয় করণের আইন।

যেহেতুক জিলা কটকের মধ্যে যে কতক জঙ্গল কি পর্ব্বতীয় জমীদারী বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩৬ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এবং ঐ জিলাতে ময়ূরভঞ্জের মহাল উক্ত আইনের দ্বারা সরকারী রাজস্বের বন্দোবস্ত ও আদায় করণের বিষয়ি আইনের কার্য্যহইতে কিঞ্চিৎ কাল বহির্ভূত হইয়াছিল এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১৩ আইনের দ্বারা পোলীসের প্রতিপালনের এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের বিষয়ি আইনের কার্য্যহইতে কিঞ্চিৎ কাল-পর্য্যন্ত বহির্ভূত হইয়াছিল এবং যেহেতুক ঐ২ জমীদারীর সীমাসরহদ্দের বিষয়ি বিবাদ যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন গতিকে উক্ত কোন জমীদারী অথবা বোআদ ও আট মল্লিকের কিল্লা এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের অধীন মহালের মধ্যের সীমা লইয়া বিবাদ হয় সেই প্রত্যেক গতিকে সেই বিবাদ জিলা কটকের পেশকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সময়ে২ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের স্থানে যে উপদেশ পান তদনুসারে প্রথমতঃ তাঁহার দ্বারা শুনা যাইবেক ও বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব তাঁহার নিষ্পত্তি মঞ্জুর করিলে তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং তাঁহার নিষ্পত্তিঅনুসারে ঐ বিরোধি ভূমি যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার থাকে তাহারদিগকে পেশকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দখল দেওয়াইয়া ঐ নিষ্পত্তি জারী করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার মূল নিয়ম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারাতে এমত হুকুম হইয়াছিল যে "দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষ ভিন্ন২ মতাবলম্বী হইলে অর্থাৎ এক পক্ষ হিন্দু ও অন্য পক্ষ মুসলমান হইলে অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে এক কি ততোধিক পক্ষীয় লোক না হিন্দু না মুসলমান হইলে ঐ২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় সকল বিধিব্যতিরেকে ঐ২ লোকের যে২ স্বত্ব হইত সেই২ স্বত্বের হানি ঐ২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিতে হইবেক না" এবং যেহেতুক ঐ আইনের মূল নিয়ম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইলে উপকার হইবেক অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এক্ষণে চলিত যে কোন আইন কি ব্যবহারের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ধর্ম্ম সম্পর্কহইতে বহির্ভূত হইলে অথবা জাতিভ্রষ্ট হইলে তাহার স্বত্ব কি সম্পত্তি জব্দ হয় অথবা উত্তরাধিকারিত্বের কোন স্বত্বের কোন প্রকারে বিঘ্ন কি অপকার হয় এমত বোধ হইতে পারে সেই আইন কি ব্যবহার কোম্পানি বাহাদুরের আদালিতের মধ্যে এবং উক্ত দেশে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের মধ্যে আইনস্বরূপ আর প্রবল থাকিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্য করণের বিধানের আইন।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলে অনুপস্থান-পর্য্যন্ত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত যে২ ক্ষমতানুসারে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতাভিন্ন এবং আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C. Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৮ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য স্থানে ভূমির রাজস্ব যেরূপে নির্ণয় আছে এবং সরাসরীরূপে আদায় হইতেছে কলিকাতার মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের পাওনা ভূমির রাজস্ব সেইরূপে নির্ণয় ও সরাসরীমতে আদায় করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

শহর কলিকাতার মধ্যে যে সকল করের যোগ্য ভূমি কোম্পানি বাহাদুরের সম্পত্তি নহে অথচ তাহার করের নিরিখ নিশ্চিত নাই অথবা যে সকল ভূমির উপর ইহার পূর্ব্বে কর ছিল না সেই সকল ভূমির উপর কাটা প্রতি তিন আনা নিরিখে কর বসান যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতার মধ্যে যে সকল লাখেরাজ ভূমির ষাইট বৎসরঅবধি অনবরত নিষ্কররূপে দখল হইয়া আসিতেছে তাহার সনদ সিদ্ধ হইবেক। এবং কলিকাতার মধ্যে ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের শেষ না হওয়া দানপত্রক্রমে যে কোন লাখেরাজ ভূমির দখল হইতেছে বা উত্তর কালে হয় তাহাছাড়া অন্য সকল লাখেরাজ ভূমির সনদ অসিদ্ধ বোধ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

যদি কলিকাতার মধ্যে কোন ভূমির মালিক অথবা কোম্পানি বাহাদুরের স্থানে প্রাপ্ত পাট্টাক্রমে কলিকাতার মধ্যে ভূমির দখীলকার কোন ব্যক্তি কালেক্টর

সাহেবের লিখিত দাওয়া হইলে সেই ভূমির উপর যে কর ধার্য্য আছে অথবা পাট্টাক্রমে তাহার যে খাজানা দেয় তাহা দিতে অস্বীকার অথবা ক্রটি করে তবে কালেক্টর সাহেব সেই ভূমির মালিক বা পাট্টাদারের দ্রব্য অথবা সম্পত্তি যেখানে পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা সেই টাকা আদায় করিতে পারেন অথবা সেই ভূমির রাইয়ত কি দখীলকারের উপর লিখিত দাওয়া করণের পর যদি সেই ব্যক্তি এইরূপে আইনমতে যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দিতে ক্রটি বা অস্বীকার করে তবে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের দ্বারা শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ি যে বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই বিধানানুসারে সেই ভূমির উপর যে কোন দ্রব্য এবং সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও নীলামের দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিতে পারেন। এবং এইমত কোন ক্রোক ও নীলামের নিমিত্তে উক্ত আইনের লিখিত অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিস্যনর সাহেবের যে সকল ক্ষমতা থাকে কালেক্টর সাহেবেরো সেই সকল ক্ষমতা থাকিবেক এবং উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টমতে উক্ত আদালতের বেইলিফ ও যাচনদার এবং প্রধান ক্লার্কের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কালেক্টর সাহেব আপনার কোন আমলারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের ও তাঁহারদের আদালতের বিষয়ে উক্ত আইনের সকল বিধান এই আইন জারী করণের কার্য্যে উক্ত কালেক্টর সাহেবের ও তাঁহার সিরিশ্তার বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যে রাইয়ত কিম্বা দখীলকার ব্যক্তি আপনার ভূমির কর একেবারে কোম্পানি বাহাদুরকে না দেয় সেই রাইয়ত বা দখীলকার যদি সেই করের টাকা দেয় অথবা তাহার সম্পত্তি যদি ক্রোক ও নীলাম হয় তবে সেই ব্যক্তি আপনার ভূম্যাদির মালিককে তৎপরে যে খাজানা দিতে হয় সেই খাজানাহইতে ঐ করের টাকা বা সম্পত্তির মূল্য বাদ দিতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

ভূমির কর বা খাজানার বিষয়ে কোম্পানি বাহাদুরের যে দাওয়া থাকে তাহা সেই ভূমির উপর অন্যং সকল দাওয়াঅপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবেক অথবা সেই ভূমিতে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির উপর আর যে কোন দাওয়া হইতে পারে তদপেক্ষা কোম্পানি বাহাদুরের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

যদি বাকি খাজানার জন্যে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া স্বীকার না করা যায় তবে দাবীর টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকটে আমানৎ না হইলে ক্রোক ও নীলামের কার্য্য স্থগিত হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

কলিকাতা শহরের মধ্যে যে বাকী রাজস্ব অথবা কর এই আইন জারী হওনের পর কোম্পানি বাহাদুরের পাওনা হয় তাহা যে সময়ে দেয় হয় তাহার পর ছয় বৎসরের মধ্যে অথবা যে ব্যক্তির দ্বারা তাহা দেয় হয় সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোক্তার তদ্বিষয়ে লিখিত স্বীকারপত্র দিলে তাহার তারিখের পর ছয় বৎসরের মধ্যে আদায় হইতে পারে এবং তাহার পরে আদায় হইতে পারে না ইতি।

৮ ধারা।

যখন এই আইনক্রমে কোন ভূমি লাখেরাজরূপে অথবা নিষ্করমতে দখল করণের দাওয়া হয় তখন কালেক্টর সাহেব সে দাওয়ার বিষয়ের তদারক করিবেন এবং দাওয়াদার যে সকল সাক্ষ্য প্রস্তাব করে অথবা যে২ প্রমাণ সরকারী রোয়দাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা লইবেন এবং সেই মোকদ্দমায় আপনার কার্য্যের ও নিষ্পত্তির রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের বিবেচনার জন্যে তথায় পাঠাইবেন। যদি কমিস্যনর সাহেব সেই দাওয়া মাতবর বোধ করেন তবে তিনি তদনুসারে হুকুম করিবেন এবং তাঁহার সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। যদি ঐ দাওয়ার মাতবরীর বিষয়ে তাঁহার হৃদ্বোধ না হয় তবে কালেক্টর সাহেবকে সেই ভূমির উপর কর বসাইতে হুকুম দিবেন এবং দাওয়াদার তৎপরে পশ্চাৎ লিখিতমতে দেওয়ানী আদালতে কালেক্টর সাহেবের ঐ দাওয়ার বিষয়ে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কি তাঁহার তাবে কোন আমলার কর্ত্তব্য কার্য্য করণের সময়ে তাঁহার প্রতিবন্ধকতা করে অথবা তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করে তবে শহর কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং সেই টাকা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত সাধারণ জেলখানায় কয়েদের যোগ্য হইবেক অথবা ছয় মাসের পূর্ব্বে টাকা দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের খোলা কাছারীতে অথবা দফ্তরখানায় যদি তাঁহার সম্মুখে কোন অবজ্ঞা হয় তবে তিনি তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন এবং সেই টাকা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত অপরাধিকে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু এইমত জরীমানার অথবা কয়েদের প্রত্যেক হুকুমের উপর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে কার্য্য করণেতে কালেক্টর সাহেব রীতিমত উপরিস্থ রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

কলিকাতাস্থ ভূমির উপর কোম্পানি বাহাদুরকে যে ভূমির কর দেয় হয় তাহা তৃতীয় জর্জের ২১ বৎসরীয় আক্ট পার্লিমেণ্টের ৭০ অধ্যায়ের অর্থের মধ্যে "রাজস্ব" জ্ঞান করা যাইবেক অতএব ঐ ভূমির করের বিষয়ে কি সেই কর ধার্য্য বা আদায় করণে যে সকল হুকুম বা কার্য্য হয় তাহার বিষয়ে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের কোন দেওয়ানী এলাকা নাই ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনের ছলে রাজস্বের কোন আমলার করা কোন অতিক্রমের অথবা ক্ষতির বিষয়ে কিম্বা এই আইনক্রমে রাজস্বের আমলা যে কোন জিনিস লয় অথবা তাহাকে যে কোন টাকা দেওয়া যায় তাহার কোন দাওয়ার বিষয়ে অথবা এই আইনক্রমে কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে কোন কর বা রাজস্বের দাওয়ার বিষয়ে যে সকল নালিশ হয় তাহা চব্বিশপরগনার সদর স্থানে নিযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং নালিশের যে কারণের সম্পর্কে ঐ নালিশ হয় তাহা শহর কলিকাতার সীমার মধ্যে উত্থিত হইলে অথবা আসামী সেই সীমার মধ্যে বাস করিলেও ঐ মোকদ্দমার সেই দেওয়ানী আদালতে বিচার হইবেক। এবং এইরূপ প্রত্যেক নালিশের কারণ হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার পরে করিতে হইবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "কালেক্টর" সাহেব ও "কমিস্যনর" সাহেব এই দুই কথাতে যে কোন সাহেব আইনমতে কালেক্টরের ও কমিস্যনরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হন তাঁহাকে বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৪ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ করণের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারাতে এবং ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৫ ধারাতে হুকুম হইয়াছিল যে ডিক্রী জারীক্রমে কিম্বা বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ভূমির নীলামে বায়নার টাকা জব্দ হইলে খরীদের টাকা লইয়া যাহা করা যায় ঐ বায়নার টাকা লইয়া তাহা করা যাইবেক এবং পত্তনিদারেরা ও যেং খাতকের প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়াছে তাহারা ঐ ধারাক্রমে প্রবঞ্চনার কার্য্য করে। অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৫ ও ৯ ধারার যেং ভাগে হুকুম আছে যে উক্ত আইনানুসারে ভূমির বা তৎসম্পর্কীয় লাভের নীলামেতে যে বায়নার টাকা দেওয়া যায় তাহা জব্দ হইলে নীলামের উৎপন্ন টাকার ন্যায় জ্ঞান হইবেক অথবা খরীদের টাকা লইয়া যাহা করা যায় ঐ বায়নার টাকা লইয়া তাহা করা যাইবেক সেইং ভাগ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এই প্রকার জব্দহওয়া বায়নার টাকা নীলামের খরচার জন্যে ব্যয় হইবেক এবং অবশিষ্ট টাকা সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ ষষ্ঠবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহরের উত্তমতা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা শহরছাড়া ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন লোকেরদের গমনাগমনের অথবা নিবাসের কোন স্থান বাসি ব্যক্তিরা সাধারণ স্বাস্থ্য ও উপকার সম্পর্কীয় কার্য্যের জন্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিতে পারেন এই নিমিত্তে ১৮৪২ সালের ১০ আইন জারী হইয়াছিল। কিন্তু ঐ আইন সেই অভিপ্রায়ের জন্যে ফলবান হয় নাই এবং তাহার বিধান সংশোধন করা এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত অন্যান্য রাজধানীর অধীন নগরনিবাসিরদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪২ সালের ১০ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

যদি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানী বা কোন স্থানের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেবের এইমত বোধ হয় যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরছাড়া কোন শহর বা শহরতলী নিবাসিরা কোন সরকারী রাস্তা বা পথ বা নরদমা কি পুষ্করিণী করণ কি মেরামৎ করণ কিম্বা পরিষ্কার করণ কি তাহাতে আলো দেওন অথবা তাহাতে চৌকী দেওনের নিমিত্তে বা সকলের অপকারক বিষয় নিবারণের নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ শহর বা শহরতলীর উত্তমতা

করণার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায় করিতে চাহেন তবে ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

যখন কোন শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাওণের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের নিকটে কোন দরখাস্ত করা যায় তখন ঐ রাজধানীর বা ঐ স্থানের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে তাহার এস্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং ঐ এস্তেলার মধ্যে ঐ দরখাস্তের অভিপ্রায় লেখা যাইবেক এবং ঐ শহর বা শহরতলী নিবাসি যে সকল ব্যক্তি উক্ত অভিপ্রায় বা তাহার কোন এক অভিপ্রায়ের জন্যে এই আইন চলন করাওণ বা না করাওণের বিষয়ে আপনারদের মত জানাইতে চাহেন তাঁহারদিগকে তাহা জানাইতে উপযুক্ত সময় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ঐ প্রকার সকল এজহার উপযুক্তমতে বিবেচনা করিবেন এবং তাহা লইবার জন্যে যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই মিয়াদ অতীত হইলে এইমত এক চূড়ান্ত হুকুম দিবেন যে ঐ আইনের সকল অভিপ্রায় অথবা তাহার মধ্যের এক বা ততোধিক অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ দরখাস্ত ঐ স্থাননিবাসি ব্যক্তিরদের ইচ্ছার অনুযায়ি বা বিপরীত বোধ হয় এবং শ্রীযুতের ঐ চূড়ান্ত হুকুম গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যাইবেক এবং ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে ঘোষণা করা যাইবেক। এবং যদি সেই সমস্ত অভিপ্রায়ের বা তাহার কোন ভাগের বিষয়ে ঐ স্থাননিবাসি লোকেরদের ইচ্ছা আছে বোধ হয় তবে এই আইন তদবধি ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে সেই হুকুমে যে২ অভিপ্রায় লেখা আছে কেবল সেই২ অভিপ্রায়ের জন্যে চলন হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যখন এইরূপে কোন হুকুম পূর্ব্বোক্তমতে করা যায় এবং ঘোষণা হয় তখন ঐ হুকুমের মধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জন্যে এই আইন উক্ত শহর বা শহরতলীর মধ্যে চলন হইবেক। এবং ঐ হুকুম করণ এবং ঘোষণা করণ কার্য্যের দ্বারা এই চূড়ান্ত প্রমাণ হইবেক যে এই আইনের নানা নিয়ম প্রতিপালন হইয়াছে এবং ঐ হুকুমের মধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে সেই সময়অবধি চলন হইয়াছে ইতি।

৬ ধারা।

যখন এই আইন কোন শহর বা শহরতলীর মধ্যে চলন হয় তখন শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেব এই আইনের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এবং ঐ শ্রীযুতের বিবেচনায় ঐ শহরনিবাসি যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে কমিস্যনরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন। এবং যে অভিপ্রায়ের জন্যে তাঁহারা নিযুক্ত হন সেই অভিপ্রায় সফলরূপে সিদ্ধ করণার্থে বিধি প্রস্তুত করিতে তাঁহারদিগকে ক্ষমতা দিবেন। এবং ঐ বিধিতে শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেব সম্মত হইলে যাবৎ পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহা মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ এই আইনের অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপে ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে প্রবল হইবেক। এবং উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেব কমিস্যনরেরদের মধ্যের কোন ব্যক্তিকে তগীর করিতে এবং অন্য ব্যক্তিরদিগকে তাঁহারদের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং কমিস্যনরেরদের কোন পদ শূন্য হইলে তিনি যেপ্রকার উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে অন্য ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

৭ ধারা।

যে বিধি প্রস্তুত করণের ভার ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইল তাহার মধ্যে অন্যান্য বিষয় ব্যতিরেকে এইং বিষয়ের নিয়ম তাঁহারা করিবেন বিশেষতঃ

১। ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের আবশ্যক সকল আমলা ও চাকরদিগকে নিযুক্ত ও শাসন করিবেন ও তাহারদিগকে যেং মাহিয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন।

২। এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে যেং টাকার আবশ্যক হয় সেইং টাকা ঘরের উপর টাক্স বসাওনের অথবা শহরের মাসুল নির্দ্ধার্য্য করণের কিম্বা প্রকারান্তরের দ্বারা আদায় করণার্থে ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে যে ব্যক্তি বা যে সম্পত্তির উপর টাক্স বসাইতে হইবেক তাহা ঐ কমিস্যনরেরা নির্ণয় করিবেন এবং যে টাক্স বসাইতে হইবেক তাহার সংখ্যা কিম্বা হার এবং তাহা আদায় ও উসুল করণের রীতি ও তাহা আদায় হইলে নির্ব্বিঘ্নে রাখণ ও উপযুক্তমতে ব্যয় করণের নিয়ম করিবেন।

৩। যে প্রকারে চলিত বিধি শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব কি শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেবের সম্মতিক্রমে সময়েং সংশোধিত অথবা রদ হইবেক এবং নূতন বিধি করা যাইবেক তাহা ঐ কমিস্যনরেরা নিরূপণ করিবেন।

৪। শহর অথবা শহরতলীর মধ্যে অপকারক বিষয় নির্ণয় ও নিবারণ করণের নিয়ম করিবেন।

৫। কমিস্যনরেরা যে কোন বিধি করেন তাহা উল্লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকার অনধিক ওয়াজিবী জরীমানা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন কিম্বা অপকারক বিষয় নিবৃত্ত না হইলে যে প্রত্যেক দিবস ঐ অপকারক বিষয় থাকে তজ্জন্যে পাঁচ২ টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

যে কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে নিযুক্ত হন তাঁহারদের এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে সকল আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে এবং পুর্ব্বোক্তমতে আদায়হওয়া টাক্স আবশ্যক কার্য্যে এবং আপনারদের আমলা ও চাকরেরদের মাহিয়ানা দেওনেতে এবং উক্ত শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন জারী করণার্থে অন্য যে২ খরচ পড়ে তাহাতে ব্যয় করিতে সম্পুর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

ঐ শহর বা শহরতলী নিবাসি ব্যক্তিরদের পক্ষে ঐ কমিস্যনরেরা যে কোন বন্দোবস্ত করেন তাহার বিষয়ে কোন এক কমিস্যনর স্বয়ং দায়ী হইবেন না। কিন্তু যে টাকা আদায় হয় তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ করণের বিষয়ে যে কমিস্যনর জানিয়া শুনিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন বা যে কমিস্যনরের জ্ঞাতসারে তাহা হইল অথবা যে কমিস্যনরের ভারি শৈথিল্যপ্রযুক্ত টাকা সেইরূপে অপব্যয় হইল সেই কমিস্যনর সেই বিষয়ে দায়ী হইবেন এবং তাঁহার স্থানে পাওনা টাকার ন্যায় সেই টাকার বিষয়ে এবং কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

জরীমানা আদায় করণার্থে ১৮৩৯ সালের ২ আইনে যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এই আইনানুসারে সকল বাকী টাক্স এবং জরীমানা আদায়ের জন্যে আমলে আসিবেক। এবং কমিস্যনরেরা অথবা এই আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট বাকী টাক্স আদায় করণের নিমিত্তে তাঁহারদের যে২ আমলা নিযুক্ত হয় সেই২ আমলার মধ্যে কোন এক ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তন্নিমিত্তে ঐ ১৮৩৯ সালের ২ আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে সম্পত্তির উপর করা কোন টাক্স রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া অসিদ্ধ হইবেক না এবং কোন সম্পত্তির উপর সেইরূপ টাক্স বসাওনেতে কি সেইরূপ টাক্স বসাওনের অভিপ্রায়ে সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় করণেতে যে সম্পত্তির টাক্স

বা মূল্য নির্ণয় হয় যদি তাহা এইরূপে বর্ণনা করা যায় যে সাধারণ লোকে তাহা চিনিতে পারে তবে তাহা প্রচুর হইবেক। এবং সেই সম্পত্তির মালিক অথবা দখীলকারের নাম লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

যে কোন বাটী বা এমারৎ কি ভূমির উপর এই আইনানুসারে টাক্স বসান যায় সেই বাটী বা এমারৎ কি ভূমিতে যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা এই আইনানুসারে সেই বাটী বা এমারৎ বা ভূমির উপর বসান টাক্সের বাকী আদায়ের জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইন জারী করণেতে যে সকল কমিস্যনর নিযুক্ত হন তাঁহারা পূর্ব্ব বৎসরে যে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং যে সকল টাকা পাইয়াছেন ও ব্যয় করিয়াছেন তাহার এক হিসাব প্রতিবৎসরের আপ্রিল মাসের শেষ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। এবং যে পাঠ এবং যে বৌচর অর্থাৎ নিদর্শনপত্র শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেব সময়ক্রমে হুকুম করেন সেই পাঠানুসারে সেই রিপোর্ট হইবেক এবং তাহার সঙ্গে সেই২ নিদর্শনপত্র পাঠান যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব কিম্বা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেব কোন সময়ে কোন শহরে বা শহরতলীর মধ্যে এই আইনের কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন এবং এই আইন জারী করণেতে কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের মধ্যে কোন এক জনের কি তাঁহারদের আমলার ব্যবহারের বিষয়ের তদারক করিতে এবং রিপোর্ট করিতে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রত্যেক বন্দরে এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উত্তর কালে অন্য যে২ বন্দরে আবশ্যক বোধ করেন সেই২ বন্দরে বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের জন্যে এক সাধারণ রেজিষ্টরী দফ্তর স্থাপন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এইমত প্রত্যেক দফ্তরে এক জন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইবেন এবং যে রাজধানীতে বা স্থানে ঐ দফ্তর স্থাপিত হয় সেই রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সময়ে২ যেরূপ হুকুম করেন সেইরূপে ঐ দফ্তরের আসিষ্টাণ্ট ও মুহুরীর ও চাকর নিযুক্ত হইবেক এবং তাহারদের মাহিয়ানা ও বেতন ধার্য্য হইবেক এবং যে২ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় সেই২ নিয়মের অধীন তাহারা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার আপনার পদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে এবং ঐ রেজিষ্ট্রারস্বরূপ তাঁহার

হাতে যে সকল টাকা আইসে সেই সকল টাকার যথার্থরূপে ব্যয় করণের ও হিসাব রাখনের বিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে দুই জন জামিন সমেত কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি সাধারণে ও একেং বণ্ড লিখিয়া দিবেন এবং ঐ রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যতসংখ্যক জরীমানার দণ্ড ধার্য্য করেন সেই জরীমানা ঐ বণ্ডে লেখা থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যস্থিত কোন বন্দরহইতে গমনকারি যে জাহাজ ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিষয়ে তৎসময়ে পার্লিমেন্টের যে আইন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের যেং আইন ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিষয়ে করা গিয়াছে সেইং আইনানুসারে যে জাহাজ ব্রিটনীয় জাহাজস্বরূপ রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই জাহাজের উপর (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য যে কোন ব্যক্তি গ্রেটব্রিটন ও ঐর্লাণ্ড রাজ্যের কোন বন্দরহইতে রেজিষ্টর টিকিট না পাইয়া খাটিতে মানস করে সেই ব্যক্তির আবশ্যক যে উক্ত কোন রেজিষ্টরী দফ্তরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাওনার্থে হাজির হয় এবং এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলে যে নানা জিজ্ঞাসা লেখা আছে এবং সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যেং জিজ্ঞাসার হুকুম করেন সেইং জিজ্ঞাসার উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সত্য করিয়া দেয় এবং যাবৎ সেই ব্যক্তি সেইরূপে রেজিষ্টরী না হয় তাবৎ ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখের পর (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য কোন পদে ঐরূপ রেজিষ্টরীহওয়া জাহাজের উপর খাটিতে পারিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যে প্রত্যেক খালাসী রেজিষ্ট্রারের দফ্তরে রেজিষ্টরী হওনার্থে আইসে এবং আপনার বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত ঐ জিজ্ঞাসার সত্য জওয়াব দেয় এইমত প্রত্যেক খালাসীকে ঐ রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরী না করিলে নয় ইতি।

৬ ধারা।

যে প্রত্যেক খালাসীকে ঐ রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরী করেন তাহাকে তিনি এক রেজিষ্টর টিকিট দিবেন এবং শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে পাঠেতে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে ঐ খালাসীর সাধ্যপর্য্যন্ত যথার্থ চেহারা লেখা থাকিবেক এবং শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে রসুমের অনুমতি দেন সেই রসুম ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ

টিকিটের জন্যে লইতে পারিবেন কিন্তু তাহা এক টাকার অধিক হইবেক না এবং ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ প্রত্যেক রেজিষ্টর টিকিটের এক নকল আপনার দফ্তরে রাখিবেন। এবং প্রত্যেক রেজিষ্টরীহওয়া খালাসী সমুদ্রে গমনাগমনকারি ব্যক্তিদের যে সম্প্রদায় অথবা বেতনভোগী হয় তাহা ঐ রেজিষ্ট্রার সাধ্যপর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া রেজিষ্টর টিকিটে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন। এবং ঐ টিকিটে উচ্চস্থ বেতনভোগিস্বরূপ লিখিত হওনের জন্যে টিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ টিকিট রেজিষ্ট্রারের নিকটে আনিলে সেই সময়ে ঐ ব্যক্তির যে উচ্চস্থ বেতনভোগী হওনের স্বত্ব থাকে তাহা ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ টিকিটেতে লিখিবেন ইতি।

৭ ধারা।

যখন কোন খালাসী আপনার রেজিষ্টর টিকিট হারায় তখন সেই ব্যক্তি উক্ত রেজিষ্ট্রারেরদের মধ্যে এক জনের নিকটে স্বয়ং দরখাস্ত করিবেক এবং সেই টিকিট যে সময়ে ও যেপ্রকারে খোয়া গেল তাহার বিষয়ে রেজিষ্ট্রার বা তাঁহার কোন এক জন আসিষ্টাণ্ট যে সকল জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহার উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সত্যরূপে দিতে হইবেক। এবং যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে ইহাতে কোন চাতুরী ছিল না বা চাতুরীর মানস ছিল না তবে রেজিষ্টর টিকিট দেওনার্থে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত পূর্ব্বের টিকিট হারাইবার সময় ও প্রকার বিবেচনা করিয়া রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে তাঁহাকে যেং হুকুম দেন সেইং হুকুমমতে যে রসুম উচিত বুঝেন এইমত পাঁচ টাকার অনধিক রসুম লইয়া তাহাকে অন্য এক টিকিট দিবেন ইতি।

৮ ধারা।

যখন কোন রেজিষ্টরীহওয়া খালাসী কারাগারে বা কোন হরিণবাড়ীতে কয়েদ হয় তখন আদালত অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস তাহার রেজিষ্টর টিকিট ঐ কারাগার বা হরিণবাড়ীর অধ্যক্ষের হাতে দেওয়াইবেন এবং তিনি খালাসীর কয়েদ থাকন সময়ে তাহা আপনার নিকটে রাখিবেন এবং কয়েদের শেষ হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন। এবং যখন কোন রেজিষ্টরীহওয়া খালাসীর প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হয় তখন যে ব্যক্তির নিকটে ঐ খালাসী কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি ঐ রেজিষ্টর টিকিট যে রেজিষ্ট্রার তাহা দিয়াছিলেন তাঁহার দফ্তরে পাঠাইবেন ইতি।

৯ ধারা।

যে প্রত্যেক রেজিষ্টর টিকিট রেজিষ্ট্রারের নিকটে ফিরিয়া আইসে তাহা তিনি বাতিল করিবেন এবং সময়ক্রমে এক তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহার পূর্ব্ব বারো মাস ব্যাপিয়া যে প্রত্যেক টিকিট বাতিল হইয়াছে ও প্রত্যেক টিকিট হারাইয়া যাওনের বিষয়ে তাঁহাকে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে তিনি ঐ বারো মাস ব্যাপিয়া অন্য টিকিট দিয়াছেন এমত টিকিটের নম্বর ও নাম ঐ তালিকাতে

নির্দিষ্ট থাকিবেক। এবং ঐ তালিকা ইঙ্গরেজী ভাষাতে ও বন্দরের চলিত ভাষাতে গেজেটে প্রকাশ করাইবেন এবং শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে যে সকল নগর বা বন্দর নিরূপণ করেন সেইং নগর বা বন্দরের হাসিলের কালেক্টর সাহেব এবং পোলীসের প্রধান কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ সাহেবেরা তাহা পরমিট ঘরে এবং পোলীসের দফ্তরের দৃষ্টি-গোচর কোন্ স্থানে লট্কাইবেন। এবং ঐ তালিকার নকল এমত প্রত্যেক বন্দরের মাষ্টর আটেণ্ডাণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং কোন রেজিষ্টরীহওয়া জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ দরখাস্ত করিলে এবং এক টাকা রসুম দিলে তাঁহাকে ঐ তালিকার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এইমত প্রত্যেক জাহাজের মালিম উক্ত ১ আগষ্ট তারিখের পরে উক্ত রাজ্যের কোন বন্দরে রেজিষ্টরী না হওয়া খালাসীর সঙ্গে অথবা যে খালাসীর রেজিষ্টর টিকিট বাতিল হইয়াছে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন না বা তাহাকে কর্ম্ম দিবেন না। এবং উক্ত বন্দরে উক্ত ১ আগষ্ট তারিখের পরে যে প্রত্যেক খালাসীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন তাহার রেজিষ্টর টিকিট সমুদ্রে গমনের পূর্ব্বে আপন হাতে সমর্পণ করাইবেন এবং (পশ্চাৎ লিখিত গতিকব্যতিরেকে) ঐ খালাসীর চাকরীর শেষ-পর্য্যন্ত ঐ জাহাজের মালিম অতিসাবধান করিয়া তাহা রাখিবেন এবং তৎপরে ঐ টিকিট যে খালাসীর হয় তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিবেন। এবং জাহাজের যে প্রত্যেক মালিম জানিয়া শুনিয়া এই আইন উল্লঙ্ঘন করেন তিনি যে প্রত্যেক খালাসীকে এইরূপে আইনবিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন বা চাকরী দেন তাহার জন্যে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিষ্টর টিকিটের নিমিত্তে দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি রেজিষ্ট্রার অথবা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট যে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন সেই জিজ্ঞাসার মিথ্যা উত্তর জানিয়া শুনিয়া দেয় অথবা জানিয়া শুনিয়া রেজিষ্ট্রার অথবা তাঁহার আসিষ্টাণ্টের সম্মুখে আপনার টিকিট হারাইয়া যাওনের বিষয়ে কোন মিথ্যা এজহার করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি জানিয়াশুনিয়া কোন রেজিষ্টর টিকিট মতান্তর করে কি বিরূপ করে কি নষ্ট করে অথবা এইমত কোন রেজিষ্টর টিকিট কৃত্রিম করে বা এই আইনানুসারে যে টিকিট দেওয়া গিয়াছে অথবা দেওয়া গিয়াছে কথিত হয় সেই টিকিট হস্তান্তর করে বা ক্রয়বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

জাহাজের মালিম এবং অন্য যে ব্যক্তিকে এই আইনানুসারে সেই প্রকার টিকিট রাখিবার হুকুম হইয়াছে সেই ব্যক্তিছাড়া যে কোন ব্যক্তি আপনাকে আইন-মত দেওয়া টিকিটব্যতিরেকে কোন টিকিট খালাসীর মরণের দ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা যে বন্দরে দেওয়া গিয়াছিল সেই বন্দরের রেজিষ্ট্রারের নিকটে পাঠাইবেক এবং তাহা না পাঠাইলে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

যে কোন খালাসী বাতিলহওয়া রেজিষ্টর টিকিট কিম্বা আইনমত প্রাপ্ত না হওয়া কোন টিকিট কোন জাহাজের মালিম কি অধ্যক্ষকে সমর্পণ করে সেই খালাসী যে কালপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার সেই কালের সকল মাহি-য়ানা মালিকের নিকটে জব্দ হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এই আইনের দ্বারা যে সকল জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হইলে ঐ জরীমানার হুকুম হইতে পারে এবং ১৮৩১ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম করিলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারিত সেই প্রকারে ঐ জরী-মানা খরচা সমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

রেজিষ্ট্রার সাহেব যে সকল রসুম পান তাহাহইতে এই আইনের খরচ দেওয়া যাইবেক। তদ্ভিন্ন সেই খরচা দেওনার্থে দেড় শত টন ও তাহার অধিক বোঝাইধারি যে সকল জাহাজ কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যস্থিত বন্দরে প্রবেশ করে বা তাহা হইতে গমন করে সেই সকল জাহাজের উপর টন প্রতি এক আনা বার্ষিক মাসুল লওয়া যাইবেক। এবং রেজিষ্টরী এক বন্দরে ঐ টাকা দেওয়া যাওনের সর্টিফিকট দেখান গেলে তদ্দ্বারা সেই সনের মধ্যে অন্য সকল বন্দরে কোন মাসুল দিতে হইবেক না এবং ঐ সনের হিসাব জানুআরি মাসের প্রথম দিবসঅবধি ডিসেম্বর মাসের শেষ দিবসপর্য্যন্ত হইবেক ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

১। তোমার নাম ও তোমার পদবী কি।
২। তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার সামান্য বাস কোথায় আছে।
৩। ইহার পূর্ব্বে তোমার রেজিষ্টরী হইয়াছিল কি না।

৪। তোমার জন্মস্থান কোথায়।

৫। তোমার জন্মদিন কোন্ তারিখ।

৬। তুমি কোন্ সময়ে সমুদ্রে প্রথমে গমন করিলা।

৭। তুমি কোন্ পদে সমুদ্রে প্রথমে গমন করিলা।

৮। তৎপরে তুমি কোন্ পদের কর্ম্ম করিয়াছ।

৯। তুমি রাজার যুদ্ধজাহাজে বা কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধজাহাজে কি কোম্পানি বাহাদুরের কোন জাহাজে কর্ম্ম করিয়াছ কি না।

১০। যদি করিয়াছ তবে কত কালাবধি এবং কোন্২ জাহাজে এবং কোন্২ পদে।

১১। তুমি ভিন্নাধিকারি জাহাজে কর্ম্ম করিয়াছ কি না।

১২। যদি করিয়া থাক তবে কত কালাবধি এবং কোন পদে এবং কোন পতাকার অধীনে।

১৩। সমুদ্রে থাকিয়া তুমি সামান্যতঃ কোন্ কার্য্য করিয়াছ।

১৪। কর্ম্ম না থাকিলে তুমি সামান্যতঃ কোথায় বাস কর।

B চিহ্নিত তফসীল।

ভারতবর্ষের অমুক বন্দরহইতে অমুক স্থানে গমনশীল এত টন বোঝাইধারি অমুক বন্দরের অমুকনামক জাহাজে খালাসীরদের ও কর্ম্মশিক্ষাকারিরদের নাম ও রেজিষ্টর টিকিটের নম্বর।

জাহাজের নম্বর ও রেজিষ্টরের তারিখ	নাম	পদ	রেজিষ্টর টিকিটের নম্বর

অমুক সালের অমুক তারিখ। জাহাজের মালিম।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অষ্টাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের প্রবৃত্তি জন্মাওনের আইন।

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদিগকে প্রবৃত্তি দেওন এবং রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে সময়ক্রমে পার্লিমেণ্টের যে কোন আইন অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের যে কোন আইন চলন থাকে তাহার অনুসারে ব্রিটনীয় জাহাজ বলিয়া যে কোন জাহাজ রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে বন্দরে ১৮৫০ সালের ২৭ আইনানুসারে খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন কি হইবেন এমত কোন বন্দরহইতে রপ্ত হয় সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যাবৎ উক্ত দেশের মধ্যে কোন বন্দরে যে সকল খালাসীকে জাহাজে লন তাহারদের সঙ্গে নীচের লিখিত বিধানমতে বন্দোবস্ত না করেন তাবৎ আগামি ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখের পর কোন দিনে ঐ অধ্যক্ষ সমুদ্রপথে জাহাজ লইয়া যাইবেন না। ঐ বন্দোবস্তের মধ্যে এই২ বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক যে প্রত্যেক খালাসী যেং মাহিয়ানা পাইবেক এবং যত ও যেপ্রকার আহারাদি পাইবেক এবং যে পদে নিযুক্ত হইবেক অথবা খাটিবেক এবং ঐ জাহাজ যে স্থানে গমন করিবেক অথবা যে মিয়াদপর্য্যন্ত এ ব্যক্তির খাটিতে হইবেক। কিন্তু ৩০০ টনের অনধিক বোঝাইধারি যেং দেশীয় জাহাজ কেবল সমুদ্রের তীরস্থ দেশে গমনাগমন করিতেং নিযুক্ত হয় সেই জাহাজের প্রতি এই বিধান খাটে না ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে অথবা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে এমত প্রত্যেক বন্দোবস্তপত্র লেখা যাইবেক। তাহাতে উপযুক্তমত তারিখ থাকিবেক এবং খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেবের অথবা তাঁহার দ্বারা তন্নিমিত্তে নিযুক্ত অন্য সাহেবের সাক্ষাতে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাতে সহী করিবেন এবং উক্ত দেশের কোন বন্দরে যে সকল খালাসীকে জাহাজে লওয়া যায় তাহারদের প্রত্যেক শ্রেণীর খালাসীরদের অধিকাংশ লোক অন্য সকল খালাসীর নিমিত্তে তাহাতে দস্তখৎ করিবেক। এবং যে প্রত্যেক খালাসী তাহাতে সহী করিবেক সে ব্যক্তি যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ বন্দোবস্ত তাহাকে শুনাইবেন ও বুঝাইবেন এবং যদি ঐ খালাসী তাহাতে সম্মত হয় তবে তাহাকে তাহাতে আপনার সহী বা ঢেরা দিতে হুকুম করিবেন এবং তাহাতে আপনি দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ বন্দোবস্তপত্রের এক নকল পূর্ব্বমতে লিখিত ও দস্তখৎ হইলে তাহা আপনার দফ্তরের রোয়দাদে রাখিবেন। এইমত জাহাজে আপ্রেণ্টিসভিন্ন যে প্রত্যেক খালাসী নিযুক্ত হয় সেই খালাসী আপনি ঐ বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে আপনার মাহিয়ানার সংখ্যানুসারে ঐ বন্দোবস্তপত্রের দ্বারা উপকার পাইতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এমত বন্দোবস্তপত্রের যে প্রত্যেক নকল রেজিষ্ট্রার সাহেব যথার্থ নকল হওনের বিষয়ের সর্টিফিকট দেন তাহা ঐ খালাসীর পক্ষে প্রত্যেক গতিকে ঐ বন্দোবস্তপত্রের মর্ম্মের বিষয়ে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এবং কোন গতিকে কোন খালাসীকে ঐ বন্দোবস্তপত্র অথবা পূর্ব্বোক্তমত প্রস্তুতহওয়া তাহার নকল দেখাইতে কি তাহা দাখিল করণের এত্তেলা দিতে হুকুম করা যাইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ বন্দোবস্তপত্র দাখিল না হয় এবং সাব্যস্ত করা না যায় তবে ঐ খালাসী ঐ বন্দোবস্তের মর্ম্ম অথবা তাহার অভিপ্রায়ের প্রমাণ দিতে পারিবেক অথবা বিষয়বিশেষে অন্য কোন সাক্ষ্যের দ্বারা আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনানুসারে যে খালাসী কোন জাহাজে নিযুক্ত হয় এমত কোন খালাসীর করা কোন বন্দোবস্তক্রমে জাহাজের উপর তাহার যে দাওয়া থাকে তাহা লোপ হইবেক না অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্থানে আপনার মাহিয়ানা পাইবার যে দাওয়া থাকে তাহা কোন বন্দোবস্তের দ্বারা লোপ হইবেক না। এবং এই আইনের বিরুদ্ধ কি তাহার অনৈক্য কোন বন্দোবস্তের দ্বারা কোন খালাসী বদ্ধ হইতে পারে না। এবং যে জাহাজ পরে নষ্ট হয় সেই জাহাজের ভাড়ার সম্পর্কে খালাসীর যে মাহিয়ানার

অধিকার কিম্বা দাওয়া থাকে কিম্বা জাহাজ রক্ষা করণের পুরস্কারের বিষয়ে কি জাহাজ রক্ষা করণের উদ্যোগের বিষয়ে পারিতোষিকের যে কোন স্বত্ব বা দাওয়া থাকে অথবা ডিক্রী কি ফয়সলা বা প্রকারান্তরে জাহাজ রক্ষা করণের পুরস্কারের বা জাহাজ রক্ষা করণের উদ্যোগের পারিতোষিকের যে অংশের স্বত্ব ও দাওয়া থাকে তাহা ত্যাগ করিতে যদি কোন খালাসী কোন নিয়ম বা চুক্তি কিম্বা বন্দোবস্তের দ্বারা অনুমতি কি অঙ্গীকার করে তবে ঐ নিয়মপ্রভৃতির দ্বারা ঐ খালাসী বদ্ধ থাকিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনক্রমে যে খালাসী কোন জাহাজে কর্ম্ম করিতে বন্দোবস্ত করে সেই খালাসীর মাহিয়ানা কালেণ্ডর মাসক্রমে গণ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনের বিধানের অনুসারে কর্ম্মকারি কোন খালাসী যদি এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে অথবা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে অন্য যে পাঠ মঞ্জুর করেন তদনুসারে এক লিপির দ্বারা উক্ত রেজিষ্ট্রার সাহেবকে এই ক্ষমতা দেয় যে আমার অনুপস্থিত থাকনসময়ে আমার পরিবারের প্রতিপালনার্থে যে কালের নিমিত্তে আমি আগাম মাহিয়ানা পাই নাই এমত কালের নিমিত্তে আমার মাহিয়ানার তিন ভাগের এক ভাগের অনধিক টাকা উক্ত জাহাজের মালিক অথবা তাহার এজেণ্টের স্থানে মাসেং লন্ তবে সেই জাহাজের মালিক অথবা তাহার এজেণ্ট উক্ত রেজিষ্ট্রার সাহেব দাওয়া করিলে সেই টাকা পুর্ব্বোক্তমতে ব্যয় হওনার্থে তাহাকে দিবেন এবং ঐ খালাসী এক্ষণে উক্ত জাহাজে খাটিতেছে ইহার কোন প্রমাণ ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবের স্থানে চাহিবেন না। উক্ত লিপিতে রেজিষ্ট্রার সাহেব কি তাঁহার আসিষ্টাণ্টের এবং খালাসী যে জাহাজে খাটিতে অঙ্গীকার করিয়াছে সেই জাহাজের মালিকের সহী থাকিবেক এবং যে অভিপ্রায়ে ঐ লিপি দেওয়া গেল তাহা ঐ লিপির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

জাহাজের অধ্যক্ষ উক্ত খালাসীর মরণ কি পলায়ন কিম্বা তগীর হওনের অথবা উপযুক্ত প্রমাণমতে জাহাজের মারা পড়নের এক সর্টিফিকট যে সময়ে দাখিল করেন সেই সময়অবধি এবং তাহার পর ঐ জাহাজের মালিক কিম্বা তাহার এজেণ্ট অথবা রেজিষ্ট্রার সাহেবের দ্বারা সেইরূপ আর কোন টাকা দেওয়া যাইবেক না। কিন্তু ঐ খালাসী যে ব্যক্তিকে টাকা লইতে নিযুক্ত করিয়াছিল সেই ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রার সাহেব যে টাকা নিতান্ত দিয়াছেন তাহা ঐ খালাসীর মৃত্যু বা পলায়ন অথবা তগীর হওনেতে কিম্বা জাহাজের মারা পড়নেতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়া হইতে পারিবেকনা ইতি।

৮ ধারা।

এইরূপ সকল রসীদ ও দেওয়া টাকা এক বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এবং ঐ বহীর মধ্যে যে কিছু লেখা যায় তাহা প্রমাণ হওনার্থে রেজিষ্ট্রার সাহেব কি তাঁহার আসিষ্টাণ্ট তাহাতে সহী করিবেন এবং সেই২ বিষয়ে যে২ ব্যক্তি লিপ্ত থাকে তাহারদের তদারক করণার্থে সেই বহী নিয়ত প্রস্তুত থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

যখন রেজিষ্ট্রার সাহেব খাটনের বন্দোবস্তপত্রে সাক্ষিস্বরূপ আপনার নাম লেখেন তখন ঐ সাহেব যে২ নিয়মক্রমে খালাসী খাটনের সময়ে আপন২ পরিবারেরদিগকে আপনার মাহিয়ানার কতক ভাগ অর্পণ করিতে পারে তাহা ঐ২ খালাসীকে বুঝাইয়া দিবেন এবং রেজিষ্ট্রার সাহেবের কর্ত্তব্য যে বন্দর হইতে যত খালাসী যায় তাহারদিগকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করেন যে তাহারা চাহিলে পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের মাহিয়ানার এক ভাগ অর্পণ করিতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

ঐরূপ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ রেজিষ্টরীর কোন বন্দরহইতে গমনের পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে তিনি আপ্রেণ্টিসসমেত যত খালাসীকে আপন জাহাজে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারদের নামের এবং তাহারদের মাহিয়ানার এবং তাহারদের রেজিষ্টরী টিকিটের নম্বরের এক ফর্দ্দে সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন তদনুসারে লিখিয়া এবং তাহাতে দস্তখৎ করিয়া তাহা রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিবেন। এবং ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ যদি ঐ দেশের মধ্যে কোন খালাসীকে নিযুক্ত না করিয়া থাকেন তবে তিনি সেই কথা এক সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিবেন। এবং রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ ফর্দ্দ অথবা ঐ সর্টিফিকট পাইলে এবং তাহার সত্যতার বিষয়ে তাঁহার হৃদ্বোধ হইলে তিনি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে আপনার দস্তখৎ করা এইমত এক সর্টিফিকট দিবেন যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ রেজিষ্টরী দস্তুরের সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন। এইমত কোন জাহাজের যে অধ্যক্ষ উক্ত প্রকার ফর্দ্দ অথবা সর্টিফিকট দাখিল না করিয়া রেজিষ্টরীর বন্দর হইতে প্রস্থান করেন সেই অধ্যক্ষ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

রেজিষ্টরীর বন্দরে কোন জাহাজে কোন খালাসী এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে নিযুক্ত না হয় এ নিমিত্তে ঐ বন্দরের রেজিষ্ট্রার সাহেব স্বয়ং কিম্বা তাঁহার এজেণ্টেরা কোন সময়ে শিষ্টরূপে ঐ প্রকার কোন জাহাজে প্রবেশ করিতে পারেন এবং ঐ

জাহাজে নিযুক্ত নানা খালাসীরদিগকে গণনা করিতে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন এবং এইরূপ কর্ম্ম করণেতে ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবের অথবা তাঁহার এজেণ্টের-দিগের যে কেহ প্রতিবন্ধকতা করে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

যখন রেজিষ্ট্রার সাহেবের ইহা বোধ করিবার কারণ জন্মে যে সমুদ্রে গমনশীল জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অথবা এজেণ্ট এই আইনের কোন বিধান এড়াইয়াছেন কি তাহা প্রতিপালন করেন নাই তখন ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব আপনার দস্তখৎকরা এক লিপির দ্বারা মাষ্টর আটেণ্ডেণ্ট সাহেবকে বন্দরহইতে ঐ জাহাজের প্রস্থান করণের অনুমতিপত্র দেওয়া স্থগিত করিতে পারেন। এবং প্রত্যেক মাষ্টর আটেণ্ডেণ্ট সাহেব এই বিষয়ে রেজিষ্ট্রার সাহেবের লিখিত হুকুম প্রতিপালন করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারের নিযুক্ত কোন খালাসী যে জাহাজে খাটিতেছে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যে বন্দরে যাত্রার শেষ হয় সেই বন্দরে ঐ জাহাজের পঁহুছনের পর অথবা খাটনের মিয়াদের পর সাত দিনের মধ্যে এই আইনক্রমে করা বন্দোবস্তের অনুসারে ঐ২ খালাসীর মেহনতের জন্যে যে মাহিয়ানা বাকী থাকে তাহা ঐ খালাসীকে দিবেন বা দেওয়াইবেন। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে তাহার স্থানে আলাহিদারূপে কি সাধারণ ফর্দ্দে এক রসীদ লইবেন এবং ঐ রসীদে জাহাজের প্রথম কি দ্বিতীয় মালিম অথবা বিশ্বাসযোগ্য অন্য সাক্ষী সহী করিবেন নতুবা তাহা বিফল ও বাতিল হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

যে প্রত্যেক অধ্যক্ষ বা মালিক ১৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন খালাসীর মাহিয়ানা দিতে ক্রটি কি অস্বীকার করেন সর্ব্বসুদ্ধ দশ দিনের অনধিক কালপর্য্যন্ত তিনি যত দিন উপযুক্ত হেতু বিনা ঐ মাহিয়ানা দেওনের বিলম্ব করিয়াছেন তাহার দিনপ্রতি দুই দিনের মাহিয়ানা জরীমানাস্বরূপ ঐ খালাসীকে দিবেন এবং তাহা মাহিয়ানাস্বরূপ আদায় হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

যে খালাসীর কোন মাহিয়ানা পাওনা থাকে সেই খালাসী যদি ঐ মাহিয়ানা পাইবার পুর্ব্বে মরে তবে তাহার মরণের পর জাহাজ যে প্রথম রেজিষ্টরী বন্দরে পঁহুছে সেই বন্দরের রেজিষ্ট্রার সাহেবের হাতে ঐ মাহিয়ানা দেওয়া যাইবেক এবং

খ

ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব সেই খালাসীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তাহা দিবেন এবং তাহার ঐরূপ আইনমত স্থলাভিষিক্ত না থাকিলে যে দিবসে রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ টাকা পাইয়াছিলেন তাহার পর ১ জানুআরি তারিখঅবধি বারো মাস শেষ হইলে ঐ অবশিষ্ট টাকা কোম্পানি বাহাদুরের খাজানাখানায় দাখিল করিবেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অন্যূন দুইবার ঐ দাওয়া না হওয়া টাকা তাঁহার স্থানে থাকনের বিষয়ে তিনি গেজেটে ইশ্‌তিহারের দ্বারা উপযুক্ত এত্তেলা দিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

জাহাজের যে অধ্যক্ষের এই অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হয় যে পূর্ব্বোক্তমত বন্দরে জাহাজ পঁহুছনের পর তিনি দশ দিনের মধ্যে মৃত খালাসীর পাওনা মাহিয়ানা রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিতে ত্রুটি করিয়াছেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যে মাহিয়ানা দিতে এইরূপ ত্রুটি করিয়াছিলেন তাহার তিনগুণ জরীমানা দিবেন এবং আরো মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমত উচিত বুঝেন সেইমতে প্রত্যেক ত্রুটির বিষয়ে ঐ অধ্যক্ষের এক শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ইতি।

১৭ ধারা।

১ ধারার লিখিতমতে রক্ষ ও রেজিষ্টরী হওয়া কোন বাণিজ্য জাহাজ মারা না গিয়া কিম্বা অকর্ম্মণ্যপ্রযুক্ত ত্যক্ত না হইয়া যদি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে কোন বন্দরে বিক্রয় হয় কি হস্তান্তর করা যায় অথবা যদি এইমত কোন বন্দরে কোন খালাসীর খাটনের মিয়াদ শেষ হয় তবে অধ্যক্ষ প্রত্যেক খালাসীকে কর্ম্মচ্যুত হওনের এক সর্টিফিকট ও তাহার রেজিষ্টর টিকিট দিবেন এবং উক্ত দেশের মধ্যে কোন বন্দরে গমনশীল অন্য কোন জাহাজে তাহার নিমিত্তে উপযুক্ত কর্ম্ম যোগাইয়া দিবেন অথবা যে বন্দরে জাহাজে উঠিয়াছিল সেই বন্দরে কিম্বা অন্য যে কোন বন্দরের বিষয়ে বন্দোবস্ত হইযাছিল সেই বন্দরে তাহার বিনা খরচে যাইবার উপায় করিয়া দিবেন। অথবা তাহার ভরণপোষণ ও গমনের ভাড়া যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা ঐ বন্দরের ব্রিটনীয় কনসল কিম্বা বৈস কনসল সাহেবের হাতে অথবা এমত কোন কনসল না থাকিলে ঐ বন্দরনিবাসি সেই জাহাজের অসম্পর্কীয় কোন সওদাগরের হাতে অর্পণ করিবেন। ঐ খালাসীর যে মাহিয়ানা পাওনা থাকে তাহার অতিরিক্ত ঐ টাকা দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

যদি সেই অধ্যক্ষ উক্ত ১৭ ধারার লিখিতমতে আপনার কোন খালাসীর নিমিত্তে কর্ম্ম যোগাইয়া দিতে কিম্বা বন্দরে পঁহুছনের উপায় করিয়া দিতে ত্রুটি কি অস্বীকার করেন তবে সেইরূপ কর্ম্ম করণের খরচ দেওয়া গেলে সে খরচ জাহাজের মালিকের দেয় হইবেক। কিন্তু যদি জাহাজের অধ্যক্ষের কি খালাসীরদের

প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত জাহাজের বিঘ্ন হয় কিম্বা জাহাজ মারা পড়ে কি অকর্ম্মণ্য হওয়াপ্রযুক্ত ত্যক্ত হয় তবে জাহাজের মালিকের সেই খরচ দিতে হইবেক না। এবং কনসল সাহেব অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি ঐ খরচ দিয়াছেন তাঁহার নালিশমতে কি যদি ঐ খরচ কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের নালিশমতে ঐ মালিকের বাবৎ দেওয়া টাকা বলিয়া মোকদ্দমার খরচা সমেত মালিকের স্থানে আদায় হইতে পারিবেক এবং যদি খালাসী আপনি ঐ খরচ দিয়াছে তবে তাঁহার পাওনা মাহিয়ানাস্বরূপ তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যদি কোন খালাসী বৃটনীয় কনসল কি বৈস কনসলের সম্মুখে অথবা যদি সেই বন্দরে কোন বৃটনীয় কনসল কি বৈস কনসল না থাকেন তবে ঐ বন্দরনিবাসি জাহাজের সম্পর্কীয় এক কি ততোধিক জন সওদাগরের সম্মুখে সেই স্থানে ও সেই সময়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার বিষয়ে লিখনের দ্বারা সম্মতি জানায় তবে এইমত খালাসীর বিষয়ে উক্ত ১৭ এবং ১৮ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি।

২০ ধারা।

জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেলে কি মারা পড়িলে যে প্রত্যেক জন খালাসী জাহাজে থাকে সেই খালাসী জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে কিম্বা যে প্রধান মালিম বাঁচিয়া থাকেন তাঁহার স্থানে যদি এইমত এক সর্টিফিকট দেখাইতে পারে যে সে ব্যক্তি সেই জাহাজের ও তাহার মালের ও খাদ্যাদি দ্রব্যের রক্ষার বিষয়ে সাধ্যপর্য্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিল তবে জাহাজের ভাড়ার দ্বারা কিছু উপার্জন হইলে বা না হইলে তাহা ভাঙ্গা কি মারা পড়নপর্য্যন্ত ঐ খালাসী আপনার মাহিয়ানা পাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

প্রত্যেক খালাসীর প্রতিদিনে যত খাদ্য দ্রব্য পাইবার একরার হইয়াছিল তাহা যদি কম করা যায় তবে তাহার প্রতিদিনের মাহিয়ানা বৃদ্ধি হইবেক অর্থাৎ যদি ঐ একরারকরা দ্রব্যের তিন অংশের এক অংশপর্য্যন্ত কম হয় তবে দিনপ্রতি এক আনা এবং যদি তিন অংশের এক অংশহইতে অধিক কম করা যায় তবে দিনপ্রতি দুই আনা পাইবেক। এবং ঐ অধিক টাকা আপনার অন্য মাহিয়ানার মত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

২২ ধারা।

খালাসীরদের মাহিয়ানা কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার পাওনা হইবার পূর্ব্বে যদি ঐ মাহিয়ানাপ্রভৃতি অর্পণ কি বিক্রয় করা যায় কিম্বা কোন খালাসীর মাহিয়ানা কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার পাওনের

বিষয়ে যে ওকালৎনামা দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইতে পারে না কথিত হইলেও ঐ ওকালৎনামা অর্পণ কি বিক্রয় কারক কি ওকালৎনামাকরণিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধ বলবৎ হইবেক না। এবং কোন আদালতহইতে কোন ক্রোকী পরওয়ানা জারী হইলে তাহার দ্বারা কোন খালাসীর মাহিয়ানা কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার দিবার প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

সমুদ্রে গমন করণের সময়ে যে সকল পীড়া ও দৈবঘটনার সম্ভাবনা হয় তাহার উপযুক্ত ঔষধ ও অস্ত্রপ্রভৃতি প্রচুরমতে এমত প্রত্যেক জাহাজে সর্ব্বদাই থাকিবেক। এবং যত ঔষধপ্রভৃতি লইতে হইবেক তাহার নিরিখ সময়েং ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের জাহাজের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীক্রমে জানাইবেন। এবং তাহা কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্নমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক। এবং এই বিষয়ে ক্রটি হইলে জাহাজের মালিক দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং যত কাল তিনি ঐ প্রকার ক্রটি জানিয়া শুনিয়া করিতে থাকেন তত কাল দিনপ্রতি পাঁচ টাকার জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৪ ধারা।

যদি এইমত কোন জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা কোন মালিম কি খালাসী জাহাজের কর্ম্ম করণে আঘাতী বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে যাবৎ তাহার স্বাস্থ্য না হয় কিম্বা যে বন্দরে জাহাজে চড়িয়াছিল কি অন্য যে কোন বন্দরের বিষয়ে নিয়ম হইয়াছিল সেই বন্দরে যাবৎ তাহাকে ফিরিয়া লওয়া না যায় তাবৎ তাহার আবশ্যক অস্ত্র চিকিৎসা ও চিকিৎসা এবং তাহার সেবার ও ঔষধের ও প্রতিপালনের যত খরচ হয় তাহা এবং সেই বন্দরে তাহাকে লইয়া যাওনের খরচ জাহাজের মালিক দিবেন এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাসীর বেতনহইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক না। এবং যদি সেই অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাসী আপনি ঐ খরচ দিয়া থাকেন তবে সেই খরচ আপনার মাহিয়ানার অংশস্বরূপ আদায় হইতে পারিবেক এবং যদি ঐ খরচ কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের পাওনা কর্জস্বরূপ মোকদ্দমার সম্পূর্ণ খরচা সমেত তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

যে কোন খালাসী এই আইনানুসারে কোন দাদন পাইয়াছে এমত খালাসী যে জাহাজে থাকে সেই জাহাজ যে যাত্রার জন্যে ঐ দাদন দেওয়া গিয়াছে সেই যাত্রায় গমনের পূর্ব্বে যদি বিনষ্ট হয় অথবা অগ্নি কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত তাহার

এইমত ক্ষতি হয় যে কল্পিত যাত্রায় গমন করিতে পারে না অথবা সেই যাত্রার আরম্ভ সময়ে অথবা খাটনের দ্বারা দাদনের পরিশোধ না হইলে যদি তাহা বিফল হয় তবে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক কিম্বা এজেন্ট ঐ মত খালাসীর উপর এইমত দাওয়া করিতে পারেন যে ঐ ব্যক্তি যে দাদন পাইয়াছিল সেই দাদন ফিরিয়া দেয় অথবা যত দাদন পাইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যার তুল্য অন্য কোন জাহাজে খাটে। এবং ঐ খালাসী যাবৎ খাটনের দ্বারা ঐ দাদন পরিশোধ না করে তাবৎ ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অথবা এজেন্টের অনুমতি বিনা যে জাহাজে তাহাকে খাটিবার হুকুম হইয়াছিল সেই জাহাজ ভিন্ন অন্য জাহাজে খাটিতে পারিবেক না। এবং যদি এইমত কোন খালাসী এইমত অন্য কোন জাহাজের উপর খাটনের দ্বারা ঐ দাদন পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে তবে সেই অস্বীকার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরী-মতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেব যাহারদিগকে উচিত বোধ করেন এমত ব্যক্তিরদিগকে সময়ক্রমে এই আইনানুসারে যেং জাহাজে খালাসী গ্রহণ হয় সেইং জাহাজের জন্যে খালাসী যোটাইবার দালালী কর্ম্ম করিতে পাট্টা দিতে পারেন এবং নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষের ঘরে খালাসীরদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিবার অনুমতি দেওনার্থে তাহারদিগকেও পাট্টা দিতে পারেন। এবং ঐ ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে সেই পাট্টা রদ ও বাতিল করিতে পারেন। এবং সময়ক্রমে ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব যে মিয়াদ ও যে নিয়ম এবং যে জামিন নিরূপণ করেন সেই মিয়াদের জন্যে এবং সেই নিয়মক্রমে এবং সেই জামিন লইয়া ঐ পাট্টা দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে পাট্টা না পাইয়া এবং যে জাহাজে খালাসীরা খাটিতে স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজের মালিক কি এক অংশের মালিক কিম্বা অধ্যক্ষ অথবা জাহাজ যাঁহার জিম্মায় থাকে এমত ব্যক্তি না হইয়া কোন রেজিষ্টরী বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজে নিযুক্ত হওনার্থে কোন খালাসীকে ভাড়া করে কি তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এবং যে বাণিজ্য জাহাজের উপর খালাসীরা খাটিতে স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজ যাঁহার জিম্মায় আছে তিনি কিম্বা সেই জাহাজের মালিক বা এক অংশের মালিক কিম্বা অধ্যক্ষছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি পাট্টাদার হউক বা না হউক কোন বাণিজ্য জাহাজে কোন খালাসীকে নিযুক্ত করণের অভিপ্রায়ে বা তাহার ছলে কোন খালাসীর রেজিষ্টরী টিকিটের দাওয়া করে কিম্বা প্রাপ্ত হয় এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকার পাট্টা পাইলে কি না পাইলে

কোন খালাসীকে কোন বাণিজ্য জাহাজে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিবার কিম্বা তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্তে অথবা তাহা করণের উদ্যোগ করিবার নিমিত্তে তাহার স্থানে স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে কোন রসুম কি পুরস্কার বা অন্য কোন টাকা চায় কি লয় সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

যে প্রত্যেক পাট্টাপ্রাপ্ত দালাল নাবিকেরদের বাসার উপরের উক্তমতে পাট্টাপ্রাপ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের দোকানে কি পঞ্চ ঘরে কোন খালাসীর সঙ্গে খাটনের বন্দোবস্ত করে কিম্বা এইমত যে কোন দালাল স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে নাবিকেরদের বাসার উপরের উক্তমতে পাট্টাপ্রাপ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের দোকানে কি পঞ্চ ঘরে সম্পর্ক রাখে সেই দালালের পাট্টা জব্দ হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধির মতাচরণ না করিতে কোন খালাসীকে পরামর্শ দেয় বা পরামর্শ দিতে উদ্যোগ করে বা আইন প্রতিপালনের প্রতিবন্ধকতা করে অথবা যে কোন ব্যক্তি কোন খালাসীকে পলায়ন করিতে পরামর্শ দেয় কি যে খালাসী পলায়ন করিয়াছে তাহাকে আশ্রয় দেয় অথবা আশ্রয় দেওনের বা খোরাক দিবার সাহায্য করে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

যদি এই আইনমতে নিযুক্ত কোন খালাসী যাত্রার পূর্ব্বে বা যাত্রাকালীন কোন সময়ে যে জাহাজে খাটিতে অঙ্গীকার করিয়াছে সেই জাহাজে যাইতে ত্রুটি কি অস্বীকার করে অথবা সেই জাহাজে সমুদ্রে গমন করিতে স্বীকার না করে কি অনুমতি না পাইয়া জাহাজহইতে গরহাজির হয় অথবা পলায়ন করে তবে যে স্থানে বা যে স্থানের নিকটে ঐ জাহাজ থাকে অথবা ঐ খালাসীকে পাওয়া যায় সেই স্থানের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব বা মাজিস্ট্রেট সাহেব জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি মালিক বা তাঁহার এজেন্ট শপথপূর্ব্বক নালিশ করিলে ওয়ারণ্ট বাহির করিয়া ঐ খালাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া আপনার নিকটে আনিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং ঐ ত্রুটি বা অস্বীকার বা মাতবর কারণ বিনা গরহাজির অথবা পলায়নের উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া গেলে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতি ঐ খালাসীকে জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন অথবা হরিণবাড়ীতে পাঠাইতে পারেন এবং সেই ব্যক্তি সেখানে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা ত্রিশ দিনের অধিক না হয়,এমত মিয়াদে থাকনের যোগ্য হইবেক। অথবা ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতি উচিত বোধ করিলে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম

কি মালিক কিম্বা তাঁহার এজেন্টের প্রার্থনামতে ঐ খালাসীকে কয়েদ না করিয়া ঐ জাহাজে তাহাকে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন অথবা ঐ জাহাজে লইয়া যাওনার্থে এবং সমুদ্রে গমনার্থে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি মালিক বা এজেণ্টের হাতে ঐ খালাসীকে অর্পণ করিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং ঐ খালাসীকে গ্রেপ্তার করণের যে খরচা ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব উপযুক্ত বোধ করেন তাহা যদি কুড়ি টাকার অধিক না হয় তবে জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা মালিক অথবা এজেণ্টকে দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং তাহা খালাসীর শিরে পড়িবেক এবং তাহার মাহিয়ানাহইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৩১ ধারা।

যে প্রত্যেক খালাসী এই আইনানুসারে নিযুক্ত হয় সেই খালাসী আপন খাটনের সময়ে যদি জানিয়াশুনিয়া এবং অনুমতি বিনা আপনার জাহাজহইতে স্থানান্তর হয় বা প্রকারান্তরে আপনার কর্ম্মহইতে গরহাজির হয় (এবং তাহার অপরাধ পলায়নের অপরাধ না হয় কি আপন মনিব পলায়নের অপরাধের ন্যায় তাহা জ্ঞান না করেন) তবে সেই খালাসীর দুই দিনের মাহিয়ানা জরীমানা হইবেক এবং যে প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টা সেই ব্যক্তি গরহাজির থাকে তাহার জন্যে ছয় দিবসের মাহিয়ানা জরীমানা দিবেক অথবা আপনার মনিবের ইচ্ছাক্রমে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জনকে নিযুক্ত করণেতে যে আবশ্যক খরচ লাগে তাহা সেই খালাসী দিবেক। এবং জাহাজে নিযুক্ত থাকন সময়ে যে প্রত্যেক খালাসী আপন মনিব বা যে ব্যক্তির অধীনে জাহাজ থাকে সেই ব্যক্তি ওয়াজিবীমতে তাহাকে যে কর্ম্ম করিতে হুকুম দেন তাহা করিতে মাতবর কারণ বিনা অস্বীকার বা ত্রুটি করে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার উপরের উক্ত জরীমানা হইবেক এবং যে প্রত্যেক চব্বিশ-ঘণ্টাপর্য্যন্ত সেইরূপ অপরাধ করে তাহার জন্যে উপরের উক্তমতে জরীমানা হইবেক। এবং এইরূপ যে প্রত্যেক খালাসী জাহাজের লক্ষিত বন্দরে পঁহুছিলে পর ও তাহার চাকরীর মিয়াদের মধ্যে খালাস না হইয়া অথবা আপনার মনিবের অনুমতি না পাইয়া জাহাজ ত্যাগ করে সেই ব্যক্তির এক মাসের মাহিয়ানা জরীমানা লাগিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ খালাসীর গরহাজির অথবা ত্রুটি বা অস্বীকার যদি রীতিমতে “লগ বুক” অর্থাৎ জাহাজের বৃত্তান্তের বহীতে লেখা না যায় তবে সেই ব্যক্তির সেইরূপ জরীমানা হইবেক না এবং সেই বিষয়ের বিরোধ হইলে ঐ জাহাজের মালিক বা অধ্যক্ষ কি এজেণ্ট মালিমের বা অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের প্রমাণের দ্বারা ঐ বহীর মধ্যে লিখিত কথা সাব্যস্ত করিবেন ইতি।

৩২ ধারা।

এই আইনানুসারের নিযুক্ত যে প্রত্যেক খালাসী আপন জাহাজহইতে পলায়ন করে ঐ জাহাজে সেই ব্যক্তির যে সকল কাপড়চোপড় এবং দ্রব্যাদি থাকে এবং যে

সকল মাহিয়ানা এবং প্রাপ্তি তাহার পাওনা থাকে তাহা জব্দ হইয়া জাহাজের মালিককে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এইরূপ প্রত্যেক পলায়নের বৃত্তান্ত তৎকালেই পূর্ব্বোক্ত "লগ বুকের" মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ ও মালিম কিম্বা ঐ অধ্যক্ষ এবং এক জন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী তাহাতে সহী করিবেন ইতি।

৩৩ ধারা।

যে বন্দরে কোন খালাসী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাছাড়া অন্য কোন স্থানে যদি কোন খালাসী আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদের মধ্যে পলায়ন করে এবং যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ পলাতক খালাসীকে যে মাহিয়ানা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক মাহিযানাতে তাহার এওজে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তবে ঐ জাহাজের মালিক কি এজেণ্ট বা অধ্যক্ষ পলাতক ব্যক্তি আপনার কর্ম্ম রীতিমত করিলে তাহাকে যে টাকা দেয় হইত তদপেক্ষা অধিক যত মাহিয়ানা বা তাহার যে অংশ ঐ জাহাজের মালিক কি অধ্যক্ষ বা এজেণ্ট ঐ এওজী ব্যক্তিকে দিয়াছেন তাহা এই আইনের লিখিত জরীমানা যেরূপে আদায় করা যায় সেইরূপে এবং যে পর্য্যন্ত হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে ঐ পলাতক ব্যক্তির স্থানে আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন খালাসী ঐ মাহিয়ানার টাকার আধিক্য না দেওনপ্রযুক্ত তিন কালেণ্ডর মাসের অধিক কাল কয়েদ হইবেক না ইতি।

৩৪ ধারা।

যদি কোন খালাসী যাত্রার আরম্ভের পূর্ব্বে বা যাত্রার সময়ে কোন বন্দরহইতে জাহাজের গমনের পূর্ব্বে অব্যবহিত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খামখা অথবা জানিয়াশুনিয়া ও বিনানুমতিতে গরহাজির হয় তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জ্ঞান হইবেক। এবং যদি কোন খালাসী কোন সময়ে বা কোন সময়পর্য্যন্ত আপনার জাহাজহইতে খামখা এইরূপে গরহাজির হয় যে সেই জাহাজ ত্যাগ করিতে এবং তাহাতে ফিরিয়া না যাইতে তাহার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি কোন খালাসী বা আপ্রেণ্টিসকে পলাতক জানিয়া অথবা তাহাকে পলাতক বিশ্বাস করণের কারণ জানিয়া ঐ পলাতক খালাসী বা আপ্রেণ্টিসকে জানিয়াশুনিয়া আশ্রয় দেয় অথবা লুকাইয়া রাখে তবে এইরূপ আশ্রিত বা লুক্কায়িত প্রত্যেক খালাসী বা আপ্রেণ্টিসের জন্যে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৬ ধারা।

যে কোন খালাসী এই আইনানুসারে খাটিতে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার ঐ নিয়মিত চাকরীর শেষ না হওনের পূর্ব্বে তাহার স্থানে তিন টাকার অধিক কোন কর্জ্জ আদায় করা যাইতে পারিবেক না। এবং কোন সরাইয়ের অধ্যক্ষ অথবা নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষ খালাসী তাঁহার যে টাকা ধারে কথিত হয় তাহার বাবৎ ঐ খালাসীর কোন সিন্দুক কি হাতিয়ার বা অন্য সম্পত্তি আটক করিতে পারিবেন না। এবং যদি এমত কোন ব্যক্তি কোন খালাসীর সিন্দুক বা হাতিয়ার কি অন্য সম্পত্তি আটক করে তবে ঐ স্থানের বা তাহার নিকটের কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ খালাসী অথবা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি তাহার বিষয়ে শপথপূর্ব্বক নালিশ করিলে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব সরাসরীমতে শপথ করাইয়া সেই বিষয়ের তজবীজ করিতে পারেন এবং আপনার দস্তখৎ ও মোহরকরা ওয়ারণ্টের দ্বারা সেই সম্পত্তি ক্রোক করণের এবং ঐ খালাসীকে ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তি ঐ জিনিস আটক করিয়াছে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এইরূপ কোন জাহাজের তিন জন অথবা তাহাহইতে অধিক জন খালাসী নালিশ করিলে ঐ জুষ্টিসপ্রভৃতি ঐ জাহাজী ব্যক্তিরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের জন্যে ঐ জাহাজের উপর যে আহার ও জল ও ঔষধ দেওয়া গিয়াছে কি রাখা গিয়াছে তাহা তজবীজ ও তদারক করিবেন কি তজবীজ ও তদারক করাইবেন। এবং যদি ঐ তজবীজ ও তদারক করিলে দৃষ্ট হয় যে ঐ আহার অথবা জল কি ঔষধ মন্দ অথবা ব্যবহারের অনুপযুক্ত কি যেরূপ আহারাদি দিতে হয় সেইরূপ নহে অথবা যদি তাহা অপ্রচুর বোধ হয় তবে যে কর্ম্মকারক তাহার তদারক করেন তিনি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে এই বিষয় লিখনের দ্বারা জানাইবেন। এবং যদি তাঁহাতে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ যে আহার বা জল কি ঔষধ ঐ তদারককারি কর্ম্মকারক মন্দ বা অনুপযুক্ত জ্ঞাত করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে উপযুক্ত আহার বা জল কি ঔষধ না দেন অথবা যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাতে যত আহার ও জল ও ঔষধের আবশ্যক তত আহারাদি না যোগান কিম্বা যে আহার ও জল ও ঔষধ তদারককারি কর্ম্মকারক মন্দ অথবা অনুপযুক্ত কহিয়াছেন তাহা খালাসীরদিগকে দেন তবে ঐ ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

৩৮ ধারা।

এই আইনানুসারে যে খালাসীরা নিযুক্ত হয় তাহারদের জন্যে উপযুক্তমতে কালাপাতীকরা এবং মজবুত তুতকের নীচে এক বাসস্থান প্রস্তুত করা যাইবেক এবং

প্রতিজনের জন্যে চতুরস্র চারিং ফুট স্থান নিযুক্ত করা যাইবেক। এবং যে স্থান এইরূপে নিযুক্ত হয় তাহা যদি "টপ গালাণ্ট ফোরকাসলের" নীচে হয় তবে "ফোরকাসল" তুতক ও তাহার নীচের মাজিয়ার মধ্যে সাড়ে চারি ফুটের কম না হয় এমত ব্যবধান থাকিবেক এবং এই বিষয়ে ত্রুটি হইলে যে প্রত্যেক জনের এইপ্রকার উপযুক্ত বাসস্থান না করা যায় যাবৎ তাহার এইমত বাসস্থান না করা যায় তাবৎ দিন প্রতি চারি আনার হারে ঐ খালাসীর মাহিয়ানা বৃদ্ধি হইবেক এবং তাহার অন্য মাহিয়ানার মত তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

এই আইনের দ্বারা যে সকল জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হইলে হুকুম হইতে পারে এবং ১৮৩৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম করিলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারিত সেই প্রকারে ঐ জরীমানা খরচা সমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৪০ ধারা।

এই আইনানুসারে করা সকল বন্দোবস্তক্রমে যে মাহিয়ানা পাওনা হয় অথবা যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার বিষয়ি সকল দাওয়া কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা শুননি ও নিষ্পত্তি হইতে পারে এবং যত টাকা ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম করেন তাহা মায় খরচা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুকুম হয় তাহার স্থানে ১৮৩৯ সালের ২ আইনের বিধিক্রমে জরীমানা যেরূপে আদায় হয় সেইরূপে আদায় হইবেক ইতি।

৪১ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে যে জাহাজ সমুদ্রে গমন করে সেই জাহাজ যাঁহার জিম্মায় বা কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সেই জাহাজের "অধ্যক্ষ" জ্ঞান হইবেন। এবং আপ্রেণ্টিসছাড়া যে কোন ব্যক্তি ঐ জাহাজে জাহাজের চিকিৎসকব্যতিরিক্ত কোন পদে খাটিতে নিযুক্ত হয় বা বন্দোবস্ত করে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে "খালাসী" জ্ঞান হইবেক। এবং "মালিক" এই কথা যদি ঐ জাহাজ একের অধিক ব্যক্তির সম্পত্তি হয় তবে সেই সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবেক এবং "একেণ্ট" এই কথা একের অধিক যত ব্যক্তি মালিকের একেণ্ট হন সেই সকলকে বুঝাইবেক ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

১৮৫০ সালের ২৮ নম্বরী ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের করা আইনানুসারে এই বন্দোবস্ত এত টন বোম্বাইয়ের অমুক বন্দরের অমুক জাহাজের অমুক অধ্যক্ষের এবং যে নানা ব্যক্তির ইহাতে সহী আছে তাঁহারদের মধ্যে আপনারদের নিমিত্তে এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে উক্ত জাহাজে অন্য যে ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছে তাহারদের পক্ষে করা গেল।

উক্ত ব্যক্তিরদের দ্বারা এবং উক্ত ব্যক্তিরদের পক্ষে এই বন্দোবস্ত হইল এবং তাহারা একেং উক্ত জাহাজে আপনং নামের নিকটে যেং কর্ম্ম লেখা আছে সেইং কর্ম্মেতে অথবা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্য্যন্ত খাটিতে ইহার দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছে (জাহাজের কল্পিত যাত্রা এই স্থানে সাধ্যপর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে হইবেক এবং যেং স্থানে ঐ জাহাজের লাগান করণের কল্প আছে তাহা লিখিতে হইবেক অথবা যদি তাহা না হইতে পারে তবে যেপ্রকার যাত্রায় জাহাজ নিযুক্ত হয় তাহা লিখিতে হইবেক।) এবং উক্ত মল্লারা আরো এই বন্দোবস্ত করিতেছে যে আমরা আজ্ঞাধীনে থাকিয়া বিশ্বস্তরূপে ও সরলতা ও মনোযোগপূর্ব্বক ও বাহোশে কার্য্য করিব এবং আপনং কার্য্য ও পদে নিত্য মনোযোগপূর্ব্বক সেবা করিব এবং উক্ত জাহাজ ও তাহার সরঞ্জাম ও তাহার জিনিস ও তাহার মালের বিষয়ে তাহা জাহাজের উপর থাকুক কি নৌকায় থাকুক বা কিনারায় থাকুক মনিবের যথার্থ হুকুম প্রতিপালন করিব। এবং খালাসী উক্ত কর্ম্ম রীতিমতে ও সরলতা ও মনোযোগ ও বিশ্বাসপূর্ব্বক করিলে উক্ত জাহাজের অধ্যক্ষ মাহিয়ানাস্বরূপ উক্ত মল্লারদিগকে প্রত্যেক নামের পার্শ্বে যে টাকা লেখা আছে তাহা দিতে স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন। এবং ইহার দ্বারা আরো বন্দোবস্ত হইল যে জাহাজের মাল অথবা ন্যস্ত দ্রব্যের কোন ভাগ যদি তছরুফ হয় কি খামখা বা অমনোযোগিতাপূর্ব্বক ক্ষতি বা বিনষ্ট হয় তবে যে খালাসী সেই অপরাধ করিয়াছে তাহার মাহিয়ানাহইতে আপনার মনিবের ক্ষতিপূরণ যেপর্য্যন্ত হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত হইবেক এবং যদি কোন খালাসী আপনাকে কোন কার্য্যের যোগ্য বলিয়া জাহাজে চাকরী লয় এবং তৎপরে দৃষ্ট হয় যে সেই ব্যক্তি সেই কর্ম্ম করিতে পারে না তবে তাহার অযোগ্যতার অনুসারে এই বন্দোবস্তেতে যে মাহিয়ানার নিরিখ হইল তাহাহইতে কম মাহিয়ানা পাইবার যোগ্য হইবেক। ইহার প্রমাণস্বরূপ উক্ত ব্যক্তিরা লিখিত দিবসে ইহাতে দস্তখৎ করিয়াছে।

জাহাজের ছেড়িছুটের নম্বর ও তারিখ	নিযুক্ত হইবার স্থান ও সময়				নাবিকেরদের সম্পূর্ণ নাম	রেজিষ্টরী টিকিটের নম্বর	নাবিক শেষ যে জাহাজে খাটিয়াছিল তাহা	বয়স	যে নগরে কি দেশে জন্ম হইয়াছিল	জাতি কি ব্যবসা	কালেণ্ডর মাসের অংশ বুঝিয়া কি যাত্রানুসারে যত মাহিয়ানা পাইবেক	কর্ম্মে ভর্ত্তি হওন সময়ে যত মাহিয়ানা আগাম দেওয়া যায়	মাসে২ যত অর্পণ করিতে হইবেক	প্রতিদিন যত ও যেপ্রকার আহার পাইবেক	দস্তখৎ	সাক্ষিরদের দস্তখৎ
		দিন	মাস	সাল												

অমুক বন্দরে করা এই বন্দোবস্তপত্রে লিখিত সমস্ত যেওরা সত্য ইহা আমি ইহার দ্বারা জানাইতেছি অমুক মাসের অমুক তারিখ

অধ্যক্ষ।
মালিম।

B চিহ্নিত তফসীল।

অমুক বন্দরে রেজিষ্টরীহওয়া খালাসীর মাহিয়ানা অর্পণের টিকিট।

আমি অমুক নম্বরে রেজিষ্টরীহওয়া অমুক ব্যক্তি মাসেং এত টাকা মাহিয়ানাতে অমুক জাহাজের উপর অমুক পদে খাটিতেছি এবং আমি অমুক বন্দরে খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেবকে ক্ষমতা দিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি যে অমুক জাহাজের এজেণ্টের স্থানে যে মিয়াদের জন্যে আমি আগাম পাইয়াছি সেই মিয়াদপর্য্যন্ত খাটনের পর আমার যে মাহিয়ানা পাওনা হইবেক তাহার তৃতীয়াংশ লন্ এবং ঐ মিয়াদ আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে সমাপ্ত হইবেক এবং ঐ টাকা অমুক ব্যক্তিকে অথবা যে ব্যক্তির হাতে এই কাগজ থাকে সেই ব্যক্তিকে দিতে আমি ইহার দ্বারা ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবকে ক্ষমতা দিলাম এবং তিনি ইহার পৃষ্ঠে ঐ ব্যক্তির স্থানে মাসেং রসীদ লেখাইয়া লইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৯ ঊনত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বিষ খাওয়ান নিবারণের বিষয়ি ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার আইন।

বিষ কি প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাওয়াওনের বিষয়ি ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার জন্যে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কোন লোকের চিরস্থায়ি কি অল্প কালীন শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে অথবা আইনবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করণের কি করিবার প্রবৃত্তি দেওনের অভিপ্রায়ে জানিয়া শুনিয়া এবং দ্বেষপূর্ব্বক তাহাকে কোন বিষ কি কোন বেহোঁশজনক কিম্বা মাদক কোন দ্রব্য অথবা অস্বাস্থ্যজনক বস্তু খাওয়ায় কি অন্য লোকের দ্বারা খাওয়ায় সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে ঐ আদালত যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন সেই স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কতক বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইবার যোগ্য হইবেক অথবা চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে কোন গতিকে কোন ব্যক্তির নামে এমত নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি খুন করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে কোন বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাওয়াইয়াছে কিম্বা খাওয়াইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে এবং যদি সাব্যস্তহওয়া ঐ অপরাধ

কেবল এই আইনানুসারের অপরাধ হয় তবে এই আইনানুসারে অপরাধের বিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইলে যেরূপ দণ্ড হইত তাহার সেইরূপ দণ্ড হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনের অন্তর্গত এবং ঐ আইনের অংশস্বরূপ বোধ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হ্যালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J C Sherriff

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেন্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৪৬ সালের ১ আইন ও ১৮৫০ সালের ৪ আইনের অর্থ বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৮ ধারা এবং ১৮৫০ সালের ৪ আইনের ১ ধারার কার্য্য ঐ২ আইন জারী হওনের পূর্ব্বের মোকদ্দমায় খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও বিধান হইল।

১ ধারা।

১৮৪৬ সালের ১ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বাদি প্রতিবাদি ও তাহারদের উকীলেরদের মধ্যে আপোসে যে বন্দোবস্ত করা গিয়াছিল তাহার বিষয়ে ঐ আইনের বিধান খাটে এমত জ্ঞান হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

১৮৫০ সালের ৪ আইনে হুকুম আছে যে সদর আদালতে আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার নম্বরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণার্থ উত্তর কালে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ নিরূপণ আছে কিন্তু ঐ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহার উপর নম্বরী আপীলের দরখাস্ত দরপেশ করণের মিয়াদ তিন মাস। এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে উক্ত প্রকার মোকদ্দমার যে সকল আপীল উক্ত তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছিল তাহা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছে জ্ঞান হইবেক এবং ১৮৫০ সালের ৪ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল দাঁড়া ও বিধান চলন ছিল সে সকল দাঁড়া ও বিধানমতে ঐ আপীলের বিষয়ে কার্য্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

শেষোক্ত আইনের ২ ধারার হুকুমমতে যে লিখিত এত্তেলা আপেলাণ্টকে দিতে হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের আদালত ঘরে এত্তেলানামা লটকানের দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে অথবা ঐ সদর আদালত ১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে উত্তর কালে যে বিধান প্রস্তুত করেন সেই বিধানের নির্দ্দিষ্ট পাঠ ও প্রকারানুসারে দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

১৮৫০ সালের ৪ আইন পাপরেরদের আপীলের বিষয়ে খাটে না। ঐ আপীল এইপর্য্যন্ত যে প্রকারে উপস্থিত করা যাইতেছে সেইপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে করা যাইবেক। পরন্তু ইহার পূর্ব্বে হুকুম ছিল যে পাপরস্বরূপ আপীল করণের অনুমতি পাইবার তারিখের পর ডিক্রীর বিষয়ে যে বিশেষ ওজর থাকে তাহা এবং আপীল করণের বিস্তারিত হেতুবাদ ছয় সপ্তাহ মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এইক্ষণে হুকুম হইল যে তিন মাসের মধ্যে দাখিল করিলে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন।

যেং হেতুতে সবাতু ও তাহার শামিল অন্যান্য প্রদেশ দেওয়ানী মোকদ্দমার সম্পর্কে তৎকালে আলাহাবাদে স্থাপিত এইক্ষণে আগ্রাতে স্থাপিত সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছিল সেইং হেতু রহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের সময়ে যে সকল মোকদ্দমা ও কার্য্য উক্ত আদালতের বিচারাধীন ছিল এই আইন জারী না হইলে সেই সকল মোকদ্দমার যেরূপে নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে নিষ্পত্তি হইবেক এবং তাহার বিষয়ে যেং হুকুম হয় তাহা জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশে পত্তনি তালুকের নীলামের নিমিত্তে যেং দাঁড়ার আবশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা বিধান হইয়াছে যে বাকী খাজানার নিমিত্তে যে প্রকার পত্তনি তালুকের নীলাম করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব বহাল রাখা গিয়াছে জমীদারেরা জিলার দেওয়ানী আদালতে এক আরজী এবং কালেক্টর সাহেবের নিকটে তদ্রূপ অন্য আরজী দাখিল করিলে সেই প্রকার পত্তনি তালুকের নীলাম করণার্থ আরজী করিবার ক্ষমতা পাইতে পারে এবং যেহেতুক এমত অনেক নীলামের পুর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল করা যায় নাই এবং পত্তনিদারের রক্ষার নিমিত্তে তাহা আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইয়াছে।

১ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকারের কোন গতিকে জমীদারেরা দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল করিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকটে আরজী করিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পুর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল না করিয়া পত্তনি তালুকের যে সকল নীলাম হইয়াছে যদি ১৮৫০ সালের আপ্রিল মাসের ৪ তারিখের পুর্ব্বে ঐ নীলাম অন্যথা করণের মোকদ্দমা উপস্থিত করা না

গিযা থাকে তবে দেওয়ানী আদালতে আরজী হইলেও ঐ নীলাম যেরূপ সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে প্রত্যেক পত্তনিদারের তালুক উক্ত প্রকার আরজী দেওয়ানী আদালতে দাখিল না হইয়া এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে নীলাম হইয়াছে এবং ঐ নীলাম এই আইনের দ্বারা সিদ্ধ প্রকাশ হইয়াছে যদি কেবল দেওয়ানী আদালতে সেই আরজী দাখিল না হইয়া এমত নীলাম হওয়াপ্রযুক্ত সে পত্তনিদারের প্রকৃতপ্রস্তাব কোন ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়া থাকে তবে সে পত্তনিদার জমীদারের নামে কিম্বা যে ব্যক্তির আরজীমতে নীলাম হইয়াছে তাহার অথবা তাহার স্থলাভিষিক্তেরদের নামে নালিশ করিয়া তাহার যে ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়াছে তাহার প্রতিকার পাইতে পারিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৪ চতুস্ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয়া রাখিবার আইন।

যেহেতুক শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে কয়েদ হইলে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টের এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে কোন কিল্লাতে কি জেলখানায় কিম্বা অন্য স্থানে আইনমতে কয়েদ হইতে পারে কি না এই বিষয়ের সন্দেহ হইয়াছে এবং এমত সন্দেহ ভঞ্জন করা এবং উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চলন করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত যে কোন সুপ্রিম কোর্টের জেলখানায় অথবা উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন কিল্লাতে কিম্বা কোন জেলখানায় কি অন্য স্থানে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কয়েদীকে কয়েদ করা বিহিত বোধ হয় সেই সুপ্রিম কোর্টের জেলখানার সরিফ সাহেবের নামে অথবা সে কিল্লার সেনাপতি সাহেবের কিম্বা সে জেলরক্ষকের নামে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে কয়েদ করণের পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল

বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে পরওয়ানার মধ্যের লিখিত কিম্বাতে কি জেলখানায় কিম্বা অন্য স্থানে কয়েদ করণার্থে ঐ পরওয়ানা বিশিষ্ট ক্ষমতা হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করা ও বিস্তারিত হওয়া উক্ত ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে যে প্রত্যেক সরিফ সাহেবের কি সেনাপতি সাহেবের কিম্বা জেলরক্ষকের জিম্মায় শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কয়েদহওয়া কোন ব্যক্তি থাকে তাহার প্রতি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইন বিস্তারিত হইবেক ও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের পরওয়ানাক্রমে যে কোন ব্যক্তি ঐ পরওয়ানাঅনুসারে উক্ত কোন সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি আইনমতে কয়েদ হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sheriff.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৬ ষড়্‌ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

এদেশীয় সিপাহীরদের নিমিত্তে যুদ্ধবিষয়ক আইনের ১১৩ ধারা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ইউরোপীয় সৈন্যেরা কয়েদ হইলে তাহারদের খোরাকপোশাকের বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার হয় এদেশীয় সিপাহীরা কয়েদ হইলে তাহারদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় সিরিশ্‌তার এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীর-দের শাসনের নিমিত্তে যুদ্ধবিষয়ক আইনের ১১৩ ধারার যে অংশে কোর্ট মার্স্যলের কিম্বা কোন ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদকরা উক্ত হুদ্দাদারেরদের ও সিপাহীরদের বেতন বন্দ করণের ও তাহারদের খোরাক দেওনের বিষয়ে হুকুম আছে সেই অংশ ১৮৫০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখঅবধি ও তাহার পর রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

১৮৫০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখঅবধি ও তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় সিরিশ্‌তায় এদেশীয় কোন হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহী কি ছাউনির সঙ্গে গমনশীল ব্যক্তি কোর্ট মার্স্যলের হুকুমক্রমে কিম্বা অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে অথবা কোন ফৌজদারী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ হইলে সেই ব্যক্তি কয়েদথাকন কালে কোন

বেতন কি তনখা পাইবেক না কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং যে হার অথবা যে নিয়মের হুকুম করেন সেই হার কি সেই নিয়মে তাহারদের খোরাকপোশাক দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সরকারী কর্ম্মকারকেরদের আচরণের বিষয়ের তদারকের নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক সরকারী যেং কর্ম্মকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা তগীর হইতে পারেন না সেইং কর্ম্মকারকের আচরণের তদারকের নিয়ম করণের বিষয়ি আইন সংশোধন করা এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশের মধ্যে তাহা একি প্রকার করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৩৮ সালের ৬ আইন এবং ১৮৩৯ সালের ২৬ আইন এবং ১৮৪৩ সালের ১৩ আইন রদ হইল কিন্তু ঐং আইনের দ্বারা যে কোন আইন বা যে কোন আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা পুনরায় বহাল হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

যখন গবর্ণমেণ্টের এমত বোধ হয় যে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি সেই গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইতে পারেন না এমত ব্যক্তির কদাচরণের অপবাদের সত্যাসত্যতার বিষয়ে রীতিমত ও প্রকাশরূপে তদারক করণের মাতবর কারণ আছে তখন গবর্ণমেণ্ট ঐ অপবাদের মর্ম্ম নালিশের বিশেষং দফা করিয়া লিখিতে হুকুম দিবেন এবং তাহার সত্যাসত্যতার বিষয়ের রীতিমত ও প্রকাশরূপে তদারক করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

৩ ধারা।

যে আদালত অথবা বোর্ড কি অন্য কর্ম্মকারকের অধীন অপবাদিত ব্যক্তি থাকেন ঐ আদালতপ্রভৃতির প্রতি অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তন্নিমিত্তে

গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কমিস্যনরস্বরূপ বিশেষমতে নিযুক্ত হন তাঁহারদের প্রতি ঐ তদারক করণের ভার অপণ হইতে পারে। এবং ঐ কমিস্যন নিযুক্ত হওনের সম্বাদ তদারক করণের আরম্ভের পূর্ব্বে অতি কমে দশ দিন থাকিতে অপবাদিত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যখন গবর্ণমেণ্ট ঐ নালিশ আপনি নির্ব্বাহ করিতে উচিত বোধ করেন তখন গবর্ণমেণ্ট আপনার তরফে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে কোন কাহাকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

যখন কোন অপবাদকারি ব্যক্তি ঐ নালিশ করে তখন গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিবেন যে অপবাদের কথা লেখা যায় এবং সেই লিখন অপবাদকারি শপথ বা সুকৃতিক্রমে সাব্যস্ত করে এবং যে কোন ব্যক্তি এমত শপথ কিম্বা সুকৃতিপূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া ও দ্বেষপূর্ব্বক এই আইনানুসারে কোন মিথ্যা অপবাদ করে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করণের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এই আইনের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্তমতে শপথ কিম্বা সুকৃতিক্রমে অপবাদ বিনা যে কোন তদারক করণ উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন না ইতি।

৬ ধারা।

যখন কোন অপবাদকারি ঐ অপবাদ করিয়াছেন এবং মোকদ্দমা চালাইবার ভার তাঁহার হাতে থাকা গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করেন তখন গবর্ণমেণ্ট কমিস্যন নিযুক্ত করণের পূর্ব্বে ঐ অপবাদকারির স্থানে এই মজমুনে মাতবর জামিন চাহিবেন যে ঐ ব্যক্তি হাজির হইয়া ঐ নালিশ সম্পূর্ণরূপে ও শেষপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিবেন এবং বিষয়বিশেষে দ্বেষপূর্ব্বক নালিশ করণের অথবা মিথ্যা শপথ করণ কিম্বা করাওনের বিষয়ে তাঁহার প্রতি তৎপরে যে কোন বিপরীত নালিশ অথবা মোকদ্দমা হয় তাহার জওয়াব দিবার জন্যে সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইবেন ইতি।

৭ ধারা।

তৎপর মোকদ্দমা রুবকারের কোন সময়ে গবর্ণমেণ্ট উচিত বুঝিলে মোকদ্দমা ত্যাগ করিতে পারেন এবং ত্যাগ করিলে পর যদি নালিশকারি দরখাস্ত করে এবং সেই ব্যক্তি মোকদ্দমা চালাইতে চাহেন তবে পূর্ব্বোক্তমতে জামিন দিলে গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে তাঁহাকে মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি দিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

অবজ্ঞা এবং কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতার দণ্ড করিবার যে ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ৩০

আইনানুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতকে দেওয়া গিয়াছিল কমিস্যনর সাহেবেরদের সেইরূপ অপরাধের বিষয়ে সেইরূপ দণ্ড করিবার ক্ষমতা হইবেক এবং সাক্ষিরদিগকে তলব করণের ও দলীলদস্তাবেজ দাখিল করাওণের ও কমিস্যনঅনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা ঐ কমিস্যনর সাহেবের থাকিবেক এবং ঐ জজ সাহেবেরদের যেরূপ নির্ব্বিঘ্নতা আছে কমিস্যনর সাহেবেরদের সেইরূপ নির্ব্বিঘ্নতা থাকিবেক। কিন্তু সাক্ষিরদিগকে হাজির করাওনের হুকুম এবং অন্য সকল জোরাবরী হুকুম যে সাক্ষী অথবা অন্য ব্যক্তির উপর জারী করিতে হয় সেই সাক্ষী বা অন্য ব্যক্তি যে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে বাস করে সেই জজ সাহেবের দ্বারা জারী হইবেক। এবং যদি সেই ব্যক্তি কলিকাতা বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের মধ্যে বাস করে তবে তথাকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাহা জারী হইবেক। যে আদালত বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আপনারদের সামান্য ক্ষমতাক্রমে সেইরূপ হুকুম জারী করিবার শক্তি রাখেন এইমত আদালত বা ব্যক্তিরদের প্রতি যদি ঐ কমিস্যন দেওয়া যায় তবে তাঁহারা ঐ কমিস্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

ঐ কমিস্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে পূর্ব্বোক্তমতে যে সকল আইনসিদ্ধ হুকুম দেওয়া যায় তাহা যে সকল ব্যক্তি প্রতিপালন না করে ঐ হুকুম যে আদালত বা অন্য কর্ম্মকারকের দ্বারা জারী হয় সেই আদালতপ্রভৃতিকর্ত্তৃক আদৌ দেওয়া গেলে তাহার যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

নালিশপত্রের নানা দফার এক নকল এবং যে দলীলদস্তাবেজ ও সাক্ষির দ্বারা প্রত্যেক দফা সাব্যস্ত করা যাইবেক তাহার এক তালিকা তদারকের আরম্ভের পূর্ব্বে অন্যূন তিন দিন আসামীকে দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ তাহা দেওনের দিবস এবং তদারকের প্রথম দিবসছাড়া তিন দিন ইতি।

১১ ধারা।

তদারক আরম্ভ হইলে নালিশনির্ব্বাহক নালিশের নানা দফা কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এবং তাহা সকল লোকের সম্মুখে পাঠ করা যাইবেক এবং তৎপরে আসামীর প্রতি হুকুম হইবেক যে প্রত্যেক দফার বিষয়ে "আমি দোষী" কি "আমি নির্দ্দোষী" ইহা জ্ঞাত করেন এবং তাঁহার সেই উত্তর নালিশের নানা দফার সঙ্গে অবিলম্বে রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক। যদি অপবাদিত ব্যক্তি ঐ অপবাদের জওয়াব দিবার নিমিত্তে স্বয়ং উপস্থিত হইতে স্বীকার না করেন অথবা

মাতবর হেতু বিনা ত্রুটি করেন অথবা তন্নিমিত্ত উকীল কি মোক্তার নিযুক্ত না করেন তবে সেই ব্যক্তি নালিশপত্রের লিখিত সকল দফার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

নালিশনির্ব্বাহক তৎপরে নালিশের নানা দফা এবং যে সাক্ষ্যের দ্বারা তাহা সাব্যস্ত করিতে স্থির হইয়াছে তাহা কমিস্যনর সাহেবদিগকে বুঝাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ঐ উক্তি রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

তৎপরে নালিশের পক্ষে লিখিত ও জোবানী সকল সাক্ষ্য দরপেশ হইবেক এবং নালিশনির্ব্বাহকের দ্বারা অথবা তাঁহার পক্ষে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক এবং আসামীর দ্বারা অথবা তাঁহার পক্ষে তৎপরে ঐ সাক্ষিরদের বিপরীত জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক। এবং যে কোন বিষয়ে সাক্ষিরদের বিপরীত জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছে সেই২ বিষয়ে নালিশনির্ব্বাহক ঐ সাক্ষিরদের পুনর্ব্বার জোবানবন্দী লইতে পারিবেন কিন্তু কমিস্যনর সাহেবেরদের অনুমতি বিনা কোন নূতন বিষয়ে তাহারদের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন না। এবং ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা যে জিজ্ঞাসা উচিত বুঝেন তাহা করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

নালিশের পক্ষে মোকদ্দমার শেষ হওনের পূর্ব্বে যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে আসামীকে যে ফর্দ্দ দেওয়া গিয়াছিল সেই ফর্দ্দের মধ্যে লেখা না থাকা সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে কমিস্যনর সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে নালিশনির্ব্বাহককে অনুমতি দিতে পারেন অথবা আপনারাই নূতন সাক্ষ্য তলব করিতে পারেন। এবং তাহা হইলে যদি আসামী দাওয়া করেন তবে ঐ নূতন সাক্ষ্য উপস্থিত করণের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ তিন দিবস মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত করাইতে পারেন অর্থাৎ যে দিবস আদালত স্থগিত হয় এবং যে দিবসে পুনর্ব্বার আদালতের কর্ম্ম আরম্ভ হয় তাহাছাড়া তিন দিন ইতি।

১৫ ধারা।

যখন নালিশের পক্ষে মোকদ্দমা সমাপ্ত হইয়াছে তখন আসামীকে জোবানী অথবা লিখনের দ্বারা যেমত উচিত বুঝেন জওয়াব দিতে হুকুম করা যাইবেক। যদি ঐ জওয়াব জোবানীরূপে দেওয়া যায় তবে তাহা রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক না কিন্তু যদি তাহা লিখনের দ্বারা দেওয়া যায় তবে তাহা সকলের সম্মুখে পাঠ হইয়া রোয়দাদে অর্পণ হইবেক এবং তাহার এক নকল তৎসময়ে নালিশনির্ব্বাহককে দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

তৎপরে জওয়াবের পক্ষের সাক্ষ্য উপস্থিত করা যাইবেক এবং সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক এবং নালিশের পক্ষে সাক্ষিরদের বিষয়ে যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে ঐ সাক্ষিরা বিপরীত জোবানবন্দী দিবার এবং পুনরায় জোবানবন্দী দিবার যোগ্য হইবেক এবং কমিস্যনর সাহেব তাহারদিগকে সেইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন ইতি।

১৭ ধারা।

নালিশের পক্ষে কি জওয়াবের পক্ষে সকল সাক্ষী শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক। কিন্তু যদি তাহারা আদালতে শপথ করণহইতে মুক্ত আছে তবে সুকৃতি-পূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক এবং ঐ শপথ বা সুকৃতি কমিস্যনর সাহেবেরদের এক জনের দ্বারা করাণ যাইবেক। এবং যে প্রত্যেক সাক্ষী সেইরূপ জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি যদি কোন আবশ্যক বিষয়েতে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইয়া ঐ দোষের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। যখন নালিশ গবর্ণ-মেণ্টের তরফে নির্ব্বাহ না হয় তখন নালিশনির্ব্বাহক ব্যক্তি নালিশের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন এবং আসামী তাহার জোবানবন্দী লইতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা তাঁহারদের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি সকল জোবানী সাক্ষ্যের সার ইঙ্গরেজী ভাষায় সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন এবং যে প্রত্যেক সাক্ষী তাহা দেয় তাহার নিকটে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা যাইবেক এবং যদি আবশ্যক হয় তবে যে ভাষাতে সাক্ষ্য দেওয়া যায় সেই ভাষায় সাক্ষ্যের কথা তাহাকে বুঝান যাইবেক এবং রোয়দাদের সঙ্গে রাখা যাইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যদি আসামী কেবল জোবানী জওয়াব দেন এবং কোন সাক্ষী উপস্থিত না করেন তবে তাঁহার ঐ জওয়াবে তদারকের শেষ হইবেক। যদি সেই ব্যক্তি লিখিত জওয়াব দেন অথবা সাক্ষী উপস্থিত করেন তবে নালিশনির্ব্বাহক সমস্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সাধারণ জোবানী উত্তর দিতে পারিবেন এবং জওয়াবের পক্ষে যে সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছিল তাহা খণ্ডন করিতে অন্য সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে পারেন। এবং তাহা হইলে ঐ নূতন সাক্ষী যদ্যপি আসামীকে দেওয়া ফর্দ্দের মধ্যে লিখিত ছিল না তথাপি ঐ ব্যক্তি মোকদ্দমা স্থগিত করিতে দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি।

২০ ধারা।

যখন কমিস্যনর সাহেবেরা বোধ করেন যে নালিশের নানা দফা অথবা তাহার

কোন এক দফা যথোচিত স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে লেখা যায় নাই তখন তাঁহারা আপনারদের বিবেচনামতে তাহা সংশোধিত করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং তাহা হইলে আসামীর দরখাস্তক্রমে ঐ তদারক ওয়াজিবী সময়পর্য্যন্ত স্থগিত করিতে পারেন। এবং কোন সাক্ষির পীড়ার হেতুতে অথবা অগত্যা গরহাজির হওনপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট কারণে কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে নালিশনির্ব্বাহক অথবা আসামীর দরখাস্তক্রমে সময়ে২ ঐ তদারক স্থগিত করিতে পারেন। যখন ঐরূপ স্থগিতের দরখাস্ত করা যায় এবং তাহা গ্রাহ্য না হয় তখন কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ দরখাস্ত এবং তাহা নামঞ্জুর করণের কারণ রোয়দাদে লিখিবেন ইতি।

২১ ধারা।

তদারক সমাপ্ত হইলে কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ কমিস্যনক্রমে আপনারদের কার্য্যের এক রিপোর্ট অগৌণে গবর্ণমেণ্টকে দিবেন এবং ঐ রোয়দাদের সঙ্গে২ নালিশের প্রত্যেক দফার বিষয়ে আপনারদের মত স্বতন্ত্র করিয়া লিখিবেন। এবং সমস্ত মোকদ্দমা দৃষ্টে তাঁহারা যাহা লিখিতে উচিত বোধ করেন তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

২২ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট বিবেচনা করিলে পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে নূতন সাক্ষ্য লইতে অথবা তাঁহারদের মত আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হুকুম দিতে পারেন। এবং গবর্ণমেণ্ট অপবাদের অতিরিক্ত দফাও প্রস্তুত করিতে হুকুম দিতে পারেন যদি তাহা করেন তবে প্রথম নানা দফার বিষয়ে যে প্রকারে তদারক করিবার হুকুম এই আইনেতে আছে সেই প্রকারে ঐ অতিরিক্ত দফার সত্যতার বিষয়ে তদারক করা যাইবেক। যখন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়া থাকেন তখন গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট যে আদালতের বা কর্ম্মকারকের অধীন আসামী থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠাইতে পারেন এবং তাহার বিষয়ে তাঁহারদের মত চাহিতে পারেন। এবং পরিশেষে যে হুকুম যথার্থ বোধ হয় এবং এইমত গতিকে গবর্ণমেণ্টের দিবার শক্তি থাকে সেইমত হুকুম দিবেন ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "গবর্ণমেণ্ট" এই কথা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এবং বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেব এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব এবং উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব অর্থাৎ অপবাদিত ব্যক্তিকে তগীর করণের জন্যে যাঁহার অনুমতির আবশ্যক তাঁহাকে বুঝায় ইতি।

২৪ ধারা।

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইবেক না যে প্রধান এবং অন্য সদর আমীনেরদের অথবা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরদের কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরেরদের সস্পেণ্ড কি তগীর করণের বিষয়ে যে কোন আক্ট কিম্বা আইন চলন আছে তাহা রদ হইয়াছে। কিন্তু যে কোন গতিকে গবর্ণমেণ্ট বিহিত বোধ করেন সেই গতিকে উক্ত কোন কার্য্যকারকেরদের নামে যে কোন অপবাদ হয় তাহার বিচার করিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে কমিস্যন নিযুক্ত হইতে পারিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইবেক না যে এই আইনানুসারে তদারক করণ বিনা কোন হেতুতে কোন সরকারী কার্য্যকারককে সস্পেণ্ড কিম্বা কর্ম্মহইতে অবসর করিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষমতা আছে তাহা খর্ব্ব হইয়াছে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W Palmer

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৮ অষ্টত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

অপরাধের নিমিত্তে যাহারদের বিচার হইতেছে এইমত সকল ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করিবার অনুমতি দেওনের আইন।

যেহেতুক যাহারদের নামে ফেলোনি অপরাধের নালিশ হইযাছে তাহারদিগকে উকীলের কিম্বা আটর্নি অর্থাৎ মোখ্তারের দ্বারা জওয়াব দিবার ক্ষমতা দেওনার্থে মৃত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের অধিকারের সপ্তম বৎসরের এক আকট পার্লিমেণ্ট হইয়াছিল এবং ঐ আক্টের বিধান ১৮৩৯ সালের ২২ আইনের দ্বারা বিস্তারিত হইযা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে খাটান গিয়াছিল এবং যেহেতুক আইন উল্লঙ্ঘনের অপরাধের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির নামে নালিশ হয় তাহারদিগকে সেই প্রকার অনুমতি দেওয়া যথার্থ ও উপযুক্ত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

সকল আদালতে এবং সকল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের হুকুমক্রমে মাজিষ্ট্রেটর কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণিয়া ব্যক্তিরদের সম্মুখে যে প্রত্যেক ব্যক্তির কোন অপরাধের নিমিত্তে বিচার হয় সেই ব্যক্তি আপনি কিম্বা তাহার নিযুক্ত মোখ্তার জওয়াব দিবার অনুমতি পাইবেক এবং ফরিয়াদীর পক্ষে মোকদ্দমা সম্পন্ন হইলে পর সেই ব্যক্তি আপনি কিম্বা তাহার নিযুক্ত মোখ্তার তাহার সম্পূর্ণ উত্তর ও জওয়াব দিতে অনুমতি পাইবেক ইতি।

২ ধারা।

উক্ত সকল আদালত ও মাজিষ্ট্রেট ও অন্য ব্যক্তিরদের উপদেশের নিমিত্তে নিজামৎ

কিম্বা ফৌজদারী আদালত সময়ে২ যে২ বিধান করেন সেই২ বিধানমতে তাঁহারা নিযুক্ত মোখ্তারের দ্বারা কোন নালিশ নির্ব্বাহ করণের অনুমতি দিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

যে সকল আদালতে এইক্ষণে যে কোন ব্যক্তির আইনমত স্বত্ব আছে যে যাঁহাকে কৌন্সেল কিম্বা উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিতে চাহেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন সেই২ আদালতে এই আইনের কোন কথাতে তাঁহার ঐ স্বত্ব লাঘব হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক না। অন্যান্য সকল গতিকে যাঁহারা রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টের আডবোকেট হন কিম্বা যাঁহারা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল হন অথবা আদালতের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির সম্মুখে আসামীর বিচার হয় তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন ব্যক্তি ফরিয়াদীর কিম্বা আসামীর দ্বারা আপন মোখ্তারস্বরূপ নিযুক্ত হন কেবল তাঁহারা এই আইনের অর্থের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলস্বরূপ জ্ঞান হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে স্থলে আইনানুসারে কোন ফরিয়াদীর কিম্বা কোন অপরাধ করণের নিমিত্তে বিচার্য্য কোন ব্যক্তির এইক্ষণে স্বয়ং উপস্থিত হইবার হুকুম আছে সেই স্থলে এমত ফরিয়াদীর কিম্বা অপবাদিত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হওয়া এই আইনমতে মৌকুফ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৯ উণচত্বারিংশত্তম আইন।

• ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারত- বর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২২ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

১৮৪৭ সালের ১৬ আইন স্থগিত করণার্থে এক আইন বিবেচনা করিবার অপেক্ষায় কলিকাতা নগর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরদিগকে আপন২ পদে স্থিরতর রাখিবার আইন।

যেহেতুক কলিকাতা নগর উত্তম করণের নিমিত্তে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করণার্থে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন ক্লেশদায়ক এবং ঐ আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে নিস্ফল দৃষ্ট হইয়াছে এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের নিযুক্ত করণের নিয়ম সংশোধন করা বিহিত হইয়াছে এবং তাহা না করণপর্য্যন্ত উক্ত আইনানুসারে কমিস্যনরদিগকে পুনরায় মনোনীত না করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের যে ভাগে কলিকাতা নগর উত্তম করণার্থ কমিস্যনর- দিগকে মনোনীত করণের ও তাঁহারদের কর্ম্মে থাকনের মিয়াদের বিষয় লেখা আছে তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতা নগর উত্তম করণার্থে যে২ কমিস্যনর এইক্ষণে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা এবং তদতিরিক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকর্ত্তৃক মনোনীত কোন কমিস্যনরের পদ শূন্য হইলে সে পদে যাঁহারা সময়ে২ নিযুক্ত হন তাঁহারা ১৮৫১ সালের ১ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেপর্য্যন্ত সেই বিষযে অন্য বিধান না করেন সেইপর্য্যন্ত ঐ কমিস্যনরী পদে থাকিবেন এবং তাঁহারদের প্রতি সেই আইনের দ্বারা অথবা অন্য কোন আইনের দ্বারা যে সকল ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাঁহারদের সে সকল ক্ষমতা থাকিবেক ও সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা কর্ম্ম করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচত্বারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে সরকারী কার্য্য নির্ম্মাণ করণের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুগম করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন সরকারী কার্য্যের জন্যে যে কোন ভূমির আবশ্যক হয় তাহা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৪ সালের ১ আইনের দ্বারা সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মক্রমে লইতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীতে যে লৌহের রাস্তা অল্প কালের মধ্যে প্রস্তুত হইবেক সেই রাস্তা নির্ম্মাণ করণেতে এবং অন্য কোন সরকারী কর্ম্ম করণেতে নিরর্থক বিলম্ব নিবারণের জন্যে ঐ সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক হয় তাহার অবিলম্বে দখল করিতে কোনং গতিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সরাসরী ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে। অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে যে কোন লৌহের রাস্তা করা যায় তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী কার্য্য জ্ঞান হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্তে এবং কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা হইলে তাহার কল্পিত শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্যে সরকারী কোন কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এবং তাঁহারদের চাকর ও কারিগর সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন। এবং কোন কল্পিত রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা হইলে নরদমা কাটনের দ্বারা

অথবা রেখার বরাবর চিহ্নং স্থাপনের দ্বারা ঐ কল্পিত রেখা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন এবং যদি জরিপ সম্পূর্ণ করিবার জন্যে এবং ঐ রেখাতে চিহ্ন দিবার জন্যে আবশ্যক হয় তবে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা তন্নিমিত্তে নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারকের অনুমতিক্রমে ঐ কল্পিত রেখার শ্রেণীতে কোন জঙ্গল বা গাছের ঝোপ কাটিতে ও উঠাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি এই আইনের ছলে সূর্য্য উদয়অবধি অস্তপর্য্যন্ত সময়ছাড়া অন্য কোন সময়ে বাটীর দখীলকারের অনুমতিভিন্ন এবং তাহাকে উপযুক্ত এত্তেলা না দিয়া কোন ঘরের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি।

৩ ধারা।

গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে কর্ম্মকারক সেইরূপে নিযুক্ত হন তাঁহার এই উচিত হইবেক যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে যে সকল আবশ্যক ক্ষতি হয় তাহার এক হিসাব এই জন্যে রাখেন যে ভূমির মালিক অথবা দখীলকারেরদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দিষ্ট করণের সময়ে তাহা ধরিয়া দেওয়া যায় ইতি।

৪ ধারা।

কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তার শ্রেণী আইনমতে নির্দ্দিষ্ট করণের কার্য্য যাঁহার দ্বারা হইতেছে যদি কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতিবন্ধকতা করে অথবা ঐ রকম কোন চিহ্ন জানিয়া শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে কি উঠাইয়া ফেলে অথবা সেইরূপ কোন নরদমা লুপ্ত করে অথবা ভরাট করে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং তাহার অতিরিক্ত দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যখন উক্ত কর্ম্মকারক আপনার এই মত লিখিয়াছেন যে সরকারী কর্ম্মের জন্যে ঐ বিরোধি ভূমির অবিলম্বে আবশ্যক আছে তখন সরকারের পক্ষে ঐ ভূমির তৎক্ষণাৎ দখল করিতে ঐ কর্ম্মকারকের ক্ষমতা হইবেক এবং ক্ষতি পূরণের জন্যে যে টাকা দিতে হইবেক তাহার মোট ও তাহা যেরূপে বিতরণ হইবেক তাহা যদি আপোসে বন্দোবস্তের দ্বারা স্থির না হয় তবে তৎপরে উক্ত আইনানুসারে নির্ণয় করা যাইবেক। এবং সেইরূপ লওয়া ভূমি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে বলপূর্ব্বক ঐ ভূমির দখল লওয়া যাইতে পারে এবং তাহার প্রতিবন্ধকের সেইরূপ দণ্ড হইতে পারে এবং সেইরূপ কোন ডিক্রী শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে জারী করিবার নিমিত্তে সকল কালেক্টর ও মাজিস্ট্রেট সাহেব ও অন্যান্য কর্ম্মকারক-দিগকে যেরূপ সাহায্য করণের হুকুম আছে সেইরূপ এই গতিকে আবশ্যক হইলে তাঁহারা সাহায্য করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

উক্ত কর্ম্মকারকের যে ভূমির আবশ্যক বোধ হয় সেই ভূমির তৎক্ষণাৎ দখল করণে যদি কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক হয় তবে ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবং তিনি বলপূর্ব্বক ঐ ভূমির দখল দেওয়াইবেন ইতি।

৭ ধারা।

কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা করিতে হইলে ঐ রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা করণ বা মেরামৎ করণের জন্যে কোন মৃত্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম লইবার নিমিত্তে অথবা অতিরিক্ত মৃত্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম তাহার উপর রাখিবার নিমিত্তে অথবা তাহার উপর কিছু কালের জন্যে এমারৎ এবং কারখানা স্থাপনের নিমিত্তে ঐ রাস্তা বা খাল কিম্বা লৌহের রাস্তা যেরূপে ভূমির উপর চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে সেইরূপে তাহার মধ্য স্থানহইতে দুই শত হাতের অধিক না হয় এমত ভূমির অথবা সরকারী কোন রাস্তাঅবধি কল্পিত লৌহের রাস্তাপর্য্যন্ত ক্ষণেক কালের জন্যে পথ করণের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক হয় সেই ভূমির ক্ষণেক কালের দখল করা যাইতে পারে। উক্ত আইন এবং এই আইনের ক্ষমতানুসারে ঐ ভূমির ক্ষণেক কাল দখলের জন্যে এবং ঐ ভূমির দখল ও ব্যবহারের দ্বারা যে চিরস্থায়ি যে ক্ষতি হইয়া থাকে তজ্জন্যে এবং যে সকল মৃত্তিকা ও পাতর ও কাঁকর ও বালি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সেখানহইতে লওয়া যায় তাহার সম্পূর্ণ মূল্যের জন্যে যে সকল ব্যক্তির তাহাতে স্বত্ব থাকে তাহারদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যাইবেক ও তাহারদের মধ্যে বণ্টন হইবেক। এবং যদি তাহাতে কোন বিবাদ হয় তবে চিরকালের জন্যে লওয়া ভূমির নিমিত্তে যেরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় সেইরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে ঐ কর্ম্মকারককে ঐ আইনক্রমে করা কোন ফয়সলা জারী করিতে এবং উক্ত ভূমি লওন ও তাহার মূল্য দেওনের এবং তাহার বিষয়ে সকল বিরোধ মিটানের কার্য্য সমাপ্ত করণার্থে যে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন হয় তাহা করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন এবং ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার কোন রিপোর্ট পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

উক্ত আইনের নিয়মভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কোন সরকারী কর্ম্মের জন্যে যে কোন ভূমি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা লওয়া গিয়া থাকে বা উত্তর কালে লওয়া যায় সেই ভূমিতে পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে অথবা উক্ত ১৮২৪ সালের ১

আইনানুসারে কিম্বা এই আইনানুসারে যদি তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে কোন দাওয়া না হয় তবে সেই পাঁচ বৎসর অতীত হইলে সেই ভূমিতে কোম্পানি বাহাদুরের সম্পূর্ণরূপে স্বত্ব হইবেক এবং তাহা অন্য সকল দাওয়াহইতে খালাস ও মক্ত হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

ইহার পূর্ব্বে যে ভূমি লওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ে উক্ত পাঁচ বৎসরের মিয়াদ এই আইনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক এবং ইহার পর যে ভূমি লওয়া যায় তাহার বিষয়ে ঐ মিয়াদ ভূমির দখল করণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

যদি উক্ত পাঁচ বৎসর মিয়াদের মধ্যে কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হয় এবং তাহার চূড়ান্ত ডিক্রীর দ্বারা সেই ভূমিতে ফরিয়াদীর লাভের সত্ব সাব্যস্ত হয় তবে যে ব্যক্তির পক্ষে সেই ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে সেই ভূমি দেওয়া যাইবেক না কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ঐ ভূমির দখল করণের সময়ে তাহার স্বত্বের যে মূল্য ছিল তাহা এবং তাহার উপর রীতিমত আইনসিদ্ধ হারানুসারে সুদ দেওয়া যাইবেক। এবং তাহার বিষয়ে যদি কোন বিরোধ হয় তবে উক্ত আইনের দ্বারা বিরোধি দাওয়া সালিসের দ্বারা যেরূপ নির্ণয় ও নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে নির্ণয় ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

রেজিষ্টরীহওয়া জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানি অর্থাৎ যে কোম্পানি সাধারণ মূল ধন লইয়া ব্যবসায় করেন সেই মূল ধনের কোম্পানির নিয়ম নির্দ্ধারণের আইন।

যে সকল জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানি এই আইনানুসারে রেজিষ্টরী করা যায় তাহার নিয়ম নির্দ্ধারণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

চার্টরপ্রাপ্ত না হওয়া যে প্রত্যেক কোম্পানির অংশিরা এক অংশিপত্রক্রমে সংযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই অংশিপত্রেতে এই বিধান আছে যে উক্ত কোম্পানির মূল ধনের অথবা ব্যবসায়ের শ্যার অর্থাৎ অংশ সকল অংশিরদের অনুমতিবিনা হস্তান্তর করা যাইতে পারে সেই প্রকার কোম্পানি এবং নানাপ্রকার বিদ্যাসম্পর্কীয় কোন অভিপ্রায়ে অথবা সাধারণের উপকারার্থ স্থাপিত যে প্রত্যেক কোম্পানি তাহার কোন শরীকেরদের কিম্বা অংশিরদের ধনবৃদ্ধির নিমিত্তে কারবার করেন না সেই প্রকার কোম্পানি এই আইনানুসারে রেজিষ্টরী হওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

২ ধারা

কোম্পানির অন্তঃপাতি কোন ব্যক্তিরা আপনারদের ঐ প্রকার কোম্পানি রেজিষ্টরী করিতে চাহিলে এবং নীচের লিখিত প্রকারের দরখাস্ত দাখিল করিলে কলিকাতার কিম্বা মান্দ্রাজের কিম্বা বোম্বাইয়ের সুপ্রিম কোর্ট ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করিতে হুকুম দিতেপারেন। এবং তাহাতে ঐ কোম্পানি উক্ত আদালতে রীতিমতে রেজিষ্টরী করা যাইবেক এবং এই আইনের অর্থের মধ্যে রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানি জ্ঞান হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন কোম্পানির রেজিষ্টরী করণের বিষয়ের প্রত্যেক দরখাস্ত যে আদালতে দেওয়া যায় সেই আদালতের সিরিশ্‌তায় দাখিল করা যাইবেক এবং দরখাস্তের সঙ্গে কোম্পানির অংশিপত্র কিম্বা অংশিপত্রের এক নকল এবং কোম্পানির ডৈরেক্‌টর্স অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের ও অংশিরদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যাইবেক এবং কোম্পানির সেক্রেটারী কিম্বা কার্য্যনির্ব্বাহক কিম্বা প্রধান অথবা অন্য যেঁ কোন চাকর যে রাজধানীতে দরখাস্তকারিরা রেজিষ্টরীর দরখাস্ত করেন সেই রাজধানীর মধ্যে কোম্পানির রেজিষ্টরীহওয়া কার্য্যকারক হইবার কল্প আছে সেই কার্য্যকারক ঐ অংশিপত্রের ও নামের ফর্দ্দের সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি করিবেন। এবং ঐ দরখাস্তের মধ্যে নীচের লিখিত বেওরা থাকিবেক বিশেষতঃ।

প্রথম। যাঁহারা তৎসময়ে কোম্পানির অংশী তাঁহাদের নাম ও পদবী এবং তাঁহারদের সামান্য বাসস্থান। এবং যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হওনের পুর্ব্বে ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন এমত কোন কোম্পানিকে যখন এই আইনের উপকার দিবার অনুমতি হয় তখন দরখাস্ত দেওনের পুর্ব্বে তিন বৎসরাবধি যে সকল ব্যক্তি ঐ কোম্পানির অংশী ছিলেন তাঁহারদের নামের ও পদবীর ও শেষ যে বাসস্থান জানা আছে তাহার এক স্বতন্ত্র ফর্দ্দ দাখিল করা যাইবেক।

দ্বিতীয়। যে নামানুসারে ঐ কোম্পানি আপনার ব্যবসা চালাইবেন তাহা।

তৃতীয়। যে রাজধানিতে তাঁহারা রেজিষ্টরীহওনের চেষ্টা করেন সেই রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যে প্রধান স্থানসকলের ঐ ব্যবসা চালান যাইবেক তাহার নাম।

চতুর্থ। তাহার মূল ধনের সংখ্যা এবং যেপর্য্যন্ত তাহা বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব হয় তাহা এবং যদি সেই মূল ধন টাকা হয় তবে তাহার যত দাখিল হইয়াছে তাহা ও যদি টাকাভিন্ন অন্য দ্রব্য হয় তবে ঐ মূল ধন কিপ্রকার এবং টাকা হউক কি অন্য দ্রব্য হউক তাহা যে প্রকারে অর্পণ আছে তাহা এবং যদি ব্যবসা চালাইবার সংস্থানের বিষয়ে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকে তবে সেই সংস্থানের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে যত টাকা দাখিল হইয়াছে তাহা।

পঞ্চম। ঐ মূলধন যত অংশেতে বিভক্ত হইয়াছে বা হইবার কল্প আছে তাহা ইতি।

৪ ধারা।

যে কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী হওনের পুর্ব্বে ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন

এবং তাহার অংশিপত্রের মধ্যে এই আইনানুসারে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী হওনের বিষয়ে কোন বিধান নাই সেই প্রকার কোম্পানির রেজিষ্টরী হওনের পুর্ব্বে তাহার অধ্যক্ষেরদের আবশ্যক যে এই আইনানুসারে তাহার রেজিষ্টরী হওনের নির্দ্ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা অংশিরদের এক বিশেষ বৈঠকের এত্তেলা দেন এবং যে স্থানে ও যে সময়ে বৈঠক হইবেক তাহা ঐ এত্তেলার মধ্যে লেখা থাকিবেক। এবং ঐ প্রকার বিশেষ বৈঠকের এত্তেলা দেওন বিষয়ে অংশিপত্রে যে নিয়ম নির্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে অংশিদিগকে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ এত্তেলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক এবং রাজধানীর মধ্যে চলিত অতিন্যূন অন্য এক সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইবেক। এবং ঐ বৈঠক করণের সময় উক্ত এত্তেলা প্রথমবার প্রকাশ করিবার পর তিন মাসের ন্যূন ও চারি মাসের অধিক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এইমত বৈঠকে যে সকল অংশিরা স্বয়ং উপস্থিত হন অথবা আইনমতে মোখ্তার তথায় পাঠান তাঁহারদের অর্দ্ধাংশ ব্যক্তি যদি সেই বৈঠকে উপস্থিতহওয়া সকল অংশির যত শ্যার আছে তাহার অন্যূন অর্দ্ধাংশ শ্যারের মালিক হন তবে তাঁহারা এই আইনানুসারে কোম্পানি রেজিষ্টরী করিতে স্থির করিতে পারেন এবং এই প্রকারে তাঁহারদের সিদ্ধহওয়া নির্দ্ধারণ কোম্পানির সমুদয় ব্যক্তির প্রতি প্রবল হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এইমত গতিকে রেজিষ্টরের বিষয়ের দরখাস্তে এই আইনের মধ্যের লিখিত অন্যান্য বৃত্তান্তের অতিরিক্ত এই২ বিষয় থাকিবেক বিশেষতঃ ঐ বৈঠকের এত্তেলা এবং তাহার ঘোষণা এবং ঐ বৈঠক হওন এবং ঐ বৈঠকে কত অংশী উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ নির্দ্ধারণের পক্ষে আপনার সম্মতি জানাইলেন এবং তাঁহারদের সমুদয়ে কত অংশ আছে এই সকলের কৈফিয়ৎ এবং ঐ দরখাস্তে আরো ইহা লেখা থাকিবেক যে ঐ দরখাস্ত ঐ বৈঠকের নির্দ্ধারণের অনুযায়ি দরপেশ হইয়াছে ইতি।

৭ ধারা।

যদি কোন অধ্যক্ষ ঐ কোম্পানির টাকা ধারেন অথবা যদি কোন অধ্যক্ষ জামিন থাকেন অথবা অধ্যক্ষের উপর কোম্পানির অন্য কোন টাকার দাওয়া থাকে তবে তৎপ্রযুক্ত কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী হওনের অযোগ্য হইবেন না। কিন্তু যে কোন অধ্যক্ষ এমত কর্জ করিয়াছেন অথবা এইরূপে জামিন হইয়াছেন কিম্বা তাঁহার উপর এইরূপ কোন দাওয়া থাকে সেই অধ্যক্ষ কোম্পানির রেজিষ্টরী হওয়াতে অধ্যক্ষতা পদহইতে রহিত হইবেন। কিন্তু যদি সেই কর্জ অথবা অন্য দাওয়া এই

আইনের দ্বারা মঞ্জুরহওয়া কর্জ বা দাওয়া হয় তবে ঐ অধ্যক্ষ পদরহিত হইবেন না ইতি।

৮ ধারা।

প্রত্যেক রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানির অংশিপত্রে পশ্চাৎ লিখিত নিয়মের বিপরীত কোন বিধান থাকিলেও ঐ কোম্পানি পশ্চাৎ লিখিত নিয়মের অধীন হইবেন এবং যে সুপ্রিম কোর্টে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হন সেই সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন অংশির দরখাস্তক্রমে সেইং নিয়ম প্রবল করিতে পারেন এবং সেইং নিয়মের উল্লঙ্ঘন বা শৈথিল্য হইলে ঐ কোর্টের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে সময়ক্রমে কোন হুকুম বা হুকুমসকল করিতে পারেন।

প্রথম। প্রত্যেক রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানির অংশিপত্রে যেং সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং সময়ে ও স্থানে প্রতিবৎসরে ঐ কোম্পানির এক বা ততোধিক নিয়মিত সাধারণ বৈঠক হইবেক অথবা যদি সেইরূপ নিয়ম অংশিপত্রে না থাকে তবে যে সুপ্রিম কোর্টে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হন সেই কোর্ট রেজিষ্টরী করণের হুকুম দেওন কালে যেং সময় ও স্থান নিরূপণ করেন সেইং সময়ে ও স্থানে ঐরূপ বৈঠক হইবেক কিন্তু ঐ কোর্ট তৎপরে কোন এক বা ততোধিক হুকুমের দ্বারা ঐ নিয়ম মতান্তর করিতে পারেন।

দ্বিতীয়। যখন সাত জন অথবা তদপেক্ষা অধিক অংশী এক উপরি সাধারণ বৈঠক করিতে চাহেন এবং আপনারদের দস্তখৎকরা সেই বিষয়ের এক লিখিত এত্তেলা ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরীহওয়া কোন আমলাকে দেন অথবা তাঁহাকে না পাওয়া গেলে ঐ কোম্পানির কোন এক সামান্য দপ্তরখানায় তাঁহার অন্য কোন আমলাকে দেন তখন রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক কোম্পানি সেইরূপ এক উপরি সাধারণ বৈঠক করিবেন।

তৃতীয়। রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানি আপনার অংশ খরীদ করিবেন না অথবা সেই অংশিত্ব কি ব্যবসার এক বা ততোধিক অংশের বন্ধক লইয়া কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে কোন টাকা বা টাকার নিদর্শনের কর্জ দিবেন না। এবং এইরূপ প্রত্যেক খরীদ কি কর্জ বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম জ্ঞান হইবেক এবং এজেণ্ট অথবা ট্রুষ্টির টাকা কিম্বা সম্পত্তি লইয়া অনুচিত ব্যবহার করণের দ্বারা যে বিশ্বাস-ঘাতকতা কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা উত্তর কালে চলন হয় সেই আইনের অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই অপরাধ গণ্য হইবেক।

চতুর্থ। রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানি ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ অথবা

রেজিষ্টরীহওয়া কর্ম্মকারককে কিম্বা তাহার কোন কুঠী কি এজেন্সীর স্থানবিশেষের কমিটির অন্তঃপাতি কোন ব্যক্তিকে কোন নগদ টাকা কিম্বা টাকার নিদর্শনের কর্জ দিবেন না। কিন্তু ব্যাঙ্কের কোম্পানি হইলে অংশিপত্রের মধ্যে অথবা ঐ ব্যাঙ্কের কোম্পানির অংশিরদের সাধারণ বৈঠকে সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সীমাপর্য্যন্ত ও নির্দ্দিষ্ট বন্ধক লইয়া ঐ২ কোম্পানির অধ্যক্ষপ্রভৃতিরদিগকে কর্জ দিতে পারেন। এবং উপরের উক্তমত কর্জব্যতিরেকে অন্য প্রকার সকল কর্জ বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। এবং ঐ কোম্পানির কোন অধ্যক্ষ অথবা রেজিষ্টরীহওয়া আমলাকে যে প্রত্যেক কর্জ দেওয়া যায় তাহার বৃত্তান্ত এবং যে নানা টাকার নিদর্শনের বন্ধকক্রমে ঐ২ কর্জ দেওয়া গিয়াছে তাহার এক কৈফিয়ৎ ও তাহার বিবরণের তৎপরে অংশিরদের যে সাধারণ বৈঠক হয় সেই বৈঠককে রিপোর্ট হইবেক।

পঞ্চম। কোন কোম্পানির অধ্যক্ষ অথবা তাহার কোন কুঠী বা এজেন্সীতে স্থান বিশেষের কমিটির অন্তঃপাতী কিম্বা রেজিষ্টরীহওয়া কোন আমলা ঐ কোম্পানির স্থানে যে কোন ব্যক্তি টাকা কর্জ করেন বা অন্য প্রকার লেনাদেনা করেন সেই ব্যক্তির জামিন অথবা প্রতিভূ হইবেন না। এবং অংশিপত্রে যে বন্ধকের বিষয়ের অনুমতি আছে সেই বন্ধক না রাখিয়া ঐ অধ্যক্ষপ্রভৃতি ঐ কোম্পানির নিকটে কোন বিষয়ে দায়ী হইবেন না।

ষষ্ঠ। রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক কোম্পানির হিসাব ছয়২ মাসান্তরে কিম্বা তদপেক্ষা অল্প মিয়াদের মধ্যে দুই বা ততোধিক আডিটর সাহেব অর্থাৎ পরিক্ষক সাহেবের দ্বারা মোকাবিলা হইবেক এবং ঐ দুই বা ততোধিক আডিটর অংশিদের সাধারণ বৈঠকে মনোনীত হইবেন এবং তাঁহারদের কোন এক ব্যক্তি তৎসময়ে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ কিম্বা রেজিষ্টরীহওয়া আমলা হইবেন না।

সপ্তম। ঐ আডিটর সাহেব রিপোর্ট করিলে তাহার এক নকল ও জমাওয়াসিল বাকীর এক ফর্দ্দ এবং লাভনোকসানের এক স্বতন্ত্র হিসাব ও মূল ধনের হিসাবের বিষয়ে (তাহাতে মূল ধনের সংখ্যা ও তাহা কিরূপে অর্পণ হইয়াছে ও তাহার আনুমানিক মূল্য কি) ঐ আডিটর সাহেবেরা এই স্বীকৃতি করিবেন যে আমারদের বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত ও আমারদের বিশ্বাসপর্য্যন্ত এই সকল যথার্থ এবং ঐ হিসাব যতবার সেইরূপে মোকাবিলা হয় ততবার যে আদালতে কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছেন সেই আদালতে ঐ রিপোর্ট ফর্দ্দ হিসাবপ্রভৃতির নকল দাখিল হইবেক। এবং যে প্রত্যেক অংশী উক্ত রিপোর্ট এবং জমাওয়াসিল বাকীর ফর্দ্দ এবং হিসাবের বিষয়ের দাওয়া করেন তাঁহাকে তাহার এক লিখিত অথবা ছাপাহওয়া নকল দেওয়া যাইবেক অথবা তিনি যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন সেই স্থানে ডাকযোগে সময়ক্রমে তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনানুসারে অথবা অংশিপত্রের অনুসারে অধ্যক্ষেরদের যেং কার্য্য করিতে হয় তাহা সরাসরীমতে তাঁহারদিগকে করিবার হুকুম দিতে উচিত বোধ হয় তবে যে আদালতে কোম্পানি রেজিষ্টরী হন সেই আদালত কোন অংশির দরখাস্ত-ক্রমে ঐ অধ্যক্ষেরদিগকে রীতিমত এত্তেলা দিলে পর তাঁহাকে সেইং কার্য্য করিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং এই বিষয়ে ঐ কোর্ট যে কোন হুকুম দেন তাহা প্রতিপালন না হইলে তাহা আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং তদনুসারে তাহার দণ্ড হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

উক্ত কোম্পানির রেজিষ্টরী হওনের পর প্রতিবৎসরে ১ জানুআরি ও ১ জুলাই তারিখে বা তাহার পুর্ব্বে বা পরে এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোর্টে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই কোর্টে এক নিদর্শনপত্র দাখিল হইবেক এবং ঐ নিদর্শনপত্রে কথআদিক্রমে সকল অংশির নাম ও তাঁহারদের নানা পদবী ও বাসস্থান ও প্রত্যেক জনের কত অংশ আছে তাহা এবং ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষেরদের নাম এবং ঐ কোম্পানির যেং আমলা ঐ কোর্ট যে রাজধানীর মধ্যে আছে সেই রাজধানীতে রেজিষ্টরীহওয়া আমলারদের ন্যায় জ্ঞান হইবেন সেই আমলারদের নাম লেখা থাকিবেক এবং যতবার মৃত্যু অথবা ইস্তাফা দেওন অথবা অযোগ্যতা হওনপ্রযুক্ত কি কারণানন্তরে অধ্যক্ষতা পদের অথবা রেজিষ্টরীহওয়া কোন আমলার পরিবর্ত্তে হয় ততবার সেই পরিবর্ত্তনের নিদর্শনপত্র তৎক্ষণাৎ সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

যখন কোন অংশ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির হয় তখন ঐ প্রকার প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও পদবী ও বাসস্থান ঐরূপ প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে স্বতন্ত্র করিয়া লেখা থাকিবেক এবং ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ অংশের বাবৎ কোম্পানির বন্দোবস্তের বিষয়ে সাধারণে ও একেং দায়ী জ্ঞান হইবেন। কিন্তু যখন ঐ অংশ রেজিষ্টরীহওয়া অন্য কোন কোম্পানির হয় তখন ঐ কোম্পানির অংশির আলাহিদা নাম নিদর্শনপত্রে না লিখিয়া ঐ কোম্পানির নাম তাহাতে লেখা থাকিবেক ইতি।

১২ ধারা।

কোম্পানির দুই বা ততোধিক অধ্যক্ষ ঐ নানা নিদর্শনপত্রে সহী করিবেন এবং তাঁহারদের মধ্যের কোন এক জন সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর সাহেবের অথবা ঐ কোর্ট যে কমিস্যনরকে নিযুক্ত করেন তাঁহার সম্মুখে তাহার সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া ঐরূপ কোন অংশিপত্র অথবা পূর্ব্বোক্তমতে দাখিলকরা তাহার নকল কি নিদর্শনপত্রের অথবা তাহার কোন ভাগের যে নকলে ঐ আদালতের মোহর দেওয়া যায় তাহা ঐ অংশিপত্রপ্রভৃতির মর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ সকল আদালতে গ্রাহ্য হইবেক। এবং যে২ ব্যক্তির দ্বারা নিদর্শনপত্রের সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি হইয়াছিল কথিত হয় সেই২ ব্যক্তি নিতান্ত ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ ছিলেন এই বিষয়ে আর কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

যে সাহেবের জিম্মায় সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ড আছে তিনি উপযুক্ত সময়ে সকল ব্যক্তিকে ঐ অংশিপত্র কিম্বা তাহার নকল বা নিদর্শনপত্র দেখিতে দিবেন এবং ঐরূপ অংশিপত্র কিম্বা তাহার নকল অথবা নিদর্শনপত্র অথবা তাহার কোন ভাগের তাহার দফ্তরখানায় প্রস্তুতকরা নকল আদালতের মোহরযুক্তক্রমে যত ব্যক্তি তাহার বিষয়ের দরখাস্ত করেন তাঁহারদিগকে দিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

ঐরূপ অংশিপত্র এবং নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করণের এবং তাহা দেখনের অনুমতি দেওনের এবং তাহার বা তাহার কোন ভাগের নকল দেওনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের শ্রীযুত জজ সাহেবেরা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হুজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সময়ে২ যে রসুম নির্দ্দিষ্ট করেন সেই রসুম দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

ঐ অংশিপত্রের বিধানবিধায় রেজিষ্টরীহওয়া ঐরূপ কোন কোম্পানির প্রত্যেক অংশি এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলে যে পাঠ আছে তাহার অনুযায়ি এক দলীল অথবা তাহার সদৃশ এক দলীলের দ্বারা আপনার সকল অংশ বা কোন অংশ বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন। এবং ঐ দলীলে রীতিমতে দস্তখৎ হইলে তাহা ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরীহওয়া কোন এক আমলাকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি হস্তান্তরের রেজিষ্টর এই নামে খ্যাত এক বহীতে তাহা লিখিবেন এবং তাহা ঐ বহীতে লিখিত হওনের কথা হস্তান্তরের দলীলের পৃষ্ঠে লিখিবেন এবং ঐ অংশের খরীদারকে ঐ প্রকার দলীল পাওনের এক রসীদ দিবেন। এবং ঐ বহীর মধ্যে তাহা লিখন এবং দলীলের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের নিমিত্তে ঐ কোম্পানি এক টাকার অনধিক রসুম পাইতে পারিবেন। এবং যাবৎ ঐ হস্তান্তরের কর্ম্ম সেইরূপ বহীর মধ্যে এবং দলীলের পৃষ্ঠে না লেখা যায় তাবৎ ঐ অংশের খরীদার ঐ ব্যবসায়ের লাভের কোন অংশ পাইতে পারিবেন না অথবা ঐ অংশের বাবৎ আপনার বোট দিতে পারিবেন না ইতি।

১৭ ধারা।

কোন অংশের উপর তৎসময়ে যে সকল টাকার কিস্তির তলব হইয়াছিল সেই সকল কিস্তির টাকা যাবৎ কোন অংশী না দেন তাবৎ তিনি ঐ অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না ইতি।

১৮ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির অংশের হস্তান্তরের কর্ম্ম ঐ কোম্পানির অংশিপত্র এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সম্পন্ন হইলে এবং তাহার বিষয়ের এত্তেলা দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি ঐ হস্তান্তর করিয়াছেন বা যে ব্যক্তি ঐ হস্তান্তরকরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি এমত দাওয়া করিতে পারেন যে ঐ হস্তান্তরের এক নিদর্শনপত্র তৎক্ষণাৎ করা যায় এবং কোম্পানির অংশিরদের নামের নিদর্শনপত্রের সঙ্গে রাখা যায়। এবং ঐ দাওয়া হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি ঐ নিদর্শনপত্র না করা যায় এবং দাখিল না করা যায় তবে হস্তান্তরকরনিয়া ও লওনিয়া অন্যতরের দরখাস্ত সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া গেলে এবং ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষকে তাঁহার এত্তেলা দেওয়া গেলে ঐ সুপ্রিম কোর্ট ঐ হস্তান্তরের মাতবরীর বিষয়ে হৃদ্বোধ হইলে সেইরূপ নিদর্শনপত্র করিতে এবং তাহা দাখিল করিতে হুকুম করিতে পারেন। এবং ঐরূপ হস্তান্তরের প্রত্যেক নিদর্শনপত্র তাহার পূর্ব্বে দাখিলহওয়া শেষ সাধারণ নিদর্শনপত্রের ভাগের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

ঐ হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র যাবৎ পূর্ব্বোক্তমতে দাখিল না করা যায় অথবা যাবৎ ছয়২ মাসের সাধারণ কোন এক নিদর্শনপত্রে ঐ অংশের খরীদারকে সেইরূপ হস্তান্তর করা এক বা ততোধিক শ্যারের বিষয়ে অংশিস্বরূপ বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত না করা যায় তাবৎ কোন হস্তান্তরের কর্ম্ম সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না এবং কোন অংশী আপনার অংশ হস্তান্তর করণের দ্বারা কোন দায়হইতে মুক্ত হইবেন না। এবং যাবৎ ঐ হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র দাখিল না করা যায় অথবা যাবৎ কোন খরিদারের নাম কোন এক ছয় মাসের সাধারণ নিদর্শনপত্রে অংশীস্বরূপ না লেখা যায় তাবৎ কোন ব্যক্তি ঐ অংশের হস্তান্তর স্বীকারমাত্র করণপ্রযুক্ত অংশিস্বরূপ দায়ী হইবেন না ইতি।

২০ ধারা।

যে সুপ্রিম কোর্টে কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী হন সেই কোর্ট দরখাস্ত পাইলে এবং অধ্যক্ষেরদিগকে অথবা অন্য যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ কোর্টের বিবেচনায় এত্তেলা দেওয়া উচিত বোধ হয় সেই ব্যক্তিকে এত্তেলা দিলে পর এই আইনানুসারের দাখিলহওয়া কোন নিদর্শনপত্রে অংশিরদের নামের ফর্দ্দের বিষয়ে অথবা বিষয়ান্তরে

যদি কোন ভারি ত্রুটি কি চুক হইয়া থাকে তবে তাহা সংশোধিত করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

২১ ধারা।

ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষেরা কোন ডিবিডেণ্ড দেওনের পূর্ব্বে অনধিক চৌদ্দ দিনপর্য্যন্ত ঐ হস্তান্তরের রেজিষ্টর বন্দ করিতে পারেন এবং তাহা বন্দ করণার্থে এক দিন নিরূপণ করিতে পারেন এবং সেই বন্দের বিষয়ের এস্তেলা সাত দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দিতে হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

যদি কোন অংশের বিষয়ে কোন দায় থাকে তবে সেই দায় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিলে কিম্বা অনুভব বা অর্থক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইলে সেই দায় নিষ্পত্তি করিতে ঐ কোম্পানি বদ্ধ হইবেন না এবং ঐ কোম্পানি সেই দায়ের বিষয়ে এস্তেলা পাইয়া থাকুন কি না থাকুন ঐ কোম্পানির বহীতে কোন অংশ যে ব্যক্তির নামে লেখা থাকে সেই ব্যক্তির রসীদ অথবা নাবালগ কি উন্মাদ কিম্বা বাতুল হইলে তাহার সংসারাধ্যক্ষ কিম্বা কমিটির রসীদ অথবা ঐ অংশ একের অধিক ব্যক্তিরদের নামে থাকিলে যে ব্যক্তির নাম প্রথম লেখা থাকে তাঁহার রসীদ ঐ অংশের বাবৎ কোন ডিবিডেণ্ড অথবা অন্য যে কোন টাকা দেয় হয় তাহার বিষয়ে ঐ কোম্পানির সম্পূর্ণ ফারখতের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। এবং ঐ রসীদক্রমে যে কোন টাকা দেওয়া যায় তাহা ব্যয় করণের বিষয়ে ঐ কোম্পানির হাত দেওনের কোন আবশ্যক হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

এইরূপ রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক কোম্পানি চার্টরপ্রাপ্ত কোম্পানি হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে আপনার রেজিষ্টরীর নাম ধরিয়া নালিশ করিতে পারেন এবং সেই নামে তাঁহারদের উপর নালিশ হইতে পারে এবং অন্য প্রকারে উভয় পক্ষে নালিশ হইতে পারে না। এবং ঐ কোম্পানির সামান্য এক ব্যবসার কুঠীতে উক্ত কোম্পানির রেজিষ্টরীহওয়া কোন আমলার উপর কোন রিট বা হুকুম কি পরওয়ানা বা এস্তেলা জারী হইলে অথবা সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে যে সুপ্রিম কোর্টে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছেন সেই কোর্ট যেরূপ হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট করেন সেইরূপে ঐ রিটপ্রভৃতি জারী হইলে তাহা কোম্পানির উপর রীতিমত জারী হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

উক্ত রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির কোন টাকা কি কোন জিনিস চুরী কি তসরুফের বাবৎ অথবা তাঁহারদের কি তাঁহারদের সম্পত্তির বিরুদ্ধে অন্য কোন

অপরাধের বাবৎ কি তাঁহারদিগের বিষয় অপহরণে বা ক্ষতি করণে যে অপরাধ হয় তাহার বাবৎ কোন মোকদ্দমা বা নালিশ হইলে তাহাতে এবং যে কোন কার্য্যে ঐ কোম্পানির নাম লিখিতে হয় সেই কার্য্যে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরীহওয়া নাম ধরিয়া তাঁহারদের বর্ণনা করিলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

ঐরূপ রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানির নামে কোন নালিশ হইলে বা নালিশ নির্ব্বাহ হইলে যদি ফরিয়াদিরা এমত প্রমাণ না করিতে পারেন যে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষেরদের এক সাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত এক বা ততোধিক অংশির হুকুমক্রমে অথবা ঐ কোম্পানির পক্ষে নালিশ করিতে এক বা ততোধিক যে ব্যক্তি অধ্যক্ষেরদের স্থানে ক্ষমতা পাইয়াছেন এমত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের হুকুমক্রমে ঐ নালিশ হইয়াছে অথবা তাহার নির্ব্বাহ হইয়াছে তবে ফরিয়াদীরা ননসূট হওনের যোগ্য হইবেন। এবং ঐ হুকুমের প্রমাণ ঐ অধ্যক্ষ অথবা ঐ ব্যক্তির দস্তখৎকরা এবং মুকৃতিকরা নালিশের ওয়ারণ্ট দাখিল করণের দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে অথবা অন্য যে কোন প্রকার ঐ আদালতের ব্যবহারের অনুযায়ী হয় সেই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

২৬ ধারা।

ঐ অংশিত্ব অথবা অধ্যক্ষেরদের কিম্বা সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বদলী হইলে ঐ প্রকার কোন নালিশ বা মোকদ্দমা বা এজহার কি অন্য কার্য্য রহিত হই-বেক না অথবা তাহার কোন ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

কোম্পানির পক্ষে বা কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন নালিশ হইলে সেই নালিশের আসামী বা ফরিয়াদী ঐ কোম্পানির অংশী আছেন বা ছিলেন বলিয়া ঐ নালিসের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না। কিন্তু ঐরূপ কোন অংশী একলা অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সংযোগে কোম্পানির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাহিলে অথবা কোম্পানি ঐরূপ কোন অংশির নামে একলা বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সংযোগে নালিশ করিতে চাহিলে কোম্পানির অসম্পর্কীয় ব্যক্তির উপর দাওয়া হইলে ঐ অংশী অথবা কোম্পানির যেরূপ হইত সেইরূপে কোন প্রকার দাওয়ার জন্যে সেই প্রকার নালিশ করণের ও প্রতিকার পাওনের ও ডিক্রীজারীর স্বত্ব থাকিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

কোম্পানির যে সকল মূল ধন দাখিল হয় নাই তাহা অথবা কোম্পানির মূল ধনের বাবৎ যেং টাকা পাওনা আছে তাহা কোম্পানির পাওনা টাকার ন্যায় জ্ঞান

হইবেক এবং কোম্পানির ব্যবসায়ের অংশের বাবৎ আসামীর স্থানে পাওনা টাকা বলিয়া তাঁহার স্থানে তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

২৯ ধারা।

যে কর্ম্ম এই আইনের মধ্যে জব্দের কর্ম্ম জ্ঞান হয় সেই কর্ম্ম যখন রেজিষ্টরী-হওয়া কোন কোম্পানি করেন তখন সেই কোম্পানি দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতের এলাকাহওনের যোগ্য হইবেন। এবং দেউলিয়ারদের বিষয়ে ঐ আদালতে দরখাস্ত হইলে যেরূপ কার্য্য হইত ঐ কোম্পানির বিষয়ে ঐ আদালতে দরখাস্ত দেওয়া গেলে তাহার বিষয়েও সেইরূপ কার্য্য হইবেক। এবং যদি এই মত নিরূপণ হয় যে ঐ কোম্পানি জব্দের কর্ম্ম করিয়াছেন তবে কোন দেউলিয়ার বিষয়ে ঐ দেউলিয়ামি ধার্য্য হইলে যেরূপ কার্য্য হইত সেইরূপে ঐ আদালতের চলিত আইন ও ব্যবহার সময়ক্রমে ঐ আদালত যেরূপ মতান্তর করা আবশ্যক বোধ করেন সেই-রূপে মতান্তর হইয়া ঐ কোম্পানির বিষয়ে খাটান যাইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

উক্ত কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য্য হইলে তাহার দ্বারা এমত বোধ হই-বেক না যে ঐ কোম্পানির এক২ জন অংশী দেউলিয়া হইয়াছেন ইতি।

৩১ ধারা।

ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য্য হইলে তাহার দ্বারা ঐ কোম্পানির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং সকল কর্জ ও মোকদ্দমার কারণ ও সুদের সম্ভাবনা যে আসৈনি বা আসৈনিরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইবেক। এবং দেউ-লিয়ারদের সম্পর্কে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা উত্তর কালে চলন হয় সেই২ আইনের দ্বারা কোন ব্যক্তির দেউলিয়া হওয়া নির্দ্ধার্য্য হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ জব্দ ধার্য্য হওয়াতে ঐ আসৈনির প্রতি আইনানুসারে বা একুটির পক্ষে নালিশ করিতে সম্পূর্ণ ও ফলজনক ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

যখন কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে এইরূপ জব্দ ধার্য্য হইয়াছে তখন ঐ আসৈনি বা আসৈনিরা সময়ক্রমে ঐ কোম্পানির যে কর্জ বা দাওয়া পাওনা থাকে তাহা রফা করিতে পারেন এবং যাঁহারদের সঙ্গে সেইরূপ রফা হয় তাঁহারদিগকে ফারখৎ দিতে পারেন ইতি।

৩৩ ধারা।

যখন রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির অধ্যক্ষেরা কোম্পানির দেনা টাকা দিতে

অপারগ হন তখন তাঁহারা সেই বিষয়ে অধ্যক্ষেরদের এক বিশেষ বৈঠক করিবেন এবং ঐ প্রকার বৈঠকে যে সংখ্যা এবং যে অধিকাংশ ব্যক্তিরদের দ্বারা ঐ কোম্পানির সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত সেই সংখ্যা এবং সেই অধিকাংশ ব্যক্তি এই নির্দ্ধারণ করিবেন যে ঐ কোম্পানি দেনা পরিশোধ করিতে অক্ষম এবং অধ্যক্ষেরদের মধ্যে যাঁহারদের সম্মতিক্রমে ঐ নির্দ্ধারণ ধার্য্য হইয়াছিল তাঁহারা তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা তৎক্ষণাৎ ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক। এবং নির্দ্ধারণ প্রকাশ হইলে পর দুই মাসপর্য্যন্ত কিন্তু তাহার পর নহে ঐ নির্দ্ধারণ ঐ কোম্পানির প্রাপ্ত বিশেষং ক্ষমতা জব্দ হওন কার্য্য জ্ঞান হইবেক। কিন্তু সেই জব্দের এই মাত্র অভিপ্রায় যে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ নির্দ্ধারণ প্রকাশ হওনের তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে দরখাস্তের পোষকতা করা যায় কিন্তু তাহার পর নহে ইতি।

৩৪ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া যে কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী হয় সেই ডিক্রী এবং তাহা জারীর পরওয়ানা বাহির হওনের পর যদি দুই মাসের মধ্যে ঐ কোম্পানি ঐ ডিক্রীর টাকা না দেন তবে ঐ কোম্পানি জব্দের কর্ম্ম করিয়াছেন এইমত বোধ হইবেক। এবং তাহা হইলে যে কোন মহাজন ডিক্রী জারীর পরওয়ানা পাইয়াছিলেন সেই মহাজন অথবা যে কোন মহাজনের ঐ কোম্পানি পাঁচ শত টাকা ধারেন তিনি অথবা যে কোন দুই জন মহাজনের ঐ কোম্পানি সাত শত টাকা ধারেন তাঁহারা অথবা যে কোন তিন বা ততোধিক জন মহাজনের ঐ কোম্পানি এক হাজার টাকা ধারেন তাঁহারা যে রাজধানীর মধ্যে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছেন সেই রাজধানীর মধ্যে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে এক দরখাস্ত দিতে পারেন এবং তাহার মধ্যে ঐ মহাজন বা মহাজনেরদের যত টাকা ঐ কোম্পানি ধারেন তাহা এবং কোম্পানির রেজিষ্টরী হওন এবং জব্দহওন লেখা থাকিবেক। এবং দরখাস্তে এই প্রার্থনা হইবেক যে ঐ কোম্পানি অথবা তাঁহার অংশিরা দেউলিয়ারদের উপকারার্থে যে আইন চলন আছে সেই আইনানুসারে ঐ আদালতের উপকার প্রার্থনা করিলে আদালত যেরূপ করিতেন সেইরূপ কর্ম্ম করেন। এবং তাহাতে ঐ আদালত দরখাস্তের সত্যতার বিষয়ে তহকীক করিবেন এবং যদি ঐ সত্যতার বিষয়ে আদালতের সন্তোষ হয় তবে ঐ আদালত ইহা ধার্য্য করিবেন যে ঐ দরখাস্ত সত্য এবং ঐ কোম্পানি জব্দের কর্ম্ম করিয়াছেন এবং তৎপরে ভারতবর্ষের দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আইনের এবং এই আইনের বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩৫ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির অংশী অথবা মহাজন দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে কোন দরখাস্ত দাখিল করিলে ঐ আদালত কোন এক জন

দেউলিয়ার মোকদ্দমায় যেরূপ হুকুম করিতে পারেন সেইরূপে ঐ কোম্পানির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকারী আসৈনি সাহেবের হাতে অর্পণ করণের বিষয়ে হুকুম দিবেন এবং সেই হুকুমসম্পর্কীয় অন্য যেং হুকুমের আবশ্যক হয় তাহা দিবেন। এবং উক্ত আদালতের সকল শক্তি ও ক্ষমতা এবং দেউলিয়ারদের সম্পর্কীয় সকল আইন বিষয় বিশেষে যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত ঐ প্রকার রেজিষ্টরীহওয়া সকল কোম্পানির বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৩৬ ধারা।

যখন রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির জব্দহওয়া ধার্য্য হয় তখন দরখাস্ত দাখিল করণের সময়ে যাঁহারা ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ থাকেন তাঁহারা দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতের হুকুমের অধীন হইবেন এবং তাঁহারদের উচিত হইবেক যে তাঁহারা একেং অথবা সাধারণে যে জমাওয়াসিল বাকীর ফর্দ্দ এবং অন্য হিসাব ঐ আদালত আবশ্যক বোধ করেন তাহা প্রস্তুত করেন এবং ঐ কোম্পানির সকল ব্যাপা-রের তহকীক করণেতে এবং নিষ্পত্তি করণেতে সরকারী আসৈনি সাহেবের সাহায্য করেন। এবং প্রত্যেক জন অধ্যক্ষ এবং যে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবার যোগ্য হইবেন এবং আরো আদালত যেরূপ হুকুম করেন সেইরূপে জোবানীতে কিম্বা লিখিত জিজ্ঞাসাক্রমে ঐ কোম্পানির ইহার পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ও জায়দাদ ছিল ও এক্ষণে যে জায়দাদ আছে তাহা এবং কোম্পানির ব্যাপার ও কার্য্য ও লাভনোকসানের সম্পূর্ণ ও সত্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করণের যোগ্য হইবেন ইতি।

৩৭ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য্য হইলে তাহার অংশির বিরুদ্ধে ঐ কোম্পানির মহাজনের যে দাওয়া থাকে তাহার বিষয়ে এই আইনের রীতিভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে কার্য্য হইবেক না কিন্তু যদি কোন বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে অথবা যদি কোন অংশী কোম্পানির ব্যবসায়েতে অংশ লওনের দ্বারা ভিন্ন আপনার নিজের লাভের নিমিত্তে কোন কর্জ করিয়াছিলেন বা কোন প্রকারে দায়ী হইয়াছিলেন তবে তাহার বিষয়ে এই আইনছাড়া অন্য প্রকারে কার্য্য হইতে পারে ইতি।

৩৮ ধারা।

কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য্য হইলে পর সরকারী আসৈনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে যে সকল কর্জ বা অন্য দাওয়া থাকে তাহার সংখ্যা অথবা তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট ভাগের সংখ্যার সাধ্যপর্য্যন্ত অনুমান করিলে পর ঐ আদালত সরকারী আসৈনির দরখাস্তক্রমে ঐ কর্জ ও দেনা পরিশোধার্থে যে টাকা ঐ আদালত আবশ্যক বোধ করেন সেই টাকা অংশিরদের স্থানে অংশমতে আদায় করিবার হুকুম দিবেন

এবং সময়ক্রমে আর যে টাকার আবশ্যক হয় তাহা উক্তমতে আদায় করিতে হুকুম দিতে পারেন। এবং সরকারী আসৈনি সেই হুকুম পাইলে পর অংশিরদের একং জনের যে অংশ ছিল সেই অংশের সংখ্যার অনুসারে ঐ টাকা তাঁহারদের দিতে ধার্য্য করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারদের স্থানে সেই টাকা আদায় করিবেন এবং যাঁহারা ঐ টাকা না দেন এমত বাকীদারেরদের নাম এবং যে টাকা তাঁহারদের দিবার ধার্য্য হইয়াছিল তাহার সংখ্যার মাসেং বা তাহাহইতে অল্প মিয়াদের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন। এবং তাহাতে যদি ঐ আদালতের এমত হৃদ্বোধ হয় যে ঐ ধার্য্যহওয়া টাকা যথার্থরূপে হইয়াছে তবে ঐ আদালত যে সময় উচিত বোধ করেন সেই সময়ে এবং ইশ্‌তিহার বা প্রকারান্তরে দেওয়া যে এস্তেলা বা দাওয়া উচিত বোধ হয় তৎক্রমে ঐ ধার্য্যহওয়া টাকা দিবার হুকুম করিবেন। এবং আদালতের হুকুমকরা মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ টাকা না দেওয়া যায় তবে তাহা না দেওয়াতে ঐ বাকীদার অংশী দেউলিয়া জ্ঞান হইবেন। এবং ঐ আসৈনি অথবা যে কোন এক মহাজনের ঐ কোম্পানি পাঁচ শত টাকা ধারেন তিনি অথবা যে কোন দুই জন মহাজনের ঐ কোম্পানি সাত শত টাকা ধারেন তাঁহারা অথবা যে কোন তিন বা ততোধিক মাহাজনের ঐ কোম্পানি এক হাজার টাকা ধারেন তাঁহারা যে রাজধানির মধ্যে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছিলেন সেই রাজধানীর দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে এই দরখাস্ত দিতে পারেন যে ঐ ব্যক্তি দেউলিয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন। এবং দরখাস্তে এই প্রার্থনা থাকিবেক যেঐ বাকীদার অংশী দেউলিয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন ইহা আদালতে ধার্য্য হয়। এবং ঐ দরখাস্তের সত্যতার নির্ণয় হইলে ঐ আদালতের ইহা ধার্য্য করণের ক্ষমতা হইবেক যে বাকীদার অংশী দেউলিয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে রাজধানীর মধ্যে ঐ বাকীদার বাস করেন সেই রাজধানীর দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালত ভারতবর্ষের দেউলিয়ারদের উপাকারার্থ আইনের বিধির অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

৩৯ ধারা।

খারিজ দাখিল না হওয়া অংশের যে অংশিরদের নাম শেষ সাধারণ নিদর্শনপত্রের মধ্যে লেখা ছিল তাঁহারা এবং তৎপরে যদি অন্য কোন ব্যক্তিরদের নাম কোম্পানির অংশিস্বরূপ দাখিল হইয়াছিল তাঁহারা কোম্পানির দেনা পরিশোধ করণার্থে প্রথমে দায়ী হইবেন এবং সেই টাকা দিতে তাঁহারদের প্রতি প্রথমতঃ হুকুম হইবেক। কিন্তু যদি ঐ আদালতের এইমত বোধ হয় যে ঐ আদালত যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ করেন সেই মিয়াদের মধ্যে এইরূপে ঐ কোম্পানির দেনার সম্পূর্ণ পরিশোধ হইতে পারে না তবে অন্য যেং ব্যক্তিরা কোম্পানি জব্দ ধার্য্য হওনের পূর্ব্বে তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে কোম্পানির অংশী বলিয়া কোন নিদর্শনপত্রে লেখা গিয়াছিল তাঁহারা সমুদয়ে আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকা দিবার দায়ী হইবেন। এবং সাবেক অংশিরদের টাকা দিবার হুকুম হইলে বর্ত্তমান

অংশিরদের বিষয়ে যেরূপ উপরে নির্দ্দিষ্ট আছে সরকারী আসৈনি সেইরূপ কার্য্য করিবেন ইতি।

৪০ ধারা।

অংশিরদের স্থানে যেং টাকা সময়ক্রমে আদায় হইবেক তাহার সংখ্যা নির্ণয় করণেতে ঐ আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের যেমত যথার্থ বোধ হয় সেইমত ঐ কোম্পানির যে টাকা পাওনা আছে সেই টাকা বুঝিয়া হুকুম করেন ইতি।

৪১ ধারা।

যদি উক্ত কোম্পানির কোন মহাজনের পাওনা টাকা দিবার জন্যে ঐরূপ ধার্য্য-হওয়া টাকার আবশ্যক হয় তবে তাহা কেবল এই বিষয়ে অযথার্থ বোধ হইবেক না অথবা অন্যথা হইবেক না যে অংশাংশমতে বিবেচনা করিয়া তাহা ধার্য্যহওয়া অন্য অংশিরদের টাকাঅপেক্ষা অধিকআছে। এবং ঐ ধার্য্যহওয়া টাকা কমকরা উপযুক্ত বোধ হইলে ঐ আদালতের হুকুমক্রমে তাহা কমান যাইতে পারে ইতি।

৪২ ধারা।

ঐ কোম্পানির পাওনা টাকা উসুল হইলে যদি তাহা লইয়া ঐ কোম্পানির দেনা বা তাহার উপর অন্য দাওয়া পরিশোধ করণের পর কিছু বাঁচে তবে সেইঅবশিষ্ট টাকাহইতে যে অংশিরা কোম্পানির কর্জ পরিশোধ করিতে প্রথমতঃ দায়ী ছিলেন না এইমত কোন অংশী যেং টাকা দিয়াছিলেন তাহা বা তাহার অংশাংশমত কোন ভাগ ফিরিয়া দিতে ঐ আদালত হুকুম করিতে পারেন। এবং দ্বিতীয়তঃ অন্য অংশিরদের মধ্যে যাঁহারা আপনারদের অংশের সংখ্যানুসারে আপনারদের অংশাংশের দায়ের অধিক যে টাকা দিয়াছিলেন সেই টাকা বা তাহার অংশাংশ ভাগ দিবেন কিন্তু যে অন্যান্য অংশিরদের টাকা দেওয়া ধার্য্য হইয়াছিল তাঁহারদের সংখ্যা বুঝিয়া ঐ আদালত হুকুম করিবেন এবং পরিশেষে যদি অবশিষ্ট টাকা তাহাতে না ফুরায় তবে যে এক পাণ্ডুলেখ্য বা নিয়ম ঐ আদালতে দরপেশ হয় এবং ঐ আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হয় সেই পাণ্ডুলেখ্যানুসারে অবশিষ্ট টাকা অংশিরদের মধ্যে বিতরণ করিতে ঐ আদালত সরকারী আসৈনিকে হুকুম করিতে পারেন। অথবা ঐ আদালত আপনার আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের হাতে সেই টাকা দিতে হুকুম করিতে পারেন এবং তাহা উক্ত কোম্পানির নামে জমা হইবেক এবং সেই টাকার বিষয়ে যে ব্যক্তিরদের লাভালাভ আছে তাঁহারা আইনানুসারে অথবা একুটি পক্ষে যে সকল কার্য্য করেন সেই কার্য্যের অপেক্ষায় ঐ টাকা ন্যস্ত থাকিবেক। এবং ঐ টাকা বিতরণ করিতে উক্ত আদালত যে হুকুম করেন সেই হুকুমের দ্বারা ঐ সরকারী আসৈনিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক এবং ঐ বিতরণের বিষয়ে কোন

অংশি বা মহাজন কোন দাওয়া করিলে সেই দাওয়াহইতে ঐ আসৈনি রক্ষা পাইবেন ইতি।

৪৩ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে ব্যবসা করিতেছিলেন এমত কোন কোম্পানি যদি রেজিষ্টরী হওনের পর তিন বৎসর অতীত না হইতেং জব্দ ধার্য্য হয় তবে যেং ব্যক্তিরা তাহার রেজিষ্টরীহওয়া অংশী নহেন কিন্তু কোম্পানির রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করণের পূর্ব্বে তিন বৎসরের মধ্যে শরীক অথবা অংশী ছিলেন তাঁহারদের নাম ঐ কোম্পানির অংশির প্রথম নিদর্শনপত্রে থাকিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাঁহারা ঐ কোম্পানির দেনা পরিশোধার্থ টাকা দিবার দায়ী হইবেন ইতি।

৪৪ ধারা।

যখন দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতের এমত বোধ হয় যে রেজিষ্টরী-হওয়া যে কোন কোম্পানির প্রতিকূলে জব্দহওনের হুকুম হইয়াছে সেই কোম্পানির ব্যাপার শেষ করণার্থে কোন একুটি আদালতের সাহার্য্যের আবশ্যক হইবেক তখন ঐ দেউলিয়ার উপকারার্থ আদালত সরকারী আসৈনি বা অন্য আসৈনিরদিগকে বিলের দ্বারা অথবা বিলের দ্বারা যেরূপ উপকার হয় সেইরূপ উপকারের দরখাস্তের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করিতে হুকুম করিতে পারেন। এবং ঐ সুপ্রিম কোর্ট সেইরূপ দরখাস্ত পাইলে বিল ফাইল হইলে যে আদৌ এবং তৎপরে হুকুম দিয়া থাকেন সেইরূপ হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর যে ফল হয় এবং তাহা যেরূপে জারী হয় সেইং হুকুমের সেইরূপ ফল হইবেক এবং তাহা সেইং রূপে জারী হইবেক ইতি।

৪৫ ধারা।

ঐ কোম্পানির ব্যাপারের সম্পর্কে যে কোন অংশির অন্য কোন অংশির প্রতি দাওয়া থাকে সেই অংশী সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিলে ঐ কোর্ট ঐ অংশিরদের মধ্যে সেই দাওয়া নিষ্পত্তি করণের জন্যে যে হুকুম উচিত বোধ করেন সেই হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৪৬ ধারা।

রেজিষ্টরীহওয়া যে কোম্পানির প্রতি এইরূপ জব্দ হওনের হুকুম হইয়াছে সেই কোম্পানির কোন অংশী যখন আপনার দরখাস্তক্রমে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে বা প্রকারান্তরে দেউলিয়ারূপে ধার্য্য হইয়াছেন তখন ঐ রেজিষ্টরীহওয়া কোম্পানির

আসৈনি বা আসৈনিরা দেউলিয়ার উপকারার্থ আদালত সময়ক্রমে ঐ দেউলিয়া অংশির অংশাংশমত যে টাকা দিবার হুকুম করেন সেই টাকা পাইবার জন্যে ঐ দেউলিয়ার ইষ্টেটের মহাজনের ন্যায় গণ্য হইতে পারেন ইতি।

৪৭ ধারা।

এইরূপ রেজিষ্টরীহওয়া যে কোম্পানির প্রতি জব্দহওনের হুকুম হইয়াছে সেই কোম্পানির ব্যাপার এই আইনানুসারে সম্পন্ন হইলে ঐ কোম্পানি এই আইনানুসারে যেং ক্ষমতা পাইয়াছিলেন তাহা নিবৃত্ত হইবেক এবং তাহার অংশিত্ব রহিত হইবেক ইতি।

তফসীল।

আমি অমুক স্থানের অমুক অমুক স্থানের অমুক ব্যক্তির নিকটে এত টাকা পাইয়া ইহার দ্বারা অমুক নামে বিখ্যাত ব্যবসার অমুকং নম্বরী অংশ অমুক ব্যক্তিকে অথবা তাঁহার টর্নি বা আডমিনিষ্ট্রেটর কি আসৈনকে অমুক স্থানে সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরীহওয়া অমুক কোম্পানির অংশিপত্রের নিয়মানুসারে এবং অন্যান্য যে নিয়মক্রমে আমি ঐ অংশ ধার্য্য করি তদনুসারে অর্পণ করিয়াছি। এবং আমি অমুক সেইং নিয়মানুসারে উক্ত অংশ বা অংশসকল লইতে অঙ্গীকার করিলাম। অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমরা এই পত্রে দস্তখৎ ও মোহর করিলাম।

সাক্ষী — অমুক (মোহর)

অমুক (মোহর)

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৪ চতুঃচত্বারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ড এবং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সদর বোর্ড রেবিনিউ এক শামিল করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইনের দ্বারা বাঙ্গলা দেশে হাসিল ও নিমক ও আফীনের ডিপার্টমেণ্টে রাজস্বের এক বোর্ড সংস্থাপন হইয়াছিল এবং হাসিলের ও নগরীয় মাসুলের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও শক্তি ও ক্ষমতা ছিল তাহা এবং নিমক ও আফীনের ডিপার্টমেণ্টে বোর্ড ত্রেডের যে সকল ক্ষমতা সেই কালপর্য্যন্ত ছিল তাহা উক্ত বোর্ডে অর্পণ করা গিয়াছিল। এবং যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউহইতে ঐ বোর্ড পৃথক্থাকা আর আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইন রদ হইল কিন্তু উক্ত আইনের দ্বারা যে কোন বিধান কিম্বা আইন রদ ও বাতিল হইয়াছিল তাহার কোন অংশ ঐ আইন রদ হওনেতে পুনর্বার চলন হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

হাসিল ও নিমক ও আফীনের ডিপার্টমেণ্টে রাজস্বের বোর্ডের এবং তাহার কর্ম্মকারকেরদের যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে কিম্বা এক্ষণে অর্পিত আছে তাহা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ১ আইনানুসারে উক্ত বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে সংস্থাপিত সদর বোর্ড রেবিনিউর প্রতি ও তাহার কর্ম্মকারকেরদের প্রতি অর্পণ

হইবেক। এবং উক্ত হাসিল ও নিমক ও আফীনের রাজস্বের বোর্ডের এবং তাহার কর্ম্মকারকেরদের বিষয়ে যে সকল আক্ট ও আইন এক্ষণে চলন আছে সেইং আক্টে ও আইনে উক্ত হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডে এবং তাহার কর্ম্মকারকেরদের পরিবর্ত্তে উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউর ও তাহার কর্ম্মকারকেরদের নাম লেখা থাকিলে যেরূপ বুঝা যাইত সেইরূপে উত্তর কালে বুঝা যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউ অদ্যাবধি বাঙ্গলা দেশে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ নামে খ্যাত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি আইন নির্দ্ধার্য্য করণের আইন।

করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম ও বিধান হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন স্থানের নিমিত্তে নিযুক্ত কোন করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে মরা লোকের শবের বিষয়ে যে সকল গতিকে তহকীক করা উচিত সেইং গতিকে যে করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ শব থাকে সেই করণর সাহেব ঐ প্রকার তহকীক করিতে পারেন এবং করিবেন এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর হেতু ঐ করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে হইলে বা না হইলে তাঁহার সম্মুখে এইমত যে প্রত্যেক তহকীক হয় তাহা মাতবর হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারি।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.